সূচিপত্র

كَلِمَاتُ الْقُرْآن

আল-কুরআনের শব্দসমূহ

ইমরান হেলাল

www.banglakitab.weebly.com

আল-কুরআনের শব্দসমূহ

প্রকাশক

আল-হুদা পাবলিকেশন্স

বাড়ি নং ৯৬, রোড নং ৪, মিরপুর ১১, ঢাকা

©

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক ও সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও ইনার ডিজাইন

প্রকৌশলী মোঃ নওয়াজিস ইসলাম

প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ২০১৭

মূল্যঃ ৫০০ টাকা মাত্র

যোগাযোগ

এস এম নাহিদ হাসান

ইমেইলঃ nahide03@yahoo.com

ওয়েব সাইটঃ www.alquranervasha.com

ফেসবুক পেইজঃ fb.com/alquranervasha

www.banglakitab.weebly.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর এবং সালাত ও সালাম তার রসূলের প্রতি।

কুরআন বোঝার নিমিত্তে আমরা অনেক কোর্স করি বা অনেক বই পড়ি। কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সময়ই আমাদের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ পড়া বা শোনার সময় কুরআন বুঝতে পারার যোগ্যতা অর্জন হয় না। এর একটা অন্যতম বড় কারন হল কুরআনের শব্দার্থ ভালোভাবে মুখস্থ না থাকা। সুতরাং কুরআনের শব্দার্থ মুখস্থ করতে হবে, বিকল্প নাই। কিন্তু হাজার হাজার শব্দ মুখস্থ করা যত কঠিন তার চে্যেও বেশি কঠিন শব্দগুলো মনে রাখা।

আসলে শব্দ মুখস্থ করে শব্দ মনে রাখার চেয়ে তা কোন একটা বাক্যে ব্যবহার করে মনে রাখলে বেশি মনে থাকে। যে শব্দটা আমরা স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাই তার একটা ঠিকানা দেওয়া। এতে শব্দটি মাঝে মাঝে হারিয়ে গেলেও বাক্যের কারনে আবার ফিরে আসে। এছাড়া আরও একটা ভালো উপায় হল সমার্থক আর বিপরীতার্থক শব্দ সহ মুখস্থ রাখা। এতে সহজেই নতুন শব্দ মুখস্থ করা যায়। ফলত অল্প সময়ে শব্দ ভান্ডারটি বেশ বড় আকার ধারণ করে।

আপনারা যারা আরবী ভাষা নিয়ে কিছু পড়াশুনা করেছেন তারা খেয়াল করে থাকবেন যে, আরবী শব্দের একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দের অধিক ব্যবহার। এটা অবশ্য সব ভাষায়ই আছে। কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ গুলো মুখস্থ করা শব্দের অর্থ নিয়ে সন্দেহ তৈরী করে। এই সন্দেহ কাটানোর একটা ভালো সমাধান হল একই ধরনের শব্দগুলোকে একসাথে পাশাপাশি রেখে মুখস্থ করা।

বন্ধুরা, উপরোক্ত সমস্যা আর সমাধানগুলোর কথা মাথায় রেখেই রচনা করা হয়েছে **كَلِمَاتُ الْقُرْآنِ** বা **"আল-কুরআনের শব্দসমূহ"** বইটি। এতে কুরআনে ব্যবহৃত শব্দগুলো আয়াতাংশের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে আর একই সাথে লিস্ট করা হয়েছে সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ। শেষের দিকে কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দসমূহ একসাথে দেখানো হয়েছে। আমরা আশা করছি ভালো কোন ব্যাকরনের বই থেকে বাক্যগঠনের নিয়ম শিখে এই বই অধ্যায়ন করলে আপনারা অতি দ্রুত আরবীতে কুরআন বুঝতে পারবেন ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুক। আমাদের সকলের ভালো উদ্দেশ্য ও আমাল কবুল করুক।

www.banglakitab.weebly.com

জরুরীঃ

আল কুরআনে অনেক শব্দ তার কখনও আক্ষরিক অর্থে এসেছে আবার কখনও রুপক অর্থে এসেছে। আবার একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে এসেছে৷ সুতরাং শব্দার্থ মুখস্থ করার পর অনুবাদ বা তাফসির দেখে মুল ভাবার্থ অর্জন করতে হবে।

কৃতজ্ঞতাঃ

মহান আল্লাহর শুকরিয়ার পর আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রচনা ও গবেষনার সাথে জড়িত সকল ভাই বোনদের। নাম প্রকাশের অনিচ্ছার জন্য সবার নাম এখানে উল্লেখ করতে পারছি না তবুও কয়েকজনকে আমরা অবশ্যই স্মরণ করতে চাই যাদের মধ্যে রয়েছে হামিদা আপা, শোয়াইব অলিভ ভাই, আহমাদ রাসেল, নুসরাত আপা, ওয়াসিউজ্জামান, আজফার ইন্তেহা, আরাফ মোহাম্মাদ, সাফা উদ্দিন আহমেদ, আসিফ আস্কার, মোহাম্মাদ নাহিদ হাসান রণি, মোহাম্মাদ শামসুজ্জোহা ভাই প্রমুখ। উস্তায ইমরান হেলালের গবেষণার মুল রুপায়ক হিসেবে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজটা সম্পুর্ণ করেছেন। এছাড়াও গ্রীনটেকের আল কুরআন এপস্টাও আমাদের কাজকে অনেক সহজ করেছে মাশা আল্লাহ। মহান আল্লাহ তাদের সমস্ত মেহনত কবুল করুক।

রেফারেন্সঃ

১) মুতারাদিফাতুল কুর'আন - আবদুর রহমান কিলানী

২) কুরআনের অর্থ বুঝার সহজ অভিধান - আবদুল হালিম

৩) শব্দে শব্দে আল কুরআনের অভিধান - আবদুল করীম পারেখ

৪) Arabic-English Dictionary of Qur'anic usage - Elsaid M. Badawi & Muhammad Abdel Haleem

www.banglakitab.weebly.com

বইটির গঠন কাঠামো

১. (ج) এর পরবর্তী শব্দটি মূল শব্দের বহুবচন।

এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (১১-৪৯)	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	উপাধি	لَقَبٌ (ج) أَلْقَابٌ

২. ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি অতীত কাল এবং পরের শব্দটি বর্তমান/ভবিষ্যৎ কাল।

যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। (৩.১৬০)	إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ	সাহায্য করা	نَصَرَ–يَنْصُرُ

৩. কিছু ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সাথে সাথে ক্রিয়া বিশেষ্যকে ব্রাকেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে (৫৩-২৭)	لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى	নাম দেওয়া	سَمَّى–يُسَمِّى (تَسْمِيَةٌ)

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

বইটির গঠন কাঠামো 5
১। সুরা ফাতিহা (১-৫) 9
২। সুরা ফাতিহা (৬-৭) 15
৩। সুরা বাকারাহ (১-২) 20
৪। সুরা বাকারাহ (৩-৫) 25
৫। সুরা বাকারাহ (৬-৯) 31
৬। সুরা বাকারাহ (১০-১৬) 38
৭। সুরা বাকারাহ (১৬-১৮) 47
৮। সুরা বাকারাহ (১৯-২১) 55
৯। সুরা বাকারাহ (২২-২৪) 64
১০। সুরা বাকারাহ (২৫-২৫) 73
১১। সুরা বাকারাহ (২৬-৩১) 80
১২। সুরা বাকারাহ (৩২-৩৫) 89
১৩। সুরা বাকারাহ (৩৬-৩৯) 98
১৪। সুরা বাকারাহ (৪০-৪৪) 107
১৫। সুরা বাকারাহ (৪৫-৪৯) 114
১৬। সুরা বাকারাহ (৫০-৫৯) 122
১৭। সুরা বাকারাহ (৬০-৬৮) 134
১৮। সুরা বাকারাহ (৬৯-৭৩) 144
১৯। সুরা বাকারাহ (৭৪-৮২) 150

www.banglakitab.weebly.com

২০। সুরা বাকারাহ (৮৩-৯২).. 160

২১। সুরা বাকারাহ (৯৩-১১৪) 167

২২। সুরা বাকারাহ (১১৫-১১৫) 176

২৩। সুরা বাকারাহ (১২৬-১৫৭) 184

২৪। সুরা বাকারাহ (১৫৮-২০৭).. 192

২৫। সুরা বাকারাহ (২০৮-২২৮) 198

২৬। সুরা বাকারাহ (২২৯-২৩২).. 208

২৭। সুরা বাকারাহ (২৩৩-২৮৬) 232

২৮। সুরা ইমরান (১-১৬) 250

২৯। সুরা ইমরান (১৬-১০১) 256

৩০। সুরা ইমরান (১০২-১৫৯)... 266

৩১। সুরা ইমরান (১৬০-২০০)... 274

৩২। সুরা নিসা (১-৪৫) 278

৩৩। সুরা নিসা (৪৬-১৭৬)... 284

৩৪। সুরা মায়িদা 295

৩৫। সুরা আন’ আম (১-১০৮).. 303

৩৬। সুরা আন’ আম (১০৯-১৬৫) 312

৩৭। সুরা আরাফ.. 317

৩৮। সুরা আনফাল 331

৩৯। সুরা তাওবা.. 334

৪০। সুরা ইউনুস.. 342

৪১। সুরা হুদ 344

www.banglakitab.weebly.com

৪২। সুরা ইউসুফ 349

৪৩। সুরা রাদ-বনী ঈসরাইল.. 355

৪৪। সুরা কাহাফ - ফুরকান 364

৪৫। সুরা শু’আরা-ক্বমার.. 385

৪৬। সুরা আর রহমান-নাস... 399

৪৭। ব্যক্তিবাচক নাম 409

৪৮। সর্বনাম ও অব্যয় সমূহ.. 421

৪৯। কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ সমূহ... 426

www.banglakitab.weebly.com

১। সুরা ফাতিহা (১-৫)

আল্লাহর নামে (১-১)	بِسْمِ اللَّهِ	নাম	اِسْمٌ (ج) أَسْمَاءٌ
এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (১১-৪৯)	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	উপাধি	لَقَبٌ (ج) أَلْقَابٌ
তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে (২৭-৫৩)	لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى	নাম দেওয়া	سَمَّى – يُسَمِّى (تَسْمِيَةٌ)
এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (১১-৪৯)	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	নামে ডাকা	تَنَابَزَ – يَتَنَابَزُ
আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে (২-৬)	وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ	নামধারী, নির্ধারিত	مُسَمًّى
ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নাম করণ করিনি (৭-১৯)	لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا	নাম বিশিষ্ট, সমতুল্য	سَمِيٌّ
আল্লাহর নামে(১-১)	الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ	দয়ালু	رَحْمٰنُ
এবং তুমি সর্বাধিক করুণাময় (৭-১৫১)	وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ	করুণাময়	رَاحِمٌ (ج) رَاحِمُوْنَ
নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল (২৯-৪৮)	رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ	সহানুভূতিশীল	رَحِيمٌ (ج) رُحَمَاءُ
মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময় (৯-১২৮)	بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ	স্নেহশীল	رَؤُوْفٌ
আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু (৪২-১৯)	اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ	দয়ালু ,সুক্ষ্ম	لَطِيْفٌ
নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতিস্নেহময়। (৯০-১১)	إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ	স্নেহ পরায়ণ, প্রেমময়	وَدُوْدٌ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার (১-২)	الْحَمْدُ لِلَّهِ	প্রশংসা	حَمْدٌ (حَمِدَ-يَحْمَدُ)
এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না (৭৬-৯)	لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا	কৃতজ্ঞতা	شُكْرٌ (ج) شُكُوْرٌ (شَكَرَ-يَشْكُرُ)
তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার (৯-১১২)	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ	শোকর গোযার	حَامِدٌ (ج) حَامِدُوْنَ
তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব (৬-৬৩)	لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ	কৃতজ্ঞ	شَاكِرٌ (ج) شَاكِرُوْنَ
নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে (৩১-৩১)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ	কৃতজ্ঞ	شَكُوْرٌ
আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (৩১:১২)	وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ	প্রশংসিত	حَمِيْدٌ
আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন (১৭:৭৯)	أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا	প্রশংসিত	مَحْمُوْدٌ
মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (১৭:৬৭)	وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا	অকৃতজ্ঞ	كَفُوْرٌ
নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। (১৪-৩৪)	إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ	অকৃতজ্ঞ	كَفَّارٌ
নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ। (১০০-৬)	إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ	অকৃতজ্ঞ	كَنُوْدٌ
সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।	رَبِّ الْعَالَمِينَ	প্রতিপালক	رَبٌّ (ج) أَرْبَابٌ

www.banglakitab.weebly.com

(২-১)			
সাম্রাজ্যের অধিকারী, তুমি সাম্রাজ্য দান কর। (৩:২৬)	مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ	মালিক	مَالِكٌ (ج) مَالِكُون
অতএব শীর্ষ মহিমায় আল্লাহ, তিনি সত্যিকার মালিক (২৩:১১৬)	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ	মালিক	مَلِكٌ (ج) مُلُوكٌ
সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে। (৫৪:৫৫)	عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ	সম্রাট	مَلِيكٌ
সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২-১)	رَبِّ الْعَالَمِينَ	বিশ্ব জগত	عَالَمٌ (ج) عَالَمُوْنَ
যিনি বিচার দিনের মালিক (৪-১)	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ	বিচারের দিন	يَومُ الدِّيْنِ
কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? (১৮৭-৭)	السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا	পুনুরুত্থানের সময়, ঘন্টা	السَّاعَةُ
কেয়ামতের বৃত্তান্ত। (৮৮-১)	حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ	আচ্ছন্নকারী	الغَاشِيَةُ
যখন কিয়ামতের ঘটনা ঘটবে। (৫৬-১)	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ	দুর্যোগঘটনা	الوَاقِعَةُ
অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে। (৮০-৩৩)	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ	কর্ণ বিদারক শব্দ	الصَّاخَّةُ
আদ ও সামুদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল। (৬৯-৪)	كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ	মহাপ্রলয়	القَارِعَةُ
অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে। (৭৯-৩৪)	فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ	মহাসংকট	الطَّامَّةُ
কেয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায়	وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	কেয়ামতের দিন	يَوْمُ القِيَامَةِ

www.banglakitab.weebly.com

আসবে। (১৯-৯৫)	فَرْدًا		
আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান (২-৮)	آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ	পরকাল	اليَومُ الآخِرُ
আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন (৪০-১৮)	وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ	আসন্ন দিন	يَوْمُ الآزِفَةِ
আমি তোমাদের ব্যাপারে এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আযাবের ভয় করছি। (১১-২৬)	أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ	যন্ত্রণাদায়ক দিন	يَوْمٌ أَلِيْمٌ
আল্লাহর কিতাব মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত (৩০-৫৬)	فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ	পুনরুত্থান দিবস	يَومُ البَعْثِ
এদিন হার-জিতের দিন। (৬৪-৯)	ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ	হার-জিতের দিন	يَوْمُ التَّغَابُنِ
সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। (৪০-১৫)	لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ	সাক্ষাতের দিন	يَوْمُ التَّلَاقِ
আমি তোমাদের জন্যে প্রচন্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি। (৪০-৩২)	إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ	আর্তনাদের দিন, হাঁক-ডাকের দিন	يَوْمُ التَّنَادِ
এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (৭৬-২৭)	وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا	ভার বহনের দিন কঠিন দিবস	يَوْمٌ ثَقِيْلٌ
সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে (৪২-৭)	وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ	সমাবেশের দিন	يَوْمُ الجَمْعِ
আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। (৩৮-১৬)	لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ	হিসাব দিবস	يَوْمُ الحِسَابِ
তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন (১৯-৩৯)	وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ	পরিতাপের দিবস	يَوْمُ الحَسْرَةِ

এই দিবস সত্য। (৭৮-৩৯)	ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ	সুনিশ্চিত/ সত্যদিবস	اليَوْمُ الحَقُّ
সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। (৫০-৪২)	ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ	বের হওয়ার দিবস	يَوْمُ الخُرُوجِ
এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন। (৫০-৩৪)	ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ	চিরন্তন (জীবনের) দিবস	يَوْمُ الخُلُودِ
আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে একভীতিপ্রদ ভয়ংকরদিনের ভয় রাখি। (৭৬-১০)	إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا	দুখ দুর্দশার দিবস	يَوْمٌ عَبُوسٌ قَمْطَرِيرٌ
আমি যদি স্বীয় রবের নাফরমানীকরি তবে কঠিন দিবসের আযাবের ভয় করি। (১০:১৫)	إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ	মহান দিবস	يَوْمٌ عَظِيمٌ
তাদের উপরে এসে পড়ে এক ধ্বংসাত্মক দিনে শাস্তি। (২২:৫৫)	يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ	নিষ্ফল দিবস	يَوْمٌ عَقِيمٌ
বলুন ,ফয়সালার দিনে কাফেরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবেনা (৩২-২৯)	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ	ফয়সালার দিবস	يَوْمُ الفَتْحِ
আমি তোমাদের উপর এক মহাদিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। (১১-৩)	أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ	মহাদিবস	يَوْمٌ كَبِيرٌ
আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী (১১:৮৪)	أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ	পরিবেষ্টনকারী দিবস	يَوْمٌ مُحِيطٌ
সবাই একত্রিত হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে। (৫৬:৫০)	لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ	নির্ধারিত দিন , নির্দিষ্ট দিন	يَوْمٌ مَعْلُومٌ

www.banglakitab.weebly.com

	يَوْمِ مَّعْلُومٍ		
এবং প্রতিশ্রুত দিবসে ,(৮৫:২)	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ	প্রতিশ্রুত দিবস	الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ
এটা হবে ভয়প্রদর্শনের দিন। (৫০:২০)	ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ	ভয় প্রদর্শনের দিন	يَوْمُ الوَعِيدِ
এটাই ফয়সালার দিন (৩৭:২১)	هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ	ফয়সালার দিন	يَوْمُ الفَصْلِ
আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি (১-৫)	إِيَّاكَ نَعْبُدُ	উপাসনা করা, দাসত্ব করা	عَبَدَ–يَعْبُدُ (عِبَادَةٌ)
এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর। (১০৯-৪)	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ	উপাসনাকারী	عَابِدٌ (ج) عَابِدُونَ
এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (১-৫)	وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	সাহায্য চাওয়া	اِسْتَعَانَ–يَسْتَعِينُ
গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল (২৮-১৮)	الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ	সাহায্য কামনা করা	اِسْتَنْصَرَ– يَسْتَنْصِرُ
অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (২৮-১৫)	فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ	সাহায্য চাওয়া	اسْتَغَاثَ– يَسْتَغِيثُ
সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। (১২-১৮)	وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ	সাহায্যের আধার, ভরসাস্থল	مُسْتَعَانٌ
এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে। (২৫.৪)	وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ	সাহায্য করা	أَعَانَ– يُعِينُ
যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের	إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ	সাহায্য করা	نَصَرَ– يَنْصُرُ

www.banglakitab.weebly.com

উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। (৩.১৬০)	لَكُمْ		
এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর (৪৮.৯)	وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ	সাহায্য করা, সম্মান প্রদর্শন করা	عَزَّرَ– يُعَزِّرُ
তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। (৩১২৪:)	أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ	সাহায্য করা	أَمَدَّ– يُمِدُّ
এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি(৯.৪)	وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا	সাহায্য করা, সমর্থন করা	ظَاهَرَ –يُظَاهِرُ
সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। (৫.২)	وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ	পরস্পরে সাহায্য করা	تَعَاوَنَ –يَتَعَاوَنُ
তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (৩৭.২৫)	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ	পরস্পরে সাহায্য করা	تَنَاصَرَ –يَتَانَصَرُ
আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তাঁর সহায়। (৪-৬৬)	وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ	পরস্পরে সাহায্য করা, আক্রমণ করা,	تَظَاهَرَ

২। সুরা ফাতিহা (৬-৭)

আমাদেরকে সরল পথ দেখাও (১-৬)	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	পথপ্রদর্শন করা, দিকনির্দেশনা দেয়া,	هَدَى– يَهْدِي (هُدًى)
আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরিয়ে সৎপথে	وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ	পথ প্রদর্শক	هَادٍ

আনতে পারবেন না। (২৭.৮১)	عَن ضَلَالَتِهِمْ		
আপনি কখনও তার জন্যে পথপ্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮.১৭)	وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا	পথ প্রদর্শক	مُرْشِدٌ
তখন যদি তারা আত্নসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো (৩-২০)	فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوا	পথ নির্দেশ পাওয়া, সৎপথে চলা	اهْتَدَى–يَهْتَدِي
নাকি যে লোক নিজে নিজে পথ খুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখানো কর্তব্য (১০-৩৫)	أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ	পথ খুজে পাওয়া	يَهِدِّي
যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে (২-১৮৬)	لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ	দিশা পাওয়া, সৎ পথে চলা	رَشَدَ–يَرْشُدُ (رُشْدٌ، رَشَادٌ)
ইনশাআল্লাহ এবার আমরা অবশ্যই পথপ্রাপ্ত হব (২-৭০)	وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ	দিশা প্রাপ্ত, সুপথপ্রাপ্ত	مُهْتَدٍ (ج) مُهْتَدُونَ
তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী। (৪৯-৭)	أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ	সুপথপ্রাপ্ত	رَاشِدٌ (ج) رَاشِدُوْنَ
তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই। (১১:৭৮)	أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ	সুপথে পরিচালিত, ন্যায়পন্থী	رَشِيْدٌ
ফেরআউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল (৭৯:২০)	وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ	পথভ্রষ্ট করা, ধ্বংস করা	أَضَلَّ–يُضِلُّ
হেআমাদের পালনকর্তা !তুমি আমাদের অন্তরকে বক্র করে দিও না (৮-৩)	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا	বক্র করা, বিভ্রম ঘটানো	أَزَاغَ–يُزِيغُ
আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব।(৮২:৩৮)	لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ	পথচ্যূত করা, পথভ্রষ্ট করা	أَغْوَى–يُغْوِي

www.banglakitab.weebly.com

তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (২:১০৫)	أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ	পথচ্যুত করা, লক্ষ্যভ্রষ্ট করা, নস্যাৎ করা	تَضْلِيْلٌ
আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। (৩৭:৩৯)	وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ	পথভ্রষ্টকারী, বিভ্রান্তকারী	مُضِلٌّ (ج) مُضِلُّونَ
তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি।(২:৫৩)	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ	পথভ্রষ্ট হওয়া, হারিয়ে যাওয়া	ضَلَّ–يَضِلُّ (ضَلَالٌ، ضَلَالَةٌ)
অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। (৬১-৫)	فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ	পথচ্যুত হওয়া, বিমুখ হওয়া, বিভ্রম ঘটা	زَاغَ–يَزِيغُ (زَيْغٌ)
তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। (২:৫৩)	مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ	বিপথগামী হওয়া, পথচ্যুত হওয়া	غَوَى- يَغْوِي (غَيٌّ)
তখন বললঃ আমরা তো পথ ভূলে গেছি। (৬৮২৬:)	قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ	পথভ্রষ্ট, দিশাহীন, বিপথগামী	ضَالٌّ (ج) ضَالُّونَ
মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। (২৮-১৮)	قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ	পথভ্রষ্ট, দিশাহীন, বিপথগামী	غَوِيٌّ
বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২৬-২২৪)	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ	পথভ্রষ্ট	غَاوٍ (ج) غَاوُونَ
আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজাপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (৭৩-৭৪)	وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ	পথভ্রষ্ট, দিশাহীন, বিপথগামী	نَاكِبٌ (ج) نَاكِبُونَ

www.banglakitab.weebly.com

আমাদেরকে সরল পথ দেখাও (১-৫)	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	রাস্তা, পথ	صِرَاطٌ
তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। (২০৭৭:)	لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ	পথ, পন্থা, পদ্ধতি, স্তর	طَرِيقٌ، طَرِيْقَةٌ (ج) طَرَائِقُ
জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। (৭৬-১৫)	وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ	পথ, রাস্তা, পন্থা, উপায়	سَبِيلٌ (ج) سُبُلٌ
এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর দূ-থেকে রাস্ত (২২২৭:)	وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ	গিরিপথ, প্রশস্ত রাস্তা, দীর্ঘ পথ	فَجٌّ (ج) فِجَاجٌ
অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। (১৮৮৯:)	ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا	উপায়, উপকরণ, মাধ্যম, রশি	سَبَبٌ (ج) أَسْبَابٌ
বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (৯০১০:)	وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ	পথ, পন্থা	نَجْدٌ
আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। (৪৮-৫)	لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا	পথ, পন্থা	مِنْهَاجٌ
আমাদেরকে সরল পথ দেখাও (১-৫)	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	সরল, সোজা, সঠিক, সুদৃঢ়	مُسْتَقِيْمٌ
এবং সংগত কথা বলে।	وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا	সরল, সঠিক, সোজা	سَدِيْدٌ
সরলপথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্রপথও রয়েছে। (৯-১৬)	وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ	বিপথগামী, অত্যাচারী	جَائِرٌ
এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (১-১৮)	وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا	বক্রতা, কুটিলতা, বন্ধুর	عِوَجٌ
সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ	অনুগ্রহ করা,	أَنْعَمَ–يُنْعِمُ

www.banglakitab.weebly.com

তুমি নেয়ামত দান করেছ।(৭-১)	عَلَيْهِمْ	প্রাচুর্য দেয়া,	
আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন (১৬৪:৩)	لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ	অনুগ্রহ করা, দয়া করা,	مَنَّ–يَمُنُّ (مَنٌّ)
তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমাকে জেল থেকে বের করেছেন। (১২:১০০)	وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ	অনুগ্রহ করা, সদাচরণ করা, সৎকাজ করা, সুন্দর করা	أَحْسَنَ– يُحْسِنُ (إِحْسَانٌ)
অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন। (৩৯:৪)	ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ	দেয়া, দান করা, অনুগ্রহ করা	خَوَّلَ– يُخَوِّلُ
তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ন করে দিয়েছেন (২০-৩১)	وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً	পূর্ণ করে দেয়া, ভরপুর করে দেয়া	أَسْبَغَ– يُسْبِغُ
এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে সুখসমৃদ্ধি দিয়েছিলাম (৩৩:২৩)	وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	সুখসমৃদ্ধি দেয়া,	أَتْرَفَ–يُتْرِفُ
যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন। (৮৯-১৫)	إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ	অনুগ্রহ করা, দয়া করা	نَعَّمَ–يُنَعِّمُ
এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৫৩:৪৮)	وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ	সম্পদশালী করা	أَقْنَى–يُقْنِي
এবং একে অপরকে লানত করবে। (২৯:২৫)	وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا	অভিশাপ দেয়া, গালি দেয়া	لَعَنَ–يَلْعَنُ (لَعْنٌ، لَعْنَةٌ)
তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (৭-১)	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ	ব্যতীত	غَيْرُ
তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই। (২:১৬৩)	لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ	ছাড়া, ব্যতীত	إِلاَّ

www.banglakitab.weebly.com

	الرَّحِيمُ		
দُوْنَ	ব্যতীত	مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ	যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। (৪-৪৮)
وَرَاءَ	ব্যতীত, পিছনে	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ	এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া, হবে, (৮৪-১০)
مَغْضُوْبٌ	অভিশপ্ত, রোষানলে পতিত	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ	তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (৭-১)
مَلْعُونٌ (مَلْعُنَةٌ) (ج) مَلْعُنُون	অভিশপ্ত, অশুভ	مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا	অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। (৬১-৩৩)
مُقَرَّبٌ (ج) مُقَرَّبُونَ	নৈকট্যপ্রাপ্ত, প্রিয়	عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ	এটা একটা ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ। (২৮-৮৩)

৩। সুরা বাকারাহ (১-২)

كِتَابٌ (ج) كُتُبٌ	গ্রন্থ, আমলনামা, কুরআন	ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ	এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নাই (২-২)
سِفْرٌ (ج) أَسْفَارٌ	লিপিবদ্ধ জ্ঞান, গ্রন্থ	كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا	তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে (৬২:৫)
نُسْخَةٌ	অনুলিপি, প্রতিলিপি	وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى	এবং তার অনুলিপিতে ছিল পথনির্দেশ (৭:১৫৪)
صَحِيفَةٌ (ج) صُحُفٌ	পুস্তিকা	صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ	ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে (৮৭: ১৯)

যারা নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছিলেন। এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (৩:১৮৪)	جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ	গ্রন্থ, যাবুর কিতাব	زَبُورٌ (ج) زُبُرٌ
যাতে কোন সন্দেহ নাই (২-২)	لَا رَيْبَ فِيهِ	সন্দেহ, অবিশ্বাস	رَيْبٌ ، رِيْبَةٌ
শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। (৪১:৫৪)	أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ	সন্দেহ, দ্বিধা, তর্ক	مِرْيَةٌ
এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে। (৪৪: ৯)	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ	সন্দেহ, দ্বিধা, সংকোচ	شَكٌّ
ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৫০: ৫)	فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ	ভ্রান্তি, সংশয়	مَرِيْجٌ
বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করেছে। (৫০: ১৫)	بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ	সন্দেহ, গরমিল, ঢাকা	لَبْسٌ
যতক্ষণ আমাদের মৃত্যু আসে (৭৪:৪৭)	حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ	দৃঢ়বিশ্বাস, মৃত্যু	يَقِينٌ
পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য (২-২)	هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ	আল্লাহভীরু, ধার্মিক, সৎ, কর্তব্যপরায়ণ	مُتَّقٍ (ج) مُتَّقُوْنَ (اِتَّقَى–يَتَّقِي)
যদি তুমি আল্লাহভীরু হও (১৯:১৮)	إِن كُنتَ تَقِيًّا	আল্লাহ ভীরু, দ্বীনদার, ধার্মিক	تَقِيٌّ
তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ন। (১৮:৮২)	وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا	সৎ, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, ভালোকাজ, উপযুক্ত	صَالِحٌ (ج) صَالِحُوْنَ، صَالِحَةٌ (ج) صَالِحَاتٌ

			(صَلَحَ–يَصْلُحُ)
নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে ৭৬:৫	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ	সৎ, পুণ্যবান, ধার্মিক	بَرٌّ (ج) أَبْرَارٌ، بَرَرَةٌ
আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছে (৩:১৪৬)	وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ	আল্লাহভক্ত, তাপস, দল	رِبِّيٌّ (ج) رِبِّيُّوْنَ
এবং শীঘ্রই সৎ কর্মশীলদেরকে আমি অতিরিক্ত দানও করব। ২:৫৮	وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ	সৎকর্মশীল, মঙ্গলকারী	مُحْسِنٌ (ج) مُحْسِنُونَ (مُحْسِنَاتٌ)
বরং 'তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, ৩:৭৯	وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ	আল্লাহওয়ালা,	رَبَّانِيٌّ (ج) رَبَّانِيُّونَ
যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। (২-২৮৩)	وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ	পাপী, অপরাধী	آثِمٌ (ج) آثِمُونَ
আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২: ২৭৬)	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ	পাপী, অপরাধী	أَثِيمٌ
আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম (৩৮:৬২)	كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ	মন্দ, নিকৃষ্ট, খারাপ, ক্ষতিকর	شَرِيرٌ (ج) أَشْرَارٌ
নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (১২:৯৭)	إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ	পাপী, অন্যায়কারী,	خَاطِئٌ (ج) خَاطِئُونَ (خَاطِئَةٌ)

জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের। (৭১: ২৭)	وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا	পাপী, ব্যভিচারী	فَاجِرٌ (ج) فُجَّارٌ، فَجَرَةٌ
তাদের অধিকাংশই পাপাচারী (৫৭:১৬)	وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ	পাপী, অপরাধী, অবাধ্য	فَاسِقٌ (ج) فَاسِقُونَ
অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং কুকর্মী (৪০:৫৮)	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ	অন্যায়কারী, পাপী, দোষী	مُسِيءٌ (أَسَاءَ–يُسِيءُ)
এমনিভাবে প্রত্যেক নবীর জন্যে আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। (২৫:৩১)	وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ	অপরাধী, পাপী, অন্যায়কারী	مُجْرِمٌ (ج) مُجْرِمُونَ (أَجْرَمَ–يُجْرِمُ)
যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে (২-৩)	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ	ঈমানআনা, বিশ্বাসস্থাপনকরা, নিরাপত্তা দেয়া	آمَنَ–يُؤْمِنُ (إِيمَانٌ)
আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই (৩৩-৩৬)	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ	বিশ্বাসী, নিরাপত্তা দানকারী	مُؤْمِنٌ (مُؤْمِنَةٌ) (ج) مُؤْمِنُونَ (مُؤْمِنَاتٌ)
যে ব্যক্তি কুফরী করে তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তিত না করে। (৩১:২৩)	وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ	অবিশ্বাস করা, অমান্য করা, গোপন করা,	كَفَرَ–يَكْفُرُ (كُفْرٌ، كُفْرَانٌ،

		অকৃতজ্ঞ হওয়া	كُفُورٌ
অতঃপর কাফের অবস্থায় মারা যায় (৪৭:৩৪)	ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ	অবিস্বাসী, অমান্যকারী, অস্বীকারকারী, অকৃতজ্ঞ, কৃষক	كَافِرٌ (كَافِرَةٌ) (ج) كَافِرُونَ/ كُفَّارٌ/ كَفَرَةٌ (كَوَافِرُ)
যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে (২-৩)	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ	অদৃশ্য, গোপন, অতীন্দ্রিয়, পরোক্ষ	غَيْبٌ (ج) غُيُوبٌ
নাকি সে অনুপস্থিত? (২৭:২০)	أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ	অদৃশ্য, অনুপস্থিত	غَائِبٌ (غَائِبَةٌ) (ج) غَائِبُونَ
যারা গোপনে ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, (২:২৭৪)	الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا	রহস্য, গোপন, নির্জনে, চুপিসারে	سِرٌّ
যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (১৭: ৪৫)	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا	আবৃত, গুপ্ত, সুপ্ত	مَسْتُورٌ
তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন (২৭:২৫)	أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	গোপনীয়, গোপন বিষয়	خَبْءٌ
তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (৬৯:১৮)	لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ	গোপন, হালকা, দূর্বল, নীচু, ক্ষীণ	خَافِيَةٌ، خَفِيٌّ، مُسْتَخْفٍ

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ পরিত্যাগ কর। (৬:১২০)	وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ	গোপন	بَاطِنٌ، بَاطِنَةٌ
আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব। (২:৫৫)	نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً	প্রকাশ্য, সশব্দ	جَهْرَةٌ، جِهَارٌ
যারা ব্যয় করে, রাত্রে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। (২:২৭৪)	الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً	প্রকাশ্য, বাহ্যিক	عَلَانِيَّةٌ
সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২:১৬৮)	إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ	সুস্পষ্ট, প্রকাশ্য	مُبِينٌ
এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ন করে দিয়েছেন (৩১:২০)	وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً	প্রকাশ্য, বিজয়ী, প্রবল	ظَاهِرٌ (ظَاهِرَةٌ) (ج) ظَاهِرُونَ
যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে (৪০:১৬)	يَوْمَ هُم بَارِزُونَ	প্রকাশিত	بَارِزٌ (ج) بَارِزُونَ
যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর (৭:১৬৩)	إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا	ভাসমান	شَارِعٌ (ج) شُرَّعٌ

৪। সুরা বাকারাহ (৩-৫)

যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে (২-৩)	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ	দাঁড়করানো, সম্পন্নকরা, প্রতিষ্ঠিতকরা, উঠানো, অবস্থান করা	أَقَامَ–يُقِيْمُ (إِقَامٌ، إِقَامَةٌ)
এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন	ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ	মজবুত করা, সুদৃঢ় করা,	أَحْكَمَ–يُحْكِمُ

(২২:৫২)			
পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, (৭৯: ৩২)	وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا	প্রোথিত করা, স্থাপিত করা,	أَرْسَى–يُرْسِي
		সালাত, নামায, দু'আ, ক্ষমা, দয়া	صَلَاةٌ (ج) صَلَوَاتٌ
অতঃপর তাদের জন্য নামাযে দাঁড়ান (৪:১০২)	فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ	সালাত আদায় করা, দু'আ করা,	صَلَّى – يُصَلِّي
তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না, (৭৪:৪৩)	قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ	নামাজ আদায়কারী	مُصَلٍّ (ج) مُصَلُّونَ
আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে (২-৩)	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ	অন্ন দেয়া, ভোগ্যবস্তু দেয়া,	رَزَقَ–يَرْزُقُ (رِزْقٌ)
তাদের জন্যেও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। ১৫:২০	وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ	রিজিকদাতা, আহার্যদাতা	رَازِقٌ، رَزَّاقٌ (ج) رَازِقُونَ
আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে (২-৩)	وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ	ব্যয়করা, খরচ করা	أَنْفَقَ–يُنْفِقُ (إِنْفَاقٌ)
তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব (৯:৭৫)	لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ	দান করা, ক্ষমা করা	تَصَدَّقَ (اِصَّدَّقَ)– يَتَصَدَّقُ
তারা ধৈর্য্যধারণকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সৎপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাতে ক্ষমা	الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ	খরচকারী, ব্যয়কারী, দানকারী	مُنْفِقٌ (ج) مُنْفِقُونَ

www.banglakitab.weebly.com

প্রার্থনাকারী। (৩: ১৭)	وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ		
নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (৫৭: ১৮)	إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ	দানশীল, দানকারী	مُصَّدِّقٌ (مُصَّدِّقَةٌ)، مُتَصَدِّقٌ (ج) مُصَّدِّقُونَ (مُصَّدِّقَاتٌ)
এবং যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। (৪:১৬২)	وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	দাতা, প্রদানকারী, দানকারী	مُؤْتٍ (ج) مُوتُونَ
যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। (৪৭:৩৮)	وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ	ব্যয়কুণ্ঠহওয়া, কৃপণতাকরা	بَخِلَ–يَبْخَلُ (بُخْلٌ)
সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল। (৭০:১৮)	وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ	কৃপণতা করা, সংরক্ষণ করা, মনের ভেতর লুকিয়ে রাখা	أَوْعَى–يُوْعِي
এবং দেয় সামান্যই ও পাষাণ হয়ে যায়। (৫৩:৩৪)	وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ	কৃপণতা করা, অল্প দেয়া, বিরত থাকা	أَكْدَى–يُكْدِي
কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (২৫:৬৭)	وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا	কৃপণতা করা, সংকীর্ণমনা হওয়া,	قَتَرَ– يَقْتُرُ
মানুষ তো অতিশয় কৃপণ। (১৭:১০০)	وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا	কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ, বিষণ্ণ	قَتُورٌ
আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন	وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا	কৃপণ,	مَنُوعٌ

কৃপণ হয়ে যায়। (৭০:২১)		নিবারক, নিষেধকারী	
যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত (৫৯:৯)	وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ	কৃপণতা, লোভ	شُحٌّ
তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। (৩৩:১৯)	أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ	কৃপণ, লোভী	شَحِيحٌ (ج) أَشِحَّةٌ
তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপনতা করেন না। (৮১:২৪)	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ	কৃপণ, মিতবাক	ضَنِينٌ
এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (২-৪)	وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ	অবতীর্ণকরা, নামিয়ে আনা	أَنْزَلَ–يُنْزِلُ
যে সত্য অবর্তীর্ণ হয়েছে (৫৭:১৬)	وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ	অবতীর্ণ হওয়া, নেমে আসা,	نَزَلَ–يَنْزِلُ
তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন (৩:৩)	نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ	ক্রমান্বয়ে নাজিল করা	نَزَّلَ–يُنَزِّلُ (تَنْزِيلٌ)
নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, (৫৩:১৩)	وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ	অবতরণ	نَزْلَةٌ
আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব (২৯:৩৪)	إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ	একত্রে অবতীর্ণকারী, নাজিলকারী	مُنْزِلٌ (ج) مُنْزِلُونَ
আল্লাহ বললেনঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। (৫:১১৫)	قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ	ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণকারী,	مُنَزِّلٌ

www.banglakitab.weebly.com

তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (২৩:২৯)	وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ	অবতীর্ণ, অবতরণস্থল	مُنْزَلٌ
তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতি পালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবর্তীর্ন হয়েছে। (৬:১১৪)	يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ	অবতীর্ণ, অবতরণস্থল	مُنَزَّلٌ
		আগে, সামনে, পূর্বে	قَبْلَ
এই রসূলগণ-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। (২:২৫৩)	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ	পরে, পশ্চাতে, অতঃপর	بَعْدَ
পরকালের গৃহ আরও উত্তম (১৬: ৩০)	وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ	পরকাল	الآخِرَةُ
এ জগতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে (১৬:৩০)	لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ	এ জগত, পৃথিবী	الدُّنْيَا
আমি সেসব লোককে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে দেই। (১৭:১৮)	عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا	ইহজগত, তরাশীল	عَاجِلَةٌ
আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। (২-৪)	وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ	দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা	أَيْقَنَ–يُوقِنُ
যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয় (৭৪:৩১)	لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ	দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসকরা,	اِسْتَيْقَنَ–يَسْتَيْقِنُ
যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যায়। (৬:৭৫)	وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ	দৃঢ়ভাবেবিশ্বাস স্থাপনকারী	مُوقِنٌ (ج) مُوقِنُونَ
এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (৪৫:৩২)	وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ	দৃঢ়বিশ্বাসী	مُسْتَيْقِنٌ (ج) مُسْتَيْقِنُونَ

তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস (৫:১০৬)	إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ	সন্দেহ করা, দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া	اِرْتَابَ– يَرْتِيبُ
অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতন্ডা করেছিল। (৫৪:৩৬)	فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ	সন্দেহ করা, তর্কাতর্কি করা	تَمَارَى– يَتَمَارَى
কাজেই তোমরা কেয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। (৪৩:৬১)	فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ	সন্দেহ করা,	امْتَرَى– يَمْتَرِي
এমনিভাবে আল্লাহ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৪০:৩৪)	كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ	সন্দেহকারী, সন্দিহান	مُرْتَابٌ
কাজেই তুমি কস্মিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। (১০:৯৪)	فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ	সন্দেহকারী, দ্বিধাগ্রস্ত	مُمْتَرٍ (ج) مُمْتَرُونَ
আর তারাই যথার্থ সফলকাম। (২-৫)	وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	সফল, কৃতকার্য, সার্থক	مُفْلِحٌ (ج) مُفْلِحُونَ (أَفْلَحَ–يُفْلِحُ)
তারাই কৃতকার্য। (২৪:৫২)	فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ	সফল, কৃতকার্য, সার্থক	فَائِزٌ (ج) فَائِزُونَ (فَازَ– يَفُوزُ)
ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। (৩:১২৭)	فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ	ব্যর্থ, অসফল, নিরাশ, হতাশ, অক্ষম	خَائِبٌ (ج) خَائِبُونَ (خَابَ– يَخِيبُ)
আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না (২-৬)	سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ	সমান, সমতুল্য, যথাযথ, মধ্যভাগ	سَوَاءٌ

৫। সুরা বাকারাহ (৬-৯)

আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাদের জন্য উভয়ই সমান (২-৬)	سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ	সতর্ক করা, ভয় দেখানো	أَنْذَرَ–يُنْذِرُ
এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন (৩৯:১৬)	ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ	ভয় দেখানো, হুমকি দেয়া	خَوَّفَ– يُخَوِّفُ (تَخْوِيفٌ)
আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। (৩:৩০)	وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ	সতর্ক করা, ভয় দেখানো	حَذَّرَ– يُحَذِّرُ
ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্যে অথবা সতর্ক করার জন্যে। (৭৭:৬)	عُذْرًا أَوْ نُذْرًا	সতর্কতা, ভীতিপ্রদর্শন	نُذْرٌ، نُذُرٌ
যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সতর্ককারী হয় (২৫:১)	لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا	সতর্ককারী	نَذِيرٌ (ج) نُذُرٌ
বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র (৩৮:৬৫)	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ	সতর্ককারী,	مُنْذِرٌ (ج) مُنْذِرُونَ
সেই সতর্ককৃতদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি। (২৭:৫৮)	فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ	সতর্কীকৃত, বিভীষিকা	مُنْذَرٌ (ج) مُنْذَرُونَ
সুসংবাদ শুনিয়ে দেন ঈমনাদারগণকে (১০:২)	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا	সুসংবাদ দেয়া	بَشَّرَ– يُبَشِّرُ
তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ (৩৯:১৭)	لَهُمُ الْبُشْرَىٰ	সুসংবাদ	بُشْرَى
অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল (১২:৯৬)	فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ	সুসংবাদদাতা	بَشِيرٌ
তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন (৩০:৪৬)	يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ	সুসংবাদদাতা	مُبَشِّرٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

			مُبَشِّرُونَ (مُبَشِّرَاتٌ)
আল্লাহ তাদের অন্তকরণে সিল মেরে দিয়েছেন। (২: ৭)	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	সিল মারা, বন্ধকরেদেয়া	خَتَمَ– يَخْتِمُ
আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। (৭:১০০)	وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	সিল মারা, মোহর মারা	طَبَعَ – يَطْبَعُ
বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। (৩৩:৪০)	وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ	সিলমোহর, আংটি, সমাপ্তি	خَاتَمٌ
তার মোহর হবে কস্তুরী। (৮৩:২৬)	خِتَامُهُ مِسْكٌ	সিলকৃত, মোহরাঙ্কিত, সর্বশেষ	خِتَامٌ
তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩:২৫)	يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ	মোহরাঙ্কিত	مَخْتُومٌ
আল্লাহ তাদের অন্তকরণে সিল মেরে দিয়েছেন। (২: ৭)	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	অন্তর, হৃদয়	قَلْبٌ (ج) قُلُوبٌ
অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন (১৪:৩৭)	فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ	অন্তর, মন, হৃদয়	فُؤَادٌ (ج) أَفْئِدَةٌ
অতএব, এটি পৌছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। (৭:২)	فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ	অন্তর, হৃদয়, বিবেক, বুক	صَدْرٌ (ج) صُدُورٌ
এবং তাদের কানসমূহ, আর চোখসমূহের উপর রয়েছে একটি পর্দা (২: ৭)	وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ	শ্রবণশক্তি , কর্ণপাত	سَمْعٌ (سَمِعَ– يَسْمَعُ)
আমাদের কর্ণে আছে বোঝা (১৪:৩৭)	وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ	বধিরতা, শ্রবণহীনতা	وَقْرٌ
এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর।	وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ	দৃষ্টিশক্তি,	بَصَرٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

(৬৭: ২৩)	وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ	অন্তর্দৃষ্টি, চোখ	أَبْصَارٌ
এবং তাদের কানসমূহ, আর চোখসমূহের উপর রয়েছে একটি পর্দা (২: ৭)	وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ	পর্দা, আবরণ, অন্তরাল, ঢাকনা	غِشَاوَةٌ
এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। (৫০:২২)	فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ	পর্দা, আবরণ, অন্তরাল	غِطَاءٌ
তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। (৩৩:৫৩)	فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ	পর্দা, আবরণ, আড়াল	حِجَابٌ
যাদের জন্যে সূর্যতাপ থেকে আত্নরক্ষার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (১৮:৯০)	لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا	আবরণ, পর্দা, আচ্ছাদন	سِتْرٌ
কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না। (৪১:৪৭)	وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا	আবরণ, খোসা	كِمٌّ (ج) أَكْمَامٌ
তারা বলে, আমাদের হৃদয় অর্ধাবৃত। (২:৮৮)	وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ	আবৃত, আচ্ছাদিত	غِلَافٌ (ج) غُلْفٌ
তারা বলে, আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত (৪১:৫)	وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ	পর্দা ,আবরণ , ঢাকনা	أَكِنَّةٌ
বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব (২-১০)	وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	শাস্তি, সাজা, দণ্ড	عَذَابٌ
নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা।(৪০:২২)	إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ	শাস্তি, পরিণাম, প্রতিশোধ	عِقَابٌ
তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি (৫:৩৮)	جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ	দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি	نَكَالٌ
আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন	وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ	শাস্তি দেয়া, কর্মফল দেয়া,	تَنْكِيلٌ

www.banglakitab.weebly.com

শাস্তিদাতা। (৪:৮৪)	تَنكِيلًا	বদলা দেয়া	
অতএব কি ভীষণ ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম। (২২:৪৪)	فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ	শাস্তি, অস্বীকৃতির পরিণাম	نَكِيرٌ
তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব (২:৫৯)	فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا	শাস্তি, বিপদ, মূর্তিপূজা, অপবিত্র	رِجْزٌ
যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। (২৫: ৬৮)	وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا	কঠোর শাস্তি,	أَثَامٌ
যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উর্ধ্বমুখী আযাবে পরিচালিত করবেন। (৭২: ১৭)	وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا	উর্ধ্বমুখী শাস্তি, কঠোর শাস্তি	صَعَدٌ
আমি সত্ত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব (৭৪:১৭)	سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا	কঠিন বিপদ, জাহান্নামের একটি পর্বত	صَعُودٌ
আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না (২৬:১০৯)	وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ	পারিশ্রমিক, পুরষ্কার, দেনমোহর	أَجْرٌ (ج) أُجُورٌ
আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২-৭)	وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ	বড়, ভয়ংকর, শ্রেষ্ঠ, সুমহান	عَظِيمٌ (عَظُمَ – يَعْظُمُ)
বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। (২:২১৯)	قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ	বড় শ্রেষ্ঠ ,মহা ,	كَبِيرٌ، كَبِيرَةٌ (كَبُرَ – يَكْبُرُ)
আর তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে (৯:১২১)	وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً	ছোট ,ক্ষুদ্র , তুচ্ছ	صَغِيرٌ، صَغِيرَةٌ

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি (২-৮)	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ	মানুষ, মানুষজাতি	النَّاسُ
নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; (২২:৩৯)	إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ	মানুষ, মানব জাতি	إِنْسٌ (ج) أُنَاسٌ
আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি (৫০:১৬)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ	মানুষ	الإِنْسَانُ
আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে (২৫:৪৯)	وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا	মানুষ, মানব জাতি	إِنْسِيٌّ (ج) أَنَاسِيٌّ
এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (৩০:২০)	ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ	মানুষ	بَشَرٌ
আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (৫১:৫৬)	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ	জ্বীন, জ্বীনজাতি, সাপ	جِنٌّ (جِنَّةٌ) (ج) جَانٌّ
জনৈক দৈত্য-জিন বলল (২৭:৩৯)	قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ	শক্তিশালী জ্বিন	عِفْرِيْتٌ
তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। (২-১১)	قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ	বলা	قَالَ– يَقُوْلُ (قَوْلٌ)
এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত (৬:১১১)	وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ	কথাবার্তা বলা,	كَلَّمَ — يُكَلِّمُ (تَكْلِيمٌ)
আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না (৭৮:৩৮)	لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ	কথা বলবে	تَكَلَّمَ – يَتَكَلَّمُ
সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, (৯৯:৪)	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا	বৃত্তান্ত, ঘটনা, ইতিহাস	حَدَّثَ– يُحَدِّثُ
সে যে কথাই উচ্চারণ করে	مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ	বলা, উচ্চারণ	لَفَظَ– يَلْفِظُ

www.banglakitab.weebly.com

(৫০:১৮)		করা	
তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? (৩৭:৯২)	مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ	কথা বলা,	نَطَقَ– يَنْطِقُ
পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোন কথা বলবেন না। (১১:৩৭)	وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا	সম্বোধন করা, কথা বলা, বাদানুবাদ করা	خَاطَبَ– يُخَاطِبُ (خِطَابٌ)
অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বললঃ (১৮:৩৪)	فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ	জেরা করা , তর্কাতর্কি করা	حَاوَرَ– يُحَاوِرُ
তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। (২-৯)	يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا	ধোঁকাদেয়া, প্রতারণা করা	خَادَعَ– يُخَادِعُ
পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায় (৮:৬২)	وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ	ধোঁকাদেয়া,	خَدَعَ– يَخْدَعُ
এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। (৫৭:১৪)	وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ	প্রতারিত, ধোকা দেওয়া	غَرَّ– يَغُرُّ
যারা মনে বিশ্বাস ঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। (৪:১০৭)	وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ	বিশ্বাস ঘাতকতা করা, প্রতারণা করা	اِخْتَانَ – يَخْتَانُ
তারা আল্লাহর সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে (৮:৭১)	خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ	খিয়ানত করা, আত্মসাৎ করা,	خَانَ–يَخُونُ
অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে (৪:১৪২)	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ	প্রবঞ্চনাকারী, বিশ্বাসঘাতক	خَادِعٌ
অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় (৩১:৩৩)	فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا	ধোঁকাবাজ, শঠ	غَرُورٌ
কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।	وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ	প্রতারক, প্রবঞ্চক	خَتَّارٌ

www.banglakitab.weebly.com

(৩১:৩২)	خَتَّارٍ كَفُورٍ		
আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না। (৪:১০৫)	وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا	বিশ্বাসঘাতক, খিয়ানতকারী, আত্মসাৎকারী,	خَائِنَةٌ، خَائِنُونَ، خَوَّانٌ
শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়। (২৫:২৯)	وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا	অসহযোগী, লাঞ্ছিতকারী	خَذُولٌ
ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। (১৭:৬৪)	وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا	ধোঁকা, বিশ্বাসঘাতকতা	غُرُورٌ
তবে কোন সম্প্রদায়ের ধোঁকা দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে (৮:৫৮)	وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً	বিশ্বাস ঘাতকতা,	خِيَانَةٌ
তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহ দ্বন্দ্বের বাহানা করো না। (১৬:৯৪)	وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ	অনুপ্রবেশ, আত্মসাৎ, হস্তক্ষেপ	دَخَلٌ
		নিজ	نَفْسٌ (ج) أَنْفُسٌ
অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম (৬৬:১২)	فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا	রূহ, আত্ম, ওহী, ফেরেশতা	رُوْحٌ
অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।	وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ	অনুধাবনকরা	شَعَرَ – يَشْعُرُ
তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনি যা বলেছেন তার অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই (১১:৯১)	قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ	বোঝা, বুঝতে পারা, জানা, উপলব্ধি করা,	فَقِهَ – يَفْقَهُ

অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত (২:৭৫)	ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ	বুঝতে পারা, বুদ্ধিমত্তা	عَقَلَ – يَعْقِلُ
অতঃপর ঈসা (আঃ) যখন কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন (৩:৫২)	فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ	টের পাওয়া, বুঝতে পারা, অনুভব করা	أَحَسَّ –يُحِسُّ

৬। সুরা বাকারাহ (১০-১৬)

তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। (২-১০)	فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا	রোগ, অসুস্থতা	مَرَضٌ
যখন আমি রোগাক্রান্ত হই (২৬:৮০)	وَإِذَا مَرِضْتُ	অসুস্থ হওয়া	مَرِضَ – يَمْرَضُ
সেটা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। (১৭:৮২)	هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ	আরোগ্য, পথ্য	شِفَاءٌ
আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। (৩:৪৯)	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ	সুস্থ করা, নিষ্কলুষ করা	أَبْرَأَ– يُبْرِئُ
তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন। (২৬:৮০)	فَهُوَ يَشْفِينِ	সুস্থ করা, নিরাময় করা, আরোগ্য করা,	شَفَى – يَشْفِي
তাদের অন্তঃকরণ ব্যধিগ্রস্ত আর আল্লাহ তাদের ব্যধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। (২-১০)	فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا	বাড়িয়ে দেয়া, অতিরিক্ত করা	زَادَ– يَزِيدُ
তা হতে অল্প হোক কিংবা বেশী। (৪:৭)	مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ	অনেক, বেশি, বহু	كَثَّرَ – يُكَثِّرُ
মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়। ১৮:৫৪	وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ	অধিক, বেশী	أَكْثَرَ – يُكْثِرُ

	جَدَلًا		
দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। ২:২৭৬	وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ	লাভজনক, বর্ধিত করা	أَرْبَى – يُرْبِي
অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন ২:২৪৫	فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً	দ্বিগুন দেওয়া	ضَاعَفَ– يُضَاعِفُ
এমনকি তারা অনেক বেড়ে গিয়েছি (৭:৯৫)	حَتَّىٰ عَفَوا	ক্ষমা করা, বেড়ে যাওয়া	عَفَا – يَعْفُو
যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে (২:১৮৪)	فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا	স্বেচ্ছায় দিতে চাত্তয়া	تَطَوَّعَ – يَتَطَوَّعُ
তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। (৭৩-২০)	تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا	দেওয়া, সর্বাধিক, শ্রেষ্ঠ	أَعْظَمَ – يُعْظِمُ
তোমাদের চোখে অল্প ৮:৪৪	فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا	কমদেয়া, হ্রাসকরা	قَلَّلَ–يُقَلِّلُ
তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই ৪:১০১	فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ	হ্রাস করা, কমানো,	قَصَرَ – يَقْصُرُ
তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। ৫২:২১	وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ	কমানো, হ্রাস করা, কম দেয়া	أَلَتَ – يَأْلِتُ
বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। ২:২৮২	وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا	কমানো, কম দেয়া,	بَخَسَ – يَبْخَسُ
এবং তার বয়স হ্রাস পায় না ৩৫:১১	وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ	নাকচ করা, কমানো, ক্ষতি করা	نَقَصَ – يَنْقُصُ
ওজনে কম দিয়ো না। ৫৫:৯	وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ	ক্ষতিগ্রস্থ করা	أَخْسَرَ – يُخْسِرُ

বস্তুতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। (২-১০)	وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ	যন্ত্রণাদায়ক, মর্মান্তিক	أَلِيْمٌ
		মিথ্যাবলা,	كَذَبَ–يَكْذِبُ
হঠাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। (২৬: ৪৫)	فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ	মিথ্যা বলা, নকল, অলীক	أَفَكَ– يَأْفِكُ (إِفْكٌ)
তারা কি বলে? সে তা রচনা করে এনেছেন **১১:৩৫**	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ	মিথ্যা উদ্ভাবন করা	اِفْتَرَى–يَفْتَرِي (اِفْتِرَاءٌ)
সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, (৬৯:৪৪)	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ	মিথ্যা উদ্ভাবন করা, মিথ্যা রচনা করা	تَقَوَّلَ– يَتَقَوَّلُ
বললেন, শীঘ্রই আমি দেখব তুমি কি সত্য বলছ, ২৭:২৭	قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ	সত্যবলা	صَدَقَ–يَصْدُقُ
মনে রেখো, তারাই হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (২-১২)	أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ	বিপর্যয়/ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা	أَفْسَدَ–يُفْسِدُ
আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে বেড়িও না। (২:৬০)	وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ	অন্যায়, দাংগা-হাংগামা	عَثَا/عَثَى
ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। ১৮:৯৪	يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	বিপর্যয় সৃষ্টিকারী	مُفْسِدٌ (ج) مُفْسِدُونَ
দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। ৮:৭৩	فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ	বিপর্যয়	فَسَادٌ
মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দাও ২:২২৪	وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ	মিটমাটকরা, সংশোধনকরা	أَصْلَحَ – يُصْلِحُ (إِصْلَاحٌ)

তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ উভয়ের মাঝে উপায় করে দিবেন (৪-৩৫)	إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا	অনুকূল করা, তাউফিক দেওয়া,	وَفَّقَ–يُوَفِّقُ (تَوْفِيقٌ)
বস্তুতঃ অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ জানেন। ২:২২০	وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ	সংস্কারক	مُصْلِحٌ (ج) مُصْلِحُونَ
দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না (২-১১)	لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	পৃথিবী, ভূপৃষ্ঠ, মাটি, দেশ	أَرْضٌ
আকাশকে ছাদ স্বরূপ (২:২২)	وَالسَّمَاءَ بِنَاءً	আকাশ	السَّمَاءُ ج السَّمَاوَتُ
প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। (২: ১৩)	إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ	নির্বোধ, বোকা, মূর্খ, অজ্ঞ	سَفِيهٌ (ج) سُفَهَاءُ (سَفِهَ–يسْفَهُ)
এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে (২৫:৬৩)	وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ	মূর্খ, নির্বোধ, অজ্ঞ	جَاهِلٌ (ج) جَاهِلُونَ
নিশ্চয় সে জালেম-অজ্ঞ। (৩৩:৭২)	إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا	নিরেট মূর্খ, অতিশয় বোকা	جَهُولٌ
যারা ইতর ও স্থুল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত (১১:২৭)	إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ	অপূর্ণাঙ্গ মতামত,	بَادِئُ الرَّأْيِ
আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত (৭:৬৬)	قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ	নির্বুদ্ধিতা, অজ্ঞতা	سَفَهٌ، سَفَاهَةٌ
তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে ৬:৫৪	مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ	মূর্খতা, বোকামি, আহাম্মকি,	جَهَالَةٌ (جَهِلَ–يَجْهَلُ)،

		বর্বরতা	جَاهِلِيَّةٌ
আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। ৩৫:২৮	إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ	বিদ্বান	عَالِمٌ (ج) عُلَمَاءُ (عَلِمَ–يَعْلَمُ)
নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর। ৭:১০৯	إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ	বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান	عَلِيمٌ
নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (২:৩২)	إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ	প্রজ্ঞাময়, বিদ্বান, বিচারক,	حَكِيْمٌ
আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। ৫:৪৪	يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ	ইহুদী আলেম, পাদ্রী, পণ্ডিত	حِبْرٌ (ج) أَحْبَارٌ
এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম রয়েছে, ৫:৮২	ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ	পুরোহিত, ধর্মযাজক	قِسِّيسٌ (ج) قِسِّيسُّونَ
যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ ৩:৬৬	تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ	জ্ঞান, বিজ্ঞান	عِلْمٌ
তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি। ১৮:৯১	كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا	জ্ঞান, উপলব্ধি, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা	خُبْرٌ
অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সৎকর্ম সম্পাদন করে (১৮-১১০)	فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا	সাক্ষাৎকরা, মিলিতহওয়া	لَقِيَ– يَلْقَى
আবার যখন তাদের শয়তানদের	وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ	একান্তে বসা,	خَلاَ– يَخْلُو

www.banglakitab.weebly.com

সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি (২-১৪)	قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ	খালি হওয়া, অতিবাহিত হওয়া,	
অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্যে এখানে বসল। ১২:৮০	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا	নির্জনে বসা, একাগ্রতা অবলম্বন করা	خَلَصَ – يَخْلُصُ
আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি (২-১৪)	وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ	মন্দ, খারাপ, অসৎব্যক্তি/সঙ্গ /শক্তি	شَيْطَانٌ (ج) شَيَاطِينُ
বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন।	اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ	উপহাসকারী, বিদ্রুপকারী (উপহাসকরা)	مُسْتَهْزِئُ (ج) مُسْتَهْزِئُونَ (اِسْتَهْزَأَ– يَسْتَهْزِئُ)
কেউ যেন কাউকে উপহাস না করে	لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ	ঠাট্টা করা, উপহাস করা,	سَخِرَ–يَسْخَرُ
তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে। (৩৭:১৪)	وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ	ঠাট্টা করতে চাওয়া, উপহাস করা,	اِسْتَسْخَرَ– يَسْتَسْخِرُ
এটা এজন্যে যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে (৪৫:৩৫)	ذَٰلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا	উপহাস, বিদ্রুপ	هُزُؤٌ
আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম (৩৮:৬৩)	أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا	উপহাসের বস্তু	سِخْرِيٌّ
আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে	وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ	অবকাশ দেয়া	مَدَّ–يَمُدُّ

www.banglakitab.weebly.com

দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে (২-১৫)	يَعْمَهُونَ		
আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৮:৭৯)	فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ	অবকাশ দেওয়া, ছাড় দেওয়া, দেখানো,	أَنْظَرَ–يُنْظِرُ
কাফেররা যেন মনে না করে যে আমি যে, অবকাশ দান করি (৩:১৭৮)	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي	সুযোগ দেওয়া, অবকাশ দান	أَمْلَى–يُمْلِي
বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন (৭৩:১১)	وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ	সুযোগ দেওয়া, অবকাশ দান	مَهَّلَ–يُمَهِّلُ
অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে। (৮৬:১৭)	فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا	সুযোগ দেওয়া, প্রশ্রয় দেত্তয়া, অনুগ্রহ করা	أَمْهَلَ–يُمْهِلُ
তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন (৭:১১১)	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ	মুলতবি রাখা, বিলম্ব করা,	أَرْجَهَ–يُرْجِهُ
আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে (২-১৫)	وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ	সীমালঙ্ঘন, অবাধ্যতা	طُغْيَانٌ (طَغَى–يَطْغَى)
সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল। (৯১:১১)	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا	অবাধ্যতা, পাপ, লঙ্ঘন, অপরাধ,	طَغْوَى
পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না ৫:২	وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ	সীমালঙ্ঘন করা, বাড়াবাড়ি করা,	عُدْوَانٌ، عَدْوٌ (عَدَا– يَعْدُو)

তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। ১৮:১৪	لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا	অত্যন্ত গর্হিত	شَطَطٌ
যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা ১৮:২৮	وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا	মাত্রাধিক্য, আধিক্য,	فُرُطٌ
এবং তার সীমা অতিক্রম করে ৪:১৪	وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ	সীমালঙ্ঘন করা	تَعَدَّى–يَتَعَدَّى
এবং গুরুতর অবাধ্যতায় মেতে উঠেছে। ২৫:২১	وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا	ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা, বিদ্রোহ করা,	عُتُوٌّ (عَتَا–يَعْتُو)
		বিভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ানো	عَمِهَ – يَعْمَهُ
তারা ভুপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। ৫:২৬	يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ	উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা	تَاهَ–يَتِيهُ
		ক্রয়করা, বিনিময়করা	اِشْتَرَى– يَشْتَرِي
যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় ৪:৭৪	الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ	কেনা, কেনাবেচা করা,	شَرَى– يَشْرِي
তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। ২:২৮২	وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ	কেনাবেচা করা	تَبَايَعَ – يَتَبَايَعُ
সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। ৯:১১১	فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ	লেনদেন করা, আনুগত্যের শপথ করা	بَايَعَ – يُبَايِعُ
বস্তুতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি (২-১৬)	فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ	লাভজনক হওয়া	رَبِحَ – يَرْبَحُ
নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে ১০:৪৫	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ	ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া,	خَسِرَ– يَخْسَرُ

তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا	ব্যবসা	تِجَارَةٌ
বেচাকেনা বন্ধ কর। ৬২:৯	وَذَرُوا الْبَيْعَ	বেচাকেনা	بَيْعٌ
তাদের উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো (২-১৭)	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا	সাদৃশ্য, উদাহরণ	مَثَلٌ
যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি (৮৯: ৮)	الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ	সাদৃশ্যপূর্ণ, একই, মত	مِثْلٌ (ج) أَمْثَالٌ
এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। ৬:৯৯	وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	প্রতিম, অনুরূপ, সাদৃশ্যযুক্ত	مُتَشَابِهٌ
এবং আঙ্গুরের বাগান, যয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। ৬:৯৯	وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	সাদৃশ্যযুক্ত	مُشْتَبِهٌ
এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। ৩৮:৫৮	وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ	অনুরূপ, সমরূপ	شَكْلٌ
এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। ২০:৫৩	فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ	ভিন্ন, বৈসাদৃশ্যপূর্ণ	شَتَّى
সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে ৯৯:৬	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا	বিচ্ছিন্নভাবে, পৃথক পৃথক, আলাদা	أَشْتَاتٌ
তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। ১৬:৬৯	يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ	বিভিন্ন, নানারকম,	مُخْتَلِفٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

مُخْتَلِفُونَ		مُخْتَلِفٌ	
مُتَفَرِّقٌ (مُتَفَرِّقَةٌ) (ج) مُتَفَرِّقُونَ	বিক্ষিপ্ত, পৃথক্	وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ	বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। ১২:৬৭

৭। সুরা বাকারাহ (১৬-১৮)

اِسْتَوْقَدَ–يَسْتَوْقِدُ	আগুন জ্বালানো	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا	তাদের উদাহরণ সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালালো (২-১৭)
أَوْقَدَ–يُوقِدُ	আগুন জ্বালানো	كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ	তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে ৫:৬৪
أَوْرَى– يُورِي– تُوْرُونَ	আগুন জ্বালানো	أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ	তোমরা যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? ৫৬:৭১
سَعَّرَ – يُسَعِّرُ	আগুন ধরিয়ে দেয়া	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ	যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে ৮১:১২
سَجَّرَ–يسَجِّرُ	উপচাইয়া ওঠা	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ	যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে ৮১:৬
تَلَظَّى–يَتَلَظَّى	দাউ দাউ করে জ্বলা	فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ	অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। ৯২:১৪
أَطْفَأَ–يُطْفِئُ	নিভিয়ে দেয়া, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া	أَطْفَأَهَا اللَّهُ	আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। ৫:৬৪
خَبَا–يَخْبُو	নিভে যাওয়া,	كُلَّمَا خَبَتْ	যখনই নির্বাপিত হল ১৭:৯৭
خَامِدٌ (ج)	নির্বাপিত, স্তিমিত	حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا	শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে করে দিলাম যেন কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত

অগ্নি। ২১:১৫	خَامِدِينَ		خَامِدُونَ
		আগুন	نَارٌ
কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি। ৭০:১৫	كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ	লেলিহান শিখা, জ্বলন্ত আগুন,	لَظَى
যখন তার চারদিক আলোকিত হলো আল্লাহ আলোকে উঠিয়ে নিলেন	فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ	আলোকিত করা	أَضَاءَ– يُضِيءُ
পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে ৩৯:৬৯	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا	নূরে উদ্ভাসিত হবে	أَشْرَقَ – يُشْرِقُ
শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, ৭৪:৩৪	وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ	আলোকময় হওয়া	أَسْفَرَ–يُسْفِرُ
আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। ২:২০	وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا	অন্ধকারহওয়া, অন্ধকারকরা	أَظْلَمَ–يُظْلِمُ
তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন। ৭৯:২৯	وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا	আঁধারময় করা	أَغْطَشَ– يُغْطِشُ
অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয় ১১৩:৩	وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ	অন্ধকার আচ্ছন্ন করা	وَقَبَ– يَقِبُ
যখন তার চারদিক আলোকিত হলো আল্লাহ আলোকে উঠিয়ে নিলেন	فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ	চতুর্দিক	حَوْلَ
		যাওয়া	ذَهَبَ– يَذْهَبُ (ذَهَابٌ)
অতঃপর সে গৃহে গেল ৫১:২৬	فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ	গোপনে প্রবেশ করা, যাওয়া,	رَاغَ– يَرُوغُ
সে বললঃ আমি আমার পালনকর্তার	وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي	গমনকারী,	ذَاهِبٌ

www.banglakitab.weebly.com

দিকে চললাম ৩৭:৯৯		গমনশীল	
যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। ৫:২	آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا	গমনেচ্ছুক, আকাঙ্ক্ষী	آمٍّ (ج) آمُّونَ
যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে ৬:১৬০	مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا	আসা, পৌঁছা,	جَاءَ- يَجِيءُ
প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল ১৯:২৩	فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ	নিয়ে আসা, সমাগত করা	أَجَاءَ- يُجِيءُ
অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন। ১৭:৯২	أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا	আসা, নিয়ে আসা	أَتَى – يَأْتِي
এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও। ১০২:২	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ	সাক্ষাৎ করা	زَارَ- يَزُورُ
যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। ১২:৮২	كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا	অগ্রসর হওয়া	أَقْبَلَ- يُقْبِلُ
আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর ৩:১৬৭	وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	সুমহান হওয়া, উর্ধ্বে ওঠা,	تَعَالَى – يَتَعَلَى
আপনি বলুনঃ তোমাদের সাক্ষীদেরকে আন ৬:১৫০	قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ	তুমি আসো, উপস্থিত কর	هَلُمَّ
আমি তোমাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করছি ৪৪:১৯	إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ	আসন্ন, আগত, আগমনকারী	آتٍ، آتِيَةٌ
		আলো	نُورٌ

অথবা আকাশের বৃষ্টির মত যাতে থাকে আঁধার ২:১৯	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ	অন্ধকার	ظُلُمَةٌ (ج) ظُلُمَاتٌ
তাদের মুখমন্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আধাঁর রাতের টুকরো দিয়ে। ১০:২৭	كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا	অন্ধকারাচ্ছন্ন	مُظْلِمٌ
আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা ১০:২৬	وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ	ধূলা, মলিনতা	قَتَرٌ، قَتَرَةٌ
সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন ১৭:৭৮	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ	অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া, অন্ধকার	غَسَقٌ، غَاسِقٌ
এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। (২-১৭)	وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ	ত্যাগ করা, পরিত্যাগকরা, বর্জন করা	تَرَكَ – يَتْرُكُ
এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। ৭৪:৫	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ	বর্জন করা, বকাবকি করা	هَجَرَ – يَهْجُرُ (هَجْرٌ)
এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর ২:২৭৮	وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا	পরিত্যাগ করা	وَذَرَ –يَذَرُ
এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে। ১৮:৪৯	لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا	বাদ দেওয়া	غَادَرَ – يُغَادِرُ
তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। ৯:৫	فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ	খালি করা, মুক্ত করা, পথ ছেড়ে দেয়া	خَلَّى – يُخَلِّي
আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি ৯৩:৩	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ	বিদায় করা	وَدَّعَ – يُوَدِّعُ
যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে ৮১:৪	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ	উপেক্ষিত, অনুপস্থিত	عَطَّلَ – يُعَطِّلُ

www.banglakitab.weebly.com

خَذَلَ–يَخْذُلُ	পরিত্যাগ করা , সহায়হীন করা	وَإِن يَخْذُلْكُمْ	আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন ৩:১৬০
تَارِكٌ	বর্জনকারী,	وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ	আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না ১১:৫৩
أَبْصَرَ–يُبْصِرُ	দেখা, অনুধাবন করা		
بَصُرَ–يَبْصُرُ	দেখা, অনুধাবন করা	قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ	সে বললঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। ২০:৯৬
رَأَى–يَرَى (رَأْيٌ)	দৃষ্টিগোচর হওয়া, প্রত্যক্ষ করা	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا	অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল, তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল ৬:৭৬
آنَسَ–يُأَنِسُ	দেখা	آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا	তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। ২৮:২৯
نَظَرَ–يَنْظُرُ (نَظْرٌ)	তাকানো, লক্ষ্য করা,	وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ	অথচ তোমরা দেখছিলে। ২:৫০
تَرَاءَى– يَتَرَاءَى	সম্মুখিন হওয়া	فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ	যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল ২৬:৬১
أَصَمُّ (ج) صُمٌّ (صَمَّ–يَصُمُّ)	বধির	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২-১৮)
أَصَمَّ–يُصِمُّ	বধির বানানো	فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ	অতঃপর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (৪৭:২৩)
سَمِيعٌ	শ্রবণশক্তিসম্পন্ন	فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا	অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। (৭৬:২)

www.banglakitab.weebly.com

أَبْكَمُ (ج) بُكْمٌ	বোবা		
أَنْطَقَ–يُنْطِقُ	বাক শক্তি দেওয়া	قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ	তারা বলবে, যে আল্লাহ সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। ৪১:২১
أَعْمَى (ج) عُمْيٌ (عَمِيَ– يَعْمَى)	অন্ধ		
أَكْمَهُ	অন্ধ	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ	আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে ৩:৪৯
أَزْرَقُ (ج) زُرْقٌ	নীল চোখ বিশিষ্ট, দৃষ্টিহীন	وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا	সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। ২০:১০২
عَشَا– يَعْشُو	দৃষ্টি ফিরানো, উদাসীন থাকা	وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ	যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় ৪৩:৩৬
أَعْمَى–يُعْمِي	অন্ধ করে দেয়া	فَعَمُوا وَصَمُّوا	ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। ৫:৭১
عَمًى	অন্ধত্ব	وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى	আর কোরআন তাদের জন্যে অন্ধত্ব। ৪১:৪৪
عَمِيٌ (ج) عَمُونَ	মনের দিক দিয়ে অন্ধ	إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ	নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। ৭:৬৪
مُبْصِرٌ (مُبْصِرَةٌ) (ج) مُبْصِرُونَ	দৃষ্টিসম্পন্ন, বুঝমান, স্পষ্ট	فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ	এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। ৭:২০১
بَصِيرٌ	পর্যবেক্ষক, দ্রষ্টা	فَارْتَدَّ بَصِيرًا	অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। ১২:৯৬
مُسْتَبْصِرٌ (ج) مُسْتَبْصِرُونَ	চক্ষুষ্মান, দর্শনকারী, বুঝমান	وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ	এবং তারা ছিল হুশিয়ার। ২৯:৩৮

www.banglakitab.weebly.com

তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (২-১৮)	صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ	ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা	رَجَعَ–يَرْجِعُ (رَجْعٌ، رُجْعَى، مَرْجِعٌ)
যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোন পাপ নেই। ২:২৩০	فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا	প্রত্যাহার করে নেওয়া	تَرَاجَعَ–يَتَرَاجَعُ
যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি ৭:৮৯	إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم	পুনরাবৃত্তি করা	عَادَ–يَعُودُ
সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। ৮৪:১৪	إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ	ফিরে আসা	حَارَ–يَحُورُ
যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে ৪৯:৯	فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ	প্রত্যাবর্তন করা	فَاءَ– يَفِيءُ
তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ২৯:২১	وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ	উলটে যাওয়া, ফিরে আসা, ঘুরা	قَلَبَ – يَقْلِبُ
তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত ৮৩:৩১	وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ	প্রত্যাবর্তনস্থল	اِنْقَلَبَ– يَنْقَلِبُ (مُنْقَلَبٌ)
শুনে রাখ, আল্লাহ তা'আলার কাছেই সব বিষয়ে পৌঁছে। ৪২:৫৩	إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ	পৌছা বশীভুত করা	صَارَ– يَصِيرُ
আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। ৭:১৫৬	إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ	ইহুদী হওয়া, ফিরে আসা	هَادَ–يَهُودُ
চিন্তা-ভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে রুজু থাকে। ৪০:১৩	وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ	প্রত্যাবর্তন করা	أَنَابَ– يُنِيبُ
তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে	وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ	পিছন ফেরা, ফিরে চাওয়া	عَقَّبَ– يُعَقِّبُ

দেখল না। ২৮:৩১			
অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম ২৮:১৩	فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ	ফিরিয়ে দিয়া	رَدَّ–يَرُدُّ (رَدٌّ، مَرَدٌّ)
সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। ১২:৯৬	أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا	পিছন ফেরা, ফিরে চাওয়া	اِرْتَدَّ–يَرْتَدُّ
নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, ৮৮:২৫	إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ	প্রত্যাবর্তন,	إِيَابٌ
		বৃষ্টি	صَيِّبٌ
তোমাদের কোন গোনাহ নেই যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় ৪:১০২	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ	বৃষ্টি, জলধারা, অঝোরধারা	مَطَرٌ (أَمْطَرَ–يُمْطِرُ)
যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। ২:২৬৫	فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ	প্রবলবর্ষণ	وَابِلٌ
যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষণই যথেষ্ট। ২:২৬৫	فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ	ঝিরঝিরে হালকা বৃষ্টি	طَلٌّ
অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। ২৪:৪৩	فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ	বৃষ্টি	وَدْقٌ
মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। ৪২:২৮	وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ	বৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করা	غَيْثٌ (غَاثَ– يَغُوثُ)
তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, ৭১:১১	يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم	আধিক (বৃষ্টি)	مِدْرَارٌ

		مِّدْرَارًا	

৮। সুরা বাকারাহ (১৯-২১)

رَعْدٌ	বজ্রধ্বনি	أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ	আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। (২-১৯)
صَاعِقَةٌ (ج) صَوَاعِقُ	বজ্রধ্বনি	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ	অতএব, তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন ৪:১৫৩
بَرْقٌ	বিজলী, চমক,		
جَعَلَ– يَجْعَلُ	করা, বানানো, সৃষ্টিকরা	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২-১৯)
جَاعِلٌ (ج) جَاعِلُونَ	পরিকল্পক, স্রষ্টা,	إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি ২:৩০
إِصْبَعٌ (ج) أَصَابِعُ	আঙ্গুল		
بَنَانَةٌ (ج) بَنَانٌ	আঙ্গুলের ডগা	بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ	পরন্ত আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। ৭৫:৪
أَنْمِلَةٌ (ج) أَنَامِلُ	আঙ্গুলসমুহ, অঙ্গুলি	وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ	পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে।

www.banglakitab.weebly.com

৩:১১৯			
মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঙ্গুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। (২-১৯)	يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ	কান, শ্রুতি, শ্রোতা	أُذُنٌ (ج) آذَانٌ
		ভয়, সতর্কতা, সাবধানতা	حَذَرٌ (حَذِرَ – يَحْذَرُ)
আর যখন তাদের কছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয় ৪:৮৩	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ	ভয় করা, আঁতকে ওঠা, আশঙ্কা করা, অনিষ্টের আশঙ্কা করা	خَوْفٌ، خِيفَةٌ، تَخَوُّفٌ (خَافَ– يَخَافُ)
তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। ৪:৭৭	إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ	ভয়, আতঙ্ক, আশংকা, সমীহ	خَشْيَةٌ (خَشِيَ– يَخْشَى)
নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। ৫৯:১৩	لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ	ভয় করা, আশঙ্কা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা	رَهْبٌ، رَهْبَةٌ، رَهَبٌ (رَهِبَ– يَرْهَبُ)
এবং সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। ২৭:৮৯	وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ	অস্থির হওয়া, হতভম্ব হওয়া, আতকে ওঠা	فَزَعٌ (فَزِعَ–يَفْزَعُ)
এবং তাদের ভয়ে আতংক গ্রস্ত হয়ে পড়তে। ১৮:১৮	وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا	ভয়, প্রতাপ	رُعْبٌ
অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আঃ) এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ	ভয়, শঙ্কা	رَوْعٌ

প্রাপ্ত হলেন, ১১:৭৪	الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ		
তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, ৩:২৮	إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ	ভয়	تُقَاةٌ
তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে ৫৮:১৩	أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ	ভীত হওয়া	أَشْفَقَ– يُشْفِقُ
মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। ১১:৭০	وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً	ভয় পাওয়া	أَوْجَسَ– يُوجِسُ
অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। ৯:৫৬	وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ	বিচ্ছেদের আশঙ্কা করা, ভয় করা	فَرِقَ–يَفْرَقُ
		মৃত্যু (মারাযাওয়া)	مَوْتٌ (مَاتَ– يَمُوتُ)
মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায় ৪:১০০	ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ	মৃত্যু	مَوْتَةٌ
তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আস্বাদন করাতাম। ১৭:৭৫	إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ	মৃত্যু	مَمَاتٌ
যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন ৬৭:২	الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ	জীবন, প্রাণ, ইহজীবন	حَيَاةٌ (حَيَّ– يَحْيٌّ)
গৃহই প্রকৃত জীবন ২৯:৬৪	وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ	প্রাণ, আসল জীবন	حَيَوَانٌ
আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার	قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي	আয়ু	مَحْيَا

www.banglakitab.weebly.com

কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। ৬:১৬২	وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ		
অথচ সমস্ত কাফেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্ঠিত। (২-১৯)	وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ	পরিবেষ্টনকারী, আয়ত্তবান, নিয়ন্ত্রক	مُحِيطٌ، مُحِيطَةٌ (أَحَاطَ – يُحِيطُ)
আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষনা করছে। ৩৯:৭৫	وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ	পরিবেষ্টনকারী, প্রদক্ষিণকারী	حَافٌّ (ج) حَافُّونَ (حَفَّ – يَحُفُّ)
আর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। ৩৯:৪৮	وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ	ঘিরে নেয়া, আপতিত হওয়া	حَاقَ – يَحِيقُ
তারা অগ্নিপরিবেষ্ঠিত অবস্থায় বন্দী থাকবে। (৯০-২০)	عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ		مُّؤْصَدَةٌ
বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ	প্রায়	كَادَ
বিদ্যুতালোক আলোক যেন তাদের দৃষ্টিকে ছিনিয়ে নেয় (২-২০)	يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ	কেড়ে নেয়া, হরণ করা	خَطِفَ – يَخْطَفُ (خَطْفَةٌ)
আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না ২২:৭৩	وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ	ছিনিয়ে নেওয়া	سَلَبَ–يَسْلُبُ
যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। (২-২০)	كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ	হাটা, এগিয়ে যাওয়া, চলা	مَشَى–يَمْشِي (مَشْيٌ)

www.banglakitab.weebly.com

দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। ১৮:৬০	لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا	গমন করা	مَضَى-يَمْضِي (مَضِيٌّ)
এবং পর্বতমালা হবে চলমান, ৫২:১০	وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا	সফর করা	سَارَ-يَسِيرٌ (سَيْرٌ)
অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, ৬৮:২৩	فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ	চলল	اِنْطَلَقَ-يَنْطَلِقُ
এবং আপন পালনকর্তার উম্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। ১৬:৬৯	فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا	চলা, চালানো	سَلَكَ-يَسْلُكُ
আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। (২-২০)	وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا	দাঁড়ানো	قَامَ-يَقُومُ (قِيَامٌ)
এবং তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে; (৩৭: ২৪)	وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ	দাড় করানো, থামানো	وَقَفَ-يَقِفُ
যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। ৫৮:১১	وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا	উঁচু হওয়া, উঠে দাড়ানো	نَشَزَ-يَنْشُزُ
স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। ৬:৬৮	فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ	বসা	قَعَدَ-يَقْعُدُ (قُعُودٌ)
যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ	চাওয়া, ইচ্ছা করা	شَاءَ-يَشَاءُ
অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। ৪:১২৭	وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ	ইচ্ছা	رَغِبَ- يَرْغَبُ (رَغْبٌ)
তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, ৪:৯৪	تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ	কামনা করা, সন্ধান করা	اِبْتَغَى-يَبْتَغِي

	الدُّنْيَا		(اِبْتِغَاءٌ)
এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। ৪৩:৭১	وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ	ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা করা	اِشْتَهَى – يَشْتَهِي (شَهْوَةٌ (ج) شَهْوَاتٌ)
আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। ৯:৪৬	وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً	ইচ্ছা করা	أَرَادَ–يُرِيدُ
তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। ৪:১২৯	وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ	আকাঙ্ক্ষা করা, লোভ করা	حَرَصَ– يَحْرُصُ
এবং সেখানে তোমাদের জন্যে আছে তোমরা দাবী কর। ৪১:৩১	وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ	সন্ধান লওয়া, অনুরোধ করা	ادَّاعَ – يَدِّيعُ
আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতাশীল।	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	প্রত্যেক, সকল	كُلٌّ
তিনিই সে সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। ২:২৯	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا	সকলে, একত্রে, সব, সম্মিলিত	جَمِيعٌ (ج) أَجْمَعُونَ
এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত হও। ২৬:৩৯	وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ	একত্র, মিলিত	مُجْتَمِعٌ
অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। ২:২৬০	ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا	অংশ বিশেষ, টুকরো, খণ্ড	جُزْءٌ
অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচুর্ণ করে দিলেন ২১:৫৮	فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا	চূর্ণবিচূর্ণ, টুকরো, অংশ	جُذَاذَةٌ (ج) جُذَاذٌ

www.banglakitab.weebly.com

তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর ২:৮৫	أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ	কতক, কিছু, কোন, কেউ	بَعْضٌ
যারা কোরআনকে খন্ড খন্ড করেছে। ১৫:৯১		খন্ড খন্ডক	عِضِينٌ
তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। ২৬:৬৩	فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ	ভিন্নাংশ, খণ্ড	فِرْقٌ
একজন পুরুষের অংশ দু?জন নারীর অংশের সমান। ৪:১১	لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ	অংশ, সৌভাগ্য,	حَظٌّ
আখেরাতে তাদের কেন অংশ নেই। ৩:৭৭	أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ	অংশ, প্রাপ্য, ভাগ	خَلَاقٌ
আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে ১১:১১৪	وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ	প্রথমাংশ, নিকটবর্তী সময়	زُلَفٌ
পিতা-মাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে ৪:৭	لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ	এক অংশ	نَصِيْبٌ
আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। ৪:৮৫	وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا	এক অংশ	كِفْلٌ
তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। ২৬:১৮৭	فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ	টুকরা	كِسفٌ (ج) كِسَفٌ
অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। ২৩:৫৩	فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا	সম্প্রদায়, জনসাধারণের শ্রেণী	زُبرَةٌ (ج) زُبُرٌ، زُبَرٌ

www.banglakitab.weebly.com

এবং যমিনে বিভিন্ন শস্য ক্ষেত্র রয়েছে ১৩:৪	وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ	টুকরা, খণ্ড, অংশ	قِطْعَةٌ (ج) قِطَعٌ
অতএব, এই যালেমদের প্রাপ্য তাই, যা ওদের অতীত সহচরদের প্রাপ্য ছিল। ৫১:৫৯	فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ	পাপের শাস্তি, প্রাপ্য	ذَنُوْبٌ
তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে ১৬:৯২	وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا	টুকরা টুকরা, ভাঙ্গা	نِكْثٌ (ج) أَنْكَاثٌ
হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের প্রাপ্য অংশ হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। ৩৮:১৬	رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ	আমলনামা, প্রাপ্য, অংশ, রিজিক	قِطٌّ
		কিছু	شَيْءٌ (ج) أَشْيَاء
		ক্ষমতাশীল, শক্তিবান	قَدِيْرٌ (قَدَرَ–يَقْدِرُ)
তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। ৪৩:৪২	فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ	পূর্ণ ক্ষমতা আছে	مُقْتَدِرٌ (ج) مُقْتَدِرُونَ
আমি তাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই ২৩:৯৫	وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ	সক্ষম, ক্ষমতাবান	قَادِرٌ (ج) قَادِرُونَ
এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। ২৭:৩৯	وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ	শক্তিশালী, সামর্থবান	قَوِيٌّ
আপনি তাদের শাসক নন ৮৮:২	لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ	তত্ত্বাবধায়ক, ক্ষমতাবান	مُصَيطِرٌ
আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন ৩৯:৩৭	أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي	সম্মানিত, পরাক্রমশালী	عَزِيزٌ (ج) أَعِزَّةٌ

www.banglakitab.weebly.com

(عَزَّ–يَعُزُّ)		انتِقَامٍ	
قَاهِرٌ، قَهَّارٌ (ج) قَاهِرُونَ	প্রবল, শক্তিশালী, বিজয়ী	وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ	বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল। ৭:১২৭
مُقْرِنٌ (ج) مُقْرِنُونَ	শৃঙ্খলাবদ্ধকারী , বশীভূত করা	وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ	এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। ৪৩:১৩
اِسْتَوْحَذَ– يَسْتَوحِذُ	বশীভূত করা, দূর্বল করা,	اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ	শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে ৫৮:১৯
اِحْتَنَكَ– يَحْتَنِكُ	লাগাম পরানো, দূর্বল করা, ধর্মচ্যূত করা	لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا	তবে আমি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সমূলে নষ্ট করে দেব। ১৭:৬২
ضَعِيفٌ (ج) ضُعَفَاءُ، ضِعَافٌ (ضَعُفَ– يَضْعُفُ)	দুর্বল, অক্ষম, ক্ষমতাহীন, কমজোর	لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ	দূর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই ৯:৯১
مُسْتَضْعَفٌ (ج) مُسْتَضْعَفُونَ	নির্যাতিত, নিগৃহীত	قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ	তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ৪:৯৭
ذَلِيلٌ ج أَذِلَّةٌ	দুর্বল	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ	বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। ৩:১২৩
خَلَقَ–يَخْلُقُ (خَلْقٌ)	সৃষ্টিকরা, গঠন করা, রূপ দেয়া, রচনা করা	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ	হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com

কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ৫৭:২২	إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا	সৃষ্টি করা, স্পষ্ট বর্ণনা করা	بَرَأَ–يَبْرَأُ
আমি এক মুখী হয়ে স্বীয় আনন ঐ সত্তার দিকে করেছি, যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন ৬:৭৯	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا	সৃষ্টি করা, বিদীর্ণ করা, উদ্ভাবন করা, আবিষ্কার করা	فَطَرَ– يَفْطُرُ
তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন ১১:৬১	هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ	উৎপাদিত , সৃষ্ট	أَنْشَأَ– يُنْشِيءُ (إِنْشَاءٌ)
আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। ৭:১৭৯	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ		ذَرأَ– يَذْرَأُ

৯। সুরা বাকারাহ (২২-২৪)

যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন (২-২২)	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً	বিছানা, আসন	فِرَاشٌ (ج) فُرُشٌ
আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা ৭৮:৬	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا		مِهَادٌ
তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। ৩২:১৬	تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ	শয্যা	مَضْجَعٌ (ج) مَضَاجِعُ
তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে ১৮:৩১	مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ	সিংহাসন, মসনদ	أَرِيكَةٌ (ج) أَرَائِكُ
এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম যাতে	وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا	বিছানা	سَرِيرٌ (ج) سُرُرٌ

www.banglakitab.weebly.com

তারা হেলান দিয়ে বসত। ৪৩:৩৪	عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ		
এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল। ১২:১০০	وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا	আরশ, সিংহাসন, ছাদ	عَرْشٌ (ج) عُرُوشٌ
আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিস্প্রাণ দেহ। ৩৮:৩৪	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا	সিংহাসন	كُرْسِيٌّ
		ছাদ, চালা	بِنَاءٌ
আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি ২১:৩২	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا	ছাদ, ছাউনি, চালা	سَقْفٌ (ج) سُقُفٌ، سُقُوفٌ
তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। ৭৯:২৮	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا	উচ্চতা, ছাদ, আকাশতল	سَمْكٌ
আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন (২-২২)	وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	পানি	مَاءٌ
তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। (২-২২)	فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ	বের করা, বহিষ্কার করা, প্রকাশ করা	أَخْرَجَ – يُخْرِجُ (إِخْرَاجٌ)
এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। ১৮:৮২	وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا	বের করে নেয়া, নির্গত করা	اسْتَخْرَجَ– يَسْتَخْرِجُ
আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন২৭:১২	وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ	প্রবেশ করানো	أَدْخَلَ–يُدْخِلُ
আল্লাহ রাত্রিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্য দাখিল করে দেন ২২:৬১	وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ	অনুপ্রবেশ করানো	أَوْلَجَ – يُولِجُ

www.banglakitab.weebly.com

		ফল, ফলমূল	ثَمَرَةٌ، ثَمَرٌ (ج) ثَمَرَاتٌ
তথায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল-মূল, ৪৩:৭৩	لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ	ফলমূল	فَاكِهَةٌ (ج) فَوَاكِهُ
উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে। ৫৫:৫৪	وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ	উভয়, জোড়া	جَنَى
এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে। ৭৬:১৪	وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا	ফলগুচ্ছ	قِطْفٌ (ج) قُطُوفٌ
অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না।	فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا	সমকক্ষ, অংশীদার	نِدٌّ (ج) أَنْدَادٌ
আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেনঃ একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে, ৩৯:২৯	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ	অংশীদার	شَرِيكٌ (ج) شُرَكَاءُ
এবং তার সমতুল্য কেউ নেই। ১১২:৪	وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ	সমতুল্য, মতো, অনুরূপ	كُفُوٌ
শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। ৩৮:২৪	وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ	মিশ্রণকারী, অংশীদার, শরীক	خَلِيطٌ (ج) خُلَطَاءُ
এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি (২-২৩)	وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا	দাস, বান্দা, গোলাম, ভৃত্য	عَبْدٌ (ج) عِبَادٌ، عَبِيدٌ
আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। ১২:৩০	امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ	যুবক, বালক, সেবক, চালক	فَتًى (ج) فِتْيَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। ৫২:২৪	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ	বালক, সেবক	غُلَامٌ (ج) غِلْمَانٌ
তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। ২৪:৩২	وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ	দাসী, বাঁদি, ক্রীতদাসী	أَمَةٌ (ج) إِمَاءٌ
সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। ৪:২৫	فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ	ক্রীতদাসী, সেবিকা	فَتَاةٌ (ج) فَتَيَاتٌ
স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় ২:১৭৮	الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ	স্বাধীন, মুক্ত, আজাদ	حُرٌّ
তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। (২-২৩)	فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ	কুর’আনের সুরা	سُوْرَةٌ (ج) سُوَرٌ
সেসব সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো (২-২৩)	وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	ডাকা, আহ্বানকরা	دَعَا– يَدْعُو (دُعَاءٌ، دَعْوَةٌ، دَعْوَى)
যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন ৩:৩৯	فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ	আহ্বান করা	نَادَى–يُنَادِي (نِدَاءٌ)
সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, ৬৮:২১	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ	ডাকাডাকি করা	تَنَادَى– يَتَنَادَى (تَنَادٍ)
এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহবায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। ৩৩:৪৬	وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا	আহবায়ক	دَاعٍ

www.banglakitab.weebly.com

হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে ৩:১৯৩	رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ	ঘোষক, আহ্বানকারী	مُنَادٍ
বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন ২৭:৬২	أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ	উত্তর দেয়া, সাড়া দেয়া	أَجَابَ- يُجِيبُ
তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম ২১:৭৬	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ	সাড়া দেয়া, আনুগত্য করা	اسْتَجَابَ – يَسْتَجِيبُ
আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। ১১:৬১	إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ	সাড়া দানকারী, কবুলকারী	مُجِيبٌ
সেসব সাহায্যকারীদেরকে ডেকে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (২-২৩)	وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	সাহায্যকারী, সাক্ষী	شَهِيدٌ (ج) شُهَدَاءُ
এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট ৪:৪৫	وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا	সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক	نَاصِرٌ،نَصِيرٌ (ج) نَاصِرُونَ، أَنْصَارٌ
এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন। ২০:২৯	وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي	সাহায্যকারী, মন্ত্রী	وَزِيرٌ
আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। ৮:৯	أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ	সাহায্যকারী, সাহায্যদাতা	مُمِدٌّ
এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্ত কারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। ১৮:৫১	وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا	বাহু, শক্তি, সাহায্যকারী	عَضُدٌ

এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয়। ৩৪:২২	وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ	সাহায্যকারী, সদাজয়ী,	ظَهِيرٌ
অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। ২৮:৩৪	فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي	সহকারী	رِدْءٌ
তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্যে সাহায্যকারী হয়। ১৯:৮১	وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا	সম্মান, সাহায্যকারী	عِزٌّ
তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না। ১৭:৬৯	ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا	সাহায্যকারী, অনুসারী, সহকারী	تَبِيعٌ
আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই। ১৪:২২	مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ	উদ্ধারকারী	مُصْرِخٌ، صَرِيخٌ
		সত্যবাদী	صَادِقٌ (ج) صَادِقُونَ (صَادِقَاتٌ)
আর তার জননী একজন ওলী। ৫:৭৫	وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ	ওলী, সত্যবাদী	صِدِّقٌ (صِدِّقَةٌ) (ج) صِدِّقُونَ
যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। ৯:৪৩	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ	মিথ্যাবাদী	كَاذِبٌ (ج) كَاذِبُونَ
বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। ৫৪:২৫	بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ	মিথ্যাবাদী	كَذَّابٌ
তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহগারের উপর। ২৬:২২২	تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ	মিথ্যাবাদী , নিন্দুক	أَفَّاكٌ

তোমরা সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। ১১:৫০	إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ	উদ্ভাবক	مُفْتَرٍ (ج) مُفْتَرُونَ
আর যদি তা না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না (২-২৪)	فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ	করা	فَعَلَ- يَفْعَلُ (فِعْلٌ،فَعْلَةٌ)
এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে ১৮:৮৮	وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا	কাজ করা	عَمِلَ-يَعْمَلُ (عَمَلٌ (ج) أَعْمَالٌ)
যারা দুস্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, ৪৫:২১	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ	সমর্পণ করা, অঙ্গীকার করা, বিশ্বাস করে রাখতে দেওয়া	اِجْتَرَحَ- يَجْتَرِحُ
তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। ৩৩:৫	وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ	ইচ্ছা করে কিছু করা, স্বেচ্ছায় করা	تَعَمَّدَ- يَتَعَمَّدُ
তারা খুবই মন্দ কাজ করছে। ৫:৬৩	لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ	করা, গড়া	صَنَعَ-يَصْنَعُ (صُنْعٌ)
আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেন না যে, সেটি আমি আগামী কাল করব। ১৮:২৩	وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا	কর্তা, সংঘটক	فَاعِلٌ، فَعَّالٌ (ج) فَاعِلُونَ
হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। ৬:১৩৫	يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ	আমলকারী, পালনকারী, কর্মী, পরিশ্রমী	عَامِلٌ (ج) عَامِلُونَ
তারা একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে ঐসব কাজ করে, যা তারা করছে। ৬:১১৩	وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ	অর্জনকারী, উপার্জনকারী	مُقْتَرِفٌ (ج) مُقْتَرِفُونَ

www.banglakitab.weebly.com

اَلنَّارُ	দোজখ		
جَهَنَّمُ	জাহান্নাম	رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ	হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছথেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। ২৫:৬৫
جَحِيمٌ	প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, অগ্নিগর্ভ	فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ	তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। ৭৯:৩৯
سَقَرٌ	জাহান্নামের নাম, অগ্নিময় দোযখ	ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ	অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর। ৫৪:৪৮
السَعِيرُ	জ্বলন্ত আগুন	فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ	একদল জান্নাতে এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। ৪২:৭
هَاوِيَةٌ	জাহান্নামের নাম, জ্বলন্ত আগুন কূপ	فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ	তার ঠিকানা হবে হাবিয়া। ১০১:৯
حُطَمَةٌ	পেষণকারী দোযখ	لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ	সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে। ১০৪:৪
جَنَّةٌ (ج) جَنَّاتٌ	জান্নাত	كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا	যেমন সে তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে ৭:২৭
الفِرْدَوْسُ	জান্নাতুল ফেরদাউস: জন্নাতের নাম	كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا	তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। ১৮:১০৭
عَدْنٌ	আদন: জন্নাতের নাম, স্থায়ী বসবাস,	رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ	হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে ৪০:৮
نَعِيمٌ	নেয়ামতের জান্নাত	أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ	তাকে নেয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে? ৭০:৩৮

www.banglakitab.weebly.com

তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর।	فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ	জ্বালানী	وَقُودٌ
সেগুলো দোযখের ইন্ধন। ২১:৯৮	حَصَبُ جَهَنَّمَ	ইন্ধন, জ্বালানী, কাষ্ঠ	حَصَبٌ
আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। ৭২:১৫	وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا	ইন্ধন, জ্বালানী, কাষ্ঠ	حَطَبٌ
তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। ৬৩:৪	كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ	কাঠ	خَشَبٌ (ج) خُشُبٌ
অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারি ২৮:২৯	أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ	জ্বলন্ত কয়লা, জ্বলন্ত অঙ্গার	جَذْوَةٌ
		পাথর, পাষাণ	حَجَرٌ (ج) حِجَارَةٌ
এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। ৮৯:৯	وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ	বড় পাথর	صَخْرٌ، صَخْرَةٌ
অতএব, এ ব্যাক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। ২:২৬৪	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ	শক্তমসৃণপাথর	صَفْوَانٌ
যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (২-২৪)	أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ	প্রস্তুতকরা	أَعَدَّ- يُعِدُّ (عُدَّةٌ)
আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি (১৮:২৯)	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا	প্রস্তুত করা, তৈরি করা	أَعْتَدَ-يُعْتِدُ
সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা	مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا	প্রস্তুত, উপস্থিত,	عَتِيدٌ

www.banglakitab.weebly.com

প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। ৫০:১৮	لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ	স্থাপিত	
এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (৮৮:১৪)	وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ	স্থাপিত, রক্ষিত	مَوْضُوعَةٌ

১০। সুরা বাকারাহ (২৫-২৫)

এবং সুসংবাদ দিন তাদের যারা ঈমান এনেছে ও সতকর্ম করেছে (২-২৫)	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ	ভালো কাজ	صَالِحَةٌ (ج) صَالِحَاتٌ
সমান নয় ভাল ও মন্দ। ৪১:৩৪	وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ	সৎকাজ, সুশ্রী,	حَسَنَةٌ (ج) حَسَنَاتٌ
আমি তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করলাম সৎকর্ম করার ২১:৭৩	وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ	উত্তম, বাছাইকরা, মনোনীত	خَيْرَةٌ (ج) خَيْرَاتٌ
আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও ৭:১৯৯	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ	সৎকর্ম	عُرْفٌ
আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের ৩:১০৪	وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ	সৎকর্ম, ভাল কাজের	الْمَعْرُوفُ
কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। ২:৪৪	وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ	সততা, কল্যাণ, পুণ্য	بِرٌّ (بَرَّ–يَبِرُّ)
অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, ৯১:৮	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	আল্লাহভীতি, ধার্মিকতা	تُقَاةٌ، تَقْوَى
হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে ২:৮১	بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً	পাপ, অপরাধ	سَيِّئَةٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

سَيِّئَاتٌ			
ذَنْبٌ (ج) ذُنُوبٌ	পাপ, অপরাধ, দোষ, ত্রুটি,	إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا	নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। ৩৯:৫৩
إِثْمٌ	অন্যায়, গুনাহ, পাপ, অপরাধ	إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ	আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। ৫:২৯
اِجْرَامٌ	পাপ, অপরাধ	قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي	আপনি বলে দিন আমি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, ১১:৩৫
خِطْأٌ	ভুল করা, পাপ	إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا	নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। ১৭:৩১
خَطِيئَةٌ (ج) خَطِيئَاتٌ، خَطَايَا	ভুল, পাপী	مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا	তাদের গোনাহসমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে ৭১:২৫
جُنَاحٌ	পাপ, ক্ষতি, অপরাধ, দোষারোপ	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا	তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নাই। ৪:১২৮
حُوْبٌ	মন্দ, পাপ	إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا	নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। ৪:২
الْمُنكَرُ	ভুল, অন্যায়	وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ	এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে ৩:১০৪
حِنْثٌ	পাপাচার, অপরাধ, কসম ভঙ্গ	وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ	তারা সদাসর্বদা ঘোরতর পাপকর্মে ডুবে থাকত। ৫৬:৪৬

www.banglakitab.weebly.com

যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ। ৬:১২১	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ	পাপ, অন্যায়, অপকর্ম	فِسْقٌ، فُسُوقٌ (فَسَقَ–يَفْسُقُ)
অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন ৯১:৮	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	পাপ, অন্যায়, ব্যভিচার	فُجُورٌ (فَجَرَ–يَفْجُرُ)
এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। ৪:২৫	ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ	কষ্ট, পাপ, ব্যভিচার	عَنَتٌ
তার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। (২-২৫)	تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ	প্রবাহিতহওয়া, বয়ে চলা	جَرَى – يَجْرِي
অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। ১৩:১৭	فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا	প্রবাহিত হওয়া	سَالَ– يَسِيلُ
অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ। ৭:১৬০	فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا	প্রবাহিত হওয়াঝর্না , ঝরা	اِنْبَجَسَ–يَنْبَجِسُ
অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। ২:৬০	فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا	প্রবাহিত হওয়া	اِنْفَجَرَ–يَنْفَجِرُ
পাথরের মধ্যে এমন ও আছে; যা থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়, ২:৭৪	وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ	প্রবাহিত হওয়া	تَفَجَّرَ – يَتَفَجَّرُ
আমি তার জন্যে গলিত তামার এক ঝরণা প্রবাহিত করেছিলাম। ৩৪:১২	وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ	প্রবাহিত করা	أَسَالَ– يُسِيلُ
যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে	حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ	দ্রুতবেগে	فَجَّرَ–يُفَجِّرُ

www.banglakitab.weebly.com

আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন। ১৭:৯০	الْأَرْضِ يَنبُوعًا	প্রবাহিত করা, ফাটিয়ে বের করা	(تَفْجِيرٌ)
তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। ৫৫:১৯	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ	প্রবাহিত করা	مَرَجَ–يَمْرُجُ
		নীচে	تَحْتَ
অপরজন বললঃ আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। ১২:৩৬	وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا	উপর, উপরে, উপরিভাগ,	فَوْقَ
		নদী	نَهَرٌ (ج) أَنْهَارٌ
অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। ১৩:১৭	فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا	উপত্যকা	أَوْدِيَةٌ
তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। ১৯:২৪	قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا	ঝরণা	سَرِيٌّ
এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। ২৩:৭৫	وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ	গভীর জলাশয়, অতল দরিয়া, অথৈ সাগর	لُجَّةٌ
এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিনী রমণীকূল থাকবে। (২-২৫)	وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ	স্ত্রী	زَوْجٌ (ج) أَزْوَاجٌ
তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী ৪:২৩	وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ	স্ত্রী	حَلِيلَةٌ (ج) حَلَائِلُ
আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ ১১:৭২	وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا	স্বামী	بَعْلٌ (ج) بُعُولٌ

		শুদ্ধ (যাকে পবিত্র করা হয়েছে)	مُطَهَّرَةٌ (مُطَهَّرُونَ)
এবং পরিশোধিত মধুর নহর। ৪৭:১৫	وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى	পবিত্র	مُصَفًّى
তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ। ২০:১২	إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	পবিত্র ঘোষিত, নিষ্কলুষ, পবিত্র, পূত, পাক	مُقَدَّسٌ
সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরঞ্জীব হবে	أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ	চিরঞ্জীব, অমর	خَالِدٌ (ج) خَالِدُونَ
আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। ২১:৩৪	جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ	অমরত্ব, চিরস্থায়ী, শাশ্বত,	خُلْدٌ
এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন। ৫০:৩৪	ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ	চিরঞ্জীব হওয়া,	خَلَدَ-يَخْلُدُ (خُلُودٌ)
ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। ৩৭:৯	وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ	চিরস্থায়ী, বিরামহীন	وَاصِبٌ
তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। ৪:১২২	خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا	সর্বদা, প্রতিনিয়ত,	أَبَدٌ
বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন ২৮:৭২	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ	ক্রমাগত	سَرْمَدٌ
তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা	وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا	চলমান, অবিরাম	مُسْتَمِرٌّ

www.banglakitab.weebly.com

তো চিরাগত জাদু। ৫৪:২	وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ		
এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান ৭০:৩৩	وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ	চিরস্থায়ী, স্থিতিশীল	دَائِمٌ (ج) دَائِمُونَ
আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধবংস হবে। ২৮:৮৮	كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ	ধ্বংসশীল,	هَالِكٌ (ج) هَالِكُونَ
ভূপৃষ্টের সবকিছুই ধ্বংসশীল। ৫৫:২৬	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ	ধ্বংসশীল,	فَانٍ
আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না।	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا	লজ্জাবোধকরা (লজ্জা), বাঁচিয়েরাখা	اِسْتَحْيَ– يَسْتَحْيِي (اِسْتِحْيَاءٌ)
আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না।	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا	আঘাতকরা, দৃষ্টান্তপেশকরা, চলা, সিলমারা	ضَرَبَ– يَضْرِبُ(ضَرْبٌ)
		মশা, মাছি, তুচ্ছ বস্তু	بَعُوْضَةٌ
বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভূল ও সঠিক।	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ	সত্য, সঠিক, উপযুক্ত, প্রাপ্য, দাবী, যুক্তি	حَقٌّ
দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। ৭৮:৩৮	لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا	সঠিক, সত্য, নির্ভুল, বাস্তবতা	صَوَابٌ

সেই সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদেরকে দেওয়া হত। ৪৬:১৬	وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ	সঠিক	صِدْقٌ
বলুনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। ১৭:৮১	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ	মিথ্যা, অনর্থক, নষ্ট, অকার্যকর, রহিত, বাতিল	بَاطِلٌ
তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। ১৬:১১৬	هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ	মিথ্যা	كِذْبٌ، مَكْذُوبٌ
তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। ৫৮:২	وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا	মিথ্যা কথা, অসত্য কথা,	زُورٌ
এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। (৪৬: ১১)	هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ	মিথ্যা কথা	إِفْكٌ
এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। ৩৮:৭	إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ	মনগড়া কথা, কাল্পনিক	اخْتِلَاقٌ
সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, ৬৯:৪৪	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ	কথা, গল্প, কল্পকাহিনী	أَقْوَالٌ (ج) أَقَاوِيلُ
তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস (১৩-১১)	قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ	মনগড়া কথা	مُفْتَرَى (ج) (مُفْتَرِيَاتٌ)
জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না ৬০:১২	وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ	অপবাদ, দুর্নাম, বদনাম, হতভম্বকর	بُهْتَانٌ

www.banglakitab.weebly.com

১১। সুরা বাকারাহ (২৬-৩১)

এ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। (২-২৬)	يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا	অনেক, প্রচুর	كَثِيرٌ، كَثِيرَةٌ
আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে ৯:২৫	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ	বর্ধন, পরিবর্ধন, আধিক্য, প্রাচুর্য,	كَثْرَةٌ
সে বলেঃ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। ৯০:৬	يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا	অপরিমেয়, পর্যাপ্ত,	لُبَدٌ
এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস। (৮৯: ২০)	وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا	প্রচুর, অধিক, মাত্রাতীত	جَمٌّ
আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। ৭২:১৬	وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا	পর্যাপ্ত বৃষ্টি, মুষলধারা, প্রচুর পানি, ভারিবর্ষণ	غَدَقٌ
আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, ৭৮:১৪	وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا	মুষলধারা, প্রবাহমান	ثَجَّاجٌ
নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। ২:২৪৭	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ	বিশালতা, প্রাচুর্যতা	بَسْطَةٌ
এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক ২:৩৫	وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا	স্বাধীনভাবে	رَغَدٌ
এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল	وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا	পুরাপুরি, সর্বতোভাবে,	لَمٌّ

৮৯:১৯	لَّمًّا	একান্তরূপে	
তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। ৫৪:১১	فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ	প্রবলবর্ষণ, পতনশীল	مُنْهَمِرٌ
এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। ২:৭৯	هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا	সামান্য,অল্প	قَلِيْلٌ
তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল ১২:৪২	فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ	কতিপয়, তিন থেকে নয় পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা	بِضْعٌ
এবং আমরা অপর্যাপ্ত পুঁজি নিয়ে এসেছি। ১২:৮৮	وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ	অল্প, অপর্যাপ্ত, সামান্য, নগণ্য, অচলমুদ্রা	مُزْجَاةٌ
এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। ৭:৫৮	وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا	সামান্য, কিঞ্চিৎ, ন্যূনতম	نَكِدٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না ৪:৪০	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ	গুঁড়ি পিঁপড়া, কণা, অণু	ذَرَّةٌ
তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না। ৪:৫৩	فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا	খেজুরের আঁটির খাঁজ পরিমাণ	نَقِيرٌ
আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না। ৪:৭৭	وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا	খেজুরের আঁটির আঁশ পরিমাণ	فَتِيلٌ
তাঁর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা তুচ্ছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। ৩৫:১৩	الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ	খেজুরের আঁটির আবরণ পরিমাণ	قِطْمِيرٌ
যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে	الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ	প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার ভঙ্গ	نَقَضَ–يَنْقُضُ

www.banglakitab.weebly.com

		করা	(نَقْضٌ)
অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। ৪৩:৫০	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ	শপথ ভঙ্গ করা, ভেঙে ফেলা, টুকরা করা, খণ্ড করা	نَكَثَ–يَنْكُثُ
তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। ৩৮:৪৪	وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ	শপথ ভাঙ্গা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা	حَنِثَ–يَحْنَثُ
তারা বললঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি ২০:৮৭	قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا	বিপরীত করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা	أَخْلَفَ–يُخْلِفُ
অতএব আল্লাহর প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন ১৪:৪৭	فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ	প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, বিপরীতকারী	مُخْلِفٌ
মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। ৩৩:২৩	مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ	প্রতিশ্রুতিদেয়া, অঙ্গীকারকরা	عَاهَدَ–يُعَاهِدُ
এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন ৫:৭	وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ	প্রতিজ্ঞা করা,	وَاثَقَ–يُوَاثِقُ
কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। ৫:৮৯	وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ	মজবুত করা, বাঁধা	عَقَّدَ–يُعَقِّدُ
তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি ২০:৮০	وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ	প্রতিশ্রুতি	وَاعَدَ–يُوَاعِدُ
এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে	وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ	পরস্পরে ওয়াদা করা, পরস্পরে	تَوَاعَدَ–يَتَوَاعَدُ

তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। ৮:৪২	فِي الْمِيعَادِ	চুক্তি করা	
যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে	الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ	প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার, চুক্তি	عَهْدٌ (عَهِدَ–يَعْهَدُ)
যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে ২৮:৬১	أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ	প্রতিশ্রুতি	وَعْدٌ، مَوْعِدَةٌ، مِيعَادٌ (وَعَدَ–يَعِدُ)
যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে না ২:৮৪	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ	চুক্তি, প্রতিজ্ঞা	مِيثَاقٌ، مَوْثِقٌ
মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ন কর। ৫:১	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ	চুক্তি, প্রতিশ্রুতি	عَقْدٌ (ج) عُقُودٌ (عَقَدَ–يَعْقِدُ)
তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। ২৪:৩৩	فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا	দাসের চুক্তিপত্রে মুক্তিপণের পরিমাণ লেখা	كَاتَبَ–يُكَاتِبُ
তাদের কেউ কেউ তার সময় শেষ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। ৩৩:২৩	فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ	মৃত্যু, নির্ধারিত সময়, পর্যায়	نَحْبٌ
তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্নীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। ৯:১০	لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً	সুরক্ষা চুক্তি	ذِمَّةٌ
বললেন, 'তোমার কি অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার বোঝা (ওয়াদা) গ্রহণ করে নিয়েছ? ৩:৮১	قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي	ওয়াদা, বোঝা	إِصْرٌ
এবং যে সম্পর্ক আল্লাহ গড়তে বলেছেন তারা তা ছিন্ন করে	وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ	কেটে ফেলা, ছিন্নকরা	قَطَعَ–يَقْطَعُ

www.banglakitab.weebly.com

	أَن يُوصَلَ		
যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। ১২:৩১	فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ	টুকরা টুকরা করা	قَطَّعَ–يُقَطِّعُ
বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে। ৬:৯৪	لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ	কেটে পড়া	تَقَطَّعَ–يَتَقَطَّعُ
এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ২:২৭	وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	যুক্তকরা	أَوْصَلَ–يُوصِلُ
যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব ৫২:২১	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ	মিলিত হওয়া, যোগ দেওয়া, যুক্তকরা	أَلْحَقَ–يُلْحِقُ
আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। ৩:১৭০	وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ	সম্পৃক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া, যোগ দেওয়া	لَحِقَ–يَلْحَقُ
আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। ৮:৬৩	وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ	মিলন ঘটানো, ভালোবাসা সৃষ্টি করা	أَلَّفَ–يُؤَلِّفُ
		আদেশ করা,	أَمَرَ–يَأْمُرُ
তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে।	وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا	ওসিয়ত করা, নির্দেশ দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া	أَوْصَى–يُوصِي

			১৯:৩১
تَوَاصَى– يَتَوَاصَى	পরস্পরে পরামর্শ করা, সদোপদেশ দেওয়া	وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ	ও উপদেশ দেয় দয়ার। ৯০:১৭
حَكَمَ–يَحْكُمُ	আদেশ করা, বিচার করা,	إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ	নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। ৫:১
أَذِنَ–يَأْذَنُ (إِذْنٌ)	অনুমতি দেয়া, নির্দেশ দেয়া,	فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ	আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, ২৪:৩৬
نَهَى–يَنْهَى	নিষেধকরা, বাধাদেয়া	وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ	তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি ৭:২২
تَنَاهَى–يَتَنَاهَى	পরস্পরে নিষেধ করা	كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ	তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। ৫:৭৯
مَنَعَ–يَمْنَعُ	নিষেধ করা, রক্ষা করা	قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا	মূসা বললেনঃ হে হারুন, তুমি যখন তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল ২০:৯২
صَدَّ–يَصُدُّ (صَدٌّ، صَدُودٌ)	বাধা দেওয়া, বিরত রাখা	هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে ৪৮:২৫
عَضَلَ–يَعْضُلُ	বাধা দেওয়া, বারণ করা, কঠোরতা করা	فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا	তখন তাদেরকে পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধাদান

www.banglakitab.weebly.com

করো না। ২:২৩২	تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ		
তাই তাদের নিবৃত করে রাখলেন ৯:৪৬	فَثَبَّطَهُمْ	বিরত রাখা, নিরস্ত করা,	ثَبَّطَ–يُثَبِّطُ
আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় ৩৩:১৮	قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ	বিরতকারী	مُعَقِّفٌ (ج) مُعَقِّفُونَ
ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত। (২-২৭)	أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ	ক্ষতিগ্রস্থ , সর্বনাশা, নশ্বর	خَاسِرٌ (خَاسِرَةٌ) خَاسِرُونَ
কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে মৃত	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ	মৃত	مَيْتٌ (ج) أَمْوَاتٌ، مَوْتَى
তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন (২-২৮)	يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ	মৃত	مَيِّتٌ (ج) مَيِّتُونَ
যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ না করেন ১২:৮৫	حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ	ধ্বংস হওয়া	هَالِكٌ (ج) هَالِكُونَ (هَلَكَ– يَهْلِكُ)
এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। ২১:৩০	وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ	জীবিত, চিরজীবী	حَيٌّ (ج) أَحْيَاءٌ
		জীবিতকরা	أَحْيَى– يُحْيِي
অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। ২:২৫৯	فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ	পুনরুত্থান ঘটানো, প্রেরণ করা	بَعَثَ – يَبْعَثُ (بَعْثٌ)

www.banglakitab.weebly.com

এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। ৮০:২২	ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ	পুনর্জীবিত করা, সজিব করা	أَنْشَر –يُنْشِرُ (نُشُورٌ)
আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই ২:২৫৯	وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا	উঁচু করা, কাঠামো তৈরি করা	أَنْشَزَ–يُنْشِزُ
নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। ৪১:৩৯	إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ	নিশ্চয়ই জীবন দানকারী	مُحْيٍ
এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান, ৫৩:৪৪	وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا	মৃত্যু ঘটানো, মরণ দেওয়া,	أَمَاتَ – يُمِيتُ
আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। ১৬:৭০	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ	মৃত্যু দান করেন	تَوَفَّى – يَتوَفَّى (مُتَوَفٍّ)
তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান।	ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ	মনোযোগ দেয়া, উপরে উঠা, স্থিরহওয়া	اِسْتَوَى–يَسْتَوِي
		সম্পূর্ণকরা, যথাযথকরা	سَوَّى – يُسَوِّي
এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। ২৭:৮৮	صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ	মজবুত করা, সুদৃঢ় করা	أَتْقَنَ– يُتْقِنُ
আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি,	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً	ফেরেশতা	مَلَكٌ (ج) مَلائِكَةٌ
		পরিকল্পক,	جَاعِلٌ (ج)

جَاعِلُونَ	স্থাপক, পরিণতকারী		
خَلِيْفَةٌ (ج) خَلَائِفُ، خُلَفَاءُ (خَلَفَ-يَخْلُفُ)	প্রতিনিধি হওয়া, অনুসরণ করা, পরে আসা		
سَفَكَ-يَسْفِكُ	ঝরানো	قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ	তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে
دَمٌ (ج) دِمَآءٌ	রক্ত		
سَبَّحَ-يُسَبِّحُ (تَسْبِيحٌ)	গুণকীর্তনকরা	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ	আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে, যা কিছু আছে নভোমন্ডলে ও যা কিছু আছে ভূমন্ডলে। (৬২-১)
مُسَبِّحٌ (ج) مُسَبِّحُونَ	গুণকীর্তন করা	فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ	যদি তিনি আল্লাহর তসবীহ পাঠ না করতেন, ৩৭:১৪৩
قَدَّسَ-يُقَدِّسُ	পবিত্রতাঘোষণাকরা	وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ	অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি
أَوَّبَ-يُؤَوِّبُ	প্রত্যাবর্তন করা, গুনকীর্তন করতে থাকা	يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ	হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। ৩৪:১০

www.banglakitab.weebly.com

১২। সুরা বাকারাহ (৩২-৩৫)

তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (২-৩২)	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا	শেখানো	عَلَّمَ–يُعَلِّمُ
যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। ২:১০২	وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ	শেখা	تَعَلَّمَ–يَتَعَلَّمُ
অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। ৭:১৬৯	وَدَرَسُوا مَا فِيهِ	পড়া, পাঠ করা, অধ্যায়ন করা	دَرَسَ–يَدْرُسُ (دِرَاسَةٌ)
অতঃপর তারা তাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং বলে, সে তো উম্মাদ-শিখানো কথা বলে। ৪৪:১৪	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ	শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত,	مُعَلَّمٌ
তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন।	ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ	উপস্থাপন করা	عَرَضَ– يَعْرِضُ
এবং বিপথগামীদের সামনে উম্মোচিত করা হবে জাহান্নাম। ২৬:৯১	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ	প্রকাশ করা, সামনে আনা	بَرَّزَ–يُبَرِّزُ
তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে ৮১:১৩	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ	উপস্থিত করা, পেশ করা, উপনীত করা	أَحْضَرَ–يُحْضِرُ
আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।	أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	জানানো, অবহিতকরা	أَنْبَأَ–يُنْبِئُ
আমাকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। ৯:৯৪	قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ	অবহিতকরা	نَبَّأَ–يُنَبِّأُ

www.banglakitab.weebly.com

বল, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর না তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। ১০:১৬	قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ	অবহিতকরা	أَدْرى–يُدْرِي
যাতে আমি মূসার উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে পারি। (২৮-৩৮)	لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ	অবগত করা, জানানো	أَطْلَعَ–يُطْلِعُ
তখন বলে, পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? ২:৭৬	قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ	বলা, বর্ণনা করা, প্রকাশ করা, প্রচার করা	حَدَّثَ–يُحَدِّثُ
অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। ৪৭:৬	وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ	জানানো, চিনানো, জানানো	عَرَّفَ–يُعَرِّفُ
তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (২-৩২)	قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا	মহান, পূতপবিত্র, নিষ্কলুষ	سُبْحَانَ
আমি সেসব বিষয় জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর! (২-৩২)	وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ	প্রকাশকরা, বিকাশ ঘটানো, জাহির করা	أَبْدَى–يُبْدِي
আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। ১৬:১৯	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ	ঘোষণা করা, প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা,	أَعْلَنَ–يُعْلِنُ
তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। ৭:১৮৭	لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ	প্রকাশ করা, উদ্ভাসিত করা,	جَلَّى–يُجَلِّي
তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। ৭২:২৬	عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا	জয়ী বানানো, প্রকাশ করা, দুপুর করা,	أَظْهَرَ–يُظْهِرُ
এবং অন্তরে যা আছে, তা প্রকাশ	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ	প্রকাশ করা,	حَصَّلَ– يُحَصِّلُ

www.banglakitab.weebly.com

করা করা হবে? ১০০:১০		একত্র করা	
ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, ৪০:২৮	وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ	গোপনকরা	كَتَمَ–يَكْتُمُ
তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। ২৭:৭৪	وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ	গোপনকরা	أَكَنَّ–يُكِنُّ
আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। ১৬:১৯	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ	গোপনকরা	أَسَرَّ–يُسِرُّ (إِسْرَارٌ)
আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ৭:৩৩	إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ	গোপন থাকা, সুপ্ত থাকা, অস্পষ্ট থাকা	بَطَنَ–يَبْطُنُ
আর যদি খয়রাত গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে আরও উত্তম। ২:২৭১	وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	গোপন করা, লুকিয়ে রাখা	أَخْفَى–يُخْفِي
তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না। ৪:১০৮	يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ	লুকাতে চাওয়া, গোপন রাখতে চাওয়া	اسْتَخْفَى–يَسْتَخْفِي
তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। ৪১:২২	وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ	আবৃত করা, গোপন করা, আড়াল করা, লুকানো, আত্মগোপন করা	اسْتَتَرَ–يَسْتَتِرُ
এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ	সিজদাকরা	سَجَدَ–يَسْجُدُ

www.banglakitab.weebly.com

(سُجُودٌ)		اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ	ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো (২-৩৪)
سَاجِدٌ (ج) سُجَّدٌ، سَاجِدُونَ	সিজদাকারী	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ	তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী ৯:১১২
أَبَى–يَأْبَى	মানতে অস্বীকার করা	أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ	সে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (২-৩৪)
أَنْكَرَ–يُنْكِرُ	অস্বীকার করা, চিনতে না পারা, নিষিদ্ধ করা	وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ	এবং দলগুলোর মধ্য থেকে কোন কোন দল এর কিছু বিষয় অস্বীকার করে। ১৩:৩৬
جَحَدَ– يَجْحَدُ	অস্বীকার করা, অগ্রাহ্য করা, না মানা	وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا	তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। ২৭:১৪
اِسْتَكْبَرَ– يَسْتَكْبِرُ (اسْتِكْبَارٌ)	অহংকারকরা, স্পর্ধাদেখানো		
تَكَبَّرَ–يَتَكَبَّرُ	নিজেকে বড় মনে করা, অহংকার করা	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ	বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। ৭:১৩
مَرِحَ–يَمْرَحُ	ঔদ্ধত্য করা	وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ	এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। ৪০:৭৫
تَمَطَّى–يَتَمَطَّى	দম্ভভরে চলা	ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ	অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-

www.banglakitab.weebly.com

পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে। ৭৫:৩৩	يَتَمَطَّىٰ		
আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না ২৭:৩১	أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ	বড়ত্ব প্রদর্শন করা	عَلَا–يَعْلُو (عُلُوٌّ)
আমি অনেক জনপদ ধবংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। ২৮:৫৮	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا	গর্ব করা, অতি উৎফুল্ল হওয়া	بَطِرَ–يَبْطَرُ (بَطَرٌ)
যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় ৩:১৮৮	الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا	আনন্দ করা	فَرِحَ–يَفْرَحُ
নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে তাঁরই বড়ত্ব (৪৫: ৩৭)	وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	গর্ব, বড়ত্ব	كِبْرٌ، كِبْرِيَاءٌ
ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত। ৭২:৬	فَزَادُوهُمْ رَهَقًا	আত্মম্ভরি	رَهَقٌ
তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয় ৫৭:২০	اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ	অহংকার করা	تَفَاخُرٌ
যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি ৫৭:১৬	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ	বিনয়ী হওয়া, ভীত হওয়া	خَشَعَ– يَخْشَعُ (خُشُوعٌ)
অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্তাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। ২২:৫৪	فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ	বিনয়ী হওয়া, নত হওয়া,	أَخْبَتَ–يُخْبِتُ
আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে	وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ	মিনতি করা, আরতি করা	تَضَرَّعَ–يَتَضَرَّعُ

www.banglakitab.weebly.com

ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ৭:২০৫	تَضَرُّعًا وَخِيفَةً		(تَضَرُّعٌ)
কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনুতিও করল না। ২৩:৭৬	فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ	বিনত হওয়া, নত হওয়া, দুর্বল হওয়া,	اسْتَكَانَ–يَسْتَكِينُ
		হওয়া	كَانَ–يَكُونُ
অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল। ৫:৩১	فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ	প্রভাত কাটানো,	أَصْبَحَ–يُصْبِحُ
যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তারা মুখ কাল হয়ে যায় ১৬:৫৮	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا	স্থায়ী থাকা, শুরু করা, ছায়াচ্ছন্ন হওয়া,	ظَلَّ–يَظَلُّ
এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক (২-৩৫)	وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ	বসবাসকরা	سَكَنَ–يَسْكُنُ
নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। ৪:১৯	وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ	জীবন যাপন করা, সঙ্গী হওয়া, আত্মীয় হওয়া	عَاشَرَ–يُعَاشِرُ
শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোন দিন সেখানে বসবাসই করেনি। ৭:৯২	الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا	থাকা, বাস করা	غَنِيَ–يَغْنَى
আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। ৩৯:৭৪	نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ	বসতি স্থাপন করা, আশ্রয় নেয়া	تَبَوَّأَ–يَتَبَوَّأُ
তাদের একজন বললঃ তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? ১৮:১৯	قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ	অবস্থান করা, অবশিষ্ট থাকা	لَبِثَ–يَلْبَثُ
তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন	إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ	অবস্থান করা,	مَكَثَ–يَمْكُثُ

www.banglakitab.weebly.com

পরিবারবর্গকে বললেনঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর ২০:১০	امْكُثُوا	বাস করা	
এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক (২-৩৫)	وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا	খাওয়া, ভক্ষণ করা, সেবন করা	أَكَلَ–يَأْكُلُ (أَكْلٌ)
আমরা যাকে ইচছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা অনুসারে। ৬:১৩৮	لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ	আহার করা, খাওয়া, ভক্ষণ করা, ভোজন করা	طَعِمَ–يَطْعَمُ
অতএব, এর কাফফরা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে ৫:৮৯	فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ	খাওয়ানো	أَطْعَمَ–يُطْعِمُ (إِطْعَامٌ)
অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌছে তাদের কাছে খাবার চাইল ১৮:৭৭	حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا	আহায্য চাওয়া, খেতে চাওয়া, খানা চাওয়া	اسْتَطْعَمَ–يَسْتَطْعِمُ
কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। ৩৭:৬৬	فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ	ভক্ষক, ভোজনকারী, খাদক	آكِلٌ (ج) آكِلُونَ، أَكَّالٌ (ج) أَكّالُون
বলুন, যা কিছু ওহী আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে ৬:১৪৫	قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ	ভক্ষক, ভোজনকারী	طَاعِمٌ
কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না।	وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ	নিকটবর্তী হওয়া	قَرِبَ–يَقْرَبُ
মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী; (২১:১)	اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ	নিকটবর্তী	اِقترَبَ–يَقْتَرِبُ

কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৩:৫৭)	أَزِفَتِ الْآزِفَةُ	ঘনিয়ে আসা, নিকটবর্তী হওয়া	أَزِفَ–يَأْزَفُ
অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। (৫৩:৮)	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ	ঝুলে গেল, অবতরণ করা	تَدَلَّى–يَتَدَلَّى
অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। (৫৩: ৮)	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ	নিকটবর্তী হওয়া	دَنَا–يَدْنُو
জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে খোদাভীরুদের অদূরে। ৫০:৩১	وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ	নিকটবর্তী করা, কাছে আনা,	أَزْلَفَ–يُزْلِفُ
সে গোবৎসটি তাদের সামনে রেখে বললঃ তোমরা আহার করছ না কেন? ৫১:২৭	فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ	নিকটবর্তী করা, কুরবানী করা,	قَرَّبَ–يُقَرِّبُ
তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন করেছো (৪-২১)	وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ	নিকটবর্তী হওয়া, মিলিত হওয়া	أَفْضَىٰ –يُفْضِي
বলুন, হয়তো, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (২৭: ৭২)	قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ	সহগামী হওয়া, পরপর আসা	رَدِفَ–يَرْدَفُ
অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। ১৯:২২	فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا	দূরে যাওয়া	انْتَبَذَ–يَنْتَبِذُ
তারা এ থেকে বাধা প্রদান করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। ৬:২৬	وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ	দূরে যাওয়া, সরে পড়া	نَأَى–يَنْأَى
		বৃক্ষ, গাছ	شَجَرَةٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

شَجَرٌ			
أَثْلٌ	ঝাউগাছ, নিষ্ফলা বৃক্ষ	وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ	আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ ৩৪:১৬
يَقْطِينٌ	লতাবিশিষ্ট কুমড়া জাতীয় গাছ	وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ	আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদগত করলাম। (৩৭:১৪৬)
ضَرِيعٌ	কাঁটাযুক্ত ঘাস	لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ	কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৮৮:৬)
زَقُّومٌ	জাহান্নামের গাছ	إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ	নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ (৪৪:৪৩)
ظَالِمٌ، ظَلُومٌ، ظُلَّامٌ (ج) ظَالِمُونَ (ظَلَمَ–يَظْلِمُ)	জালিম, পাপী, অত্যাচারী	فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ	অন্যথায় তোমরা যালিমদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়বে। (২-৩৫)
قَاسِطٌ (ج) قَاسِطُونَ	বেইনসাফকারী	وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا	আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (৭২:১৫)
حَافَ– يَحِيفُ	জুলুম করা, অবিচার করা, অন্যায় করা	أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ	না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের প্রতি অবিচার করবেন ২৪:৫০
مُقْسِطٌ (ج) مُقْسِطُونَ	ইনসাফ করা, ন্যায়বিচার করা	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ	নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (৪৯:৯)

www.banglakitab.weebly.com

			(أَقْسَطَ– يُقْسِطُ)
		পদস্খলিতকরা	أَزَلَّ–يُزِلُّ
শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন। (৩:১৫৫)	إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا	পদস্খলন ঘটানোর চেষ্টা করা	اِسْتَزَلَّ–يَسْتَزِلُّ
ইউসুফ (আঃ) বললেন, সেই আমাকে আত্মসংবরণ না করতে ফুসলিয়েছে। (১২:২৬)	قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي	ফুসলানো, সম্মত করার চেষ্টা করা	رَاوَدَ–يُرَاوِدُ
অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। (৭:২২)	فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ	ঝুলিয়ে দেওয়া, নামানো,	دَلَّى–يُدَلِّي

১৩। সুরা বাকারাহ (৩৬-৩৯)

এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু রুপে (২-৩৬)	وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ	নীচে নামা	هَبَطَ–يَهْبِطُ
অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় ৪১:৩০	ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ	অবতরণ করা, নাযিল হওয়া	تَنَزَّلَ–يَتَنَزَّلُ
অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে, পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে। ১৩:৩১	أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ	নেমে আসা, আপতিত হওয়া, হজের ইহরাম খুলে মুক্ত হওয়া	حَلَّ–يَحُلُّ
এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। ৫৭:৪	وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا	উপরে উঠা	عَرَجَ–يَعْرُجُ

অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন ১৭:৯৩	أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ	আরোহণ করা	رَقِيَ–يَرْقَى (رُقِيٌّ)
থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি ঝুলিয়ে। ৩৮:১০	فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ	আকাশে উত্থিত , অধিষ্ঠিত হওয়া	ارْتَقَى–يَرْتَقِي
তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য ৩৫:১০	إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ	আকাশে উত্থিত , অধিষ্ঠিত হওয়া	صَعَدَ–يَصْعَدُ (صَعْدٌ)
আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি (৩: ১৫৩)	إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ	আরোহণ করা, হাঁপাতে হাঁপাতে উপরে ওঠা	أَصْعَدَ–يُصْعِدُ
যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। ৬:১২৫	كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ	আরোহণ	تَصَدَّعَ–يَتَصَدَّعُ (يَصَّدَّعُ)
		শত্রু	عَدُوٌّ (ج) أَعْدَاءٌ
যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ। (১০৮:৩)	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ	শত্রু, বিদ্বেষী, দুশমন,	شَانِئٌ
তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (১৯:৮২)	سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا	বিপক্ষ	ضِدٌّ
মুমিনগন যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কেন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। (৩২৮:)	لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ	বন্ধু	وَلِيٌّ (ج) أَوْلِيَاء
এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১৩:১১)	وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ	বন্ধু, অভিভাবক, সাহায্যকারী	وَالٍ

যেদিন কোন বন্ধুই কোন বন্ধুর উপকারে আসবে না (৪৪:৪১)	يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا	বন্ধু, নৈকট্যপ্রাপ্ত, অভিভাবক, বংশীয়	مَوْلَى (ج) مَوَالٍ
যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। (২৪:৬১)	أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ	বন্ধু, বান্ধব, সুহৃদ, পরমবন্ধু	صَدِيقٌ
বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, ৪৩:৬৭	الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ	অন্তরঙ্গ বন্ধু, ঘনিষ্ঠ	خَلِيلٌ (ج) أَخِلَّاءُ
অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই। ৬৯:৩৫	فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ	অন্তরঙ্গ বন্ধু, উত্তপ্ত পানি	حَمِيمٌ
আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম ৪১:২৫	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ	বন্ধু, সহচর	قَرِينٌ (ج) قُرَنَاءُ
অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতাগণ দল বেঁধে ৪৩:৫৩	أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ	সহচর, সঙ্গী	مُقْتَرِنٌ (ج) مُقْتَرِنُونَ
এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। ৯:১৬	وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً	অন্তরঙ্গরূপে, জ্ঞাপন করা, অবগত করান	وَلِيجَةٌ
তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না ৩:১১৮	لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ	অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভিতরের অংশ	بِطَانَةٌ (ج) بَطَائِنُ
আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম ৪:৬৯	وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا	বন্ধু, আন্তরিক, বন্ধুহিসাবে	رَفِيقٌ
কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী। ২২:১৩	لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ	ঘনিষ্ঠ, গোত্র	عَشِيرٌ

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের জন্য পৃথিবীতে থাকবে বাসস্থান ও জীবিকা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত (২-৩৬)	وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ	নির্দিষ্ট সময়কাল বা আবাসস্থল	مُسْتَقَرٌّ
		ভোগ্যসামগ্রী, জীবিকা, উপকরণ	مَتَاعٌ (ج) أَمْتِعَةٌ
তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর ৪:৯৪	تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	সম্পদ	عَرَضٌ
তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (১৯: ৭৪)	هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا	আসবাবপত্র, সামগ্রী	أَثَاثٌ، أَثَاثَةٌ
এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল ১২:৫৯	وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ	মালামাল, আসবাবপত্র,	جَهَازٌ
এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পন্যমুল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। ১২:৬৫	وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ	মূলধন, পুঁজি, সামগ্রী, আসবাবপত্র	بِضَاعَةٌ
আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। ২:১৯৭	وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ	পাথেয়	زَادٌ
আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে ৪৩:৩২	نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	জীবিকা, জীবনসামগ্রী, আহার্য	مَعِيشَةٌ (ج) مَعَايِشُ
এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যকে দেয় না। ১০৭:৭	وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ	নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু	مَاعُونٌ
		সময়, লগ্ন, কাল, সুবর্ণ সুযোগ	حِيْنٌ

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। ৭:৩৪	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ	নির্ধারিত সময়	أَجَلٌ
মহিমা ঘোষনা করুন রাত্রির কিছু অংশ ২০:১৩০	وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ	সময়, বেলা, প্রহর	إِنَى / إِنْيٌ (ج) آنَاءٌ
আমরা মরি ও বাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। ৪৫:২৪	نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ	যুগ, সময়, কাল, জামানা, মহাকাল	دَهْرٌ
সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। ১৫:৩৮	إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ	সময়, কাল	وَقْتٌ، مَوْقُوتٌ، مِيْقَاتٌ (ج) مَوَاقِيتُ
এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। ৬:৬	وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ	বংশ, শতাব্দী	قَرْنٌ (ج) قُرُونٌ
তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমণ করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন ৫:১৯	قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ	বিরতি, মধ্যবর্তী ব্যবধান	فَتْرَةٌ
তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। ৫৭:১৬	فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ	সময়, নির্ধারিত সময়, সুদীর্ঘকাল, ব্যবধান	أَمَدٌ
তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। ১৯:৪৬	وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا	একটি দীর্ঘ সময়	مَلِيٌّ
কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। ২৮:৪৫	وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ	ব্যাপার, বিষয়বস্তু, কারণ, পদার্থ	عُمْرٌ

www.banglakitab.weebly.com

তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। ৯:৪	فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ	সময়, নির্ধারিত সময়সীমা, স্থিতিকাল	مُدَّةٌ
দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। ১৮:৬০	حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا	দীর্ঘকাল, যুগযুগ, অনন্তকাল	حُقُبٌ (ج) أَحْقَابٌ
কসম যুগের (সময়ের), ১০৩:১	وَالْعَصْرِ		عَصْرٌ
অতঃপর হযরত আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ্য করলেন।	فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ	গ্রহণ করা, অভ্যর্থনা জানানো	تَلَقَّى–يَتَلَقَّى
যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। ৫০:১৭	إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ	দুই রিসিভার	مُتَلَقٍّ
		কথা, বাণী, বাক্য,	كَلِمَةٌ (ج) كَلِمَاتٌ، كَلِمٌ
		তওবা করা, ফিরে আসা	تَابَ–يَتُوبُ (تَوْبٌ، تَوْبَةٌ)
নিশ্চয়ই তিনি মহা-ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু।	إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ	বার বার তওবা কবুলকারী	تَوَّابٌ
তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ,	أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ	তওবাকারী, অনুতপ্ত, পরিতপ্ত	تَائِبٌ (تَائِبَةٌ) (ج) تَائِبُونَ

(تَائِبَاتٌ)، تَوَّبُون		مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ	ঈমানদার, নামাযী তওবাকারিণী ৬৬:৫
أَوَّابٌ (ج) أَوَّابُونَ	তাওবাকারী, প্রত্যাবর্তনকারী	إِنَّهُ أَوَّابٌ	সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। ৩৮:৩০
مُنِيبٌ	প্রত্যাবর্তনকারী, আবর্তন, অপসরণ	دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ	তখন সে একাগ্রচিত্তে তার পালনকর্তাকে ডাকে ৩৯:৮
تَبِعَ–يَتْبَعُ	অনুসরণকরা, আনুগত্য করা	فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ	তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে।
اِتَّبَعَ–يَتَّبِعُ (اتِّبَاعٌ)	মেনে চলা, অনুগমন করা,	أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي	আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। ১২:১০৮
اِقْتَدَى–يَقْتَدِي	আনুগত্য করা	فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ	অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। ৬:৯০
أَطَاعَ–يُطِيعُ	আনুগত্য করা, মেনে চলা,	فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ	অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃ হত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। ৫:৩০
حَزِنَ–يَحْزَنُ (حَزَنٌ)	দুঃখ পাওয়া, চিন্তিত হওয়া		
آسَى–يُؤْسِي	আক্ষেপ করা, নিরাশ হওয়া	فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ	এখন আমি কাফেরদের জন্যে কেন দুঃখ করব। ৭:৯৩
اِبْتَأَسَ– يَبْتَئِسُ	দুঃখিত হওয়া, ব্যথিত হওয়া,	فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا	অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্যে দুঃখ করো না। ১২:৬৯

www.banglakitab.weebly.com

	يَعْمَلُونَ	বিমর্ষ হওয়া	
তিনি বললেনঃ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি ১২:৮৬	قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ	দুঃখ, বিষাদ, ব্যথা, শোক, চিন্তা	حُزْنٌ
অতঃপর তোমাদের উপর এলো শোকের ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর ৩:১৫৩	فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ	দুঃখ	غَمٌّ
সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। ১৮:৬	إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا	দুঃখ, খেদ, আফসোস	أَسَفٌ
তিনি বললেনঃ আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি ১২:৮৬	قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ	আক্ষেপ, দুঃখ, চিন্তা, পরিতাপ	بَثٌّ
এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার দেয়ার জন্যে। ৫৮:১০	إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا	ব্যথিত করা , দুঃখ দেয়া, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা	حَزَنَ–يَحْزُنُ
এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ। ৭৬:১১	وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا	সুখ	سُرُورٌ
তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার শক্তিই তোমাদের নেই। ২৭:৬০	ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا	সৌন্দর্য, শোভা, বাহার	بَهْجَةٌ
তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে ৩০:১৫	فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ	বিনোদনে রাখা, সুখী বানানো, স্বাচ্ছন্দ্য দেয়া	حَبَرَ– يَحْبُرُ
তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা	فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ	সুখকর হওয়া, সুখপ্রদ হওয়া	طَابَ–يَطِيبُ

স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। ৪:৪	مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا		
আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারাই হবে জাহান্নামবাসী (২-৩৯)	وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ	মিথ্যা প্রতিপন্ন করা	كَذَّبَ–يُكَذِّبُ (تَكْذِيبٌ)
এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে। (৩-১৩৭)	فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ	মিথ্যাচারী, মিথ্যারোপকারী	مُكَذِّبٌ (ج) مُكَذِّبُونَ
না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। ৩৭:৩৭	بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ	সত্যায়ন করা, সত্য সাব্যস্ত করা,	صَدَّقَ–يُصَدِّقُ (تَصْدِيقٌ)
		নিদর্শন, চিহ্ন, আয়াত, উপদেশ	آيَةٌ (ج) آيَاتٌ
অতএব, আল্লাহর রহমতের ফল দেখে নাও ৩০:৫০	فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ	নিদর্শন, পদাঙ্ক, চিহ্ন, প্রভাব, অবদান	أَثَرٌ (ج) آثَارٌ
বস্তুতঃ কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। ৪৭:১৮	فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا	কিয়ামতের আলামত	شَرَطٌ (ج) أَشْرَاطٌ
এবং তিনি পথ নির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারা ও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। ১৬:১৬	وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ	আলামত, চিহ্ন, নিদর্শন, স্মারক	عَلَامَة (ج) عَلَامَاتٌ
নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন গুলোর অন্যতম। ২:১৫৮	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ	নিদর্শন, আলামত, চিহ্ন, প্রতীক	شَعِيرَةٌ (ج) شَعَائِرُ

www.banglakitab.weebly.com

আরাফবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে ৭:৪৮	وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ	নিশানা, নিদর্শন, চিহ্ন, নমুনা	سِيْمَا
		সহচর, বন্ধু, সহযাত্রী,	صَاحِبٌ (ج) أَصْحَابٌ
মূসা বললেনঃ আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে ছিদ্র করে দিলেন? ১৮:৭১	قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا	পরিবার, সম্প্রদায়,	أَهْلٌ
ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ৩:১১	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ	পরিবার, বংশ, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, দল। জাতি	آلٌ

১৪। সুরা বাকারাহ (৪০-৪৪)

হে বনী-ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি (২-৪০)	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ	পুত্র, বংশধর	اِبْنٌ (ج) أَبْنَاءٌ، بَنُونٌ
আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে ৭:১৭২	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ	ডিম্বাণু, বংশধর, সন্তানসন্ততি, ভবিষ্যৎপ্রজন্ম	ذُرِّيَّةٌ (ج) ذُرِّيَّاتٌ
অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। ৩২:৮	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ	বংশধর, সন্তান সন্ততি	نَسْلٌ

www.banglakitab.weebly.com

এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন ১৬:৭২	وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً	নাতি নাতনি, সেবক	حَافِدٌ (ج) حَفَدَةٌ
এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। ৩৩:৪	وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ	যাকে ছেলে ডাকা হয়েছে, পালকপুত্র	دَعِيٌّ (ج) أَدْعِيَاءُ
পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহে দিতে চাই ২৮:২৭	قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ	কন্যা	ابْنَةٌ (ج) بَنَاتٌ
তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। ৪:২৩	وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ	সৎমেয়ে, স্ত্রীর মেয়ে	رَبِيبَةٌ (ج) رَبَائِبُ
তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। ২:১৩৩	قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ	পিতা, চাচা, দাদা, পূর্বপুরুষ	أَبٌ (ج) آبَاءٌ
হে বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং (স্মরণ কর) (২-৪৭)	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ	স্মরণকরা, বর্ণনাকরা, উল্লেখকরা,	ذَكَرَ – يَذْكُرُ (ذِكْرٌ، ذِكرَى، تَذْكِرَةٌ)
অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে ৭৯:৩৫	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ	স্মরণ করা, উপদেশ গ্রহণ করা,	تَذَكَّرَ–يَتَذَكَّرُ (يَذَّكَّرُ)
দু'জন কারারুদ্ধের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলে ১২:৪৫	وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ	স্মরণ হওয়া	اِدَّكَرَ–يَدَّكِرُ

www.banglakitab.weebly.com

যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি (১০-৭১)	إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ	উপদেশ গ্রহণ করা, স্মরণ করানো	ذَكَّرَ –يُذَكِّرُ (تَذْكِيرٌ)
যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (১১: ১১৪)	ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ	জিকিরকারী, স্মরণকারী	ذَاكِرٌ (ج) ذَاكِرُونَ (ذَاكِرَاتٌ)
অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, ৮৮:২১	فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ	উপদেশদাতা, নসিহতকারী,	مُذَكِّرٌ
আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? ৫৪:১৫	وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ	স্মরণকারী, চিন্তাবিদ	مُدَّكِرٌ
মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। ৭৬:১	هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا	আলোচিত, উল্লেখ্য	مَذْكُورٌ
অতঃপর যখন তাঁরা দুই সুমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। ১৮:৬১	فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا	ভুলে যাওয়া	نَسِيَ –يَنْسَى
যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে ২২:২	يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ	ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া,	ذَهَلَ- يَذْهَلُ
তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا	ভোলানো, বিস্মৃত	أَنْسَى –يُنْسِي

আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্ম বিস্মৃত করে দিয়েছেন। ১২:৮২	اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ	করা	
তিনি বললেনঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম ১৯:২৩	قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا	বিস্মৃত, স্মৃতিভ্রষ্ট	نَسْيٌ
আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। ১৯:৬৪	وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا	আত্মভোলা, ভুলো	نَسِيٌّ
তিনি বললেনঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! ১৯:২৩	قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا	বিস্মৃত, স্মৃতিভ্রষ্ট	مَنْسِيٌّ
তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা (২-৪০)	وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ	পূর্ণকরা (পূর্ণকারী)	أَوْفَىٰ–يُوفِي (مُوفٍ (ج) مُوفُونَ)
এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? ৫৩:৩৭	وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ	পূর্ণ করা	وَفَّى–يُوَفِّي (مُوَفٍّ (ج) مُوَفُّونَ)
তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। ৯:৪	فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ	সমাপন করা, পরিপূর্ণ করা,	أَتَمَّ–يُتِمُّ
আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম ৫:৩	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي	পূর্ণ করে দেওয়া	أَكْمَلَ– يُكْمِلُ

আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুষম। ৬:১১৫	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا	পূর্ণ হওয়া , পূর্ণতা পাওয়া, সমাপ্ত হওয়া	تَمَّ– يَتِمُّ
অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে ৬:১৫৪	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ	পূর্ণকারী , পরিপূরক, পূরণকারী	مُتِمٌّ
আর আমার আয়াত অল্প মূল্যে বেচে দিওনা (২-৪১)	وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا	স্বল্পমূল্য, দর, বাজারদর	ثَمَنٌ
তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না (২-৪২)	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ	মিশ্রিত করা	لَبَسَ– يَلْبِسُ
আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। ৯:১০২	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى	মিশ্রিত করা	خَلَطَ– يَخْلِطُ
আর যদি তাদের ব্যয়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই ২:২২০	وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ	মিলেমিশে থাকা, মিলানো, একাত্ম হওয়া	خَالَطَ– يُخَالِطُ
অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল সবুজ ভূমিজ লতা-পাতা নির্গত হয়; ১৮:৪৫	فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا	সংমিশ্রণ, মিশ্রিত করা, মিলিয়ে দেওয়া	اِخْتَلَطَ– يَخْتَلِطُ
আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর (২-৪৩)	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ	দেয়া, দান করা	آتَى–يُؤْتِي (إِيْتَاءٌ)
নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। ১০৮:১	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ	দেওয়া, অর্পণ করা	أَعْطَى– يُعْطِي
সে বললঃ আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব।	قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا	দেওয়া, দান করা, প্রদান করা, নিবেদন	وَهَبَ–يَهَبُ

www.banglakitab.weebly.com

১৯:১৯		করা	
যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, ৭৬:১১	فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ	সাক্ষাৎ করানো, প্রদর্শন করা, শিক্ষা দেওয়া	لَقَّى –يُلَقِّي
যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। ৪৯:৯	فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا	ফিরিয়ে দেওয়া, ফাও প্রদান করা,	أَفَاءَ– يُفِيءُ
বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। ২৭:৬৪	قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	সামনে আনা, প্রকাশ করা	هَاتِ
		যাকাত, পবিত্রতা	زَكَاةٌ
		অবনতকরা, রুকুকরা	رَكَعَ –يَرْكَعُ
সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমন্ডল অবনমিত হবে ২০:১১১	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ	অবনমিত	عَنَا– يَعْنُو
তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও ১৭:২৪	وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ	অবনমিত করা, ডানা বিছিয়ে দেয়া, সদয় হওয়া	خَفَضَ– يَخْفِضُ
মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে ২৪:৩১	قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ	অবনত করা, অনুচ্চ করা,	غَضَّ –يَغُضُّ
আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না? (৩৬: ৬৮)	وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ	উল্টামুখী করা	نَكَسَ

www.banglakitab.weebly.com

تَفَيَّأَ–يَتَفَيَّأُ	প্রত্যাবর্তন করা, ছায়া ঢলে পড়া	يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ	যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সেজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৬:৪৮
رَاكِعٌ (ج) رَاكِعُونَ، رُكَّعٌ	রুকুকারী	وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ	এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (২-৪৩)
خَاضِعٌ (ج) خَاضِعُونَ	বিনয়ী, অবনত, বিনম্র, আল্লাহভীরু	فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ	তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। ২৬:৪
نَاكِسٌ (ج) نَاكِسُونَ	নতশির, অধঃমুখী, উল্টামুখী	وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ	যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, ৩২:১২
تَلاَ– يَتْلُو (تِلاَوَةٌ)	পাঠ করা, আবৃত্তি করা	وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ	অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? (২-৪৪)
قَرَأَ–يَقْرَأُ (قُرْآنٌ)	পড়া, পাঠ করা, আবৃত্তি করা	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ	পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন ৯৬:১
رَتَّلَ–يُرَتِّلُ (تَرْتِيلٌ)	আবৃত্তি করা	أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا	অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্ত ভাবে ও স্পষ্টভাবে। ৭৩:৪
تَالِيَةٌ (ج) تَالِيَاتٌ	আবৃত্তিকারী	فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا	অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের- ৩৭:৩
أَقْرَأَ–يُقْرِئُ	পড়ানো, পড়িয়ে দেওয়া	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ	আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না (৮৭-৬)

১৫। সুরা বাকারাহ (৪৫-৪৯)

ধৈর্য্যর সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। (২-৪৫)	وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ	ধৈর্যধারণ করা	صَبَرَ–يَصْبِرُ (صَبْرٌ)
আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। ২০:১৩২	وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا	অবিচল	اِصْطَبَرَ–يَصْطَبِرُ
মূসা বললেনঃ আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন ১৮:৬৯	قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا	ধৈর্যশীল	صَابِرٌ (صَابِرَةٌ) (ج) صَابِرُونَ، صَبَّارٌ (صَابِرَاتٌ)
ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই ধৈর্য্যশীল, কোমল অন্তর, আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। ১১:৭৫	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ	ধৈর্যশীল, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, গম্ভীর	حَلِيمٌ
এখন তো আমাদের ধৈর্য্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি-সবই আমাদের জন্যে সমান আমাদের রেহাই নেই। ১৪:২১	سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ	অস্থির হওয়া, ব্যাকুল হওয়া, কাতর হওয়া	جَزِعَ– يَجْزَعُ
যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। ৭০:২০	إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا	অস্থির, ব্যাকুল, কাতর	جَزُوعٌ
কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব। (২-৪৫)	وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ	বিনয়ী, অবনত, বিনম্র, ভয়াবনত, আল্লাহভীরু	خَاشِعٌ، خَاشِعَةٌ (ج) خَاشِعُونَ، خُشَّعٌ، خَاشِعَاتٌ

www.banglakitab.weebly.com

এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও ২২:৩৪	وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ	বিনয়ী, অবনত, ভক্তিমান	مُخْبِتٌ
কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। ৩৯:৭২	فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ	দাম্ভিক, অহংকারী	مُتَكَبِّرٌ (ج) مُتَكَبِّرُونَ
তখন ওরা দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন ওরা তা শুনতেই পায়নি ৩১:৭	وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا	অহংকারী, দাম্ভিক,	مُسْتَكْبِرٌ
বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। ৫৪:২৫	بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ	দাম্ভিক, গর্বিত, অহংকারী	أَشِرٌ
নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। ৩১:১৮	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ	অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী	مُخْتَالٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে। ৪:৩৬	إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا	দাম্ভিক, অহঙ্কারী	فَخُورٌ
পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাফরমান ছিল না। ১৯:১৪	وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا	উদ্ধত, অত্যাচারী, পরাক্রমশালী, জবরদস্তিকারী	جَبَّارٌ (ج) جَبَّارُونَ
যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের (২-৪৬)	الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ	ধারণা করা	ظَنَّ–يَظُنُّ (ظَنٌّ)
তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে যাচ্ছি। ২৩:৫৫	أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ	ধারণা করা, মনে করা, হিসাব করা	حَسِبَ– يَحْسَبُ
আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। ৩৯:৪৭	وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ	ধারণা করা, মনে করা, হিসাব করা	احْتَسَبَ– يَحْتَسِبُ
তারা কেবল অনুমানে কথা বলে।	إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ	অনুমান করা,	خَرَصَ– يَخْرُصُ

www.banglakitab.weebly.com

৪৩:২০		আন্দাজ করা,	
যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষন করে। ৪৮:৬	الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ	ধারণাকারী	ظَانٌّ (ج) ظَانُّونَ
অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক, ৫১:১০	قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ	কল্পনাপ্রবণ, অনুমানকারী	خَرَّاصٌ (ج) خَرَّاصُونَ
		মুখোমুখি	مُلاَقٍ (ج) مُلاَقُونَ
যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, ২৮:৬১	أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ	সম্মুখীন হওয়া, পূরণ	لَاقٍ
তারা ভাই ভাইয়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে। ১৫:৪৭	إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ	একে অপরের মুখোমুখি	مُتَاقَبِلٌ (ج) مُتَاقَبِلُونَ
সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। ৭০:৪২	حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ	সম্মুখীন হওয়া, পূরণ, সাক্ষাৎ করা	لَاقَى-يُلَاقِي (لِقَاءٌ)
		প্রত্যাবর্তনশীল	رَاجِعٌ (ج) رَاجِعُونَ
আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। ২৬:৫০	إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ	প্রত্যাবর্তন	مُنْقَلِبٌ
কিন্তু তোমরা পুনরায় পুনর্বস্থায় ফিরে যাবে। ৪৪:১৫	إِنَّكُمْ عَائِدُونَ	প্রত্যাবর্তনকারী,	عَائِدٌ
যিনি আপনার প্রতি কোরআনের বিধান পাঠিয়েছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে	إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ	প্রত্যাবর্তনস্থল,	مَعَادٌ

www.banglakitab.weebly.com

আনবেন। ২৮:৮৫			
আমি তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্বের উপর। (২-৪৭)	وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ	প্রাধান্য দেয়া	فَضَّلَ–يُفَضِّلُ (تَفْضِيلٌ)
সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। ২৩:২৪	يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ	শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা	تَفَضَّلَ–يَتَفَضَّلُ
বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, ৮৭:১৬	بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا	প্রাধান্য দেওয়া	آثَرَ–يُؤْثِرُ
তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন ১৭:৪০	أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ	মনোনীত করা	أَصْفَى–يُصْفِي
আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না (২-৪৮)	وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا	প্রতিদান দেয়া, পুরস্কার দেয়া,	جَزَى – يَجْزِي (جَزَاءٌ)
এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। ৩৪:১৭	ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا	প্রতিদান দেয়া, শাস্তি দেয়া	جَازَى–يُجَازِى
কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো? ৮৩:৩৬	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ	প্রতিদান দেয়া, শাস্তি দেয়া	ثَوَّبَ – يُثَوِّبُ
এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। ৪৮:১৮	وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا	প্রতিদান দেয়া, শাস্তি দেয়া	أَثَابَ – يُثِيبُ
বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে ৫:৬০	قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ	প্রতিদানবদলা, , প্রাপ্তি, সওয়াব, পুণ্য	ثَوَابٌ، مَثُوْبَةٌ
তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে. ৬৪:৫	فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ	কুপরিণতি, অশুভ পরিণাম	وَبَالٌ
এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না (২-৪৮)	وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ	কবুল করা	قَبِلَ–يَقْبَلُ (قَبُولٌ)

আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি ৪৬:১৬	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا	সামনাসামনি কবুল করা,	تَقَبَّلَ–يَتَقَبَّلُ
পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী ৪০:৩	غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ	কবুলকারী, গ্রহিতা	قَابِلٌ
		সুপারিশ	شَفَاعَةٌ (شَفَعَ–يَشْفَعُ)
অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। ২৬:১০০	فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ	সুপারিশকারী	شَافِعٌ، شَفِيعٌ (ج) شُفَعَاءُ
কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না	وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ	নেয়া, ধরা, গ্রহণ করা, পাকড়াও করা,	أَخَذَ–يَأْخُذُ (أَخْذٌ، أَخْذَةٌ)
হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। ২:২৮৬	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا	নেয়া, ধরা, গ্রহণ করা, পাকড়াও করা,	آخَذَ– يُؤَخِذُ
অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, ২৮:১৯	فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا	ধরা, পাকড়াও করা, শক্তি প্রয়োগ করা, অভিযান চালানো	بَطَشَ– يَبْطِشُ (بَطْشٌ، بَطْشَةٌ)
পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। ১১:৫৬	مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا	ধারণকারী, পাকড়াওকারী, গ্রহণকারী	آخِذٌ (ج) آخِذُونَ
		ক্ষতিপূরণ, সুবিচার, সমতা	عَدْلٌ (عَدَلَ–يَعْدِلُ)

www.banglakitab.weebly.com

অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপন গ্রহণ করা হবে না। ৫৭:১৫	فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ	মুক্তিপণ, ফিদয়া	فِدْيَةٌ (فَدَى–يَفْدِي)
এবং রক্ত বিনিময় সমর্পন করবে তার স্বজনদেরকে ৪:৯২	وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ	খুনের মাশুল, রক্তমূল্য	دِيَةٌ
আর (স্মরণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরআউনের লোকদের কবল থেকে (২-৪৯)	وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ	রক্ষাকরা, মুক্ত করা, বাঁচিয়ে দেয়া	نَجَّى–يُنجِّي (نَجَاةٌ)
অতঃপর তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে ২:৫০	فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ	রক্ষাকরা	أَنْجَى–يُنجِي
আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন ৩৯:১৯	أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ	উদ্ধার করা, মুক্ত করা	أَنْقَذَ–يُنْقِذُ
তুমি জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। ২৮:২৫	نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ		نَجَا–يَنْجُو
আমরা অবশ্যই তাকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তাঁর স্ত্রী ব্যতীত ২৯:৩৩	لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ	রক্ষা করা	مُنَجٍّ (ج) مُنَجُّونَ
যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিলঃ আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। ১২:৪২	وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ	মুক্তিপ্রাপ্ত	نَاجٍ
তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত	يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ	কষ্টদেয়া, যন্ত্রণা দেয়া	سَامَ– يَسُومُ
যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত ৪:১০৪	إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ	কষ্ট ভোগ করা,	أَلِمَ– يَأْلَمُ

www.banglakitab.weebly.com

آذَى – يُؤْذِي	কষ্ট দেয়া, শাস্তি দেয়া	إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ	নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। ৩৩:৫৩
أَعْنَتَ – يُعْنِتُ	কষ্ট ফেলা	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ	আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। ২:২২০
سُوْءٌ	জঘন্য, নিকৃষ্ট, মন্দ		
سَوْءٌ، سُوأَى، سَيِّءٌ	জঘন্য, দোযখ	لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ	যারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাদের উদাহরণ নিকৃষ্ট ১৬:৬০
شَرٌّ	অন্যায়, অনিষ্ট,	قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمُ	আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দেব ২২:৭২
خَيْرٌ (ج) أَخْيَارٌ	উত্তম, ভালো	بِيَدِكَ الْخَيْرُ	তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। ৩:২৬
حَسَنٌ	উত্তম, সুন্দর, নেকী	أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا	তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। ১৮:২
جَمِيلٌ	উত্তম, কল্যাণকর, সুন্দর, শোভনীয়	فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ	অতএব পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপক্ষো করুন ১৫:৮৫
ذَبَّحَ – يُذَبِّحُ	জবাই করা	يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ	তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। (২-৪৯)
ذَبَحَ–يَذْبَحُ	জবাই করা, কুরবানী করা	أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ	কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। ২৭:২১
ذَكَّى–يُذَكِّي	পবিত্র করা, সংশোধিত করা,	قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا	যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। ৫:৩

www.banglakitab.weebly.com

অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন। ১০৮:২	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ	কুরবানী করা	نَحَرَ–يَنْحَرُ
		নারী, স্ত্রী	نِسَاءٌ
নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে ১২:৩০	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ	নারী জাতি	نِسْوَةٌ
যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কোন সৎকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয় ৪:১২৪	وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ	কন্যা, নারী, স্ত্রী জাতি, মাদি, দেবী	أُنْثَى (ج) إِنَاثٌ
আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। ২৭:২৩	إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ	নারী	اِمرَأَةٌ
সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে ২:২৮২	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ	পুরুষ, ব্যক্তি	رَجُلٌ (ج) رِجَالٌ
যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমাণদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী ১৬:৯৭	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ	পুরুষ	ذَكَرٌ (ج) ذُكُورٌ، ذُكْرَانٌ
তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে ৭০:৩৮	أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ	ব্যক্তি	اِمْرَأٌ
জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান ৮:২৪	وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ	প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, ব্যক্তি, স্বামী	مَرْءٌ
তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহা পরীক্ষা। (২-৪৯)	وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ	পরীক্ষা, পরীক্ষার বস্তু, বিপদ	بَلَاءٌ (بَلَا–يَبْلُو)

www.banglakitab.weebly.com

যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। ৮:২৮	إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ	পরীক্ষা করা, শাস্তি দেওয়া,	فِتْنَةٌ (ج) فُتُونٌ (فَتَنَ–يَفْتِنُ)
যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন ২:১২৪	وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ	পরীক্ষা করা, যাচাই করা,	اِبْتَلَى–يَبْتَلِي
মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। ৬০:১০	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ	পরীক্ষা করা	اِمْتَحَنَ–يَمْتَحِنُ
যেন ঈমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। ৮:১৭	وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا	পরীক্ষা করা/ পরীক্ষার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি করা	أَبْلَى–يُبْلِي

১৬। সুরা বাকারাহ (৫০-৫৯)

আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখন্ডিত করেছি (২-৫০)	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ	বিভক্তকরা, পৃথক করা	فَرَقَ–يَفْرِقُ (فَرْقٌ)
অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে ৬৫:২	أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ	পৃথক পৃথক করা	فَارَقَ–يُفَارِقُ (فِرَاقٌ)
নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে ৬:১৫৯	إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ	পৃথক পৃথক করা, বণ্টন করা	فَرَّقَ–يُفَرِّقُ (تَفْرِيقٌ)
যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম ২১:৩০	أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا	পৃথক করা, আলাদা করা	فَتَقَ–يَفْتُقُ

www.banglakitab.weebly.com

আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে ৩৩:৫১	وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ	দূরে রাখা, অপসারণ করা	عَزَلَ–يَعْزِلُ
নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত ৩:১৭৯	حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ	পৃথক করা	مَازَ–يَمِيزُ
অতঃপর তাদেরকে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব ১০:২৮	فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ	বিচ্ছিন্ন করা	زَيَّلَ–يُزَيِّلُ
তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; ৩:১৭৩	إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ	একত্র করা, দলবদ্ধ করা, সমন্বয় করা	جَمَعَ–يَجْمَعُ (جَمْعٌ)
অতএব, তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর ২০:৬৪	فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ	একত্র করা, জমা করা,	أَجْمَعَ–يُجْمِعُ
সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহবান করল ৭৯:২৩	فَحَشَرَ فَنَادَىٰ	একত্র করা, সমবেত করা,	حَشَرَ–يَحْشُرُ (حَشْرٌ)
এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে ৮৪:১৭	وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ	আচ্ছন্ন করা, ধারণ করা,	وَسَقَ–يَسِقُ
		সমুদ্র	بَحْرٌ (ج) بِحَارٌ، أَبْحُرٌ
এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জত করল। ২০:৭৮	فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ	সমুদ্র, জলাশয়	يَمٌّ
স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। ৬:৫৯	وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	স্থল	بَرٌّ
এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে	وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ	ডুবিয়ে দেয়া	أَغْرَقَ – يُغْرِقُ
এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ	حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ		غَرَقٌ، غَرْقٌ

www.banglakitab.weebly.com

করল ১০:৯০			
এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল। (১১-৪৩)	وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ	যাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে	مُغْرَقٌ (ج) مُغْرَقُونَ
		রাত	لَيْلَةٌ، لَيْلٌ (ج) لَيَالٍ
যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। ৭:৯৭	أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ	রাত্রি যাপন	بَيَاتٌ
তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। ১২:১৬	وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ	সন্ধ্যা, সায়াহ্ন, ইশার সময়,	عِشَاءٌ
এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। ৩:১৭	وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ	শেষ রাত	سَحَرٌ (ج) أَسْحَارٌ
তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত ৩৮:১৮	يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ	সন্ধ্যা	عَشِيٌّ، عَشِيَّةٌ
এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। ৩৩:৪২	وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا	সন্ধ্যাগোধূলি ,	أَصِيلٌ (ج) أَصَالٌ
এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল ১৯:১১	فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا	সকালঊষা, , পূর্বাহ্ন	بُكْرَةٌ
তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা	وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ	সকাল	إِبْكَارٌ

www.banglakitab.weebly.com

করবে। ৩:৪১			
আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য ১০:৬৭	وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا	দিন, দিবস, দিবালোক	نَهَارٌ
শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, ৭৪:৩৪	وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ	প্রভাত, উষা	صُبْحٌ
তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ। ৩৭:১৭৭	فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ	প্রভাত, উষা, উষার আলো	صَبَاحٌ
যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহবান করে ১৮:২৮	يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ	প্রভাত, সকাল	غَدَاةٌ
যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে ৭:৯৮	أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى	দিবালোক	ضُحَى
শপথ ফজরের, ৮৯:১	وَالْفَجْرِ	প্রভাত, ঊষা, ফজর	فَجْرٌ
অতঃপর তোমরা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মূসার অনুপস্থিতিতে। (২-৫১)	ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ	সাব্যস্ত করা, গ্রহণ করা	اِتَّخَذَ– يَتَّخِذُ (اِتِّخَاذٌ)
এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্ত কারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। ১৮:৫১	وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا	সাব্যস্তকারী, গ্রহণকারী	مُتَّخِذٌ (ج) مُتَّخِذُونَ (مُتَّخِذَاتٌ)
		বাছুর	عِجْلٌ
তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم	ক্ষমাকরা	عَفَا–يَعْفُو
এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। ৩:১৩৫	وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ	ক্ষমা করা, পাপ মোচন করা, অনুকম্পা করা	غَفَرَ–يَغْفِرُ (غُفْرَانٌ، مَغْفِرَةٌ)

www.banglakitab.weebly.com

আর বলতে থাক-'আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও'- ২:৫৮	وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ	অনুতাপ	حِطَّةٌ
আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন ১৮:৮৬	قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ	শাস্তি দেয়া, প্রতিশোধ নেয়া	عَذَّبَ– يُعَذِّبُ
আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, ১৬:১২৬	وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا	শাস্তি দেওয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ করা	عَاقَبَ–يُعَاقِبُ
আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। ৫:৯৫	وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ	প্রতিশোধ নেওয়া	اِنْتَقَمَ–يَنْتَقِمُ (اِنْتِقَامٌ)
আর (স্মরণ কর) যখন আমি মূসাকে কিতাব এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি (২-৫৩)	وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ	সত্যমিথ্যারপ্রভেদ কারী	فُرْقَانٌ
আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করেছ	وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم	জাতি, গোত্র	قَوْمٌ
তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। ২:৬০	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ	গোত্র	أُنَاسٌ
আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, ৭:১৬০	وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا	নাতি, নাতনী, গোত্র	أَسْبَاطٌ
এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি ৩৫:২৪	وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ	জাতি, সম্প্রদায়, জাতধর্ম, বছর, নেতা	أُمَّةٌ (ج) أُمَمٌ

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। ২৬:১৮৪	خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ	সৃষ্টি, জাতি	جِبِلَّةٌ
এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। ৪৯:১৩	وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا	সম্প্রদায়, গোত্র, উম্মত, জাতি, গোষ্ঠী, বংশ	شَعْبٌ (ج) شُعُوبٌ
		গোত্র, পরিবার	قَبِيلَةٌ (ج) قَبَائِلُ
এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ২৮:৪	وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا	দল	شِيْعَةٌ (ج) شِيَعٌ، أَشْيَاعٌ
তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। ৭০:১৩	وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ	স্বজাতি, গোষ্ঠী, বংশ,	فَصِيلَةٌ
আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। ২৬:২১৪	وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ	ঘনিষ্ঠ, আত্মীয়স্বজন	عَشِيْرٌ
হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায় ৬:১৩০	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ	সম্প্রদায়	مَعْشَرٌ
এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্রষ্টার নিকট।	ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ	সৃষ্টিকর্তা	بَارِئٌ
আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। ৩৮:৭১	إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ	সৃষ্টিকর্তা, রূপকার,	خَالِقٌ، خَلَّاخٌ (ج) خَالِقُونَ
হে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা ১২:১০১	فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক	فَاطِرٌ
তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আদি স্রষ্টা ৬:১০১	بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ	উদ্ভাবক, আবিষ্কারক,	بَدِيعٌ

	প্রবর্তক	وَالْأَرْضِ	
مُنْشِئٌ (ج) مُنْشِئُونَ	রচনাকারী, সৃষ্টিকারী	أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ	না আমি সৃষ্টি করেছি ? ৫৬:৭২
بَرِيَّةٌ	সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল	أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ	তারাই সৃষ্টির সেরা। ৯৮:৭
نَشْأَةٌ	সৃষ্টি, সৃজন, সৃষ্টি করা	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ	তোমরা অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, ৫৬:৬২
قَتَلَ–يَقْتُلُ (قتلٌ)	হত্যা করা	فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ	নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও।
قَتَّلَ–يُقتِّلُ (تَقْتِيلٌ)	টুকরা টুকরা করে হত্যা করা	قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ	সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে ৭:১২৭
حَسَّ–يَحُسُّ	হত্যা করা, নিথর বানানো	إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ	যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। ৩:১৫২
ظَلَّلَ–يُظَلِّلُ	ছায়াদেয়া	وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ	আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করেছি (২-৫৭)
ظِلٌّ (ج) ظِلَالٌ	ছায়া	ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ	অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন ২৮:২৪
ظَلِيلٌ	শীতল ছায়া	لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ	যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। ৭৭:৩১
غَمَامٌ	মেঘ		
سَحَابٌ	টেনে আনা মেঘ, মেঘ	حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا	এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ন মেঘমালা বয়ে আনে ৭:৫৭

তোমরা তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন? ৫৬:৬৯	أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ	মেঘ, সাদামেঘ, বৃষ্টিভরা মেঘ	مُزْنٌ
আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি ৭৮:১৪	وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا	মেঘ, সাদামেঘ, বৃষ্টিভরা মেঘ	مُعْصِرَاتٌ
তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল ৪৬:২৪	فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ	বিস্তারশীল মেঘ, সম্প্রসারণশীল,	عَارِضٌ
সেসব পবিত্র বস্তু তোমরা ভক্ষন কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। (২-৫৭)	كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ	পবিত্র	طَيِّبٌ (طَيِّبَةٌ) (ج) طَيِّبُونَ (طَيِّبَاتٌ)
তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র ৫৯:২৩	لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ	পবিত্র, নিষ্কলুষ	قُدُّوسٌ
এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। ২:২৩২	ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ	পবিত্র, নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ, আরো ধার্মিক	زَكِيٌّ، زَكِيَّةٌ (زَكَا–يَزْكُو)
যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্বীয় কল্যাণের জন্যেই ৩৫:১৮	وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ	পবিত্র হওয়া, জাকাত দেওয়া, শোধিত হওয়া	تَزَكَّى–يَتَزَكَّى
নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত ৩:১৭৯	حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ	অপবিত্র, অশ্লীল, কুকর্ম, খারাপ, দুষ্কর্মা,	خَبِيثٌ (خَبِيثَةٌ) (ج) خَبِيثُونَ (خَبِيثَاتٌ، خَبَائِثُ)
এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো	وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ	পাপ, অপবিত্রতা, নোংড়া	رِجْسٌ

www.banglakitab.weebly.com

নয়। ৫:৯০	الشَّيْطَانِ		
মুশরিকরা তো অপবিত্র। ৯:২৮	إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ	নাপাক, অপবিত্র	نَجَسٌ
এবং যা নিকৃষ্ট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। ৭:৫৮	وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا	অপবিত্র হওয়া , অশ্লীল হওয়া, অনুর্বর হওয়া	خَبُثَ–يَخْبُثُ
এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। ৯১:১০	وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا	মাটিতে গেড়ে দেওয়া, কলুষিত করা	دَسَّى–يُدَسِّي
আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে (২-৫৮)	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ	প্রবেশ করা	دَخَلَ–يَدْخُلُ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে ৭:৪০	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	প্রবেশ করা, অনুপ্রবেশ করা, অন্তর্নিহিত হওয়া	وَلَجَ–يَلِجُ
অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি। ৯০:১১	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ	ঢুকে পড়া, প্রবেশ করা	اقْتَحَمَ–يَقْتَحِمُ
তাদেরকে বলা হলঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। ৬৬:১০	وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ	প্রবেশকারী, দখলকারী	دَاخِلٌ (ج) دَاخِلُونَ
এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। ৩৮:৫৯	هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ	প্রবেশকারী, প্রবেশমান	مُقْتَحِمٌ
অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন (২৮: ২১)	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا	বের হওয়া, প্রস্থান করা,	خَرَجَ–يَخْرُجُ (خُرُوجٌ)
সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে-সেখান থেকে বের হতে পারছে না? ৬:১২২	كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا	বহির্গমনকারী	خَارِجٌ
তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে।	ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ	শহর, গ্রাম,	قَرْيَةٌ (ج) قُرًى

www.banglakitab.weebly.com

(২:৫৮)		এলাকা, নগরী	
এবং এই ভূমীতে আপনি স্বাধীন। (৯০:২)	وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ	শহর, গ্রাম, ভূমি	بَلَدٌ (ج) بِلاَدٌ
আমি এই নগরীর প্রভুর এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (২৭:৯১)	أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ	শহর, গ্রাম, ভূমি	بَلْدَةٌ
এবং শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। (৩৬:১৯)	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ	মদীনা, শহর, নগর, নগরী, পুরী	مَدِينَةٌ
তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, অতঃপর নিশ্চয়ই, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে, যা তোমরা চেয়েছিলে। (২:৬১)	اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ	মিসর: মিশরদেশ, শহর, নগর, গ্রাম,	مِصْرٌ
এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক একটি পৃথক দল আছে। (১৫:৪৩)	لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ	দরজা	بَابٌ (ج) أَبْوَابٌ
যারা তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহসমূহকে পুন্য দ্বারা পরিবর্তত করে দেবেন। (২৫:৭০)	مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ	পরিবর্তনকরা, বিনিময় করা,	بَدَّلَ–يُبَدِّلُ (تَبْدِيلٌ)
অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যেন, তাদের পালনকর্তা পরিবর্তন করে দেন এর চাইতেও উত্তম ও ঘনিষ্ঠতর একটি সন্তান। (১৮:৮১)	فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا	বিনিময়ে দেয়া, বদলে দেয়া	أَبْدَلَ– يُبْدِلُ
নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে	إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ	পরিবর্তন করা, বিবর্তন ঘটানো,	غَيَّرَ–يُغَيِّرُ

www.banglakitab.weebly.com

পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। (১৩:১১)	حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ		
অতঃপর তারা বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা জানে। (২:৭৫)	ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ	পরিবর্তন করা, বিকৃত করা,	حَرَّفَ–يُحَرِّفُ
আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। (২৪:৪৪)	يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ	উলটে দেওয়া, পরিবর্তন করা,	قَلَّبَ– يُقَلِّبُ
তারা কখনো তোমাদের কষ্ট দুর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। (১৭:৫৬)	فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا	পরিবর্তন, স্থানান্তর, রদবদল	حِوَلٌ، تَحْوِيلٌ
লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকারী অথবা (নিজ) সৈন্যদের নিকট যোগদানকারী। (৮:১৬)	مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ	পরিবর্তন হওয়া	تَحَرَّفَ–يَتَحَرَّفُ
তাতে আছে বিশুদ্ধ পানির নহর এবং দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় (৪৭:১৫)	فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ	পরিবর্তন হওয়া, নষ্ট হওয়া	تَغَيَّرَ–يَتَغَيَّرُ
সে বলল, তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা বদলাতে চাও, সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? (২:৬১)	قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ	বদল চাওয়া, বিকল্প চাওয়া,	اِسْتَبْدَلَ– يَسْتَبْدِلُ (اِسْتِبْدَالٌ)
তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নাই। (১৮:২৭)	لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ	পরিবর্তনকারী, রুপান্তরকারী	مُبَدِّلٌ
এটি এই জন্য যে, আল্লাহ কখনও পরিবর্তন করেন না, সে সব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকে	ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ	পরিবর্তনকারী, বিবর্তনকারী, পরিবর্তক,	مُغَيِّرٌ

www.banglakitab.weebly.com

	রূপান্তরকারক	قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ	দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই তা পরিবর্তিত করে দেয়। (৮:৫৩)
اِسْتَسْقَى– يَسْتَسقِي	পানিচাওয়া	وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ	আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় লাঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে।
عَصًا (ج) عِصِيٌّ	লাঠি	فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ	অতঃপর তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তা স্পষ্ট এক সাপে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (৭:১০৭)
مِنْسَأَةٌ	লাঠি	دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ	মাটির প্রাণী তার লাঠি খেতে থাকে। (৩৪:১৪)
عَيْنٌ (ج) عُيُونٌ	প্রস্রবণ, ঝর্ণা	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ	সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণা। (৮৮:১২)
يَنْبُوعٌ (ج) يَنَابِيعُ	ঝরণা, জলপ্রপাত, ফোয়ারা, প্রস্রবণ, নিঝরিণী	وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا	এবং তারা বলেঃ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন। (১৭:৯০)
نَضَّاخَةٌ	উচ্ছসিত প্রস্রবণ, উদ্বেলিত ঝরনা, উচ্ছলিত ঝরনা	فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ	সেখানে আছে উদ্বেলিত দুই প্রস্রবণ। (৫৫:৬৬)
مَعِينٌ	প্রস্রবণ, পানি, পবিত্র পানীয়	وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ	এবং তাদের দুজনকে এক অবস্থানযোগ্য ঝর্না বিশিষ্ট উঁচু স্থানে আশ্রয় দিয়েছিলাম। (২৩:৫০)

www.banglakitab.weebly.com

১৭। সুরা বাকারাহ (৬০-৬৮)

প্রত্যেক লোকসকল তাদের পানি পানের স্থান চিনে নিলো। (২:৬০)	قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ	পানি পানের স্থান	مَشْرَبٌ (ج) مَشَارِبُ
এবং সেটা অতীব নিকৃষ্ট অবতরণস্থল। (১১:৯৮)	وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ	অবতরণস্থল, জলাশয়ের ঘাট,	وِرْدٌ
যে কেউ সেখান থেকে পান করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (২:২৪৯)	فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي	পানকরা	شَرِبَ–يَشْرَبُ (شُرْبٌ)
ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। (১৪:১৭)	يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ	ঢোকে ঢোকে গেলা, কষ্ট করে পান করা	تَجَرَّعَ–يَتَجَرَّعُ
এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা নির্দিষ্ট এক দিনের। (২৬:১৫৫)	وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ	পান করার পালা, পানের সময়, নালা,	شِرْبٌ
তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়। (১৬:৬৯)	يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ	পানীয়, শরবত, শরাব	شَرَابٌ
পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। (৪৭:১৫)	خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى	পানকারী,	شَارِبٌ (ج) شَارِبُونَ
তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত। (৮৮:৬)	لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ	খাদ্য	طَعَامٌ
তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন চার দিনের মধ্যে। (৪১:১০)	وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ	আহার্য, খাদ্য, রিজিক, খোরাক	قُوتٌ (ج) أَقْوَاتٌ
অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত	فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ	ভক্ষিত, ভোজ্য,	مَأْكُولٌ

www.banglakitab.weebly.com

তৃণসদৃশ করে দেন। (১০৫:৫)	مَّأْكُولٍ	খাদ্য	
এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।(২২:৫)	وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ	উৎপন্নকরা	أَنْبَتَ–يُنْبِتُ
আহারকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২৩:২০)	تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ	জন্মানো, গজানো, অঙ্কুরিত হওয়া	نَبَتَ–يَنْبُتُ
জমিতে উৎপন্ন হয় সেখান থেকে তরকারী। (২:৬১)	تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا	শাকসবজি, তরকারি	بَقْلٌ
আঙ্গুর, শাক-সব্জি। (৮০:২৮)	وَعِنَبًا وَقَضْبًا	শাকওসবজি, তরিতরকারি	قَضْبٌ
এবং সেখান থেকে শসা (২:৬১)	وَقِثَّائِهَا	শসা	قِثَّاءٌ
এবং সেখান থেকে গম (২:৬১)	وَفُومِهَا	গম, রসুন	فُوْمٌ
এবং সেখান থেকে মসুর ডাল (২:৬১)	وَعَدَسِهَا	ডাল, মসুর	عَدَسٌ
এবং সেখান থেকে পেয়াজ (২:৬১)	وَبَصَلِهَا	পিঁয়াজ	بَصَلٌ
আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। (২:১৮৬)	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ	চাওয়া, প্রশ্ন করা জানতে চাওয়া	سَأَلَ– يَسأَلُ (سُولٌ، سُؤَالٌ)
তারা জান্নাতে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৭৪:৪০)	فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ	পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করা।	تَسَائَلَ–يَتَسَائَلُ
আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? (৩৭:১১)	فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا	জানতে চাওয়া, জিজ্ঞাসা করা	اِسْتَفْتَى– يَسْتَفْتِي

www.banglakitab.weebly.com

আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? (১০:৫৩)	وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ	সংবাদ জানতে চাওয়া,	اِسْتَنْبَأَ–يَسْتَنْبِئُ
তার সম্প্রদায়ের জবাব ছিল। (২৭:৫৬)	كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ	সাড়া, উত্তর, জবাব	جَوَابٌ
তাদের দৃষ্টি থাকবে ভীত-স্থম্ভিত; তারা হবে লাঞ্ছনাগ্রস্ত। (৭০:৪৪)	خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ	অপমান, লাঞ্ছনা	ذِلَّةٌ
যারা অপরাধ করছে, অতিসত্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর আপতিত হবে লাঞ্ছনা (৬:১২৪)	سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ	লাঞ্ছনা, অপমান, তুচ্ছতা, গঞ্জনা	صَغَارٌ
সে অপমান সহ্য করে তাকে আগলে রাখবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। (১৬:৫৯)	أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ	নগণ্য, হীনতম, অতিলাঞ্ছিত,	هُوْنٌ
তাদের জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা। (৫:৩৩)	لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا	অপমান, লাঞ্ছনা, ধিক্কার, হেনস্থা	خِزْيٌ
নিশ্চয়ই যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য। (৪:১৩৯)	فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا	ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা,	عِزَّةٌ
এবং তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতা। (২:৬১)	وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ	দারিদ্র্য	مَسْكَنَةٌ
শয়তান তোমাদেরকে অভাব দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। (২;২৬৮)	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ	দরিদ্রতা, দারিদ্র, দৈন্য	فَقْرٌ
আর যদি তোমরা দারিদ্রতার আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুনায় তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। (৯:২৮)	وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ	অভাব, দারিদ্র, দরিদ্রতা, নিঃস্বতা, দুর্দশা, দুরাবস্থা	عَيْلَةٌ
সন্তানদেরকে দারিদ্রতার কারণে হত্যা করো না। (৬:১৫১)	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ	দারিদ্র, অস্বচ্ছল	إِمْلَاقٌ

www.banglakitab.weebly.com

	إِمْلَاقٍ		
যারা স্বচ্ছলতায় ও দুরাবস্থার সময় ব্যয় করে। (৩:১৩৪)	الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ	দুরাবস্থা, অসুবিধা, অসুখগুবিসুখ	ضَرَّاءُ
এবং তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (৫৯:৯)	وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ	চরম অভাব, স্বতন্ত্র চাহিদা, ক্ষুধা, দৈন্য	خَصَاصَةٌ
অথবা ধুলি-ধুসরিত মিসকীনকে। (৯০:১৬)	أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ	নিঃস্বতা, অতীব দরিদ্র, ভিটাহীন, মিসকীন	مَتْرَبَةٌ
যারা স্বচ্ছলতায় ও দুরাবস্থার সময় ব্যয় করে। (৩:১৩৪)	الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ	সচ্ছলতা	سَرَّاءُ
তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী। (২৪:২২)	أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ	প্রাচুর্য, প্রশস্ততা	سَعَةٌ
তাকে সুখভোগ করতে দেই দুঃখ কষ্টের পরে। (১১:১০)	أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ	নিয়ামত, অনুগ্রহ, দান, কৃপা	نَعْمَاءُ
যদি সে অভাবগ্রস্থ হয়, তবে তার সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত দেখবে। (২:২৮০)	وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ	স্বচ্ছলতা, সহজসাধ্যতা	مَيسَرَةٌ
যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করেছে। (৩:১৬২)	كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ	অর্জন করা, উপযুক্ত হওয়া, প্রত্যাবর্তন করা, আশ্রয় নেয়া	بَاءَ–يَبُوءُ
তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। (২:৯০)	فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ	ক্রোধ, রাগ	غَضَبٌ (غَضِبَ-

			يَغْضَبُ)
يَغْضَبُ)			
غَيْظٌ (غَاظَ–يَغِيظُ)	রাগ, রোষ, ক্রোধ, মনস্তাপ, অন্তর্জ্বালা, আক্রোশ	وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ	যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষকে ক্ষমা করে। (৩:১৩৪)
سَخَطٌ (سَخِطَ–يَسْخَطُ)	অসন্তুষ্টি, নাখোশ, অসন্তোষ, ক্ষোভ, ক্রোধ,	كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ	যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করেছে। (৩:১৬২)
أَسْخَطَ–يُسْخِطُ	বিরক্ত করা, রাগানো, রুষ্ট করা,	ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ	এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। (৪৭:২৮)
آسَفَ–يُؤْسِفُ	মর্মজ্বালা বাড়ানো, ক্ষুব্ধ করা, মর্মাহত করা	فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ	যখন আমাকে ক্ষুব্ধ করল তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম। (৪৩:৫৫)
نَبِيٌّ (ج) نَبِيُّونَ ، أَنْبِيَاء	পয়গম্বর, দূত	وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ	এবং কত নাবীই তো আমি পূর্ববর্তী লোকদের মাঝে প্রেরণ করেছি। (৪৩:৬)
رَسُولٌ (ج) رُسُلٌ	রসূল, নবী, বার্তাবাহক,	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ	তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। (৯:১২৮)
مُرْسَلٌ (ج) مُرْسَلُونَ	রসূল, নবী, দূত, প্রেরিত,	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا	তারা বলেঃ আপনি প্রেরিত হননি। (১৩:৪৩)
عَصَى–يَعْصِي	অবাধ্যতাকরা	فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ	অতঃপর সে মিথ্যারোপ করল এবং অবাধ্যতা করল। (৭৯:২১)

(عِصْيَانٌ، مَعْصِيَةٌ)			
حَادَّ–يُحَادُّ	বিরোধিতা করা, সীমালঙ্ঘন করা, শত্রুতা পোষণ করা,	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ	নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। (৫৮:২০)
خَالَفَ– يُخَالِفُ (خِلَافٌ)	বিরোধিতা করা, মতবিরোধ করা	فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (২৪:৬৩)
نُفُورٌ	ঘৃণা, দ্বেষ, দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা	وَزَادَهُمْ نُفُورًا	এবং তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (২৫:৬০)
قَنَتَ–يَقْنُتُ	অনুগত থাকা	وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ	তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হবে। (৩৩:৩১)
عَكَفَ–يَعْكُفُ	অবস্থান করা, জমে বসা, নিবেদন করা	فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَّهُمْ	তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যার তাদের মূর্তিগুলোর নিকট অবস্থান করছিল। (৭:১৩৮)
طَاعَةٌ	আনুগত্য, বশ্যতা	طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ	তাদের আনুগত্য ও কথাবার্তা জানা আছে। (৪৭:২১)
اِعْتَدَى–يَعْتَدِي	সীমালঙ্ঘনকরা	فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ	এরপরও যে ব্যাক্তি সীমালঙ্ঘন করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (২:৭৮)
أَسْرَفَ–يُسْرِفُ	অপব্যয় করা, অমিতব্যয় করা,	وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ	এবং তারা যখন ব্যয় করে, অপব্যয় করে না। (২৫:৬৭)

	يُسْرِفُوا		
অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে। (৭৯:৩৭)	فَأَمَّا مَن طَغَىٰ	অবাধ্য হওয়া, সীমালজ্ঘন করা, বিদ্রোহী হওয়া	طَغَى–يَطْغَى
হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। (৪:১৭১)	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ	বাড়াবাড়ি করা, সীমালজ্ঘন করা, অতিরঞ্জিত করা	غَلَا–يَغْلُو
অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, বাড়াবাড়ি করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (৩৮:২২)	فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ	সীমালজ্ঘন করা, অতিরঞ্জিত করা, সীমা ছাড়ানো	أَشَطَّ–يُشِطُّ
যদি আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে সীমালজ্ঘন করত। (৪২:২৭)	وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ	সীমালজ্ঘন করা, বিদ্রোহ করা, কামনা করা, তালাশ করা	بَغَى–يَبْغِي
তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন। (৭৯:২৮)	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا	উপরেউঠানো	رَفَعَ–يَرْفَعُ
আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে। (৭:১৭১)	نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ	উত্তোলন করা, তুলে ধরা	نَتَقَ–يَنْتِقُ
আল্লাহর দেয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (১৮:৩৯)	لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ	দৃঢ়তা, শক্তি	قُوَّةٌ (ج) قُوًى
হে আমাদের রব! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা দিওনা, যা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নাই। (২:২৮৬)	رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ	সাধ্য, ক্ষমতা, সামর্থ্য	طَاقَةٌ
তিনি মহাশক্তিশালী। (১৩:১৩)	هُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ	কৌশল, কঠোর শাস্তি, প্রচণ্ড শক্তি	مِحَالٌ
আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ	শক্তি, বল,	أَيْدٌ

নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক ক্ষমতাশালী। (৫১:৪৭)	وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ	সাহায্য	
তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। (২০:৩১)	اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي	দৃঢ় করা, শক্তি, বল, মজবুত করা	أَزْرٌ
সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। (৫৩:৬)	ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ	শক্তি, ক্ষমতা, বল, দৃঢ়তা	مِرَّةٌ
তুমি কি তাকে দেখেছ, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৫৩:৩৩)	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ	মুখ ফিরিয়ে নেয়া	تَوَلَّى–يَتَوَلَّى
অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে। (৩২:৩০)	فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ	বিমুখ হওয়া, মুখ ফিরানো, অবজ্ঞা করা	أَعْرَضَ–يُعْرِضُ (إِعْرَاضٌ)
আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে এবং এড়িয়ে চলে। (৬:১৫৭)	كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا	পাশ কেটে যাওয়া, পার্শ্ববরণ করা,	صَدَفَ–يَصْدِفُ
জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহর নিকট হতে লুকাতে পারে। (১১:৫)	أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ	আক্রোশে পার্শ্ব ফেরা, মাথা নোয়ানো,	ثَنَى–يَثْنِي
আমি আমার মুখ ফিরালাম এমন একজনের দিকে যিনি যিনি নভোমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৬:৭৯)	إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ	মুখ করা	وَجَّهَ–يُوَجِّهُ
যখন তিনি মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৮:২২)	وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ	মুখ করা, মুখ ফিরানো, অভিমুখী হওয়া	تَوَجَّهَ–يَتَوَجَّهُ
এটা হল আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহ। (৪:৭০)	ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ	অনুগ্রহ	فَضْلٌ

www.banglakitab.weebly.com

যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। (১৬:১৮)	وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا	নিয়ামত, অনুগ্রহ, দান, কৃপা, উপভোগ্য	نِعْمَةٌ (ج) أَنْعُمٌ ، نِعَمٌ
অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৩:৫৫)	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ	অনুগ্রহ, দান করুণা, সম্পদ, নেয়ামত	آلَاءٌ
তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। (১১:৭৩)	رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ	বরকত, আশীর্বাদ, প্রাচুর্য, পর্যাপ্ত	بَرَكَةٌ (ج) بَرَكَاتٌ
হেদায়েত ও রহমত সৎকর্মপরায়ণদের জন্য। (৩১:৩)	هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ	দয়া, অনুকম্পা	رَحْمَةٌ (رَحِمَ–يَرْحَمُ)
পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (৯০:১৭)	وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ	দয়া করা, অনুগ্রহ করা, রহম করা,	مَرْحَمَةٌ
তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর। (১৮:৮১)	خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا	দয়া করা, অনুগ্রহ করা, রহম করা,	رُحْمٌ
আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। (৫৭:২৭)	وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً	কোমলহৃদয় হওয়া, হৃদয় গলা, দয়া করা,	رَأْفَةٌ
এবং নিজের পক্ষ থেকে কোমলতা ও পবিত্রতা দিয়েছি। (১৯:১৩)	وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً	কোমলতা, স্নেহ মমতা, ভালোবাসা, অনুরাগ, আগ্রহ	حَنَانٌ
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (১২:৮৭)	وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ	স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, সুশীতল বায়ু	رَوْحٌ
তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে	وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ	শনিবার	اَلسَّبْتُ

সীমা লঙ্ঘণ করেছিল। (২:৬৫)	اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ		(سَبَتَ-يَسْبِتُ)
আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (২:৬৫)	فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ	বানর	قِرْدٌ (ج) قِرَدَةٌ
আমি বলেছিলামঃ তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (২:৬৫)	فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ	ধিকৃত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, অক্ষম	خَاسِئٌ (ج) خَاسِئُوْنَ
ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। (৫:১৮)	وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ	বন্ধু, সুহৃদ, মিত্র, ঘনিষ্টজন, প্রিয়পাত্র, স্নেহধন্য	حَبِيبٌ (ج) أَحِبَّاءُ
তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পিছনে আছে। (২০:১১০)	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ	পিছনে, পরে	خَلْفَ
কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে পেছনে ফেলে রেখেছ। (১১:৯২)	أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا	পেছনে ফেলা বস্তু, পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত বস্তুসম,তুচ্ছবস্তু, ফেলনা	ظِهْرِيٌّ
বরং মানুষ সামনেও পাপ করতে চায়। (৭৫:৫)	بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ	সামনে	أَمَامَ
তারা যখন তাদের উপত্যকা আগমনকারী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (৪৬:২৪)	فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا	আগমনকারী, আগন্তক, আগুয়ান, আগত, ভবিষ্যতের	مُسْتَقْبِلٌ
এবং মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশব। (৩:১৩৮)	وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ	উপদেশ	مَوْعِظَةٌ

এবং আমার উপদেশ তোমাদের জন্য ফলপ্রসূ হবে না। (১১:৩৪)	وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي	নসীহত করা, উপদেশ দেওয়া,	نُصْحٌ
বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি। (৩৬:৪৬)	قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ	উপদেশ দেয়া	وَعَظَ–يَعِظُ
আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের বার্তা পৌছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি। (৭:৯৩)	لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ	নসীহত করা, উপদেশ দেওয়া,	نَصَحَ–يَنْصَحُ
তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। (২৬:১৩৬)	سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ	উপদেশদাতা	وَاعِظٌ (ج) وَاعِظُوْنَ
আমি তোমাদের বিশ্বস্ত উপদেশদাতা। (৭:৬৮)	وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ	নসীহতকারী, উপদেশদাতা	نَاصِحٌ (ج) نَاصِحُوْنَ

১৮। সুরা বাকারাহ (৬৯-৭৩)

আল্লাহ তোমাদের একটি গরু জবাই করতে আদেশ করেছেন। (২:৬৯)	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً	গাভী, গরু	بَقَرَةٌ (ج) بَقَرَاتٌ، بَقَرٌ
আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (২:৬৯)	قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ	আশ্রয়চাওয়া	عَاذَ–يَعُوْذُ
আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে। (৯:৬)	وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ	আশ্রয় চাওয়া, পতিবেশী হতে চাওয়া,	اِسْتَجَارَ– يَسْتَجِيْرُ
যদি শয়তানের পক্ষ থেকে আপনি কুমন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ	আশ্রয় প্রার্থনা করা, পানাহ চাওয়া	اِسْتَعَاذَ–يَسْتَعِيْذُ

করুন। (৪১:৩৬)	بِاللَّهِ		
এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন। (২:২৪২)	كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ	ব্যাখ্যা করা, স্পষ্ট করা	بَيَّنَ–يُبَيِّنُ
আমি শ্রেষ্ঠ, এই ব্যক্তি থেকে, যে তুচ্ছ এবং কথা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৪৩:৫২)	أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ	স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা	أَبَانَ–يُبِيْنُ
দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি অতঃপর তারা বিমুখ হচ্ছে। (৬:৪৬)	انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ	বিশদবিবরণ দেওয়া, পরিবর্তন করা	صَرَّفَ–يُصَرِّفُ
আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞানে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। (৭:৫২)	وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ	পৃথক পৃথক করে বলা, ব্যাখ্যা করা	فَصَّلَ–يُفَصِّلُ (تَفْصِيلٌ)
আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। (১২:৪৩)	أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ	ব্যাখ্যা বিশারদ হওয়া, তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া	عَبَرَ–يَعْبُرُ
আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী হয়ে থাক। (১২:৪৩)	أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ	ফতওয়া দেওয়া, সমাধান দেওয়া, উত্তর দেওয়া	أَفْتَى–يُفْتِي
বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়। (২:৬৮)	لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ	বৃদ্ধ	فَارِضٌ
আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৮:২৩)	وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ	বৃদ্ধ, বুড়ো, বুড়া, বর্ষীয়ান, মুরব্বী, বয়স্কব্যক্তি	شَيْخٌ (ج) شُيُوْخٌ
অতএব, তোমরা কিরূপে আত্নরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا	চুলের শুভ্রতা, প্রবীণতা, বার্ধক্যবশত	شَيْبٌ

www.banglakitab.weebly.com

করে দিব বৃদ্ধ। (৭৩:১৭)			
সে বলল হায়! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। (১১:৭২)	قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا	অকর্মণ্য অক্ষম বৃদ্ধা, বয়স্কা নারী,	عَجُوزٌ
কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স পায় না, এবং তার বয়স হ্রাস পায় না; যা লিখিত আছে কিতাবে তা ছাড়া। (৩৫:১১)	وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ	দীর্ঘ হায়াতপ্রাপ্ত, দীর্ঘজীবী	مُعَمَّرٌ
বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়। (২:৬৮)	لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ	অল্পবয়সী, বালিকা, কুমারী	بِكْرٌ (ج) أَبْكَارٌ
আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (১৯:১২)	وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا	শিশুবাচ্চা, চিত্তাকর্ষক শিশু, শিশু, শৈশব	صَبِيٌّ
বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয় এই দুইয়ের মধ্যবয়সী। (২:৬৮)	لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ	মধ্যবয়সী	عَوَانٌ
তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যে, তার রঙ কিরূপ হবে? (২:৬৯)	قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا	রঙ	لَوْنٌ (ج) أَلْوَانٌ
আল্লাহর দীন এর চাইতে উত্তম দীন আর কার হতে পারে? (২:১৩৮)	وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً	রঙ, চিত্রকলা, চিত্রপট, ধর্মমত,	صِبْغَةٌ
তিনি বললেন নিশ্চয়ই এটি হলুদ রঙের গাভী। (২:৬৯)	يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ	হলুদ	صَفْرَاءُ (ج) صُفْرٌ
গাঢ় বর্ণের যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। (২:৬৯)	فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ	গাঢ়	فَاقِعٌ

www.banglakitab.weebly.com

গাঢ় বর্ণের যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে। (২:৬৯)	فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ	আনন্দ দেয়া, চমকৃত করা	سَرَّ–يَسُرُّ
সুতরাং আমার উপর আর আনন্দিত করিও না। (৭:১৫০)	فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ	শত্রুকে উস্কে দেওয়া, শত্রুতে হাসানো,	أَشْمَتَ–يُشْمِتُ
যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (৫৭:২০)	كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ	অবাক করা, বিস্মিত করা, খুশি করা	أَعْجَبَ–يُعْجِبُ
যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ	ব্যবহৃত	ذَلُوْلٌ (ج) ذُلُلٌ
যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। (২:৭১)	لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ	চাষকরা, লাঙল দেয়া, উড়ানো	أَثَارَ–يُثِيْرُ
তোমরা কি দেখেছ যে বীজ তোমরা বপন কর? (৫৬:৬৩)	أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ	ফসল ফলানো, বীজ বপন করা,	حَرَثَ–يَحْرُثُ
তিনি বললেন তোমরা সাত বছর উত্তম রূপে চাষাবাদ করবে। (১২:৪৭)	قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا	চাষাবাদ করা, ফসল ফলানো,	زَرَعَ–يَزْرَعُ
চাষীকে অভিভুত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। (৪৮:২৯)	يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ	চাষী, কিষাণ, বপনকারী, কৃষক	زَارِعٌ (ج) زَرَّاعٌ
অতঃপর তিনি তাদের পানি পান করালেন। (২৮:২৪)	فَسَقَىٰ لَهُمَا	পানিদেয়া	سَقَى–يَسْقِي (سُقْيٌ)
যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পুঁজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। (১৮:২৯)	وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ	বৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করা, বৃষ্টি বর্ষণ করা, সাহায্য করা	أَغَاثَ–يُغِيثُ

তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম। (৭২:১৬)	لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا	পান করানো, জমিনে সেচ দেওয়া	أَسْقَى-يُسْقِي
যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। যেটি নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। (২:৭১)	لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا	ক্ষেত, শস্যক্ষেত্র, ফসল	حَرْثٌ
না ক্ষেতে পানি দেওয়ায়। যেটি নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। (২:৭১)	لَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا	নিষ্কলঙ্ক	مُسَلَّمَةٌ
যেটি নিষ্কলঙ্ক, নিখুঁত। (২:৭১)	لَّا شِيَةَ فِيهَا	দাগ, দোষ, খুঁত	شِيَةٌ
আবার দৃষ্টিফেরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৬৩:৭)	فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ	ফাটল, বিদারণ, ত্রুটি, চিড়, সামঞ্জস্যহীনতা	فُطُورٌ
এখন! অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (১০:৫১)	آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ	এখন	الآنَ
যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। (২:৭২)	إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا	একে অন্যকে দোষারোপ করা	اِدَّارَأَ (تَدَارَأَ)
আল্লাহ প্রকাশকারী যা তোমরা গোপন করছিলে। (২:৭২)	وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ	বাহিরকারী, প্রকাশকারী	مُخْرِجٌ
এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে। (১৭:৮০)	وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ	নিষ্কাশিত, বহিষ্কৃত, বিনিঃসৃত,	مُخْرَجٌ (ج) مُخْرَجُوْنَ

www.banglakitab.weebly.com

		মন্থনকৃত	
নিশ্চয়ই আমি তোমাদের দুজনের সাথে আছি, আমি শুনি এবং দেখি। (২০:৪৬)	إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ	দেখানো	أَرَى–يُرِي
একে অপরকে দেখতে পাবে। (৭০:১১)	يُبَصَّرُونَهُمْ	দেখানো, প্রদর্শন করা, দর্শনীয় করা	بَصَّرَ–يُبَصِّرُ
অতঃপর তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। (২:৭৪)	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم	শক্তহয়েযাওয়া	قَسَا–يَقْسُو
অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে। (৪৮:২৯)	فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ	শক্তি যোগানো, শক্ত করা, দৃঢ় করা	آزَرَ–يُؤَزِرُ
যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং শক্ত হৃদয়। (২২:৫৩)	فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ	শক্ত	قَاسِيَةٌ
তারা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে। (১৬:৩৮)	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ	প্রচেষ্টা, আপ্রাণ চেষ্টা	جَهْدٌ
জেনে নাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল-দয়ালু। (৫:৯৮)	اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	কঠিন, কঠোর	شَدِيْدٌ (ج) شِدَادٌ، أَشِدَّاءُ
আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। (৩:১৫৯)	وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ	কঠোর, নির্দয়, বদমেজাজি, কঠিন,	غَلِيْظٌ
তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি	فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ	বাড়ন্ত, বর্ধনশীল, বর্ধমান, স্ফীত,	رَابٍ، رَابِيَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

তাদেরকে কঠোরহস্তে পাকড়াও করলেন। (৬৯:১০)	فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً	স্ফারিত,	
বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (৫৪:৪৬)	بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ	আকস্মিক, মহাবিপদ, বিভীষিকাময়	دَهْيٌ
তিনি বললেন, আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (১১:৭৭)	وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ	সঙ্কটপূর্ণ, বিপদসংকুল, ভীষণ কঠিন	عَصِيبٌ
অতঃপর ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠোর পাকড়াও করেছি। (৭৩:১৬)	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا	ভীষণ শাস্তি, কঠোর পাকড়াও	وَبِيلٌ
ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ুতে। (৬৯:৬)	فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ	অবাধ্য, প্রচণ্ড, বিদ্রোহী, অশিষ্ট	عَاتِيَةٌ
অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল। (২০:৪৪)	فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا	নরম, কোমল, সহজ, মিষ্টি	لَيِّنٌ

১৯। সুরা বাকারাহ (৭৪-৮২)

পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। (২:৭৪)	كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً	কঠিনতা	قَسْوَةٌ
তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। (৯:১২৩)	وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً	কঠোরতা, দৃঢ়তা, রূঢ়তা, নির্দয়তা	غِلْظَةٌ
এবং নিশ্চয়ই এদের মাঝে এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয়। (২:৭৪)	وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ	বিদীর্ণহওয়া	شَقَّقَ–يُشَقِّقُ
কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (৫৪:১)	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ	ফেটে যাওয়া, ভূমিস্মাৎ হওয়া,	اِنْشَقَّ–يَنْشَقُّ

www.banglakitab.weebly.com

এতে আকাশসমূহ বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম হবে। (১৯:৯০)	تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ	বিদীর্ণ হওয়া, ভেঙে পড়া,	تَفَطَّرَ–يَتَفَطَّرُ
সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৩০:৪৩)	يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ	বিভক্ত হওয়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া,	تَصَدَّعَ (يَصَّدَّعُ)
যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (৮২:১)	إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ	বিদীর্ণ হওয়া, ভেঙে পড়া,	اِنْفَطَرَ–يَنْفَطِرُ
ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। (৬৭:৮)	تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ	রাগে ফেটে পড়া, অগ্নিশর্মা হওয়া,	تَمَيَّزَ–يَتَمَيَّزُ
এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (৮০:২৬)	ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا	চিরে ফেলা, বিদীর্ণ করা,	شَقَّ–يَشُقُّ (شَقٌّ)
যখন আকাশ ফাটল সৃষ্টি করা হবে। (৭৭:৯)	وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ	বিদীর্ণ করা, ছিদ্র করা, ফাঁক করা	فَرَجَ–يَفْرِجُ (فَرْجٌ (ج) فُرُوجٌ)
তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (৫৯:২১)	لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ	চৌচির, বিদীর্ণমান, ব্যথাতুর	مُتَصَدِّعٌ
এবং বিদীর্ণমান পৃথিবীর। (৮৬:১২)	وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ	প্রচার করা, প্রসার ঘটানো, বিদীর্ণ করা,	صَدْعٌ
সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (৭৩:১৮)	السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ	বিদীর্ণমান, ধ্বংসশীল, ধ্বংসোন্মুখ, ভঙ্গুর	مُنْفَطِرٌ
এবং তারা পরকালের সম্পর্কে উদাসীন। (৩০:৭)	وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ	বেখেয়াল, উদাসীন	غَافِلٌ (غَافِلَةٌ) (ج) غَافِلُوْنَ

www.banglakitab.weebly.com

			(غَافِلَاتٌ)
কাফেররা চায়, যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্পর্কে উদাসীন হও, তাহলে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করবে। (৪:১০২)	وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً	গাফেল হওয়া, উদাসীন হওয়া,	غَفَلَ–يَغْفُلُ (غَفْلَةٌ)
যারা তাদের স্বলাত সম্বন্ধে উদাসীন। (১০৭:৫)	الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ	উদাসীন, অন্যমনস্ক, অমনোযোগী,	سَاهٌ (ج) سَاهُونَ
আপনি তার অনুসরণ করবেন না যার অন্তর কে আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি। (১৮:২৮)	وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا	গাফেল করা, উদাসীন বানানো,	أَغْفَلَ–يُغْفِلُ
যাতে এটিকে তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে। (৬৯:১২)	لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ	স্মরণকারী, রক্ষাকারী, শ্রুতিধর	وَاعِيَةٌ (وَعَى–يَعِي)
আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৮০:৬)	فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ	কথার প্রতি উদগ্রীব হওয়া, মনোনিবেশ করা,	تَصَدَّى– يَتَصَدَّى
এরপরও সে আশা করে যে, আমি আরো বৃদ্ধি করি। (৭৪:১৫)	ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ	আশাকরা, আকাঙ্ক্ষা করা	طَمِعَ–يَطْمَعُ
আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। (২৮:৮৬)	وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ	আশা করা, কামনা করা,	رَجَا–يَرْجُو
তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৬২:৬)	فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ	আশা করা, কামনা করা,	تَمَنَّى–يَتَمَنَّى

www.banglakitab.weebly.com

যে দিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। (৩০:১২)	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ	নিরাশ হওয়া, নিস্পৃহ হওয়া, হতভম্ব হওয়া	أَبْلَسَ–يُبْلِسُ
তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (৩৯:৫৩)	لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ	নিরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া,	قَنَطَ–يَقْنَطُ
অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা পরামর্শের জন্যে একান্তে বসল। (১২:৮০)	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا	নিরাশ হওয়া, হতাশ হওয়া,	اسْتَيْأَسَ– يَسْتَيْئِسُ
তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে। (১৬:৫৪)	فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ	দল	فَرِيْقٌ
অতঃপর আমি তাদের সবাইকে জমা করবো। (১৮:৯৯)	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا	জমা করা, সংগ্রহ করা,	جَمْعٌ
তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ,যেন দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং স্বজাতিকে সতর্ক করতে পারে। (৯:১২২)	مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ	ভিন্নদল, বিভাগ, সম্প্রদায়, জামাত, অংশ	فِرْقَةٌ
নিশ্চয় এরা ক্ষুদ্র একটি দল। (২৬:৫৪)	إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ	ক্ষুদ্র দল, বাহিনী, জামাত	شِرْذِمَةٌ
নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা নিয়ে এসেছিল, তারা তোমাদেরই একটি দল। (২৪:১১)	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ	দল, সংঘ, সম্প্রদায়, জাতি, দল,	عُصْبَةٌ
আর যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (৪৯:৯)	وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا	দল, শ্রেণী, জামাত, কতিপয়	طَائِفَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

	فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا		
কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল। (৮:১৯)	وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا	দল, জামাত, বাহিনী, লশকর, পক্ষ, সম্প্রদায়	فِئَةٌ
আপনার পরিবার না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরাঘাত করতাম। (১১:৯১)	وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ	পরিবার, সম্প্রদায়, দল	رَهْطٌ
বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল শ্রবণ করেছে। (৭২:১)	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ	কাফেলা, দল, জামাত	نَفَرٌ
তোমাদেরকে অসংখ্য বাহিনীতে পরিণত করলাম। (১৭:৬)	وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا	দল, জামাত	نَفِيرٌ
একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। (৫৬:১৩)	ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ	দল, জামাত, কাফেলা, অনেক	ثُلَّةٌ
আর যখন আল্লাহ তা'আলার বান্দা তাঁকে ডাকার জন্যে দন্ডায়মান হল, তখন সকলে তার কাছে ভিড় জমাল। (৭২:১৯)	وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا	অনেক, অপরিমেয়, পর্যাপ্ত,	لِبَدٌ
শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৩৬:৬২)	وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا	প্রকাণ্ড দল, জাতি, সৃষ্টি	جِبِلٌّ، جِبِلَّةٌ
অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের কে দলে দলে উপস্থিত করা হবে। (১৭:১০৪)	فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا	বিজড়িত, লাগোয়া, সন্নিবিষ্ট, দলে দলে	لَفِيفٌ
পৃথক পৃথক কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৪:৭১)	فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُوا جَمِيعًا	পৃথক পৃথক, আলাদা	ثُبَّةٌ (ج) ثُبَاتٌ

www.banglakitab.weebly.com

কাফেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (৩৯:৭১)	وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا	দলেদলে, বহুদলে, জামাতবদ্ধভাবে	زُمْرَةٌ (ج) زُمَرٌ
যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য। (৪:১৩৯)	فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا	ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, মহিমা,	عِزَّةٌ (ج) عِزِينٌ
প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (২৩:৫৩)	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ	দল, সম্প্রদায়, বাহিনী	حِزْبٌ (ج) أَحْزَابٌ
এই একটিদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। (৩৮:৫৯)	هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ	দল, জামাত, বাহিনী, বহর, দলে দলে	فَوْجٌ (ج) أَفْوَاجٌ
রহমান ব্যতীত তোমাদের কোন সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? (৬৭:২০)	أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ	সৈন্য, বাহিনী	جُنْدٌ (ج) جُنُودٌ
তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। (১০৫:৩)	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ	ঝাঁক	أَبَابِيلُ
তারা আল্লাহর কথাকে পরিবর্তন করতে চায়। (৪৮:১৫)	يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ	কথা	كَلَامٌ
অতঃপর খাওয়া শেষে চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। (৩৩:৫৩)	فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ	কাহিনী, স্বপ্ন, নতুন কথা, সংবাদ,	حَدِيثٌ (ج) أَحَادِيثُ
শুধুই বলা হবে, সালাম আর সালাম। (৫৬:২৬)	إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا	বলা, কথা বলা, উক্তি করা,	قَوْلٌ، قِيلٌ
যা আল্লাহ তোমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। (২:৭৬)	بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ	খুলেদেয়া	فَتَحَ–يَفْتَحُ

তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না। (৭:৪০)	لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ	খোলা, উন্মুক্ত কর	فَتَّحَ–يُفَتِّحُ
অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন। (৬:১২৫)	فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ	উন্মুক্ত করা, প্রশস্ত করা, সম্প্রসারণ করা	شَرَحَ–يَشْرَحُ
স্থায়ী বসবাসের জান্নাত; তাদের জন্যে দরজাগুলো খোলা রয়েছে। (৩৮:৫০)	جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ	খোলা	مَفْتُوحَةٌ
সে বললঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বাদানুবাদ করছ; অথচ তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। (৬:৮০)	قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ	ঝগড়া করা, বাদানুবাদ করা, দলিলবাজি করা	حَاجَّ–يُحَاجُّ
তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে। (৪০:৪৭)	يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ	ঝগড়া করা, বাদানুবাদ করা, দলিলবাজি করা	تَحَاجَّ–يَتَحَاجُّ
অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। (২২:৬৭)	فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ	টানাটানি করা, ঝগড়া করা,	نَازَعَ–يُنَازِعُ
এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মেনে চল পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হইয়ো না। (৮:৪৬)	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا	পরস্পরে কথা টানাটানি করা, হুড়োহুড়ি করা,	تَنَازَعَ–يَتَنَازَعُ
তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তার ফয়সালা আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ। (৪২:১০)	وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ	মতভেদ করা, বিরোধ করা	اِخْتَلَفَ–يَخْتَلِفُ (اِخْتِلَافٌ)
তারা বলল-হে নূহ! আমাদের সাথে আপনি বাকবিতণ্ডা করেছেন এবং অনেক কলহ করেছেন। (১১:৩২)	قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا	ঝগড়া করা, বাকবিতণ্ডা করা,	جَادَلَ–يُجَادِلُ (جِدَالٌ)
এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের	هَٰذَانِ خَصْمَانِ	ঝগড়া করা, পক্ষ	اِخْتَصَمَ–يَخْتَصِمُ

পালনকর্তা সম্পর্কে বিতর্ক করে। (২২:১৯)	اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ	নেয়া, বিপক্ষে যাওয়া	
অতএব, তোমার রবের কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। (৪:৬৫)	فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	ঝগড়া করা, বাকবিতণ্ডা করা, তর্কাতর্কি করা,	شَجَرَ–يَشْجُرُ
সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করবেন না। (১৮:২২)	فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا	তর্ক করা, তর্কবিতর্ক করা, সংলাপ করা,	مَارَى–يُمَارِي (مِرَاءٌ)
তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর। (২:৭৮)	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ	নিরক্ষর, আরব জাতি	أُمِّيٌّ (ج) أُمِّيُّوْنَ
আশা ছাড়া এবং তারা কেবল ধারনা করে। (২:৭৮)	إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ	আশা	أُمْنِيَّةٌ (ج) أَمَانِيٌّ
ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। (১৫:৩)	يَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ	আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, প্রত্যাশা	أَمَلٌ
তারা তাদের রব কে ডাকে ভয় ও আশার সাথে। (৩২:১৬)	يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا	প্রত্যাশা করা, কামনা করা,	طَمَعٌ
তারা বলল-হে সালেহ, ইতিপূর্বে আমাদের কাছে ছিলে প্রত্যাশিত। (১১:৬২)	قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا	প্রত্যাশিত, , অভীষ্ট, উদ্দিষ্ট	مَرْجُوٌّ
ধ্বংস প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপাচারীর জন্য। (৪৫:৭)	وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ	ধ্বংস	وَيْلٌ
এবং সেগুলোকে নষ্ট করতে চেষ্টা করে। (২:১১৪)	وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا	খারাপ, নষ্ট, ধ্বংস	خَرَابٌ
আর যারা কাফের, তাদের জন্যে ধিক্কার এবং তিনি তাদের কর্ম	وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ	ধ্বংস, পতন, সর্বনাশ, বঞ্চনা,	تَعْسٌ

www.banglakitab.weebly.com

বিনষ্ট করে দিবেন। (৪৭:৮)	وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ	ধিক্কার	
তারা ধ্বংস ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করেনি। (১১:১০১)	وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ	ধ্বংস, বিলুপ্তি, বিনাশ	تَتْبِيبٌ
সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। (১৭:৭)	وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا	ধ্বংস করা, বিনাশ করা,	تَتْبِيرٌ
এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন। (৭১:২৮)	وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا	ধ্বংস করা, বিনাশ করা,	تَبَارٌ
নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। (২:১৯৫)	وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ	ধ্বংস, সর্বনাশ, মৃত্যুর কারণ	تَهْلُكَةٌ
তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। (২৫:১৩)	دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا	ধ্বংস, মরণ, বিনাশ, বিলুপ্তি	ثُبُورٌ
এবং তাদের কওমকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে দিয়েছে। (১৪:২৮)	وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ	ধ্বংসশীল, বিলুপ্তপ্রায়, নশ্বর	بُورٌ، بَوَارٌ، بَائِرٌ
আমরা তাঁর পরিবারের মেরে ফেলা প্রত্যক্ষ করিনি,আর নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী। (২৭:৪৯)	مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ	ধ্বংস করা, বিলুপ্ত করা, বিনাশ করা,	مَهْلِكٌ
বলঃ আমদের কাছে কিছুই পৌঁছাবেনা আল্লাহ আমাদের জন্য যা লিখেছেন তা ছাড়া। (৯:৫১)	قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا	লেখা	كَتَبَ–يَكْتُبُ
তারা বলে, এগুলো তো পূর্বের রূপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। (২৫:৫)	وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا	লিখানো, লিখে নেওয়া,	اكْتَتَبَ–يَكْتَتِبُ
আপনি এটি আপনার ডান হাত দ্বারা রচনা করেননি। (২৯:৪৮)	وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ	লেখা, রচনা করা, আঁকা	خَطَّ–يَخُطُّ
শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে। (৬৮:১)	وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ	লেখা, লিপিবদ্ধ করা	سَطَرَ–يَسْطُرُ

www.banglakitab.weebly.com

কেটে দাও তাদের দুজনের হাত। (৫:৩৮)	فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا	হাত	يَدٌ (ج) أَيْدٍ
যেমন তার দু'হাত পানির দিকে বাড়িয়ে দিল যেন তা তার মুখে পৌঁছে যায়। (১৩:১৪)	كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ	হাত, হস্ত, হাতের তালু	كَفٌّ
তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। (৩৮:৪২)	ارْكُضْ بِرِجْلِكَ	পা	رِجلٌ (ج) أَرْجُلٌ
অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (৫৫:৪১)	فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ	পা, পদ, কদম, চরণ, পদমর্যাদা	قَدَمٌ (ج) أَقْدَامٌ
যখন সে তাকালো গভীরভাবে ধারনা করল , আর এটা স্বচ্ছ হল তার চলার সময়। (২৭:৪৪)	فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا	হাঁকানো, চালানো, তাড়িয়ে নেওয়া	سَاقٌ (ج) سُوقٌ
কোন কাজে আসেনি তার সম্পদ ও সে যা উপার্জন করেছে। (১১১:২)	مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ	উপার্জন করা, করা	كَسَبَ-يَكْسِبُ
সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। (২:২৮৬)	لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ	অর্জন করা, উপার্জন করা, কামাই করা,	اِكْتَسَبَ-يَكْتَسِبُ
এবং যে ভাল কিছু অর্জন করবে সেখানে আমি তার জন্য ভালকে বৃদ্ধি করে দিব। (৪২:২৩)	وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا	অর্জন করা, কামানো	اِقْتَرَفَ-يَقْتَرِفُ
এবং তিনি জানেন যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় অর্জন কর। (৬:৬০)	وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ	অর্জন করা, ক্ষতি করা	جَرَحَ-يَجْرَحُ
যারা খারাপ উপার্জন করেছে। (৪৫:২১)	الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ	উপার্জন করা	اِجْتَرَحَ-يَجْتَرِحُ
যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। (৭০:২০)	إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا	স্পর্শকরা	مَسَّ-يَمَسُّ (مَسٌّ، مِسَاسٌ)

www.banglakitab.weebly.com

যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা সহস্তে স্পর্শ করত। (৬:৭)	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ	স্পর্শ করা, ছোঁয়া, হাত দেওয়া, ঘেঁষা, সংস্পর্শ করা	لَمَسَ–يَلْمِسُ
কোন জিন ও মানুষ পূর্বে তাদের স্পর্শ করেনি। (৫৫:৫৬)	لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ	স্পর্শ করা, ছোঁয়া, সহবাস করা	طَمَثَ–يَطْمِثُ
আর স্মরণ কর আল্লাহকে নির্দিষ্ট করা দিনসমূহে। (২:২০৩)	وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ	হাতেগোনা, নির্দিষ্ট	مَعْدُوْدٌ، مَعْدُودَةٌ (ج) مَعْدُودَاتٌ

২০। সুরা বাকারাহ (৮৩-৯২)

আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদাত করো না এবং বাবা মায়ের সাথে উত্তম আচরন করো। (২:৮৩)	لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا	বাবা-মা	وَالِدَانِ
তোমাদের পিতামাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। (৭:২৭)	أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ	পিতা-মাতা, মা-বাবা	أَبَوَانِ
পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না। (৩১:৩৩)	لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ	পিতা, জনক	وَالِدٌ
মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। (২:২৩৩)	لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا	মা, মাতা, জননী, প্রসূতি	وَالِدَةٌ
এবং আমি মরিয়মের পুত্র ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম। (২৩:৫০)	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً	মা, মূল, আশ্রয়	أُمٌّ (ج) أُمَّهَاتٌ
সে বলল, আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি। (২৬:১৮)	قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا	সন্তান	وَلِيدٌ (ج) وِلْدَانٌ
মাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত	لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا	সন্তান, বংশধর,	وَلَدٌ (ج) أَوْلَادٌ

করা যাবে না। (২:২৩৩)		বালক, বালিকা	
তিনি তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর জমাট রক্ত থেকে, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে। (৪০:৬৭)	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا	শিশু, বাচ্চা, নাবালেগ, কিশোর, বালক	طِفْلٌ (ج) أَطْفَالٌ
আত্নীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন। (৩০:৩৮)	فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ	আত্মীয়তার সম্পর্ক	قُرْبَى
তারা তোমাদের আত্নীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না আর না কোন সুরক্ষা। (৯:৮)	لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً	আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক	إِلٌّ
তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্ত সম্বন্ধ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছ। (২৫:৫৪)	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا	বংশগত আত্মীয়তা, বংশ	نَسَبٌ (ج) أَنْسَابٌ
তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্ত সম্বন্ধ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছ। (২৫:৫৪)	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا	বিবাহসূত্রের আত্মীয়, বৈবাহিক সম্পর্ক	صِهْرٌ
সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না। (৯৩:৯)	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ	এতীম	يَتِيْمٌ (ج) يَتَامَى
এবং অভাবীকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (১০৭:৩)	وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	অভাবী	مِسْكِينٌ (ج) مَسَاكِينُ
কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়। (৪:১৩৫)	إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا	দরিদ্র	فَقِيرٌ (ج) فُقَرَاءُ
এবং কৃপণ এর উপর তাঁর	وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ	কৃপণ, বখীল,	مُقْتِرٌ

www.banglakitab.weebly.com

সাধ্যানুযায়ী। (২:২৩৬)		কিপটে,	
তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯৩:৮)	وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ	অভাবী, দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব	عَائِلٌ
তাহলে তুমি নিন্দিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে বসে থাকবে। (১৭:২৯)	فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا	ক্লান্ত, শ্রান্ত, পরিশ্রান্ত, দুর্বল,	مَحْسُورٌ
এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্থকে আহার করাও। (২২:২৮)	وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ	অভাবগ্রস্থ, বিপদাপন্ন, ক্ষুধার্ত	بَائِسٌ
স্বচ্ছল এর উপর তাঁর সাধ্যানুযায়ী। (২:২৩৬)	عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ	স্বচ্ছল	مُوسِعٌ (ج) مُوسِعُونَ
তারা বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী। (৩:১৮১)	قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ	গনী: আল্লাহর নাম, ধনী, অভাবমুক্ত,	غَنِيٌّ (ج) أَغْنِيَاءُ
এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা আর্তনাদ করে উঠবে। (২৩:৬৪)	حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ	বিলাসী, শৌখিন, ঐশ্বর্যশালী	مُتْرَفٌ (ج) مُتْرَفُونَ
তাদের জন্য নিরাপদ বাসস্থান রয়েছে তাদের রব্ব এর নিকট। (৬:১২৭)	لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ	ঘর, বাড়ি, বাসস্থান	دَارٌ (ج) دِيَارٌ
অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার। (১০৬:৩)	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ	ঘর, গৃহ, বাড়ি	بَيْتٌ (ج) بُيُوتٌ
নিশ্চয়ই সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসগৃহে ছিল একটি নিদর্শন। (৩৪:১৫)	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ	বাসস্থান, বাসগৃহ, আবাসগৃহ,	مَسْكَنٌ (ج) مَسَاكِنُ
আমরা স্বীকার করেছি। (৩:৮১)	قَالُوا أَقْرَرْنَا	স্বীকারকরা	أَقَرَّ–يُقِرُّ

www.banglakitab.weebly.com

আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। (২:৮৫)	وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ	বন্দি, আটক, কয়েদি	أَسِيرٌ (ج) أَسْرَى، أُسَارَى
তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (৩৩:২৬)	تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا	আটক করা, বন্দী করা, গ্রেফতার করা	أَسَرَ–يَأْسِرُ
আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। (২:৮৫)	وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ	মুক্তিপণ আদায় করা	فَادَى–يُفِيدُ (فِدَاءٌ)
অবশ্যই এটি দ্বারা তারা মুক্তিপণ দিতে চাইবে কিয়ামত দিবসের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচতে। (৩৯:৪৭)	لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	ফিদয়া দেওয়া, মুক্তিপণ দেওয়া,	اِفْتَدَى–يَفْتَدِي
তাদের বহিস্কার করা তোমাদের জন্য অবৈধ। (২:৮৫)	مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ	নিষিদ্ধ, অবৈধ, নাজায়েয	مُحَرَّمٌ، مُحَرَّمَةٌ
বল, তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য রিজিক দিয়েছেন সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করেছ? (১০:৫৯)	قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا	নিষিদ্ধ, অবৈধ, সম্মানিত, পবিত্র	حَرَامٌ (ج) حُرُمٌ
তারা বলে এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। (৬:১৩৮)	قَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ	নিষিদ্ধ, অবৈধ, বাধা, জ্ঞান, বুদ্ধি	حِجْرٌ
এটা হালাল এবং ওটা হারাম। (১৬:১১৬)	هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ	হালাল	حَلَالٌ
তারা মিথ্যার প্রতি অধিক শ্রবণকারী, হারামের অধিক	سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ	হারাম, কালোটাকা,	سُحْتٌ

www.banglakitab.weebly.com

ভক্ষণকারী। (৫:৪২)	لِلسُّحْتِ	অবৈধ সম্পদ,	
যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ ও নয়। (৫৬:৩৩)	لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ	নিষিদ্ধ, বারণযোগ্য	مَمْنُوعَةٌ
এটা হালাল এবং ওটা হারাম। (১৬:১১৬)	هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ	বৈধ, অনিষিদ্ধ	حِلٌّ ، حَلَالٌ
আল্লাহ তোমাদের থেকে হালকা করতে চান। (৪:২৮)	يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ	লাঘব করা, হ্রাস করা, স্বল্প ভার করা, ছাড় দেয়া	خَفَّفَ–يُخَفِّفُ (تَخْفِيفٌ)
তাদের থেকে আযাব হ্রাস করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতাশ হয়ে। (৪৩:৭৫)	لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ	বেশি কমানো, হ্রাস করা, ছাড় দেওয়া	فَتَّرَ–يُفَتِّرُ
এবং তার পরে রসূল পাঠিয়েছি। (২:৮৭)	وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ	পাঠানো, প্রেরন করা	قَفَّى–يُقَفِّي
এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না। (২:২৬২)	ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى	অনুগত বানানো, অনুগামী বানানো,	أَتْبَعَ–يُتْبِعُ
এবং তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে। (২৫:৬২)	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً	অনুক্রমণশীল, পরিবর্তনশীল, পর্যায়ক্রমে	خِلْفَةٌ
আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব অবতরণকারী হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (৮:৯)	أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ	অনুগামী, ক্রমাগত অবতরণকারী	مُرْدِفٌ (ج) مُرْدِفُونَ
তাকে অনুসরণ করবে দ্বিতীয় ফুৎকার। (৭৯:৭)	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ	অনুগামী, পরবর্তী,	رَادِفَةٌ
এরপর আমি ক্রমান্বয়ে আমার রসূল প্রেরণ করেছি। (২৩:৪৪)	ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ	একের পর এক, ক্রমান্বয়ে,	تَتْرَى
তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। (৬:১৫৭)	فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ	সুস্পষ্টনিদর্শন, প্রমাণ	بَيِّنَةٌ (ج) بَيِّنَاتٌ

www.banglakitab.weebly.com

তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল। (৪২:১৬)	حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ	প্রমাণ, দলিল, যুক্তি	حُجَّةٌ
তোমাদের রব্ব এর পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমান এসে গেছে। (৪:১৭৪)	قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ	প্রমাণ, দলিল, যুক্তি	بُرْهَانٌ
এবং যে কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। (৭৯:৪০)	وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ	পছন্দ করা, কামনা করা	هَوِيَ–يَهْوَى
তারা চায় যদি তুমি আপোষকামী হও, তবে তারাও আপোষকারী হবে। (৬৮:৯)	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ	কামনা করা, বাসনা করা, ভালোবাসা,	وَدَّ–يَوُدُّ
তারা বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচর করে। (৫৮:২২)	يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	বন্ধুত্ব করা, অন্তরঙ্গ বানানো	وَادَّ–يُوَادِّ
আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (৩:১৪৮)	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ	ভালোবাসা, পছন্দ করা	أَحَبَّ–يُحِبُّ
তারা হিদায়াতের উপর অন্ধত্বকে পছন্দ করল। (৪১:১৭)	فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ	পছন্দ করা, ভালো মনে করা, অবলম্বন করা	اسْتَحَبَّ–يَسْتَحِبُّ
যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। (২৪:৫৫)	الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا	রাজি হওয়া, পছন্দ করা, অনুমতি দেওয়া, সন্তুষ্ট হওয়া	ارْتَضَى–يَرْتَضِي
এবং হয়ত তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। (২:২১৬)	وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ	অপছন্দ করা	كَرِهَ–يَكْرَهُ
এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অপছন্দ করে। (২৩:৭০)	وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ	অপছন্দকারী, অপ্রীত, ঘৃণাকারী, বিমুখ,	كَارِهٌ (ج) كَارِهُونَ

www.banglakitab.weebly.com

সে বলল আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (২৬:১৬৮)	قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ	ঘৃণা করা	قَالٍ (ج) قَالُونَ
তোমারা কি আমাদের থেকে প্রতিশোধ নিবে? (৫:৫৯)	هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا	অপছন্দ করা, প্রতিশোধ নেওয়া,	نَقَمَ–يَنْقِمُ
তোমরা যাদের সাথে শত্রুতা পোষণকরো। (৬০:৭)	الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم	শত্রুতা করা, দুশমনি করা	عَادَى–يُعَادِي
আর তারা বিজয় প্রার্থনা করল, আর ব্যর্থ হল সকল স্বেচ্ছাচারী, হটকারী। (১৪:১৫)	وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ	বিজয় প্রার্থনা করা	اِسْتَفْتَحَ–يَسْتَفْتِحُ
তারা আল্লাহর অনুগ্রহ চিনে। (১৬:৮৩)	يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ	চেনা	عَرَفَ–يَعْرِفُ
তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। (৪৯:১৩)	وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا	একে অপরকে চিনা, পরস্পরে পরিচিত হওয়া	تَعَارَفَ–يَتَعَارَفُ
তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (২২:৫৭)	لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ	অপমানজনক, লাঞ্ছনাদায়ক	مُهِينٌ
এবং ধন-ভান্ডার ও সম্মানজনক স্থান। (২৬:৫৮)	وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ	সম্মানজনক	كَرِيمٌ
সে আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে। (৪৫:৮)	يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ	শোনা	سَمِعَ–يَسْمَعُ
বল আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। (৭২:১)	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا	কানপেতে শোনা, কানখাড়া করা, উৎকর্ণ করা, শ্রুতিমুগ্ধ হওয়া, মনোনিবেশ করা	اِسْتَمَعَ–يَسْتَمِعُ
আপনি কি বধিরকে শোনাতে	أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ	শোনানো, কানে	أَسْمَعَ–يُسْمِعُ

www.banglakitab.weebly.com

পারবেন। (৪৩:৪০)		দেওয়া,	
তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক। (৫২:৩৮)	فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ	শ্রোতা, শ্রবণকারী,	مُسْتَمِعٌ
তুমি শুনাতে সক্ষম নন যারা কবরে আছে। (৩৫:২২)	وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ	উৎকর্ণকারী, কর্ণগতকারী	مُسْمِعٌ
শোন, না শোনার মত। (৪:৪৬)	وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ	শ্রবণযোগ্য, শ্রবণীয়,	مُسْمَعٌ

২১। সুরা বাকারাহ (৯৩-১১৪)

কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি সিঞ্চিত করা হয়েছিল। (২:৯৩)	وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ	শুষে নেয়া, গেড়ে বসা, সিঞ্চিত করা	أَشْرَبَ–يُشْرِبُ
তোমাদের ঈমান কতই না নিকৃষ্ট! নির্দেশ দেয়। (২:৯৩)	بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ	কতই না নিকৃষ্ট!	بِئْسَ
তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট। (১৬:৫৯)	أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ	মন্দ হওয়া, নিকৃষ্ট হওয়া,	سَاءَ–يَسُوءُ
কতই না উত্তম! বান্দা। (৩৮:৪৪)	نِّعْمَ الْعَبْدُ	কতই না উত্তম!	نِعْمَ
আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৪:৬৯)	وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا	সুন্দর হওয়া, উত্তম হওয়া,	حَسُنَ–يَحْسُنُ
এইসব চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ ভাবে আমাদের পুরুষদের জন্যে। (৬:১৩৯)	هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا	একতরফা, খাঁটি, বিশুদ্ধ	خَالِصَةٌ
যারা বিশেষভাবে তোমাদের মধ্যে জুলুম করেছে। (৮:২৫)	الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً	বিশেষত, বিশেষভাবে, বৈশিষ্ট্য	خَاصَّةٌ

সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু সামনে পাঠাতাম! (৮৯:২৪)	يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي	সামনেপাঠানো	قَدَّمَ–يُقَدِّمُ
সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যা কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল। (১০:৩০)	هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ	অতীতে করা, পূর্বে করা,	أَسْلَفَ–يُسْلِفُ
তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৯৩:৭)	وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ	পাওয়া	وَجَدَ
তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। (৩৩:৬১)	أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا	নাগাল পাওয়া, ধরে ফেলা	ثَقِفَ–يَثْقَفُ
অতঃপর যদি জানা যায় তারা উভয়ই পাপে লিপ্ত হয়েছে। (৫:১০৭)	فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا	অবহিত করা, জ্ঞাত করা, অবগত করা, প্রকাশ করা,	عَثَرَ–يَعْثُرُ
বরং আমরা অনুসরণ করবো যার উপর আমাদের বাব-দাদাদের দেখেছি। (২:১৭০)	بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا	ঘটনাক্রমে পাওয়া, দেখতে পাওয়া, প্রত্যক্ষ করা	أَلْفَى–يُلْفِي
এমনিভাবে আমি তাদের প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। (১৮;২১)	وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ	অবহিত করা, জ্ঞাত করা, অবগত করা,	أَعْثَرَ–يُعْثِرُ
নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর সাথে অংশীদারস্থাপন করো যার কোন প্রমান তিনি তোমাদের উপর নাযিল করেননি। (৬:৮১)	أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا	অংশীদারস্থাপন করা	أَشْرَكَ–يُشْرِكُ
নিশ্চইয় শিরক করা বড় জুলুম। (৩১:১৩)	إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ	শরীক করা, অংশীদার করা	شِرْكٌ
মুশরিকদের কাছে কঠিন মনে হয়	كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا	মুশরিক, আল্লাহর	مُشْرِكٌ (مُشْرِكَةٌ)

www.banglakitab.weebly.com

(ج) مُشْرِكُونَ (مُشْرِكَاتٌ)	সঙ্গে শিরককারী, করীককারী	تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ	যেদিকে তুমি তাদের আহবান করছ। (৪২:১৩)
عَمَّرَ–يُعَمِّرُ	বয়স দেয়া, আয়ু দেওয়া	يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ	তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর বয়স দেওয়া হয়। (২:৯৬)
سَنَةٌ	বছর	يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ	যেন হাজার বছর আয়ু দেওয়া হয়। (২:৯৬)
عَامٌ	বছর, বৎসর, সাল, অব্দ	فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا	সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। (২৯:১৪)
حِجَّةٌ (ج) حِجَجٌ	বছর, সাল	تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ	তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে। (২৮:২৭)
مُزَحْزِحٌ	যিনি দূর করেন বা সরান	وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ	এটি তাদের আযাব থেকে দূরে সরাতে পারবেনা। (২:৯৬)
كَاشِفٌ (كَاشِفَةٌ) (ج) كَاشِفُونَ (كَاشِفَاتٌ)	উন্মোচক, মোচক, নিবারক,	وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ	আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। (৬:১৭)
إِذْنٌ	অনুমতি	يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ	তার ফসল বের হয় তার রবের অনুমুতিতে। (৭:৫৮)
اسْتَأْذَنَ–يَسْتَأْذِنُ	অনুমতি চাওয়া	إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ	যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তারাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

www.banglakitab.weebly.com

(২৪:৬২)	بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ		
তবে তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত ঘরসমূহে প্রবেশ করোনা অনুমতি গ্রহণ না করে। (২৪:২৭)	لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا	অনুমতি নেয়া, জানান দেয়া, জ্ঞানগোচর করা	اسْتَأْنَسَ– يَسْتَأْنِسُ
ছুড়ে ফেলল একটি দল যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল। (২:১০১)	نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ	নিক্ষেপকরা, ছুঁড়ে ফেলা	نَبَذَ–يَنْبِذُ
অতঃপর সে লাঠি নিক্ষেপ করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। (২৬:৩২)	فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ	নিক্ষেপ করা, পেশ করা, রাখা, দেওয়া	أَلْقَى–يُلْقِي
আমি তোমার প্রতি ঢেলে দিয়েছিলাম আমার পক্ষ থেকে। (২০:৩৯)	وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي	নিক্ষেপ করা, ছুড়ে মারা, আঘাত হানা	قَذَفَ–يَقْذِفُ
আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ। (৮:১৭)	وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ	নিক্ষেপ করা. ছুড়ে মারা, অপবাদ দেওয়া,	رَمَى–يَرْمِي
তিনিই জনপদকে শুন্যে উত্তোলন করে ভূমিস্মাৎ করেছেন। (৫৩:৫৩)	وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ	ধ্বংস করা, ভূমিস্মাৎ করা, আছাড় মারা,	أَهْوَى–يُهْوِي
এবং যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের মুখ উপড়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে। (২৭:৯০)	وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ	উল্টে ফেলা, উপুড় করে ফেলা,	كَبَّ–يَكبُّ
অতঃপর তাতে তাদের উপুড় করে ফেলা হবে এবং অপরাধীদেরও। (২৬:৯৪)	فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ	উল্টে ফেলা, উপুড় করে ফেলা,	كَبْكَبَ– يُكَبْكِبُ
অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। (৭:১১৫)	وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ	উপস্থাপক, পেশকারী,	مُلْقٍ (ج) مُلْقِيَاتٌ

www.banglakitab.weebly.com

এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া, হবে। (৮৪:১০)	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ	পিঠ	ظَهْرٌ (ج) ظُهُورٌ
এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী। (১২:২৭)	وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ	পিঠ, পৃষ্ঠ, পশ্চাৎ, পৃষ্ঠদেশ, পিছন, বিপরীতদিক	دُبُرٌ (ج) أَدْبَارٌ
এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে। (৮৬:৭)	يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ	মেরুদণ্ড, শিরদাঁড়া, ঔরস, পিঠ	صُلْبٌ (ج) أَصْلَابٌ
এবং আকাশ ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। (২৪:৪২)	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	রাজত্ব, কর্তৃত্ব	مُلْكٌ (مَلَكَ–يَمْلِكُ)
তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অধিকার আছে। (৪:৫৩)	أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ	করায়ত্ব, আয়ত্তাধীন, ইচ্ছাধীন,	مَلْكٌ
আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি। (১৪:২২)	وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ	প্রতাপ, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, দলীল,	سُلْطَانٌ
এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব সত্য আল্লাহর। (১৮:৪৪)	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ	রক্ষণাবেক্ষণ, অভিভাবকত্ব,	وَلَايَةٌ
এবং তারা বলে এই তো স্পষ্ট জাদু। (৩৭:১৫)	وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ	জাদু	سِحْرٌ (سَحَرَ–يَسْحُرُ)
এবং বলল জাদুকর নাহয় পাগল। (৫১:৩৯)	وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ	জাদুকর	سَاحِرٌ (ج) سَحَرَةٌ
তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকর কে উপস্থিত করে।	يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ	বিজ্ঞ জাদুকর,	سَحَّرَةٌ

(২৬:৩৭)			
তোমরা তো এক যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (১৭:৪৭)	تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا	জাদুগ্রস্থ	مَسْحُورٌ
তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের একজন। (২৬:১৮৫)	قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ	জাদুগ্রস্ত, মায়ামুগ্ধ	مُسَحَّرٌ (ج) مُسَحَّرُونَ
আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (৫৮:১০)	وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ	যে ক্ষতি করে	ضَارٌّ (ج) ضَارُّونَ
আমি তোমাদের কোন ক্ষতি কিংবা পথ দেখানোর মালিক নই। (৭২:২১)	إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا	ক্ষতি করা	ضَرَّ–يَضُرُّ
কোন লেখক ও সাক্ষীর অনিষ্টকারী নাই। (২:২৮২)	وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ	ক্ষতিকারক, ক্ষতিকারী,	ضَارَّ–يُضَارُّ (ضِرَارٌ)
সেদিন কোন ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি উপকারে আসবে না। (২৬:৮৮)	يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ	উপকার করা	نَفَعَ–يَنْفَعُ
তারা বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, আমাদের রাখাল। (৪:৪৬)	وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ	রাখাল	رَاعٍ (ج) رِعَاءٌ
তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুস্পদ জন্তু চরাও। (২০:৫৪)	كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ	পশু চরানো	رَعَى–يَرْعَى (رِعَاعَةٌ)
সেখান থেকে তোমরা পান কর	لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ	চরানো,	أَسَامَ–يُسِيمُ

	চারণভূমিতে ছেড়ে দেওয়া	شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ	এবং সেখান থেকেই উদ্ভিদ হয়, যেখানে তোমরা চরতে দাও। (১৬:১০)
مَرْعَى	চারণভূমি	وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ	এবং যিনি চারণভূমি বের করেন। (৮৭:৪)
اِخْتَصَّ–يَخْتَصُّ	একান্ত বানানো, বিশেষিত করা, স্বাতন্ত্র্য বানানো	يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ	তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষিত করেন তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা। (৩:৭৪)
اِجْتَبَى–يَجْتَبِي	পছন্দ করা, মনোনীত করা	هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ	তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা রাখেননি। (২২:৭৮)
أَخْلَصَ–يُخْلِصُ	একনিষ্ঠ বানানো, বেছে নেয়া, বিশুদ্ধ করা	إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ	নিশ্চয়ই আমি তাদের একনিষ্ঠ করেছিলাম বিশেষভাবে পরকালের স্মরণ দ্বারা। (৩৮:৪৬)
اِسْتَخْلَصَ–يَسْتَخْلِصُ	একান্ত বানানো, পছন্দ করা, মনোনীত করা	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي	এবং বাদশাহ বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস আমি তাকে আমার জন্য মনোনীত করবো। (১২:৫৪)
اِصْطَنَعَ–يَصْطَنِعُ	পছন্দমতো গড়া, মনোনীত করা, পছন্দ করা	وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي	আমি তোমাকে নিজের জন্য পছন্দমতো গড়ে নিয়েছি। (২০:৪১)
اِخْتَارَ–يَخْتَيِرُ	পছন্দ করা, বাছাই করা, মনোনীত করা,	وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا	আর মূসা বেছে নিলেন তার সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। (৭:১৫৫)
تَخَيَّرَ–يَتَخَيَّرُ	পছন্দ করা, বাছাই করা, মনোনীত করা,	وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ	আর ফল-মুল তারা যা পছন্দ করে। (৫৬:২০)

مُصْطَفَى (ج) مُصْطَفُونَ	মনোনীত, নির্বাচিত	وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ	আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও উত্তম। (৩৮:৪৭)
نَسَخَ–يَنْسَخُ	রহিত করা, দূর করা, মুছে দেওয়া	فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ	অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা নিক্ষেপ করে। (২২:৫২)
تَبَدَّلَ–يَتَبَدَّلُ	বিনিময় করা, বদল করা, পরিবর্তন করা	وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ	যে কেউ ঈমানের সাথে কুফরকে পরিবর্তন করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২:১০৮)
بَدَلٌ	পরিবর্তন, বিনিময়, বদল	بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا	জালিমদের জন্য কতইনা নিকৃষ্ট বিনিময়। (১৮:৫০)
حَسَدٌ (حَسَدَ–يَحْسُدُ)	হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা	وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (১১৩:৫)
حَاسِدٌ	হিংসুক, বিদ্বেষী, পরশ্রীকাতর	وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ	এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে। (১১৩:৫)
تَبَيَّنَ–يَتَبَيَّنُ	স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, পরিষ্কার হওয়া	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ	যতক্ষণ না তাদের জন্য স্পষ্ট হয় যে, এটি সত্য। (৪১:৫৩)
اِسْتَبَانَ–يَسْتَبِينُ	স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশিত হওয়া, পরিষ্কার হওয়া	وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ	আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি-যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। (৬:৫৫)
صَفَحَ–يَصْفَحُ (صَفْحٌ)	উপেক্ষা করা	فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ	অতএব, আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং বলুন, ”সালাম”। (৪৩:৮৯)

وَدَعَ–يَدَعُ	বিদায় করা, ছেড়ে দেওয়া, পরিত্যাগ করা	وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ	এবং তাদের উৎপীড়ন পরিত্যাগ করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। (৩৩:৪৮)
أَسْلَمَ–يُسْلِمُ	আত্মসমর্পণকরা	إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ	আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি প্রথম আত্মসমর্পণকারী হই। (৬:১৪)
دَانَ–يَدِينُ	ধর্ম গ্রহণ করা, ধর্ম মনোনীত করা	وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ	এবং তারা ধর্ম হিসেবে মনোনীত করেনা সত্য ধর্ম কে। (৯:২৯)
مُسْلِمٌ	অনুগত, আত্মসমর্পণকারী, আজ্ঞাবহ	وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ	এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী। (২:১৩৩)
مُسْتَسْلِمٌ (ج) مُسْتَسْلِمُونَ	শান্তিকামী, আত্মসমর্পণকারী, অনুগত	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ	বরং তারা আজকের দিনে আত্নসমর্পণকারী। (৩৭:২৬)
وَجْهٌ (ج) وُجُوْهٌ	চেহারা	وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	আর থেকে যাবে মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা। (২৫;২৭)
مَسْجِدٌ (ج) مَسَاجِدُ	মসজিদ, সিজদার স্থান	وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا	নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য অতএব আল্লাহর সাথে অন্যদের ডেকো না। (৭২:১৮)
صَوْمَعَةٌ (ج) صَوَامِعُ	আশ্রম, মঠ	لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)
بَيْعَةٌ (ج) بِيَعٌ	গির্জা	لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)
صَلَاوَاتٌ	ইহুদিদের	لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ	তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিস্টান

www.banglakitab.weebly.com

সন্ন্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ। (২২:৪০)	وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	উপাসনালয়	
এবং মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। (৫৩:৩৯)	وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ	চেষ্টাকরা	سَعى–يَسْعَى (سَعْيٌ)
যে আপ্রাণ চেষ্টা করে, সে তো নিজের জন্যেই আপ্রাণ চেষ্টা করে। (২৯:৬)	وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ	আপ্রাণ চেষ্টা করা, শক্তি ব্যয় করা, যুদ্ধ করা	جَاهَدَ–يُجَاهِدُ (جِهَادٌ)
অতঃপর সে সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন। (২৮:২১)	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا	ভীত, যারা ভয় করে	خَائِفٌ (ج) خَائِفُونَ
তুমি কাফেরদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে। (৪২:২২)	تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ	ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত,	مُشْفِقٌ (ج) مُشْفِقُونَ
সেদিন অনেক হৃদয় বিচলিত হবে। (৭৯;৮)	قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ	বেগবান, ধাবমান, কম্পমান	وَاجِفَةٌ

২২। সুরা বাকারাহ (১১৫-১১৫)

পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই। (২:১১৫)	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ	পূর্ব	مَشْرِقٌ (ج) مَشَارِقُ
যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। (২৪:৩৫)	لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ	পূর্বদিকস্থ, পূর্বমুখী	شَرْقِيٌّ، شَرْقِيَّةٌ
পূর্ব ও পশ্চিম আল্লারই। (২:১১৫)	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ	পশ্চিম	مَغْرِبٌ (ج) مَغَارِبُ
যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও	لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ	পশ্চিমা, পাশ্চাত্য,	غَرْبِيٌّ

নয়। (২৪:৩৫)		পশ্চিমমুখী	
আমরা ওখানে অন্য দলটিকে কাছে নিয়ে এলাম। (২৬:৩৫)	وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ	ওখানে	ثَمَّ
তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। (২৫:১৩)	دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا	সেখানে, ওখানে, ওই স্থানে,	هُنَالِكَ
আমরা এখানে নিহত হতাম না। (৩:১৫৪)	مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا	অত্র, এখানে, এই স্থানে	هَاهُنَا
নিশ্চয়ই আমার পৃথিবী বিস্তৃত। (২৯:৫৬)	إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ	বিস্তৃত, ব্যাপক, প্রশস্ত	وَاسِعٌ، وَاسِعَةٌ
এবং দীর্ঘ ছায়ায়। (৫৬:৩০)	وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ	দীর্ঘ, প্রলম্বিত, বিস্তৃত, প্রসারিত,	مَمْدُودٌ
দীর্ঘকায় খুঁটিতে। (১০৪:৯)	فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ	দীর্ঘ, প্রলম্বিত, বিস্তৃত,	مُمَدَّدَةٌ
সুতরাং অবশ্যই তার জন্য সংকীর্ণ জীবন। (২০:১২৪)	فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا	সংকীর্ণ, সঙ্কটাপন্ন, দুরাবস্থাপন্ন,	ضَنْكٌ
তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন। (৬:১২৫)	يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا	সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, অপ্রসন্ন	ضَيِّقٌ
এবং তাতে তোমার মন সংকীর্ণ হবে। (১১:১২)	وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ	সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, অপ্রসন্ন	ضَائِقٌ
সবই তার অনুগত। (৩০:২৬)	كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ	অনুগত	قَانِتٌ (ج) قَانِتُونَ (قَانِتَاتٌ)
আমরা নিষ্ঠার সাথে সেগুলোর উপসনাকারী হয়ে থাকব। (২৬:৭১)	فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ	অবস্থানকারী, বাসকারী, উপাসনাকারী	عَاكِفٌ (ج) عَاكِفُونَ
তারা দুজন বলল আমরা সদিচ্ছায় এসেছি। (৪১:১১)	قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ	অনুগত, অনুগতাবস্থায়, সদিচ্ছায়	طَائِعٌ (ج) طَائِعُونَ

www.banglakitab.weebly.com

বল, হ্যাঁ এবং তোমরা লাঞ্ছিত। (৩৭:১৮)	قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ	অপমানিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত,	دَاخِرٌ (ج) دَاخِرُونَ
এবং সত্য তাদের পক্ষে হলে, তার কাছে তারা বিনীত হয়ে আসে। (২৪:৪৯)	وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ	অনুগত, বিনীত, বশ্যতা স্বীকারকারী	مُذْعِنٌ (ج) مُذْعِنُونَ
নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (১৯:৪৪)	إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا	অবাধ্য	عَصِيٌّ
এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের। (২২:৩)	وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ	বড়াইকারী, অবাধ্য, বিদ্রোহী,	مَارِدٌ، مَرِيدٌ
নিশ্চয়ই সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (৭৪:১৬)	إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا	বিরুদ্ধাচরণকারী, বিরুদ্ধবাদী, জেদী,	عَنِيدٌ
অতঃপর মনস্থ করেছেন নির্দিষ্টকালের। (৬:২)	ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا	সিদ্ধান্ত নেয়া, মনস্থ করা	قَضَى–يَقْضِي
এবং যিনি পরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন। (৮৭:৩)	وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ	নির্ধারিত করা, ধার্য করা	قَدَّرَ–يُقَدِّرُ (تَقْدِيرٌ)
এতে প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়। (৪৪:৪)	فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ	নির্ধারিত করা,	أَفْرَقَ–يُفْرِقُ
মূলত তাদের ফয়সালা আল্লাহর কাছে। (৬:১৫৯)	إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ	কাজ, নির্দেশ, বিষয়, কথা, শাস্তি, ফয়সালা	أَمْرٌ (ج) أُمُورٌ
আল্লাহ কিতাব, প্রজ্ঞা এবং নবুওয়ত দিবে। (৩:৭৯)	يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ	আদেশ, আইন, বিচার, প্রজ্ঞা, বিচারক দণ্ডাদেশ	حُكْمٌ
নিশ্চয়ই গরুটি আমাদের অনুরুপ। (২:৭০)	إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا	অনুরূপ হওয়া	تَشَابَهَ–يَتَشَابَهُ

www.banglakitab.weebly.com

অথচ তাদেরকে ধাঁধাগ্রস্ত করা হয়েছিল। (৪:১৫৭)	وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ	অনুরূপ করা, সদৃশ করা, সন্দিহান করা,	شَبَّهَ–يُشَبِّهُ
এরা অনুকরণ করে পূর্ববর্তী কাফেরদের কথার মত। (৯:৩০)	يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ	অনুরূপ করা, অনুকরণ করা	ضَاهَأَ–يُضَاهِئُ
তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। (১০৫:৩)	وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ	প্রেরণ করা	أَرْسَلَ–يُرْسِلُ
এবং নিশ্চয়ই আমি তাদের প্রতি প্রেরণকারী। (২৭:৩৫)	وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم	প্রেরক, প্রেরণকারী	مُرْسِلٌ (مُرْسِلَةٌ) (ج) مُرْسِلُونَ
হে রসূল, পৌছে দাও যা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি তুমি এরূপ না কর, তবে তুমি তাঁর পয়গাম পৌছালে না। (৫:৬৭)	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ	রিসালাত, নবুওয়াত, পয়গাম, বার্তা, সংবাদ	رِسَالَةٌ (ج) رِسَالَاتٌ
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হল। (৯৮:৮)	رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ	সন্তুষ্ট হওয়া	رَضِيَ–يَرْضَى
তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে। (৯:৮)	يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ	রাজি করা, তুষ্ট করা, সন্তুষ্ট করা, তৃপ্ত	أَرْضَى– يُرْضِي
তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (৮৯:২৮)	ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً	সন্তুষ্টচিত্ত, আত্মতুষ্ট, সন্তুষ্ট, খুশি, সুখী,	رَاضِيَةٌ، رَضِيٌّ
এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দের সাথে ফিরে যাবে।	وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا	সহাস্য, সানন্দে, হাস্যবদনে,	مَسْرُورٌ

www.banglakitab.weebly.com

(৮৪:৯)		আনন্দের সঙ্গে	
তোমার পালনকর্তা তোমাকে ত্যাগ করেনি এবং তাচ্ছিল্য ও করেনি। (৯৩:৩)	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ	ঘৃণা করা, তুচ্ছ ভাবা, তাচ্ছিল্য করা,	قَلَى –يَقْلِي
সবাই ইব্রাহীমের ধর্মের একনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ কর। (৩:৯৫)	فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا	ধর্ম	مِلَّةٌ
দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। (২:২৫৬)	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ	ধর্মমত, ইসলাম, মতাদর্শ,	دِينٌ
এবং নিজেকে প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে। (৭৯:৪০)	وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ	প্রবৃত্তি, কামনা	هَوًى (ج) أَهْوَاءٌ
তিনি বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। (২:১২৪)	قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا	নেতা, পথপ্রদর্শক,	إِمَامٌ (ج) أَئِمَّةٌ
আমরা আমাদের নেতাদের কথা অনুসরন করেছিলাম। (৩৩:৬৭)	إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا	সর্দার, নেতা, মালিক, স্বামী,	سَيِّدٌ (ج) سَادَةٌ
মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয়দের দেখনি? (২:২৪৬)	أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ	নেতা, নেতৃস্থানীয়, সর্দার,	مَلَأٌ
আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। (৫:১২)	وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا	সর্দার, দলপতি, নেতা	نَقِيبٌ
সে সেখানে মান্যবর, বিশ্বাসভাজন। (৮১:২১)	مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ	মান্যবর, অনুসৃত	مُطَاعٌ
তুমিও তাদের কেবলার অনুসারী না। (২:১৪৫)	وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ	অনুগামী, অনুসারী, অধীন, অনুচর	تَابِعٌ (ج) تَابِعُونَ

www.banglakitab.weebly.com

নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। (১৪:২১)	إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا	অনুগামী, অনুসারী, অধীন, অনুচর	تَبَعٌ
এবং নিশ্চয়ই আমরা তাদেরই পদাংকের অনুসারী। (৪৩:২৩)	وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ	অনুসরণকারী, মুক্তাদী, অনুসারী	مُقْتَدٌ (ج) مُقْتَدُونَ
এরাই কি তারা যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করে বলতে এদের আল্লাহ রহমাতের অন্তর্ভূক্ত করবেন না। (৭:৪৯)	أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ	অন্তর্ভূক্ত করা	نَالَ–يَنَالُ (نَيْلٌ، نَيْلَةٌ)
আমি ঘরটিকে মানুষের জন্য করেছিলাম তীর্থস্থান ও নিরাপদ। (২:১২৫)	جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا	তীর্থস্থান, আশ্রয়স্থল	مَثَابَةٌ
দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি শেষ করবো না। (১৮:৬০)	لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ	মিলনস্থল, মোহনা	مَجْمَعٌ
তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। (২৪:৫৫)	وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا	নিরাপত্তা, শান্তি, অভয়, স্বস্তি	أَمْنٌ، أَمَنَةٌ
তাদের সাথে যুদ্ধ করোনা, এবং তাদের নিরাপত্তা প্রদান কর। (৪:৯০)	فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ	সালাম, অভিবাদন, সংবর্ধনা, শান্তি, নিরাপত্তা	سَلْمٌ، سَلَمٌ، سَلَامٌ
নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে। (৪৪:৫১)	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ	স্থান	مَقَامٌ
তোমাদের জন্য কোন অবস্থানস্থল নেই, অতএব তোমারা ফিরে যাও। (৩৩:১৩)	لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا	অবস্থানস্থল, বাসস্থান, ঠাই	مُقَامٌ

www.banglakitab.weebly.com

বাতাস তাকে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে ফেললো। (২২:৩১)	تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ	স্থান, জায়গা, বাসস্থান, স্বস্থান, আলয়, গৃহ	مَكَانٌ
পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল। (২৮:৩০)	نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ	ভূমি, প্রান্তর	بُقْعَةٌ
তোমরা ইব্রাহীমের জায়গা থেকে সালাতেরস্থান বানাও। (২:১২৫)	وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى	সালাতেরস্থান	مُصَلًّى
আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমার গৃহকে পবিত্র করার। (২:১২৫)	وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ	পবিত্রকরা	طَهَّرَ–يُطَهِّرُ (تَطْهِيرٌ)
আর এ জন্য আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পবিত্র করতে চান। (৩:১৪১)	وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا	বিশুদ্ধ করা, খাটি করা, পরিশোধন করা,	مَحَّصَ–يُمَحِّصُ
তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও সংশোধিত করতে পার। (৯:১০৩)	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا	পবিত্র করা, সংশোধিত করা, আত্মশুদ্ধি করা,	زَكَّى–يُزَكِّي
এবং কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্রকারী। (৩:৫৫)	وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا	পবিত্রকারী, শুদ্ধিকারী,	مُطَهِّرٌ
আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমার গৃহকে পবিত্র করার তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্য। (২:১২৫)	وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ	তাওয়াফকারী	طَائِفٌ (ج) طَائِفُونَ (طَافَ–يَطُوفُ)

www.banglakitab.weebly.com

طَوَّافٌ (ج) طَوَّافُونَ	বিচরণশীল, ঘুরঘুরকারী, যে ঘুরে ফিরে আসে,	طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ	তোমরা একে অপরের কাছে বিচরণশীল। (২৪:৫৮)
تَطَوَّفَ–يَتَطَوَّفُ		وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ	এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে। (২২:২৯)
آمِنٌ (آمِنَةٌ) (ج) آمِنُونَ	নিরাপদ, নিঃশঙ্ক, অভয়	وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ	সেদিন তারা গুরুতর অস্থিরতা থেকে নিরাপদ থাকবে। (২৭:৮৯)
مَكِينٌ	সুপ্রতিষ্ঠিত, সুদৃঢ়, অটল, সম্মানিত	ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ	অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত অটল স্থানে স্থাপিত করেছি। (২৩:১৩)
سَالِمٌ (ج) سَالِمُونَ	নিরাপদ, সুস্থ, সবল, সক্ষম, সুস্থির	وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ	এবং তাদের ডাকা হত সিজদার জন্য যখন তারা সুস্থ-সবল ছিল। (৬৮:৪৩)
مَأْمُونٌ	নিঃশঙ্ক বস্তু, নিরাপদ, সংরক্ষিত	إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ	নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক না। (৭০:২৮)
مَأْمَنٌ	আশ্রয়কেন্দ্র, ভরসাস্থল,	ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ	অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবে। (৯:৬)
مَتَّعَ–يُمَتِّعُ	উপভোগকরানো, ভোগ করতে দেয়া	بَلْ مَتَّعْنَا هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ	বরং আমি এদের ও তাদের বাপ-দাদাদের ভোগ করতে দিয়েছিলাম। (২১:৪৪)
تَمَتَّعَ–يَتَمَتَّعُ	ভোগ করা, উপভোগ করা, সম্ভোগ করা,	وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ	এবং অল্প উপভোগ করে নাও নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী। (৭৭:৪৬)

২৩। সুরা বাকারাহ (১২৬-১৫৭)

অতঃপর তাকে বাধ্য করবো আগুনের শাস্তির দিকে। (২:১২৬)	ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ	বাধ্যকরা	اضْطَرَّ–يَضْطَرُّ
তুমি কি মানুষকে বাধ্য করবে ? (১০:৯৯)	أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ	শক্তি খাটানো, বাধ্য করা	أَكْرَهَ–يُكْرِهُ
আমি কি তা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাধ্যতামূলক করে দিতে পারি? (১১:২৮)	أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ	আবশ্যিক করা, বাধ্যতামূলক করা,	أَلْزَمَ–يُلْزِمُ
কে বিপদগ্রস্থের ডাকে সাড়া দেন যখন সে তাকে ডাকে? (২৭:৬২)	أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ	ক্ষতিগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, নিরুপায়,	مُضْطَرٌّ
এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। (২৪:৪২)	وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ	গন্তব্যস্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল	مَصِيرٌ
এবং তাঁর দিকেই তওবারস্থল। (১৩:৩০)	وَإِلَيْهِ مَتَابِ	প্রত্যাবর্তনস্থল, তওবাস্থল	مَتَابٌ
নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদা আগমনস্থলে। (১৯:৬১)	إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا	গন্তব্য, আগমনস্থল	مَأْتِيٌّ
যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি উত্তোলন করছিল। (২:১২৭)	وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ	ভিত্তি	قَاعِدَةٌ (ج) قَوَاعِدُ
এবং আমাদের ইবাদতেরপন্থা দেখিয়ে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। (২:১২৮)	وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا	ইবাদাতেরপন্থা	مَنْسَكٌ (ج) مَنَاسِكُ
আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদতের একটি বিধি-বিধান	لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا	বিধান পালনকারী	نَاسِكٌ

দিয়েছি,তারা সে বিধান পালনকারী। (২২:৬৭)	هُمْ نَاسِكُوهُ		
এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা। (৩৮:২০)	وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ	প্রজ্ঞা, সূক্ষ্ম জ্ঞান, বিচারশক্তি, সুন্নাত	حِكْمَةٌ
আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করতে অসিয়ত করেছি। (৪৬:১৫)	وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا	অসিয়ত করা	وَصَّى-يُوَصِّي (تَوْصِيَةٌ)
আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। (৪:১২)	وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ	ওসিয়ত, উপদেশ, নসীহত, নির্দেশ	وَصِيَّةٌ
যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের (২:১৮২)	فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا	ওসিয়তকারী, পরামর্শদাতা,	مُوصٍ
যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়। (২:১৮০)	إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ	উপস্থিত হওয়া, বিদ্যমান হওয়া, আসা, পৌঁছা	حَضَرَ-يَحْضُرُ
নিশ্চয়ই তোমাদের উপাস্য এক। (৩৭:৪)	إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ	উপাস্য, মাবুদ, আরাধ্য	إِلَاهٌ (ج) آلِهَةٌ
যে অস্বীকার করবে মিথ্যা উপাস্যের এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে এমন এক দৃঢ় রজ্জু ধারন করল যা কখনো ভাংবে না। (২:২৫৬)	فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	মিথ্যা উপাস্য	طَاغُوتٌ
একনিষ্ঠ ভাবে ইব্রাহীমের ধর্মের অনুসরণ কর। (৩:৯৫)	فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا	একনিষ্ঠ, সৎপরায়ণ, আল্লাহমুখী	حَنِيفٌ (ج) حُنَفَاءُ
বরং যারা কাফের, তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। (৩৮:২)	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ	বিরোধ, মতভেদ	شِقَاقٌ

	وَشِقَاقٍ		
মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক ঝগড়াটে। (১৮:৫৪)	وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا	ঝগড়াকারী, ঝগড়াটে, ঝগড়াচ্ছলে	جَدَلٌ
বরং সে অধিকতর ঝগড়াটে। (২:২০৪)	وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ	শত্রুতা, কলহ, ঝগড়া,	خِصَامٌ
নিশ্চয়ই এটা বাস্তব সত্য, জাহান্নামীদের এই পারস্পারিক বাকবিতণ্ডা। (৩৮:৬৪)	إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ	পরস্পর ঝগড়া করা, বাকবিতণ্ডা করা,	تَخَاصُمٌ
আল্লাহ তোমাদের উভয়ের সংলাপ শুনেন। (৫৮:১)	وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا	তর্কাতর্কি করা, বাদানুবাদ করা,	تَحَاوُرٌ
আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪৮:২৮)	وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا	যথেষ্টহওয়া	كَفَى–يَكْفِي
হে নাবী! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে। (৮:৬৪)	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	যথেষ্ট, বদলা, শুধুমাত্র	حَسْبٌ
আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? (৩৯:৩৬)	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ	যথেষ্ট, রক্ষণশীল, অনেক বেশি	كَافٍ
বল, আমি কেবল আল্লাহরই ইবাদত করি, তাঁর জন্য আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে। (৩৯:১৪)	قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي	একনিষ্ঠ, একাগ্রচিত্ত	مُخْلِصٌ (ج) مُخْلِصُونَ
তাদের মধ্য থেকে আপনার মনোনীত বান্দারা ছাড়া। (৩৮:৮৩)	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ	মনোনীত, আত্মনিষ্ঠ, সংযত	مُخْلَصٌ (ج) مُخْلَصُونَ
অতঃপর তাদের জন্য সাক্ষ্য হচ্ছে, তারা আল্লাহর কসম করে চারবার	فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ	সাক্ষ্য	شَهَادَةٌ (ج)

সাক্ষ্য দিবে, যে সে সত্যবাদী। (২৪:৬)	شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ		شَهَادَاتٌ (شَهِدَ–يَشْهَدُ)
তাদের নিজেদের উপর সাক্ষী করলাম, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। (৭:১৭২)	وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا	সাক্ষী বানানো, উপস্থিত করা, হাজির করা	أَشْهَدَ–يُشْهِدُ
সাক্ষী দিতে বল তোমাদের মধ্য থেকে দুজন পুরুষকে। (২:২৮২)	وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ	সাক্ষ্য দিতে বলা, সাক্ষী বানানো	اسْتَشْهَدَ–يَسْتَشْهِدُ
এবং সাক্ষ্য দিয়েছে বানী ইসরাইলের মধ্য থেকে একজন সাক্ষ্যদাতা তার উপর এবং ঈমান এনেছে আত তোমরা অহংকার করছ। (৪৬:১০)	وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ	সাক্ষী, সাক্ষ্যদাতা, প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষীস্বরূপ	شَاهِدٌ (ج) شُهُودٌ، أَشْهَادٌ
অবশ্যই আমি তোমাকে সে কেবলার দিকেই ফিরিয়ে দেব যেটিকে তুমি পছন্দ কর। (২:১৪৪)	فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا	ক্বিবলা, সালাতে মুখ করার দিক	قِبْلَةٌ
আর এভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি। (২:১৪৩)	وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا	মধ্যপন্থী	وَسَطٌ
যদি সে মারা যায়, অথবা নিহত হয় এর ফলে কি তোমরা ফিরে যাবে? (৩:১৪৪)	أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ	গোড়ালি, পরিনাম, ফলাফল	عَقِبٌ (ج) أَعْقَابٌ
মাসেহ কর তোমাদের মাথা এবং তোমাদের পা, দুই টাখনু পর্যন্ত।(৫:৬)	وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ	গোড়ালির উপরস্থ উঁচু হাড্ডি, পায়ের টাখনু,	كَعْبٌ

www.banglakitab.weebly.com

তারা স্বলাতকে নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। (১৯:৫৯)	أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ	নষ্টকরেদেয়া	أَضَاعَ–يُضِيعُ
অতঃপর আল্লাহ তাদের কাজগুলোকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। (৩৩:১৯)	فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ	নষ্ট করা, ব্যর্থ করা, নিষ্ফল করা, ধ্বংস করা	أَحْبَطَ–يُحْبِطُ
হে ঈমানদারগন খোটা এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানগুলো নষ্ট করে দিওনা। (২:২৬৪)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ	বাতিল করা, রহিত করা, নষ্ট করা, মিথ্যা প্রমাণিত করা	أَبْطَلَ–يُبْطِلُ
তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৪৭:৩৫)	وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ	কম করা, কমিয়ে দেওয়া, হ্রাস করা	وَتَرَ–يَتِرُ
যেদিন কিয়ামত সংগঠিত হবে সেদিন অকার্যকারীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৪৫:২৭)	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ	অনর্থকারী, অকার্যকারী	مُبْطِلٌ (ج) مُبْطِلُونَ
আমি দেখেছি তোমার চেহেরা আকাশের দিকে ঘুরে যাওয়া। (২:১৪৪)	قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ	উলটে যাওয়া, ফিরে যাওয়া, ঘুরে যাওয়া,	تَقَلُّبٌ (تَقَلَّبَ– يَتَقَلَّبُ)
আল্লাহ, তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (৪৭:১৯)	وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ	প্রত্যাবর্তনস্থল, ঘূর্ণনকেন্দ্র,	مُتَقَلَّبٌ
অতএব, তোমার চেহেরা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও। (২:১৫০)	فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	দিকে	شَطْرَ
পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখকরা সৎকর্ম নয়। (২:১৭৭)	لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ	অভিমুখ, দিক, পক্ষ, সম্মুখগতি, মোকাবেলার শক্তি	قِبَلَ

www.banglakitab.weebly.com

	وَالْمَغْرِبِ		
অতএব, তোমার চেহেরা কা'বার দিকে ফিরাও। (২:১৫০)	فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	কা'বা	الْمَسْجِدُ الحَرَامُ
প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ ফিরায়। (২:১৪৮)	وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا	লক্ষ্য, দিক	وِجْهَةٌ
প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যেদিকে সে মুখ ফিরায়। (২:১৪৮)	وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا	যে মুখ ফেরায়	مُوَلٍّ
যা থেকে তোমরা বিমুখতাপ্রদর্শনকারী। (৩৮:৬৮)	أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ	বিমুখ, বিমুখতাপ্রদর্শনকারী, অবজ্ঞাকারী	مُعْرِضٌ (ج) مُعْرِضُونَ
ভালো কাজের প্রতিযোগিতা কর। (২:১৪৮)	فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ	ধাবিতহওয়া, প্রতিযোগিতা করা	اِسْتَبَقَ–يَسْتَبِقُ
দৌড়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে। (৫৭:২১)	سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ	দৌড়াদৌড়ি করা, তারা করা, প্রতিযোগিতা করা,	سَابَقَ–يُسَابِقُ
এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (৮৩:২৬)	وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ	নিঃশ্বাস নেওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা, প্রতিযোগিতা করা	تَنَافَسَ–يَتَنَافَسُ
এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (৮৩:২৬)	وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ	আগ্রহী, উদ্যোমী, প্রতিযোগী, আকাঙ্ক্ষী	مُتَنَافِسٌ (ج) مُتَنَافِسُونَ
ক্ষুধায় উপকার করবে না। (৮৮:৭)	وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ	ক্ষুধা	جُوْعٌ (جَاعَ–يَجُوعُ)
অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাবার খাওয়ানো। (৯০:১৪)	أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي	ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধার্ত হওয়া	مَسْغَبَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

	مَسْغَبَةٍ		
এবং আল্লাহর রাস্তায় ক্ষুধার জ্বালা নেই। (৯:১২০)	وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	তীব্র ক্ষুধা, ক্ষুধার জ্বালা	مَخْمَصَةٌ
এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৭:১৩০)	وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ	কমতি, ক্ষয়-ক্ষতি	نَقْصٌ
অতএব সে কোন ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান এর ভয় করবেনা। (৭২:১৩)	فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا	ক্ষতি, অল্পমূল্য	بَخْسٌ
অতঃপর সে জুলুম ও আত্মসাত এর আশঙ্কা করবে না। (২০:১১২)	فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا	আত্মসাত করা, হজম করা, পুন্যহ্রাস করা	هَضْمٌ
নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। (১০৩:২)	إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ	ক্ষতি, খেসারত, ধ্বংস, লোকসান, সর্বনাশ	خُسْرٌ، خَسَارٌ، خُسْرَانٌ، تَخْسِيرٌ
আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ পুরোপুরি দান করবো হ্রাসকৃত বিহীন। (১১:১০৯)	وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ	হ্রাসকৃত	مَنْقُوصٌ
মূলত কোন মাসকে পিছিয়ে দেওয়া কুফরিকে বৃদ্ধি করে। (৯:৩৭)	إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ	বৃদ্ধি, অতিরিক্ত	زِيَادَةٌ
সেদিন সম্পদ ও সন্তান কোন কাজে আসবেনা। (২৬:৮৮)	يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ	সম্পদ	مَالٌ (ج) أَمْوَالٌ

www.banglakitab.weebly.com

এর নিচে ছিল তাদের দুজনের পুঞ্জিভূত সম্পদ। (১৮:৮২)	وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا	পুঞ্জীভূত সম্পদ, ভাণ্ডার, স্তুপ,	كَنْزٌ (ج) كُنُوزٌ
এবং বিলাসদ্রব্য তাতে তারা আনন্দ পেত। (৪৪:২৭)	وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ	বিলাসদ্রব্য, বিলাস সামগ্রী	نَعْمَةٌ
তোমাদের মধ্যে যাদের সম্পদ সামর্থ্য নেই কোন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার। (৪:২৫)	وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ	সম্পদ, ধন, আয়, সামর্থ্য	طَوْلٌ
ভাল যা কিছু তোমার উপর আপতিত হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। (৪:৭৯)	مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ	আপতিত হওয়া	أَصَابَ– يُصِيبُ
নিশ্চয়ই তাদের যা স্পর্শ করবে তাকেও তা স্পর্শ করবে। (১১:৮১)	إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ	স্পর্শকারী, আক্রান্তকারী, মুসিবত,	مُصِيبٌ
এবং যে বিপদ ই তোমাদের উপর আপতিত হয়, তা তোমাদের হাতের কামাই। (৪২:৩০)	وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ	বিপদ	مُصِيْبَةٌ
আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে এক মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৩৭:৭৬)	وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ	বিপদ, বিভীষিকা, দুশ্চিন্তা,	كَرْبٌ
আর যখন মানুষকে যখন অনিষ্ট স্পর্শ করে, আমাকে ডাকতে থাকে। (১০:১২)	وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا	ক্ষতি করা, অনিষ্ট করা, অপকার করা,	ضُرٌّ
অতঃপর সমুদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল পাপাচারের জন্য। (৬৯:৫)	فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ	অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচারিতা,	طَاغِيَةٌ

২৪। সুরা বাকারাহ (১৫৮-২০৭)

সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা উমরাহ পালন করে, তাদের এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। (২:১৫৮)	فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا	হজ্ব করা	حَجَّ–يَحُجُّ (حَجٌّ)
আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর জন্য ঐ ঘরের হজ্ব করা তার জন্য আবশ্যক। (৩:৯৭)	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	হজ্ব করা, হজব্রত পালন করা, কাবায় গমনের ইচ্ছা করা	حِجٌّ
সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা উমরাহ পালন করে, তাদের এ দুটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। (২:১৫৮)	فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا	উমরা করা	اِعْتَمَرَ–يَعْتَمِرُ
এবং আল্লাহর জন্য হজ্ব ও উমরাহ পালন করো। (২:১৯৬)	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ	উমরা হজ পালন	عُمْرَةٌ
এবং যে স্বেচ্ছায় সৎকাজ করবে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ উত্তম পুরুস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। (২:১৫৮)	وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ	স্বেচ্ছায়করা	تَطَوَّعَ–يَتَطَوَّعُ
বল, তোমরা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ব্যয় কর, তোমাদের থেকে কবুল করা হবেনা। (৯:৫৩)	قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ	অনুগত হওয়া, স্বেচ্ছায়, সদিচ্ছায়, অনুগত হয়ে	طَوْعٌ
মুমিনদের মধ্যে যারা বেশি বেশি ছদকাকারী। (৯:৭৯)	الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	নফল দানকারী,	مُطَوِّعٌ (ج) مُطَوِّعُونَ
বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহন করা তোমাদের জন্যে হালাল	لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا	বলপূর্বক, বল প্রয়োগে, বাধ্য	كَرْهٌ

নয়। (৪:১৯)	النِّسَاءَ كَرْهًا	হয়ে, অনিচ্ছায়,	
তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ এবং অভিশম্পাতকারীদের অভিশাপ। (২:১৫৯)	يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ	অভিসম্পাতকারী	لَاعِنٌ (ج) لَاعِنُونَ
তুমি এবং তোমার সাথে যারা নৌকার উপরে আছে। (২৩:২৮)	أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ	নৌকা	فُلْكٌ
অতঃপর আমি তাঁকে ও নৌকারোহীগণকে রক্ষা করলাম। (২৯:১৫)	فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ	নৌকা, জাহাজ,	سَفِينَةٌ
আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। (৬৯:১১)	حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ	নৌযান, প্রবাহমান	جَارِيَةٌ (ج) جَارِيَاتٌ، جَوَارٍ
এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার প্রাণী। (৩১:১০)	فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ	ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত করা, প্রসার করা, বিস্তার করা	بَثَّ–يَبُثُّ
তিনি তার রহমত ছড়িয়ে দেন। (৪২:২৮)	وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ	ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত করা,	نَشَرَ–يَنْشُرُ (نَشْرٌ)
পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। (৭৯:৩০)	وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا	বিছানো, বিস্তৃত করা, সম্প্রসারিত করা	دَحَا–يَدْحُو
শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন। (৯১:৬)	وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا	বিছানো, বিস্তৃত করা, প্রশস্ত করা	طَحَا–يَطْحُو
অতঃপর তা আকাশে ছড়িয়ে দেন। (৩০:৪৮)	فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ	ছড়ানো, প্রসারিত করা, প্রাচুর্য দেয়া	بَسَطَ–يَبْسُطُ (بَسْطٌ)

www.banglakitab.weebly.com

সুতরাং যখন স্বলাত সমাপ্ত হয় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। (৬২:১০)	فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ	ছড়িয়ে পড়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া,	اِنْتَشَرَ–يَنْتَشِرُ
যখন নক্ষত্রসমূহ ছিটকে পড়বে। (৮২:২)	وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ	বিক্ষিপ্ত হওয়া, ছড়িয়ে পড়া,	اِنْتَثَرَ–يَنْتَثِرُ
যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত। (১০১:৪)	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ	বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, ছিন্নভিন্ন	مَبْثُوثٌ، مَبْثُوثَةٌ
অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা। (৫৬:৬)	فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا	বিক্ষিপ্ত, উৎক্ষিপ্ত, উড়ন্ত	مُنْبَثٌّ
অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণারূপে করে দেব। (২৫:২৩)	فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا	বিক্ষিপ্ত, এলোমেলো,	مَنْثُورٌ
এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার প্রাণী। (৩১:১০)	فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ	প্রাণী	دَابَّةٌ (ج) دَوَّابٌ
যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে। (৮১:৫)	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ	পশু, বন্যপশু, হিংস্রপ্রাণী,	وَحْشٌ (ج) وُحُوشٌ
তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুস্পদ পশু হালাল করা হয়েছে। (৫:১)	أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ	গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু	بَهِيمَةٌ (ج) بَهَائِمُ
যা সে হত্যা করেছে চতুষ্পদজন্তু থেকে। (৫:৯৫)	مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ	পশু সম্পদ, গৃহপালিত পশু,	نَعَمٌ (ج) أَنْعَامٌ
তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে। (৫৫:১০)	وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ	সৃষ্টি, সৃষ্টিকুল, সৃষ্টজীব	أَنَامٌ
এবং যা হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে। (৫:৩)	وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ	হিংস্র প্রাণী, বন্যপশু	سَبُعٌ
যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের জন্য।	وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ	শিকারী প্রাণী, জখমকারী প্রাণী	جَارِحَةٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

جَوَارِحُ		مُكَلِّبِينَ	(৫:৪)
تَصْرِيْفٌ	গতি পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ	وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	বাতাসের গতি পরিবর্তনের মাঝে বোধসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৪৫:৫)
رِيْحٌ (ج) رِيَاحٌ	বাতাস	وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ	বাতাসের গতি পরিবর্তনের মাঝে বোধসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৪৫:৫)
لَاقِحٌ (ج) لَوَاقِحُ	পানিবাহী বায়ু, বৃষ্টি বহনকারী বাতাস,	وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ	আমি পানিবাহী বায়ু প্রেরন করি। (১৫:২২)
قَاصِفٌ	তুফান, ঝঞ্ঝাবায়ু, ঝড় তুফান,	فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ	অতঃপর তোমাদের উপর বাতাস থেকে তুফান প্রেরন করবেন। (১৭:৬৯)
إِعْصَارٌ	নিম্নচাপ, অগ্নিবৃষ্টি, অগ্নিবর্ষণ,	فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ	অতঃপর আপতিত হবে এক অগ্নিবৃষ্টি অতপর টা জ্বলে যাবে। (২:২৬৬)
حَاصِبٌ	পাথর বৃষ্টি, বজ্রসহ বৃষ্টি, শিলা মেঘ,	يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا	তোমাদের উপর প্রস্তরবর্ষী ঝটিকা বায়ূ প্রেরন করবেন। (১৭:৬৮)
سَمُومٌ	উত্তপ্ত, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, লুহাওয়া,	فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ	উত্তপ্তবায়ু ও গরম পানির মধ্যে। (৫৬:৪২)
عَاصِفٌ، عَاصِفَةٌ (ج) عَاصِفَاتٌ	ঝঞ্ঝাবায়ু, তুফান, ঘূর্ণিঝড়,	جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ	এগুলোর উপর আসল দুর্যোগপূর্ণ বাতাস। (১০:২২)
صَرْصَرٌ	তুফান, ঝঞ্ঝাবায়ু, ঘূর্ণিঝড়, তুষারঝড়	فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ	অতঃপর তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্জাবায়ূ দ্বারা।

www.banglakitab.weebly.com

(৬৯:৬)	عَاتِيَةٍ		
তারকাগুলো তারই হুকুমের আয়ত্বাধীন। (১৬:১২)	وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ	আয়ত্বাধীন	مُسَخَّرٌ (سَخَّرَ– يُسَخِّرُ)
আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি এদের মধ্যে কিছু তাদের বাহন এবং কিছু তারা ভক্ষণ করে। (৩৬:৭২)	وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ	অধীন করা, অনুগত কর,	ذَلَّلَ–يُذَلِّلُ (تَذْلِيلٌ)
উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (৫৫:২০)	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ	মধ্যে	بَيْنَ
আর নিশ্চয়ই সে ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত। (১০০:৮)	وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ	ভালোবাসা	حُبٌّ
আমি তোমার প্রতি মুহাব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার পক্ষ থেকে। (২০:৩৯)	وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي	প্রেম, ভালোবাসা, অনুরাগ, প্রণয়, মুহাব্বত, আসক্তি	مَحَبَّةٌ
রহমান তাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দিবেন। (১৯:৯৬)	سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا	কামনা করা, ভালোবাসা, পছন্দ করা, চাওয়া	وُدٌّ
এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (৩০:২১)	وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً	বন্ধুত্ব, হৃদ্যতা, অন্তরঙ্গতা, প্রিতি,	مَوَدَّةٌ
যেদিন থাকবেনা কোন লেনদেন এবং না কোন বন্ধুত্ব আর না কোন সুপারিশ। (২:২৫৪)	يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ	বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, মাঝে, অভ্যন্তর	خُلَّةٌ (ج) خِلَالٌ
তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। (৩:১১৮)	قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ	ঘৃণা, শত্রুতা, হিংসা, অসন্তুষ্টি	بَغْضَاءُ

www.banglakitab.weebly.com

	أَفْوَاهِهِمْ		
কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। (৫:৮)	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا	শত্রুতা, বিদ্বেষ, দুশমনি	شَنْآنٌ
অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। (৫:১৪)	فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ	শত্রুতা, বৈরিতা, দুশমনি	عَدَاوَةٌ
যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? (৪৭:২৯)	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ	হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, মনোবিদ্বেষ, অনিচ্ছা, অসন্তুষ্টি	ضِغْنٌ (ج) أَضْغَانٌ
যা তার মধ্যে প্রকাশ্য কিংবা গোপন এবং পাপাচারিতা ও শত্রুতা। (৭:৩৩)	مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ	বিদ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, বিদ্রোহ, জুলুম	بَغْيٌ
তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। (২:১৬৭)	فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا	দায়িত্বমুক্ত হওয়া, অসন্তুষ্ট হওয়া	تَبَرَّأَ–يَتَبَرَّأُ
নিশ্চয়ই আমি দায়মুক্ত তা থেকে যার তোমরা ইবাদত কর। (৪৩:২৬)	إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ	দায়মুক্তি, ছাড়পত্র	بَرَاءٌ، بَرَاءَةٌ
যদি আমাদের জন্য আবার পালা আসতো?! (২:১৬৭)	لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً	পালা, বার	كَرَّةٌ
আমি তোমাদের আরেকবার বের করবো। (২০:৫৫)	نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ	একবার, বার, দফা	تَارَّةٌ
তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতি বছর তারা একবার অথবা দুইবার	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ	বার, দফা, কিস্তি, পর্ব, একবার,	مَرَّةٌ (ج) مَرَّاتٌ

বিপর্যস্ত হচ্ছে? (৯:১২৬)	فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ	বহুবার, বারংবার	
নিশ্চয় এটি কাফেরদের জন্যে অনুতাপের কারণ। (৬৯;৫০)	وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ	অনুতাপ, আক্ষেপ, আফসোস, দুঃখ, ক্ষোভ	حَسْرَةٌ (ج) حَسَرَاتٌ
তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। (৩৪:৩৩)	وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ	অনুতাপ, অনুশোচনা, পরিতাপ	نَدَامَةٌ
অতঃপর সে অনুতপ্ত হল। (৫:৩১)	فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ	অনুতপ্ত, অনুশোচনাকারী,	نَادِمٌ (ج) نَادِمُونَ
সে ওখান থেকে বের হতে পারছেনা। (৬:১২২)	لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا	যে বের হয়	خَارِجٌ

২৫। সুরা বাকারাহ (২০৮-২২৮)

এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। (২:২০৮)	وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ	পদাংক	خُطْوَةٌ (ج) خُطُوَاتٌ
শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। (২:২৬৮)	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ	অশ্লীলতা	فَحْشَاءُ
যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে কিংবা নিজেদের উপর জুলুম করে ফেলে তখন আল্লাহ কে স্মরণ করে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। (৩:১৩৫)	إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ	অপকর্ম, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, নিষিদ্ধকাজ,	فَاحِشَةٌ (ج) فَوَاحِشُ
আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। (১৭:৩২)	وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا	ব্যভিচার করা, জেনা করা, অপমিলন	زِنَا (زَنَى-يَزْنِي)

তোমাদের দাসীদের ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা। (২৪:৩২)	وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ	কুকর্ম, ব্যভিচার	بِغَاءٌ
সেখানে কোন অসার কথা নেই আর না কোন অশ্লীলতা। (৫২:২৩)	لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ	অশ্লীলতা, অপকথা, কুকথা	تَأْثِيمٌ
তোমাদের দাসীদের ব্যভিচার করতে বাধ্য করোনা, যদি তারা লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে চায়। (২৪:৩২)	وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا	লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা, সম্ভ্রম বাঁচানো	تَحَصُّنٌ
যে চিৎকার করছে যার সে কিছুই শুনতে পায়না। (২:১৭১)	الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ	চিৎকারকরা	نَعَقَ–يَنْعِقُ
সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (৩৫:৩৭)	وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ	হাঁকাহাঁকি করা, হাঁকডাক করা, আর্তনাদ করা, ফরিয়াদ করা, সাহায্যের চিৎকার করা	اِصْطَرَخَ– يَصْطَرِخُ
এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা আর্তনাদ করবে। (২৩:৬৪)	حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ	আর্তনাদ করা, বিলাপ করা	جَأَرَ–يَجْأَرُ
গতকাল যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে তাঁর আর্তনাদ করছে। (২৮:১৮)	الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ	হাঁকাহাঁকি করা, হাঁকডাক করা, আর্তনাদ করা,	اسْتَصْرَخَ– يَسْتَصْرِخُ
যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল নিষিদ্ধ করেছেন। (৯:২৯)	مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ	নিষিদ্ধকরা, সম্মানিত করা	حَرَّمَ–يُحَرِّمُ
সকল পবিত্র বস্তু বৈধ করেছেন। (৭:১৫৭)	وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ	বৈধ করা, লঙ্ঘন করা, অসম্মান করা	أَحَلَّ–يُحِلُّ

শিকার বৈধকারী হইয়ো না যখন তোমরা মুহরিম অবস্থায় থাক। (৫:১)	مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ	বৈধকারী	مُحِلٌّ
নিশ্চই আল্লাহ তোমাদের উপর মৃত প্রাণী কে হারাম করেছেন। (১৬:১১৫)	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ	মৃত প্রাণী	مَيْتَةٌ
তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কন্ঠরোধে মারা যায়। (৫:৩)	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ	গলা টিপে মারা পশু, কণ্ঠরোধে মৃতপ্রাণী, ফাঁস দিয়ে মারা পশু	مُنْخَنِقَةٌ
যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায়। (৫:৩)	وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ	প্রহারে নিহত, আঘাতে মৃত	مَوْقُوذَةٌ
যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায়। (৫:৩)	وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ	পতনে মরা পশু, ভূপাতিতপশু	مُتَرَدِّيَةٌ
যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যা, যা শিং এর আঘাতে মারা যায়। (৫:৩)	وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ	শিঙের আঘাতে নিহত প্রাণী, আঘাতে নিহত, হতাহত	نَطِيحَةٌ
এবং শুকরের মাংস এবং, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়। (৫:৩)	وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ	মাংস	لَحْمٌ (ج) لُحُومٌ
এবং শুকরের মাংস এবং, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে	وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ	শূকর	خِنْزِيْرٌ خَنَازِيرُ

www.banglakitab.weebly.com

		لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ	উৎসর্গকৃত হয়। (৫:৩)
أَهَلَّ–يُهِلُّ	উৎসর্গ করা	وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ	এবং শুকরের মাংস এবং, যেসব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়। (৫:৩)
بَاغٍ	সীমালঙ্ঘনকারী, বিদ্রোহী	فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। (২:১৭৩)
عَادٍ (ج) عَادُونَ	সীমালঙ্ঘনকারী, বাড়াবাড়িকারী, বিদ্রোহী, জালিম	فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। (২:১৭৩)
مُعْتَدٍ (ج) مُعْتَدُونَ	সীমালঙ্ঘনকারী, বাড়াবাড়িকারী, বিদ্রোহী, জালিম	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ	যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। (৫০:২৫)
طَاغٍ (ج) طَاغُونَ	অবাধ্য, পাপাচারী, উদ্ধত, বিদ্রোহী	بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ	বরং তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (৩৭:৩০)
بَطْنٌ (ج) بُطُونٌ	পেট, অভ্যন্তর, গর্ভ	إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي	আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। (৩:৩৫)
بَعِيدٌ (بَعُدَ–يَبْعُدُ)	দূরবর্তী, মারাত্মক, চরম (দীর্ঘ হওয়া, মারাত্মক হওয়া)	إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ	যখন সে তাদের দূরবর্তী স্থান থেকে দেখবে। (২৫:১২)
سَحِيقٌ	দূরবর্তী, বহুদূর, দূরদূরান্ত	تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ	বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (২২:৩১)

www.banglakitab.weebly.com

অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (১৯:২২)	فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا	দূরবর্তী ব্যবধান, তফাৎ, দূরত্ব	قَصِيٌّ
তারা আসবে প্রত্যেক প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে। (২২:২৭)	يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ	দূরদূরান্ত, প্রত্যন্ত অঞ্চল, গহীনপল্লী,	عَمِيقٌ
নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। (৭:৫৬)	إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ	কাছে	قَرِيبٌ
তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। (৩৪:৩৭)	وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ	অধিক নিকটবর্তী, নৈকট্য, পদমর্যাদা	زُلْفَى
এটি দ্বারা আমার ছাগলপালকে নিকটে রাখি। (২০:১৮)	وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ	আশেপাশে থাকা, নিকটে থাকা, নৈকট্যে থাকা	وَلِيَ
নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল,দয়াময়। (২:১৯২)	فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	ক্ষমাশীল	غَفُورٌ
পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী। (৪০:৩)	غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ	গফুর, গফফার, অতিশয় ক্ষমাশীল,	غَافِرٌ (ج) غَافِرُونَ
তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল। (৩৮:৬৬)	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ	গফুর, গফফার, অতিশয় ক্ষমাশীল,	غَفَّارٌ
নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৫৮;২)	وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ	ক্ষমাকারী, মার্জনাকারী,	عَفُوٌّ
এবং মানুষকে ক্ষমাকারী। (৩:১৩৪)	وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ	ক্ষমাকারী, মাফকারী	عَافٍ (ج) عَافُونَ
আল্লাহ তাদের উপর	وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ	শাস্তিদাতা,	مُعَذِّبٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

আযাবদানকারী হবেন না যতক্ষণ তারা তাওবা করবে। (৮:৩৩)	وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ	আজাবদানকারী, দণ্ড প্রদানকারী	مُعَذِّبُونَ
নিশ্চই আমি অপরাধীদের শাস্তিদাতা। (৩২:২২)	إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ	প্রতিশোধ গ্রহণকারী, শাস্তিদাতা,	مُنْتَقِمٌ (ج) مُنْتَقِمُونَ
আত্নীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিবে এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। (৩০:৩৮)	فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ	পথিক, মুসাফির	اِبْنُ السَّبِيْلِ
সফরের অবস্থা ছাড়া। (৪:৪৩)	إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ	সফর অবস্থা, মুসাফির	عَابِرُ السَبِيلِ
এবং প্রশ্নকারীকে ধমক দিবেনা। (৯৩:১০)	وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ	সাহায্যপ্রার্থী, প্রশ্নকারী	سَائِلٌ
এবং খাওয়াও অভাবগ্রস্থ এবং ভিক্ষুকদের। (২২:৩৬)	وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ	অভাবী, ভিক্ষুক, গরীব,	مُعْتَرٌّ
অতঃপর তার ঘাড়ে আঘাত করো। (৪৭:৪)	فَضَرْبَ الرِّقَابِ	ঘাড়	رَقَبَةٌ (ج) رِقَابٌ
অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল। (৩৮:৩৩)	فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ	ঘাড়, গ্রীবা, গর্দান, গলা	عُنُقٌ (ج) أَعْنَاقٌ
তার গলায় পাকানো রশি। (১১১:৫)	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ	ঘাড়, গ্রীবা	جِيدٌ
আমি তাদের পাকড়াও করেছিলাম অভাব অনটন ও দুঃখ কষ্ট দিয়ে। (৬:৪২)	فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ	যুদ্ধ, বিপদ, দুরাবস্থা, অভাব, শক্তি, শাস্তি	بَأْسٌ، بَأْسَاءُ
যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। (৫:৬৪)	كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ	যুদ্ধ করা, লড়াই করা, অস্ত্রধারণ করা	حَرْبٌ

www.banglakitab.weebly.com

যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেছেন। (৩৩:২৫)	وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ	পরস্পরে হত্যা করা, যুদ্ধ বাঁধানো, যুদ্ধ লাগানো	قِتَالٌ
তোমাদের উপর নিহতদের ব্যাপারে কিসাস এর বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (২:১৭৮)	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى	কিসাস, সমহত্যা, হত্যার বদলায় হত্যা	قِصَاصٌ
এবং তার প্রাপ্য ভালভাবে আদায় করবে। (২:১৭৮)	وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ	প্রাপ্য	أَدَاءٌ
বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ ও হেদায়েত স্বরূপ। (৪০:৫৪)	هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ	বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি	لُبٌّ (ج) أَلْبَابٌ
তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে? (৫২:৩২)	أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَٰذَا	বুদ্ধি, বিবেক, জ্ঞান, বোধ	حِلْمٌ (ج) أَحْلَامٌ
নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (২০:৫৪)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ	জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান, বিচক্ষণ	نُهَى
যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের। (২:১৮২)	فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا	পক্ষপাতিত্ব, পাপপ্রবণ	جَنَفٌ
তোমাদের উপর সিয়াম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। (২:১৮৩)	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ	রোজা, সিয়াম	صِيَامٌ
নিশ্চই আমি রহমানের জন্য একটি রোজা মানত করেছি। (১৯:২৬)	إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا	রোজা	صَوْمٌ
তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। (২:১৮৪)	فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ	রোজা রাখা	صَامَ–يَصُومُ

www.banglakitab.weebly.com

পুরুষ রোজাদার এবং নারী রোজাদার। (৩৩:৩৫)	وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ	রোজাদার, সিয়াম পালনকারী	صَائِمٌ (ج) صَائِمُونَ (صَائِمَاتٌ)
ইবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী। (৬৬:৫)	عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا	রোজাদার মুসাফির, অনাহারে ভ্রমণকারী	سَائِحٌ (ج) سَائِحُونَ (سَائِحَاتٌ)
আমরা তো এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। (১৮:৬২)	لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا	সফর, ভ্রমণ	سَفَرٌ (ج) أَسْفَارٌ
তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। (১৬:৮০)	تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ	ভ্রমণ, সফর, পর্যটন, যাত্রা	ظَعْنٌ
তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬:২)	إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	সফর করা, পর্যটন, বাণিজ্যিক ভ্রমণ, কাফেলা	رِحْلَةٌ
আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট দায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। (২:১৮৪)	وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ	কষ্টকর হওয়া, আয়াসসাধ্য হওয়া, কষ্ট করে করা,	أَطَاقَ – يُطِيقُ
রমাদান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন। (২:১৮৫)	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	মাস	شَهْرٌ (ج) شُهُورٌ، أَشْهُرٌ
আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজতা চান। (২:১৮৫)	يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ	সহজতা	يُسْرٌ
আমরা তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। (৯২:৭)	فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ	সহজ, সুসাধ্য, অনায়াস, স্বস্তি,	يُسْرَى

www.banglakitab.weebly.com

		শিথিলতা, মৃদুতা	
নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৯৪:৬)	إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا	কষ্ট	عُسْرٌ، عُسْرَةٌ
আমরা তার জন্য সুগম করে দেব কঠিনতর পথ। (৯২:১০)	فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ	কঠিনতম, কঠিনতর, চরম সংকটাবস্থা	عُسْرَى
তোমরা পৌছাতে পারতে না নিজেদের পরিশ্রম ছাড়া। (১৬:৭)	لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ	কষ্ট, পরিশ্রম, ভাঙন, ফাটল, বিদীর্ণতা	شِقٌّ
তোমার পালনকর্তার বড়ত্ব ঘোষণা কর। (৭৪:৩)	وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ	বড়ত্ব ঘোষণা করা	كَبَّرَ –يُكَبِّرُ (تَكْبِيرٌ)
রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। (২:১৮৭)	أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ	সহবাস	رَفَثٌ
সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য লিখেছেন তা কামনা কর। (২:১৮৭)	فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ	খুশিতে আলিঙ্গন করা, সহবাস করা	بَاشَرَ –يُبَاشِرُ
অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আলিঙ্গন করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। (৭:১৮৯)	فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا	ঢেকে নেওয়া, জড়িয়ে ধরা, আলিঙ্গন করা, সহবাস করা	تَغَشَّى –يَتَغَشَّى
একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। (৫৮:৩)	فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا	শৃঙ্গার করা, সহবাস করা, রতিক্রিয়া	تَمَاسَّ –يَتَمَاسُّ
অথবা যদি নারীদের সাথে সহবাস কর আর পানি না পেয়ে থাক	أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ	মাখামাখি করা, সহবাস করা,	لَامَسَ –

তখন তায়াম্মুম করে নাও। (৪:৪৩)	تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا		يُلَامِسُ
আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। (২:১৯৭)	وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ	পাথেয় নেয়া	تَزَوَّدَ–يَتَزَوَّدُ
এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমী। (২২:২৩)	وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ	পোশাক	لِبَاسٌ (لَبِسَ–يَلْبَسُ)
অথবা তাদের জামাকাপড় কিংবা একটি দাসকে মুক্তি দিবে। (৫:৮৯)	أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ	পোশাক, পরিচ্ছদ, পরিধেয়,	كِسْوَةٌ (كَسَا–يَكْسُو)
আমরা নাযিল করেছি তোমাদের জন্য পোশাক ও সাজসজ্জার বস্ত্র। (৭:২৬)	قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا	সৌন্দর্যের পোশাক, সাজসজ্জার বস্ত্র, সম্পদ,	رِيشٌ
জেনে রাখ, যখন তারা তাদের কাপড় দ্বারা আবৃত করে তখন ও তিনি জানেন তারা যা গোপন এবং যা প্রকাশ্য। (১১:৫)	أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ	কাপড়, পোশাক, জামা	ثَوْبٌ (ج) ثِيَابٌ
তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে আসলো। (১২:১৮)	وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ	কামিজ, কামিস, কুর্তা, অঙ্গবাস, জামা	قَمِيصٌ
তোমাদের জন্যে দিয়েছেন পোশাক, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। (১৬:৮১)	وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ	পোশাক-পরিচ্ছদ, জামা-কাপড়, পরিধেয় বস্ত্র	سِرْبَالٌ (ج) سَرَابِيلُ
যতক্ষন না প্রকাশিত হয় কাল সুতা থেকে সাদা সুতা। (২:১৮৭)	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ	সুতা	خَيْطٌ

www.banglakitab.weebly.com

	الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ		
যতক্ষন না প্রকাশিত হয় কাল সুতা থেকে সাদা সুতা। (২:১৮৭)	حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ	সাদা, উজ্বল	أَبْيَضُ (بَيْضَاءُ) (ج) بِيْضٌ
সেদিন কোন কোন মুখ শুভ্রোজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো বর্ণ। (৩:১০৬)	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ	সাদা হওয়া, শুভ্রোজ্জ্বল হওয়া	اِبْيَضَّ–يَبْيَضُّ
সেদিন কোন কোন মুখ শুভ্রোজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো বর্ণ। (৩:১০৬)	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ	কালো বর্ণ, কৃষ্ণ	أَسْوَدُ (ج) سُوْدٌ
অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা। (৮৭:৫)	فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ	লাল কালো ও সবুজের সমাহার	أَحْوَى
এবং নিকষ কালো। (৩৫:২৭)	وَغَرَابِيبُ سُودٌ	নিকষ কালো, গাড় কালো,	غِرْبِيبٌ (ج) غَرَابِيبُ
তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। (১৬:৫৮)	وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ	কালো, মলিন, বিষণ্ন	مُسْوَدٌّ
সেদিন কোন কোন মুখ শুভ্রোজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো বর্ণ। (৩:১০৭)	يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ	মলিন হওয়া, কালো হওয়া	اِسْوَدَّ–يَسْوَدُّ

২৬। সুরা বাকারাহ (২২৯-২৩২)

এটি আল্লাহর সীমারেখা, অতএব তা অতিক্রম করো না। (২:২২৯)	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا	সীমারেখা, নির্দেশাবলী,	حَدٌّ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

حُدُودٌ	ন্যায়ানুগ শাস্তি	تَعْتَدُوهَا	
أَدْلَى–يُدْلِي	ঝুলিয়ে দেওয়া, নামানো, নামিয়ে দেওয়া, ফেলা,	فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ	অতপর সে তার বালতি নামিয়ে দিল। (১২:১৯)
حَكَمٌ (ج) حُكَّامٌ	বিচারক	فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا	অতঃপর নিযুক্ত কর একজন বিচারক তার পরিবার হতে এবং একজন বিচারক তার পরিবার থেকে। (৪:৩৫)
حَاكِمٌ (ج) حَاكِمُونَ، حُكَّامٌ	বিচারক, হাকিম, বিচারকর্তা, সালিস, ফয়সাল	وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ	তিনিই শ্রেষ্ট বিচারক। (৭:৮৭)
فَاصِلٌ (ج) فَاصِلُونَ	বিচারক, মীমাংসাকারী	وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ	এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৬:৫৭)
فَاتِحٌ، فَتَّاحٌ (ج) فَاتِحُونَ	বিচারক, মীমাংসাকারী, জয়ী, বিজেতা	وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ	আর আপনি শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (৭:৮৯)
قَاضٍ	কাজি, বিচারক, ফয়সালাকারী, মীমাংসাকারী,	فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ	অতএব আপনি ফয়সালা করেদিন, যেহেতু আপনি ফয়সালাকারী। (২০:৭২)
قَاطِعَةٌ	চূড়ান্তকারিণী, কর্তনকারী, অকাট্য	مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ	তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। (২৭:৩২)
هِلَالٌ (ج) أَهِلَّةٌ	চাঁদ	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ	তারা তোমাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (২:১৮৯)
قَمَرٌ	চাঁদ, চন্দ্র, শশী,	وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ	চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল

www.banglakitab.weebly.com

নির্ধারিত করেছি। (৩৬:৩৯)		চন্দ্রিমা	
এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। (৭১:১৬)	وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا	সূর্য	شَمْسٌ
এবং আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর। (২:২৪৪)	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	যুদ্ধ করা	قَاتَلَ– يُقَاتِلُ
সে আগে থেকে আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে। (৯:১০৭)	حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ	যুদ্ধ করা, লড়াই করা, অস্ত্রধারণ করা	حَارَبَ–يُحَارِبُ
যদি আল্লাহ না চাইতেন তারা লড়াই করত না। (২:২৫৩)	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا	হানাহানি করা, মারামারি করা, লড়াই করা,	اقْتَتَلَ–يَقْتَتِلُ
আর তারা যদি থেমে যায়, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। (২:১৯২)	فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	শেষ হয়ে যাওয়া, থেমে যাওয়া	اِنْتَهَى–يَنْتَهِي
এবং হে আকাশ ক্ষান্ত হও। (১১:৪৪)	وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي	বৃষ্টি বন্ধ করা, বর্ষণ বন্ধ করা, ক্ষান্ত হওয়া	أَقْلَعَ–يُقْلِعُ
আমার পালনকর্তার কথা, শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। (১৮:১০৯)	لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي	ফুরিয়ে যাওয়া,	نَفِدَ– يَنْفَدُ
এবং রাজত্বের যা ধ্বংস হবে না। (২০:১২০)	وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ	বিনষ্ট হওয়া, ক্ষয় হওয়া, ধ্বংস হওয়া	بَلِيَ– يَبْلَى
তোমার পালনকর্তার নিকট শেষ গন্তব্য। (৭৯:৪৪)	إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا	গন্তব্য, শেষপ্রান্ত, নিষিদ্ধসীমা, দূরতম	مُنْتَهَى
এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না। (৩৮:৫৪)	إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ	নিঃশেষ হওয়া, শেষ হওয়া, খতম করা	نَفَادٌ

অতএব, তোমরা এখন কি বিরত হবে? (৫:৯১)	فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ	নিবৃত্ত হওয়া, বিরত হওয়া	مُنْتَهٍ (ج) مُنْتَهُونَ
তোমরা কি ইতোপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে যেতে হবে না? (১৪:৪৪)	أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ	স্থানচ্যুত হওয়া, সরে যাওয়া, টলে যাওয়া, ঢলে পড়া	زَوَالٌ
যে কেউ আল্লাহর সম্মানিত বিধানাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম। (২২:৩০)	وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ	সম্মানিত, পবিত্র	حُرْمَةٌ (ج) حُرُمَاتٌ
সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। (২:১৯৪)	الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ	সম্মানিত, পবিত্র, মক্কামদিনা	حَرَمٌ
যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে কোরবানীর জন্য যাকিছু সহজে পাওয়া যায়। (২:১৯৬)	فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ	সহজে পাওয়া	اِسْتَيْسَرَ– يَسْتَيْسِرُ
এবং তোমরা মাথা মুণ্ডন করবেনা। (২:১৯৬)	وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ	চেঁছে ফেলা, মুণ্ডন করা	حَلَقَ–يَحْلِقُ
আল্লাহ চাইলে, তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তকমুন্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। (৪৮:২৭)	لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ	মাথা মুণ্ডনকারী, মস্তকমুণ্ডিত, কেশমুণ্ডনকারী,	مُحَلِّقٌ (ج) مُحَلِّقُونَ
এবং তোমরা মাথা মুণ্ডন করবেনা। (২:১৯৬)	وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ	মাথা	رَأْسٌ (ج) رُؤُوسٌ
যতক্ষণ না কোরবাণীর জন্য যথাস্থানে পৌছে যাবে। (২:১৯৬)	حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ	কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট স্থান	مَحِلٌّ

www.banglakitab.weebly.com

যতক্ষণ না কুরবানির পশু যথাস্থানে পৌছে যাবে। (২:১৯৬)	حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ	পৌঁছা, তুঙ্গে উঠা, উপনীত হওয়া	بَلَغَ–يَبْلُغُ
যখন দেখলেন যে, তার দিকে তাদের হাত পৌছাচ্ছে না। (১১:৭০)	فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ	পৌঁছা, উপনীত হওয়া, নাগাল পাওয়া,	وَصَلَ–يَصِلُ
যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন। (২৮:২৩)	وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً	পৌঁছা, অবতরণ করা, পানির কাছে আসা,	وَرَدَ–يَرِدُ
কিন্তু সেটি তার পর্যন্ত পৌঁছে না। (১৩:১৪)	وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ	চূড়ান্তে উপনীত, অকাট্য, সুদৃঢ়, পৌঁছা	بَالِغٌ (بَالِغَةٌ) (ج) بَالِغُونَ
তালুত তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে রওনা হল। (২:২৪৯)	فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ	রওনা হওয়া	فَصَلَ–يَفْصِلُ (فَصْلٌ)
যতক্ষণ না কুরবানির পশু যথাস্থানে পৌছে যাবে। (২:১৯৬)	حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ	কুরবানির পশু	هَدْيٌ
আর হাজ্জের কুরবানির জন্য উটকে আমি আল্লাহর নিদর্শনাবলি করেছি তোমাদের জন্য। (২২:৩৬)	وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ	হাজ্জের কুরবানির জন্য উট বা গরু	بَدَنَةٌ (ج) بُدْنٌ
আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু। (৩৭:১০৭)	وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ	জবায়ের পশু, উৎসর্গিত প্রাণী, জবাইযোগ্য	ذِبْحٌ
এবং অসুস্থের উপর নেই কোন চাপ। (৪৮:১৭)	وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ	অসুস্থ	مَرِيضٌ (ج) مَرْضَى
অতঃপর বলল আমি পীড়িত। (৩৭:৮৯)	فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ	অসুস্থ, পীড়িত, বিমার, রুগণ, রোগা	سَقِيمٌ

www.banglakitab.weebly.com

যে পর্যন্ত মরণপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃতবরণ না করেন। (১২:৮৫)	حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ	মুমূর্ষু, মরণাপন্ন	حَرَضٌ
তোমরা তোমাদের দান কে খোটা এবং কষ্ট দিয়ে নষ্ট করে দিওনা। (২:২৬৪)	لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ	কষ্ট, নাপাকী, বিরক্তিকর, প্রচণ্ডতা, উকুন	أَذًى
বিপদ-আপদ বিহীন। (৪:৯৫)	غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ	ক্ষতি, অনিষ্ট, অপকরা,	ضَرَرٌ
শয়তান আমাকে স্পর্শ করেছে অশান্তি ও কষ্ট দ্বারা। (৩৮:৪১)	أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ	বিপদ, মুসিবত, অশান্তি	نُصْبٌ
তোমরা তোমাদের দান কে খোটা এবং কষ্ট দিয়ে নষ্ট করে দিওনা। (২:২৬৪)	لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ	দান	صَدَقَةٌ (ج) صَدَقَاتٌ
তারা অল্প-বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে। (৯:১২১)	يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً	খরচাপাতি, ব্যয়, খরচ	نَفَقَةٌ (ج) نَفَقَاتٌ
সুতরাং তার খেসারত সিয়াম দ্বারা, কিংবা দান দ্বারা কিংবা উৎসর্গ দ্বারা। (২:১৯৬)	فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ	উৎসর্গ	نُسُكٌ
যা তারা ব্যয় করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য। (৯:৯৯)	مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ	নিকটবর্তী, নৈকট্য, আত্মীয়তা,	قُرْبَةٌ (ج) قُرْبَاتٌ
তারা আমাদের নিকট এমন কোরবানী নিয়ে আসবে যাকে আগুন গ্রাস করে নেবে। (৩:১৮৩)	يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ	কুরবানী, উৎসর্গ, নৈকট্যার্থে, নৈকট্যের আশায়	قُرْبَانٌ
এই হচ্ছে পূর্ণ দশ দিন। (২:১৯৬)	تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ	পূর্ণ	كَامِلَةٌ
হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	সম্পূর্ণ, সবাই, পুরাপুরি,	كَافَّةٌ

www.banglakitab.weebly.com

(২:২০৮)	ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً		
তাদের জিজ্ঞেস কর সেই গ্রাম সম্পর্কে যেটি নদীর তীরে অবস্থিত। (৭:১৬৩)	وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ	বাসিন্দা, অবস্থানকারী, উপস্থিত, বিদ্যমান	حَاضِرٌ (حَاضِرَةٌ) (ج) حَاضِرُونَ
আর তুমি মাদইয়ান অধিবাসীদের মধ্যে ছিলে না। (২৮:৪৫)	وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ	অবস্থানকারী, বাসিন্দা, অধিবাসী	ثَاوٍ
এবং নূহ বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না। (৭১:২৬)	وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا	গৃহবাসী, বাসিন্দা, সন্ন্যাসী, যাযাবর, যোগী	دَيَّارٌ
তারা সেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (৭৮:২৩)	لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا	অবস্থানকারী, বাসিন্দা, বাসকারী, অধিবাসী	لَابِثٌ (ج) لَابِثُونَ
তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (১৮:৩)	مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا	অবস্থানকারী, বাসিন্দা,	مَاكِثٌ (ج) مَاكِثُونَ
তাদের জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট রিযিক। (৩৭:৪১)	أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ	নির্দিষ্ট, সুবিদিত	مَعْلُومٌ (ج) (مَعْلُومَاتٌ)
নাবীর উপর আল্লাহ যা ফরজ করেছেন তার জন্য, এতে নাবীর কোন সমস্যা নেই। (৩৩:৩৮)	مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ	ফরজ করা, আবশ্যক করা, অবধারিত করা, অপরিহার্য করা,	فَرَضَ–يَفْرِضُ
অতঃপর প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষ প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।	ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا	প্রবাহিত করা, সিক্ত করা, গা ভাসানো,	أَفَاضَ–يُفِيضُ

(২:১৯৯)	اللَّهَ		
আর আল্লাহ কে স্মরণ কর সম্মানিত নিদর্শন এর নিকট। (২:১৯৮)	فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ	নিদর্শন, আলামত, চিহ্ন, প্রতীক	مَشْعَرٌ
হে ঈমানদার গন! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর। (৬৬:৬)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا	রক্ষা করা (রক্ষাকারী)	وَقَى–يَقِي (وَاقٍ)
বল, কে তোমাদের আল্লাহ হতে নিষ্কৃতি দিবে (৩৩:১৭)	قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ	রক্ষা করা, হেফাজত করা, বাচানো,	عَصَمَ–يَعْصِمُ (عَاصِمٌ)
বল, কে তোমাদের দিনে এবং রাতে হেফাজত করবে রহমান থেকে? (২১:৪২)	قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ	হেফাজত করা, তত্ত্বাবধান করা, দেখাশোনা করা,	كَلَأَ–يَكْلَأُ
এরপর এতে তোমার প্রতিবেশীরূপে তারা সল্প সময় ই থাকবে। (৩৩:৬০)	ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا	আশ্রয় দেওয়া, রক্ষা করা, প্রতিবেশী বানানো	أَجَارَ–يُجِيرُ
যেন তোমাদের বিপদের সময় রক্ষা করে। (২১:৮০)	لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ	রক্ষা করা, আত্মসংবরণ করা, বিয়ে দেয়া	أَحْصَنَ– يُحْصِنُ
তারা তাদের নিজেদের সাহায্য করতে পারবে না এবং না আমার পক্ষ থেকে কোন সাহায্যকারীও পাবেনা। (২১;৪৩)	لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ	সঙ্গী বানানো, বন্ধু পাওয়া, সঙ্গ দেওয়া, সঙ্গ লাভ করা, সাহায্য করা	أَصْحَبَ– يُصْحِبُ
আমি একে হেফাজত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে। (১৫:১৭)	وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ	রক্ষা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা	حَفِظَ– يَحْفَظُ(حِفْظٌ)
তারা তাদের স্বলাতের প্রতি	وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ	যত্নবান হওয়া,	حَافَظَ–يُحَافِظُ

যত্নশীল। (৬:৯২)	يُحَافِظُونَ	রক্ষা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা	
তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৫২:৮)	مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ	প্রতিহত করা, দফা করা,	دَافَعَ–يُدَافِعُ
তাদের মধ্যে অনেক কে দেখবে পাপাচারের দিকে ধ্রুত ধাবিত হচ্ছে। (৫:৬২)	وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ	দ্রুত	سَرِيعٌ
সেদিন তারা কবর থেকে ধ্রুতবেগে বেড়িয়ে আসবে। (৭০:৪৩)	يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا	দ্রুতগতিসম্পন্ন, জলদি, তড়িঘড়ি,	سِرَاعٌ
মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২১:৩৭)	خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ	ত্বরাপ্রবণ, তরাশীল,	عَجَلٌ
মানুষ তো খুবই শীঘ্রকারী। (১৭:১১)	وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا	ত্বরাপ্রবণ, তরাশীল,	عَجُولٌ
তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে ধ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। (৭:৫৪)	يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا	দ্রুত, ক্ষিপ্র	حَثِيثٌ
তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। (৪:৬)	وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا	তাড়াতাড়ি, দ্রুত, দৌড়ানো, ছুটা	بِدَارٌ
এবং ধ্রুত তোমাদের কাছে চলে আসে। (৩:১২৫)	وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ	তাড়াতাড়ি, আশু, আকস্মাৎ, হঠাৎ, তৎক্ষণাত	فَوْرٌ
তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! (২৬:১১৩)	إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ	হিসাব, গণনা	حِسَابٌ، حُسْبَانٌ
আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার	يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ	হিসাব নিকাশ	حَاسَبَ–

www.banglakitab.weebly.com

হিসাব নেবেন। (২:২৮৪)		করা,	يُحَاسِبُ
তিনি সবকিছুর সংখ্যার হিসাব রাখেন। (৭২:২৮)	وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا	হিসাব করা, গণনা করা	أَحْصَى–يُحْصِي
তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (৪৫:২৯)	إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ	অনুলিপি করা, কপি করা,	اسْتَنْسَخَ–يَسْتَنْسِخُ
হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (২১:৪৭)	وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ	হিসাবরক্ষক, গণনাকারী, যথেষ্ট	حَاسِبٌ، حَسِيبٌ
যে তাড়াহুড়া করবে দু'দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন পাপ নেই। (২:২০৩)	فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ	তাড়াহুড়ো করা	تَعَجَّلَ–يَتَعَجَّلُ
আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (২০:৮৪)	وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ	তাড়াহুড়া করা, তাড়াতাড়ি করা,	عَجِلَ–يَعْجَلُ
যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। (১৮:৫৮)	لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ	তাড়াহুড়া করা, তাড়াতাড়ি করা,	عَجَّلَ–يُعَجِّلُ
হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়কে পিছনে ফেলে তোমাকে তাড়াহুড়া করতে বাধ্য করল কে? (২০:৮৩)	وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ	তাড়াহুড়া করানো, তরা করতে বলা, দ্রুত করতে বলা,	أَعْجَلَ–يُعْجِلُ
তারা তোমার কাছে আযাব তাড়াতাড়ি কামনা করে। (২৯:৫৩)	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ	ত্বরা কামনা করা, শীঘ্রতা কামনা করা,	اِسْتَعْجَلَ–يَسْتَعْجِلُ (اِسْتِعْجَالٌ)
আমি তাদেরকে দ্রুত কল্যাণের	نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ	দৌড়নো, ছুটে	سَارَعَ–يُسَارِعُ

www.banglakitab.weebly.com

দিকে নিয়ে যাচ্ছি। (২৩:৫৬)		যাওয়া, দ্রুতগতিতে চলা,	
তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে যেতে চায় কিংবা পশ্চাতে থাকতে চায়। (৭৪:৩৭)	لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ	দেরি হওয়া, পিছিয়ে পড়া, পশ্চাতে থাকা	تَأَخَّرَ–يَتَأَخَّرُ
তাদের কাছ থেকে আযাবকে স্থগিত রাখি। (১১:৮)	أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ	পশ্চাতে রাখা, অবকাশ দেয়া, স্থগিত রাখা	أَخَّرَ–يُؤَخِّرُ
যখন তাদের সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহুর্ত পিছে যেতে পারবে না। (৭:৩৪)	فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً	দেরি হওয়া, পিছিয়ে পড়া	اِسْتَأْخَرَ–يَسْتَأْخِرُ
প্রকৃতপক্ষে সে কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২:২০৪)	وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ	ঝগড়াটে	لَدٌّ (ج) لُدٌّ
বস্তুতঃ তারা হল এক বিবাদমান সম্প্রদায়। (৪৩:৫৮)	بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ	বিবাদমান পক্ষ, শত্রু, কলহপ্রবণ, ঝগড়াটে	خَصِمٌ، خَصِيمٌ (ج) خَصِمُونَ
তোমার কাছে কি দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে। (৩৮:২১)	وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ	দাবীদার	خَصْمٌ
একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কয়জন মালিক রয়েছে। (৩৯:২৯)	رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ	পরস্পর বিরোধী	مُتَشَاكِسٌ (ج) مُتَاشَاكِسُونَ
এবং আমি তাদের পূর্বে কত ধ্বংস করেছি। (১৯:৭৪)	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم	ধ্বংস করা	أَهْلَكَ–يُهْلِكُ
প্রত্যেককেই সম্পুর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। (২৫:৩৯)	وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا	ধ্বংস করা, বিনাশ করা	تَبَّرَ–يُتَبِّرُ
তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে ধ্বংস করছিল। (৫৯:২)	يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ	নষ্ট করা, ধ্বংস করা, বিনাশ করা, খারাপ করা	أَخْرَبَ–يُخْرِبُ
তাদের রব তাদের উপর	فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم	ধ্বংস করা,	دَمْدَمَ–يُدَمْدِمُ

www.banglakitab.weebly.com

ধ্বংসলীলা চালায়। (৯১:১৪)		ধ্বংসলীলা চালানো,	
তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি। (২৭:৫১)	دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ	ধ্বংস করা, বিলুপ্ত করা, বিনাশ করা,	دَمَّرَ–يُدَمِّرُ (تَدْمِيرٌ)
সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় অকেজোই করে দিয়েছিলে। (৩৭:৫৬)	قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ	অকেজো করা, অচল করা,	أَرْدَى–يُرْدِي
তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধবংস করে দেবেন। (২০:৬১)	فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ	ধ্বংস করা, বিনাশ করা, বিলীন করা,	أَسْحَتَ–يُسْحِتُ
আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি। (২১:১১)	وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ	ধ্বংস করা, লণ্ডভণ্ড করা,	قَصَمَ–يَقْصِمُ
অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্যে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং অনেককে ক্ষমাও করে দেন। (৪২:৩৪)	أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ	ধ্বংস করা, বিনাশ করা, বিলীন করা,	أَوْبَقَ–يُوبِقُ
এরাই তারা যারা শাস্তিযোগ্য হয়েছে তাদের অর্জনের কারনে। (৬:৭০)	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا	বঞ্চিত করা, শাস্তিযোগ্য হওয়া	أَبْسَلَ–يُبْسِلُ
আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, (২২:৪০)	وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ	ধ্বংস করা, বিধ্বস্ত করা, চুরমার করা, ভেঙে ফেলা, ভূমিস্মাৎ করা,	هَدَّمَ–يُهَدِّمُ
কত নিকৃষ্ট সেই আবাস স্থল। (৩৮:৫৬)	فَبِئْسَ الْمِهَادُ	বাসস্থান	مِهَادٌ
তাদের বাসস্থান জাহান্নাম (৪৭:১২)	وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ	অবস্থানস্থল,	مَثْوًى

		বাসস্থান, ঠিকানা	
তাদের জন্য জান্নাত আশ্রয়স্থল। (৩২:১৯)	فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ	আশ্রয়স্থল, ঠিকানা, বাসস্থান	مَأْوَى
আর আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি উত্তম বাসস্থান। (১০:৯৩)	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ	আশ্রয়, বাসস্থান, বসতি	مُبَوَّأٌ
তারা ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। (২:২৬৫)	يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ	সন্তুষ্টি	مَرْضَاتٌ
সবচেয়ে বড় হল আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। (৯:৭২)	وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ	সন্তুষ্টি, সন্তোষ, সম্মতি,	رِضْوَانٌ
হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। (২:২০৮)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً	ইসলাম	سِلْمٌ
ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। (৫:৩)	وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا	ইসলাম ধর্ম	إِسْلَامٌ
শয়তান তাদের দু'জনের পদস্খলন ঘটাল। (২:৩৬)	فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا	পদস্খলন ঘটা	زَلَّ–يَزِلُّ
আর যখন আমি তুলে ধরলাম পাহাড়কে তাদের উপরে শামিয়ানার মত। (৭:১৭১)	وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ	ছায়াচ্ছন্ন, ছায়াদার, তাবু, চাদোয়া, শামিয়ানা	ظُلَّةٌ (ج) ظُلَلٌ
নিশ্চয় আমি আকাশকে তারকারাজির সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করেছি। (৩৭:৬)	إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ	সুসজ্জিত করা, মোহনীয় করা	زَيَّنَ–يُزَيِّنُ
এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য সুষমায় ভরে উঠলো। (১০;২৪)	إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ	সজ্জিত হওয়া, অলঙ্কৃত হওয়া,	ازَّيَّنَ–يَزَّيَّنُ
নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি	إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ	প্রকম্পিত হওয়া	زَلْزَلَ–يُزَلْزِلُ

www.banglakitab.weebly.com

(زِلْزَالٌ، زَلْزَلَةٌ)	(কম্পন)	عَظِيمٌ	ভয়ংকর ব্যাপার। (২২:১)
مَارَ–يَمُورُ (مَوْرٌ)	প্রলয় সৃষ্টি হওয়া, তরঙ্গিত হওয়া, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হওয়া, প্রকম্পিত হওয়া,	أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ	তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, যখন তা কাঁপতে থাকবে। (৬৭:১৬)
وَجِلَ–يَوْجَلُ (وَجِلَةٌ (ج) وَجِلُونَ)	ভয় পাওয়া, দুরদুর করা, ভীত হওয়া,	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ	যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। (৮:২)
رَجَفَ–يَرْجُفُ (رَجْفَةٌ)	কাঁপা, প্রকম্পিত হওয়া, ভূমিকম্প হওয়া,	يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তুপ। (৭৩:১৪)
رَجَّ–يَرُجُّ (رَجٌّ)	কাঁপা, কম্পিত হওয়া,	إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا	যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী। (৫৬:৪)
اقْشَعَرَّ–يَقْشَعِرُّ	পশম খাড়া হওয়া, শিউরে ওঠা,	تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ	তাদের পশম খাড়া হয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। (৩৯:২৩)
نَصْرٌ	সাহায্য	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ	যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। (১১০:১)
مَدَدٌ	সাহায্য, সহায়তা, অনেক সাহায্য,	وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا	যদিও এরুপ অনেক নিয়ে আসা হয়। (১৮:১০৯)
كُرْهٌ	অপছন্দনীয়	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ	তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। (২:২১৬)
مَكْرُوهٌ	ঘৃণিত, অপ্রিয়	كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ	এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দকাজ, সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে

		عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا	অপছন্দনীয়। (১৭:৩৮)
مَقْتٌ	জঘন্য, বিরক্তিকর, ঘৃণিত,	كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ	তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই ঘৃণিত। (৬১:৩)
مَرْضِيٌّ، مَرْضِيَّةٌ	সন্তোষভাজন, পছন্দনীয়,	وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا	এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (১৯:৫৫)
عَسَى	হয়তো	وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ	আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। (২:২১৬)
اِسْتَطَاعَ–يَسْتَطِيعُ	সক্ষম হওয়া	فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ	অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না। (৫১:৪৫)
عَجَزَ–يَعْجِزُ	অক্ষম হওয়া	قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ	সে বলল, আফসোস আমি অক্ষম হলাম। (৫:৩১)
عَيِيَ–يَعْيَى	অক্ষম হওয়া, ক্লান্ত হওয়া	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ	আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? (৫০:১৫)
مَسْبُوقٌ (ج) مَسْبُوقُونَ	পশ্চাদ্বর্তী, পরাজিত	وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ	এবং আমরা অক্ষম নই। (৫৬:৬০)
حَبِطَ–يَحْبَطُ	নস্যাৎ হওয়া, নষ্ট হওয়া, ব্যর্থ হওয়া, নিষ্ফল হওয়া	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ	এরাই তারা যাদের আমলগুলো নিষ্ফল হয়ে গেছে। (৩:২২)
بَطَلَ–يَبْطُلُ	বাতিল হওয়া, নষ্ট হওয়া,	وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ	এবং বাতিল হয়ে গেল যা তারা করত। (৭:১১৮)
هَاجَرَ–يُهَاجِرُ	হিজরত করা	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করেছে। (২২:৫৮)

www.banglakitab.weebly.com

সে বলল, নিশ্চয়ই আমি আমার প্রতিপালকের দিকে একজন হিজরতকারী। (২৯:২৬)	وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي	হিজরতকারী	مُهَاجِرٌ (ج) مُهَاجِرُونَ (مُهَاجِرَاتٌ)
তারা তোমাকে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (২:২১৯)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ	মদ	خَمْرٌ
তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩:২৫)	يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ	বিশুদ্ধ পানীয়, খাঁটি শরাব, নির্ভেজাল সুরা	رَحِيقٌ
সেখান থেকে তোমরা নেশাদ্রব্য তৈরি করে থাক। (১৬:৬৭)	تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا	মাদকদ্রব্য, নেশাদ্রব্য, নবিজ, মদ, মদিরা	سَكَرٌ
তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। (২:২১৯)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ	জুয়া	مَيْسَرٌ
বল, এদুয়ের মাঝে আছে বড় ক্ষতি এবং কিছু উপকারিতা। (২:২১৯)	قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ	উপকারিতা	مَنْفَعَةٌ (ج) مَنَافِعُ
এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। (২০:৮৯)	وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا	উপকার করা, মঙ্গল করা, কল্যাণ করা,	نَفْعٌ
এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না। (২০:৮৯)	وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا	ক্ষতি	ضَرٌّ
তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। (২৬:৫০)	قَالُوا لَا ضَيْرَ	অসুবিধা, ক্ষতি, সমস্যা	ضَيْرٌ
অপরের অনিষ্টকারী না হয়ে। (৪:১২)	غَيْرَ مُضَارٍّ	ক্ষতিকর, অনিষ্টকারী	مُضَارٌّ

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৪:৯৯)	وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا	উদ্বৃত্ত, মার্জনাকারী	عَفُوٌّ
যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (১৬;৪৪)	وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ	চিন্তা করা	تَفَكَّرَ–يَتَفَكَّرُ
সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে। (৭৪:১৮)	إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ	ফিকির করা, চিন্তা করা,	فَكَّرَ–يُفَكِّرُ
তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? (৪৭:২৪)	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ	চিন্তা করা, গভীরধ্যান করা,	تَدَبَّرَ–يَتَدَبَّرُ
তারা কি এই কথা সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? (২৩:৬৮)	أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ	চিন্তা করা, গভীরধ্যান করা,	اِدَّبَرَ–يَدَّبَّرُ
আমার ভাই হারুন। (২০:৩০)	هَارُونَ أَخِي	ভাই, সহোদর, জাতি ভাই, ভ্রাতৃত্ব	أَخٌ (ج) إِخْوَانٌ، إِخْوَةٌ
তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন। (৪:২৩)	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ	বোন, সহোদরা	أُخْتٌ (ج) أَخَوَاتٌ
তোমরা বিয়ে করোনা যাদেরকে তোমাদের বাবা বিয়ে করেছে। (৪:২২)	وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم	বিয়ে করা	نَكَحَ–يَنْكِحُ
যদি নাবী চায় তাকে বিয়ে করতে। (৩৩:৫০)	إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا	বিয়ে করতে চাওয়া	اِسْتَنْكَحَ–يَسْتَنْكِحُ
সে বলল, আমি তোমাকে বিয়ে দিতে চাই। (২৮:২৭)	قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ	বিয়ে দেয়া	أَنْكَحَ–يُنْكِحُ
আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের উপর কোন অসুবিধা না থাকে। (৩৩:৩৭)	زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ	বিয়ে দেয়া	زَوَّجَ–يُزَوِّجُ

www.banglakitab.weebly.com

অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, সে তাঁর জন্য হালাল নয়। (২:২৩০)	فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ	তালাক দেয়া	طَلَّقَ–يُطَلِّقُ
আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। (২:২৩০)	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ	মাসিক, ঋতু	مَحِيضٌ
আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিকের সময়কাল পর্যন্ত। (২:২২৮)	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ	মাসিকের সময়কাল	قُرْءٌ (ج) قُرُوءٌ
এবং তারা যাদের মাসিক হয়নি। (৬৫:৪)	وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ	মাসিক হওয়া, ঋতুস্রাব হওয়া	حَاضَتْ–تَحِيضُ
মাসিকের সময় নারীদের থেকে পৃথক হও। (২:২২২)	فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ	পৃথক হওয়া	اِعْتَزَلَ–يَعْتَزِلُ
তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায়। (৩২:১৬)	تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا	বিচ্ছিন্ন হওয়া, পৃথক হওয়া,	تَجَافَى–يَتَجَافَى
হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৩৬:৫৯)	وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ	আলাদা হওয়া, বিভক্ত হওয়া,	اِمْتَازَ–يَمْتَيِزُ
যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শস্তি দিতাম। (৪৮:২৫)	لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا	পৃথক থাকা, দূরে থাকা, সরে যাওয়া,	تَزَيَّلَ–يَتَزَيَّلُ
যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে	وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ	পৃথক হওয়া, আলাদা হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া,	تَفَرَّقَ–يَتَفَرَّقُ

www.banglakitab.weebly.com

দিবেন। (৪:১৩০)			
ফলে, তা বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (২৬:৬৩)	فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ	বিদীর্ণ হওয়া, চিরা, চিরে যাওয়া,	انْفَلَقَ–يَنْفَلِقُ
তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। (২২;৭৩)	لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ	একত্র হওয়া, জড়ো হওয়া, জোটবদ্ধ হওয়া	اجْتَمَعَ–يَجْتَمِعُ
তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। (২:২২২)	وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ	পবিত্র হওয়া	طَهَرَ–يَطْهُرُ
যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে পবিত্রতা অর্জন করে নাও। (৫:৬)	وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا	পবিত্রতা অর্জন করা, গোসল করা	تَطَهَّرَ–يَتَطَهَّرُ
নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন। (২:২২২)	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ	পবিত্রতা অবলম্বনকারী	مُتَطَهِّرٌ (ج) مُتَطَهِّرُونَ
আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (৯:১০৮)	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ	পবিত্রকারী, শুদ্ধিকারী, আত্মশুদ্ধিকারী	مُطَّهِّرٌ (ج) مُطَّهِّرُونَ
আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (৭৫:৫)	وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ	পাপ, অপবিত্রতা, মূর্তি, মূর্তিপূঁজা, অপবিত্র	رُجْزٌ
আল্লাহর কাছে অজুহাত দিওনা। (২:২২৪)	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً	অজুহাত, প্রতিবন্ধকতা	عُرْضَةٌ
আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (১৮:৭৬)	قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا	ওজর, বাহানা, কৈফিয়তমূলক, জবাবদিহিমূলক	عُذْرٌ، مَعْذِرَةٌ
যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে। (৭৫:১৫)	وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ	ওজরসমূহ, বাহানা, ছল	مِعْذَارٌ (ج) مَعَاذِيرُ

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর কাছে তোমাদের শপথ এর ব্যপারে অজুহাত দিওনা। (২:২২৪)	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ	শপথ	يَمِينٌ (ج) أَيْمَانٌ
নিশ্চয় এটা এক মহা শপথ-যদি তোমরা জানতে। (৫৬:৭৬)	وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ	কসম, শপথ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, হলফ,	قَسَمٌ
তোমরা যে মানত কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। (২:২৭০)	نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ	মানত	نَذْرٌ (ج) نُذُورٌ
এবং যারা অনর্থক কথা হতে বিমুখ থাকে। (২৩:৩)	وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ	নিরর্থক	لَغْوٌ
সেখানে শুনবেনা কোন অনর্থক কথা। (৮৮:১১)	لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً	বকবকানি,	لَاغِيَةٌ
এবং এটা অহেতুক নয়। (৮৬:১৪)	وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ	মিছামিছি, খামাখা,	هَزْلٌ
অতঃপর তাদের ছেড়ে দিন তাদের বাজেকথা আর খেলাধুলার মধ্যে। (৬:৯১)	ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ	বাজেকথায় লিপ্ত হওয়া,	خَوْضٌ
যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। (২:২২৬)	لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ	স্ত্রী ত্যাগের কসম করা, সহবাস না করার শপথ করা	آلَى–يُؤْلِي
তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদার অধিকারী, তারা যেন কসম না খায়। (২৪:২২)	وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ	কসম করা, শপথ করা, হলফ করা	اِئْتَلَى–يَأْتَلِي
তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (৯:৫৬)	وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ	শপথ করা, প্রতিজ্ঞা করা, কসম করা	حَلَفَ–يَحْلِفُ

www.banglakitab.weebly.com

অতঃপর আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের দুজনের সাক্ষ্যর চাইতে অধিক সত্য। (৫:১০৭)	فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا	কসম খাওয়া, শপথ করা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা,	أَقْسَمَ–يُقْسِمُ
সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। (৭:২১)	وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ	কসম খাওয়া, শপথ করা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা,	قَاسَمَ–يُقَاسِمُ
তারা বলল, শপথ কর আল্লাহর নামে। (২৭:৪৯)	قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ	পরস্পরে শপথ করা, অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া	تَقَاسَمَ–يَتَقَاسَمُ
আমি আল্লাহর উদ্দেশে একটি রোযা মানত করছি। (১৯;২৬)	إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا	মানত করা	نَذَرَ–يَنْذِرُ
তুমি তার আনুগত্য করবেন না, যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। (৬৮:১০)	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ	অত্যধিক শপথকারী	حَلَّافٌ
যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবেনা বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। (২:২২৬)	لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ	অবকাশ	تَرَبُّصٌ
এবং যদি অসুবিধায় থাকে তাহলে সহজতার দিকে তাকাবে। (২:২৮০)	وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ	একবার তাকানো, এক নজর,	نَظْرَةٌ
অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে। (৮৬:১৭)	فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا	ইচ্ছামত চলতে দাও, সুযোগ দাও, অবকাশ দাও	رُوَيْدٌ
কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। (৩৮:১৫)	وَمَا يَنظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن	প্রত্যাবর্তন, পুনরাগমন, বিরতি, বিরাম	فَوَاقٌ

		فَوَاقٍ	
عَزَمَ–يَعْزِمُ (عَزْمٌ)	সংকল্প করা	وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	যদি তারা তালাকের সংকল্প করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী। (২:২২৭)
أَبْرَمَ–يُبْرِمُ	পরিকল্পনা করা, সংকল্প করা, চূড়ান্ত করা	أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ	তারা কি কোন পরিকল্পনা করেছে? নিশ্চয়ই আমিই চূড়ান্ত পরিকল্পনাকারী। (৪৩:৭৯)
حَرْدٌ	আক্রোশ, মনোবাঞ্ছা, লালসা, সামর্থ্য	وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ	আর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম, এ বিশ্বাস নিয়ে বাগানে যাত্রা করল। (৬৮:২৫)
مُبْرِمٌ (ج) مُبْرِمُونَ	পরিকল্পনাকারী, সংকল্পকারী, চূড়ান্তকারী	أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ	তারা কি কোন পরিকল্পনা করেছে? নিশ্চয়ই আমিই চূড়ান্ত পরিকল্পনাকারী। (৪৩:৭৯)
طَلَاقٌ	তালাক	وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ	যদি তারা তালাকের সংকল্প করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী এবং জ্ঞানী। (২:২২৭)
مُطَلَّقَةٌ (ج) مُطَلَّقَاتٌ	তালাকপ্রাপ্ত নারী	وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ	এবং তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য কিছু ভরণ পোষণ। (২:২৪২)
نِكَاحٌ	বিয়ে	لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا	যারা বিয়ের আশা রাখেনা। (২৪:৬০)
تَرَبَّصَ–يَتَرَبَّصُ	অপেক্ষা করা	وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ	আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন মাসিকের সময়কাল পর্যন্ত। (২:২২৮)
اِنْتَظَرَ–يَنْتَظِرُ	তাকিয়ে থাকা, পথ চেয়ে থাকা, অপেক্ষা করা	فَهَلْ يَنتَظِرُونَ	তারা কি অপেক্ষা করছে? (১০:১১০)
رَقَبَ–يَرْقُبُ	অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা,	وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي	আমার কথার অপেক্ষা করেনি। (২০:৯৪)

অতএব আপনি সেই দিনের অপেক্ষা করুন, যখন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে। (৪৪:১০)	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ	অপেক্ষা করা, পর্যবেক্ষণ করা,	اِرْتَقَبَ–يَرْتَقِبُ
বল, তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি। (৫২:৩১)	قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ	প্রতীক্ষমাণ, প্রত্যাশী, অপেক্ষাকারী,	مُتَرَبِّصٌ (ج) مُتَرَبِّصُونَ
এবং বাকিরা প্রতিক্ষিত আল্লাহর আদেশের জন্য, হয়ত তাদের আযাব দিবেন হবে অথবা তাদের ক্ষমা করে দিবেন। (৯:১০৬)	وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ	আশান্বিত, প্রতীক্ষিত, আশার আলো, বিলম্বিত	مُرْجًى (ج) مُرْجَوْنَ
অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে। (৪৪:৫৯)	فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ	অপেক্ষমাণ, প্রতীক্ষমাণ	مُرْتَقِبٌ (ج) مُرْتَقِبُونَ
অপেক্ষা কর, আমি ও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। (১০:২০)	فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ	অপেক্ষাকারী, অপেক্ষমাণ, সুযোগসন্ধানী	مُنْتَظِرٌ (ج) مُنْتَظِرُونَ
আল্লাহ বললেনঃ তোমাকে অবকাশ দেয়া হল। (১৫:৩৭)	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ	অবকাশপ্রাপ্ত, সুযোগপ্রাপ্ত, দর্শনযোগ্য	مُنْظَرٌ (ج) مُنْظَرُونَ
তাদের জন্য বৈধ নয়, আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা। (২:২২৮)	وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ	বৈধ হওয়া	حَلَّ–يَحِلُّ
তাদের জন্য বৈধ নয়, আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা। (২:২২৮)	وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ	গর্ভ, জরায়ু	رَحِمٌ (ج) أَرْحَامٌ
এবং পুরুষের জন্য তাদের উপর মর্যাদা রয়েছে। (২:২২৮)	وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ	মর্যাদা, পর্যায়	دَرَجَةٌ
নিশ্চয়ই তোমরা উন্নীত হবে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে। (৮৪:১৯)	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ	স্তর, পর্যায়ক্রম, থর, অবস্থা, থালা,	طَبَقٌ

www.banglakitab.weebly.com

		তবাক	
অতঃপর ভালোভাবে রাখবে কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় দিবে। (২:২২৯)	فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ	রেখে দেয়া	إِمْسَاكٌ (أَمْسَكَ–يُمْسِكُ)
তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? (৩৯:৩৮)	هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ	আটককারী, আবদ্ধকারী, বাধাদাতা,	مُمْسِكٌ
অতঃপর ভালোভাবে রাখবে কিংবা সুন্দরভাবে বিদায় দিবে। (২:২২৯)	فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ	বিদায় দেয়া	تَسْرِيحٌ (سَرَّحَ–يسَرِّحُ)
এবং তাদের বিদায় দিবে, উত্তম পন্থায়। (৩৩:৪৯)	وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا	বিচ্ছেদ করা, বন্ধনমুক্ত করা, বিদায় করা	سَرَاحٌ
তাদের পথ ছেড়ে দাও। (৯:৫)	فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ	খালি করা, মুক্ত করা,	خَلَّى–يُخَلِّي
তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। (৪:২৪)	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ	পরস্পর সম্মত হওয়া	تَرَاضَى–يَتَرَاضَى
তাহলে দু'বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো ছাড়িয়ে দিতে পারে। (২:২৩৩)	فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ	পারস্পরিক সম্মতি	تَرَاضٍ
তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নিলে এতে তাদের উভয়ের কোন সমস্যা নাই। (৪:১২৮)	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا	সংশোধন, শুদ্ধি, সংস্কার, নিষ্পত্তি, সন্ধি, শান্তিচুক্তি, আপোষ, মীমাংসা	صُلْحٌ

www.banglakitab.weebly.com

এবং তোমাদের সেই মা, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছে। (৪:২৩)	وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ	দুধপান করানো	أَرْضَعَ–يُرْضِعُ
এবং তোমাদের স্তন্য দানকরা মায়ের দিক থেকে বোন। (৪:২৩)	وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ	স্তন্যদান করা, দুগ্ধপানের মেয়াদ	رَضَاعَةٌ
আর যদি তোমরা কোন ধাত্রীর দ্বারা নিজের সন্তানদেরকে দুধ খাওয়াতে চাও। (২:২৩৩)	وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ	ধাত্রী নিযুক্ত করা, দুধপান করিয়ে নেওয়া, ধাত্রী রাখা	اِسْتَرْضَعَ–يَسْتَرْضِعُ
পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে থেকে তাকে বিরত রেখেছিলাম। (২৮:১২)	وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ	স্তন্যদানকারিণী, ধাত্রী, ধাইমা, মা, মাতা, জননি, দুধমা, দুধমাতা	مُرْضِعَةٌ (ج) مَرَاضِعُ
তাহলে দু’বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো ছাড়িয়ে দিতে পারে। (২:২৩৩)	فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ	দুধ ছাড়ানো	فِصَالٌ

২৭। সুরা বাকারাহ (২৩৩-২৮৬)

কারো উপরে সামর্থ্যের বাহিরে কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হবে না। (২:২৩৩)	لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا	চাপিয়ে দেয়া	تَكَلَّفَ–يَتَكَلَّفُ
হে আমাদের রব! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ। (২:২৮৫)	رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا	বোঝা চাপানো, বহন করানো, দায়িত্ব অর্পন করা	حَمَّلَ–يُحَمِّلُ
কারো উপরে সামর্থ্যের বাহিরে কিছুই চাপিয়ে দেওয়া হবে না। (২:২৩৩)	لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا	সাধ্য, সামর্থ্য	وُسْعٌ

www.banglakitab.weebly.com

তারা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেনি। (২২:৭৪)	مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ	সম্মান, উপযুক্ত, যথার্থ, নির্ধারিত,	قَدْرٌ
তাদেরকে থাকতে দাও তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী তোমরা যেভাবে থাকো। (৬৫:৬)	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ	পাওনা, সাধ্য, সম্পদ, ধনসম্পদ	وُجْدٌ
এরাই উত্তরাধিকারী। (২৩:১০)	أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ	উত্তরাধিকারী	وَارِثٌ (ج) وَارِثُونَ، وَرَثَةٌ (وَرِثَ–يَرِثُ)
অতঃপর আমি কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। (৩৫:৩২)	ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا	ওয়ারিস বানানো, উত্তরাধিকারী বানানো, মালিক বানানো	أَوْرَثَ–يُوْرِثُ
এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল। (৮৯:১৯)	وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا	মিরাস, উত্তরাধিকার	تُرَاثٌ
আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্ত্বাধিকারী। (৩:১৮০)	وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্যসম্পত্তি, মিরাস, উত্তরাধিকার	مِيرَاثٌ
তাহলে দু’বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ পান করানো ছাড়িয়ে দিতে পারে। (২:২৩৩)	فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ	পরামর্শ	تَشَاوُرٌ
স্বলাত কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে। (৪২:৩৮)	وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ	পরামর্শ, মন্ত্রণা, মশোয়ারা	شُورَى

www.banglakitab.weebly.com

এবং কাজে কর্মে তাদের পরামর্শ করুন। (৩:১৫৯)	وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ	পরামর্শ করা, মশোয়ারা করা,	شَاوَرَ–يُشَاوِرُ
পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। (৬৫:৬)	وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ	পরামর্শ করা, আদেশ পালন	أْتَمَرَ–يَئْتَمِرُ
তাহলে যদি তোমরা সাব্যস্তকৃত প্রচলিত বিনিময় দিয়ে দাও তাতেও কোন পাপ নেই। (২:২৩৩)	فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ	আদায় করা, বিনিময় প্রদান করা	سَلَّمَ–يُسَلِّمُ (تَسْلِيمٌ)
এবং তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ। (৬:১৮)	وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ	পূর্ণজ্ঞাত, সর্বজ্ঞ, বিজ্ঞ, জ্ঞানী	خَبِيرٌ
কোন দোষ নেই, যেদিকে তোমরা ইংগিত কর। (২:২৩৫)	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم	ইংগিত করা	عَرَّضَ–يُعَرِّضُ
অতঃপর তিনি তাঁর দিকে ইঙ্গিত করলেন। (১৯:২৯)	فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ	ইশারা করা, পরামর্শ দেওয়া	أَشَارَ–يُشِيرُ
তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না, ইশারা ছাড়া। (৩:৪১)	قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا	ইশারা, আকার, ইঙ্গিত, সঙ্কেত	رَمْزٌ
কোন দোষ নেই, যেদিকে যা দ্বারা তোমরা বিয়ের প্রস্তাবের দিকে ইংগিত কর। (২:২৩৫)	وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ	বিয়ের প্রস্তাব	خِطْبَةٌ
অথবা বিয়ের চুক্তি যার হাতে সে যদি ক্ষমা করে দেয়। (২:২৩৭)	أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ	বন্ধন, চুক্তি	عُقْدَةٌ (ج) عُقَدٌ
যদি তাদের থেকে প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। (৩৩:৩৭)	إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا	কামনা, প্রয়োজন	وَطَرٌ

তোমরা কাফেরদের সাথে বিবাহবন্ধন আঁকড়ে ধরে থেকো না। (৬০:১০)	وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ	রশি, বন্ধন, বিবাহবন্ধন, দাম্পত্য	عِصْمَةٌ (ج) عِصَمٌ
তাকে তার নির্ধারিত মোহর দান কর। (৪:২৪)	فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً	মোহর	فَرِيضَةٌ
আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। (৪:৪)	وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	মোহরানা, বধুপণ, দেনমোহর, স্ত্রীপণ	صَدُقَةٌ (ج) صَدُقَاتٌ
সুতরাং যদি তোমরা ভয় করো, তাহলে হেঁটে কিংবা আরোহী হয়ে। (২:২৩৯)	فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا	আরোহী	رُكْبَانٌ
তোমার কাছে আসে পায়ে হেঁটে। (২২:২৭)	يَأْتُوكَ رِجَالًا	পদাতিক, পায়ে হাঁটা	رَاجِلٌ (ج) رِجَالٌ
এবং আক্রমন করো তোমার অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য দ্বারা। (১৭:৬৪)	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ	পদাতিক সৈন্য, পদব্রজী বাহিনী, পদযাত্রী সৈন্যদল	رَجِلٌ
যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে। (৫৭:১১)	يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا	ধার দেয়া	قَرَضَ–يَقْرِضُ
যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋনের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও। (২:২৮২)	إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ	ঋণ করা, ঋণ গ্রহণ করা, লেনদেন করা,	تَدَايَنَ–يَتَدَايَنُ
এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। (৭৩:২০)	وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا	ঋণ, কর্জ, ধার, দেনা	قَرْضٌ
ওছিয়্যতের পর, যা অসিয়ত করে গেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। (৪:১১)	مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ	ঋন, ধার, কর্জ, দেনা	دَيْنٌ

আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (২:২৪৫)	وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ	সংকুচিত করা	قَبَضَ–يَقْبِضُ (قَبْضٌ)
তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাদের উপর সংকীর্ণ করোনা। (৬৫:৬)	وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ	সংকীর্ণ করা, অপ্রশস্ত করা, অপ্রসন্ন করা	ضَيَّقَ–يُضَيِّقُ
এবং তিনি স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে তাকে প্রাচুর্য দান করেছেন। (২-২৪৭)	وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ	দেহ, দেহ, আকৃতি	جِسْمٌ (ج) أَجْسَامٌ
অতএব আজকের দিনে বাঁচিয়ে দিচ্ছি আমি তোমার দেহকে। (১০-৯২)	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ	হৃষ্টপুষ্ট শরীর, স্থূলদেহ	بَدَنٌ
আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে,তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (২১-৮)	وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ	শরীর, দেহ, অবয়ব	جَسَدٌ
যে,তুমি তাকে (মূসাকে) সিন্দুকে রাখ। (২০-৩৯)	أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ	সিন্দুক	تَابُوت
তার (তালূতের) নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে,তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। (২-২৪৮)	إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ	প্রশান্তি	سَكِينَةٌ
আর তাতে থাকবে মূসা,হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী।(২-২৪৮)	وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ	অবশিষ্ঠাংশ, শ্রেষ্ঠত্ব, পুণ্য	بَقِيَّةٌ

www.banglakitab.weebly.com

آپনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি? (৬৯-৮)	فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ	অবশিষ্ট বস্তু, স্থায়ী	بَاقٍ (بَاقِيَةٌ) (ج) بَاقُونَ (بَاقِيَاتٌ)
এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর। (২-২৭৮)	وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا	অবশিষ্ট থাকা, স্থায়ী থাকা	بَقِيَ-يَبْقَى
এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না। (৭৪-২৮)	لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ	অবশিষ্ট রাখা, স্থায়ী রাখা	أَبْقَى-يُبْقِي
যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে।(৪০-৭)	الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ	বহন করা, ভ্রমণ করা, গর্ভধারন করা,	حَمَلَ-يَحْمِلُ
অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারাশি উপরে নিয়ে আসে। (১৩-১৭)	فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا	বহন করা, সহ্য করা, সধৈর্যে বহন করা	احْتَمَلَ-يَحْتَمِلُ
(কিতাবে) এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ নিজে বহন করবে না। (৫৩-৩৮)	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	বোঝা বহন করা, ভার গ্রহণ করা	وَزَرَ-يَزِرُ
এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ন মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। (৭-৫৭)	حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ	সহজে বহন করা, হালকা ভারে বহন করা,	أَقَلَّ-يُقِلُّ
এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী। (২৩-৩০)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ	যে পরীক্ষা করে	مُبْتَلٍ (ج) مُبْتَلُونَ
সে ব্যতীত যে হাতের আঁজলা ভরে (সামান্য খেয়ে) নেবে। (২-২৪৯)	إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ	আঁজলা ভরে নেয়া	اِغْتَرَفَ-يَغْتَرِفُ

www.banglakitab.weebly.com

সে ব্যতীত যে হাতের আঁজলা ভরে (সামান্য খেয়ে) নেবে। (২-২৪৯)	إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ	এক আঁজলা	غُرْفَةٌ
ছোট দল আল্লাহ্‌র হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে। (২-২৪৯)	كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ	জয়ী হওয়া	غَلَبَ-يَغْلِبُ (غَلَبٌ)
অতএব আল্লাহ্‌র হুকুমে তারা তাদের পরাজিত করল (২-২৫১)	فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ	পরাজিত করা, পরাভূত করা,	هَزَمَ-يَهْزُمُ
পরিশেষে যখন তোমরা তাদের পরাজিত করবে তখন মজবুত করে বাঁধবে (৪৭-৪)	حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ	পরাভূত করা, প্রবল হওয়া, হত্যা করা,	أَثْخَنَ-يُثْخِنُ
তাদের উপরে তিনি তোমাদের বিজয় দান করার পরে। (৪৮-২৪)	بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ	জয় করা, বিজয় করা, জয়ী বানানো,	أَظْفَرَ-يُظْفِرُ
আজ যে জয়ী হবে,সেই সফলকাম হবে। (২০-৬৪)	وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ	জয়ী হওয়া, কর্তৃত্ব লাভ করা	اسْتَعْلَى-يَسْتَعْلِي
আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ। (২-২৫০)	ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا	অবিচল রাখা, দৃঢ়পদ করা,	ثَبَّتَ-يُثَبِّتُ (تَثْبِيتٌ)
আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম। (১৮-১৪)	وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	বাঁধা, দৃঢ় করা,	رَبَطَ-يَرْبِطُ
যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে। (৪৬-১৩)	قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا	অটল থাকা, সোজা চলা, সঠিক হওয়া,	اِسْتَقَامَ-يَسْتَقِيمُ
আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো।	وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ	প্রতিহত	دَفْعٌ

www.banglakitab.weebly.com

		الْأَرْضُ	(২-২৫১)
دَافِعٌ	প্রতিহতকারী	لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ	কাফেরদের জন্যে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই।(৭০-২)
قَيُّومٌ	চিরকায়েম, স্বাধিষ্ঠপ্রভু, স্রষ্টানিয়ন্তা	اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ	আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব,সবকিছুর ধারক। (২-২৫৫)
سِنَةٌ	তন্দ্রা	لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ	তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। (২-২৫৫)
نُعَاسٌ	তন্দ্রা, ঝিমুনি, নিদ্রাবেশ, প্রমীলা, ঘুমঘুম ভাব, অবসাদ, শ্রান্তি	إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ	যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন তা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য। (৮-১১)
نَوْمٌ	ঘুম	لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ	তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। (২-২৫৫)
نَائِمٌ (ج) نَائِمُونَ	ঘুমন্ত	هُمْ نَائِمُونَ	তারা ঘুমন্ত ছিল। (৬৮-১৯)
رَاقِدٌ (ج) رُقُودٌ	ঘুমন্ত, নিদ্রিত, ঘুমকাতর	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ	তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। (১৮-১৮)
قَائِلٌ	দুপুরে নিদ্রামগ্ন, দুপুরে শোয়া ব্যক্তি	فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ	তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত অবস্থায়। (৭-৪)
هَجَعَ- يَهْجَعُ	ঘুমানো, নিদ্রা যাওয়া, শয়ন করা	كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ	তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত। (৫১-১৭)
أَيْقَاظٌ	জাগ্রত, নির্ঘুম, সজাগ, অনিদ্রা	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ	তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। (১৮-১৮)

www.banglakitab.weebly.com

آدَ-يَؤُودُ	ক্লান্ত করা, অবসন্ন করা	وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا	আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। (২-২৫৫)
عَلِيٌّ، عَالٍ	সুউচ্চ	إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ	নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়। (৪২-৫১)
مُتْعَالٍ	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, মহামহিয়ান, সুমহান	عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ	তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত,মহোত্তম,সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১৩-১৯)
رَافِعٌ	উচ্চকারী, উন্নিতকারী,	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ	এটা নীচু করে দেবে,সমুন্নত করে দেবে। (৫৬-৩)
سَافِلٌ (ج) سَافِلُونَ	নিম্নমুখী, অধমুখী, তলদেশ, নিকৃষ্ট,	لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ	যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়।(৪১-২৯)
أَرْذَل (ج) أَرْذَلُونَ، أَرَاذِلُ	থুড়থুড়ে বুড়ো, থুত্থুড়ে, জরাগ্রস্ত	وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ	আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থুল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না (১১-২৭)
خَافِضَةٌ	অবনতকারী	خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ	এটা নীচু করে দেবে,সমুন্নত করে দেবে। (৫৬-৩)
إِكْرَاهٌ	জবরদস্তি	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ	দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। (২-২৫৬)
غَصَبٌ	ছিনিয়ে নেওয়া, জোরপূর্বক নেওয়া,	يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا	সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (১৮-৭৯)
اسْتَمْسَكَ-يَسْتَمْسِكُ	আঁকড়ে ধরা	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (২-২৫৬)
اعْتَصَمَ-يَعْتَصِمُ	আকড়ে ধরা, শক্ত করে ধরা, ধারণ করা	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا	আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর। (৩-১০৩)

www.banglakitab.weebly.com

آর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে। (৭-১৭০)	وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ	আটকে রাখা, আবদ্ধ রাখা, ধরে রাখা, ধারণ করা,	مَسَّكَ-يُمَسِّكُ
আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতঃপর তারা তাকে আঁকড়ে রেখেছে? (৪৩-২১)	أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ	আটককারী, বাধাদাতা, প্রতিবন্ধক, বিরতকারী	مُسْتَمْسِكٌ (ج) مُسْتَمْسِكُونَ
সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (২-২৫৬)	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	হাতল	عُرْوَةٌ
সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল। (২-২৫৬)	فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ	মজবুত	وُثْقَى
আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। (১৪-২৭)	يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ	সুদৃঢ়, মজবুত, অটল, প্রমাণযোগ্য	ثَابِتٌ
নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সুনিপুণ। (৭-১৮৩)	إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ	সুদৃঢ়, মজবুত, প্রচণ্ড, শক্ত, প্রচণ্ড শক্তি	مَتِينٌ
কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ঈমানদার,তারা তা মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (৪-১৬২)	لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ	সুদক্ষ, পণ্ডিত, পারদর্শী, সুগভীর, বিশেষজ্ঞ, বিচক্ষণ	رَاسِخٌ (ج) رَاسِخُونَ
যা ভাংবার নয়। (২-২৫৬)	لَا انفِصَامَ لَهَا	ছিন্নতা	انْفِصَامٌ
অতঃপর যে কুফুরি করেছিল সে হতভম্ব হয়ে গেল। (২-২৫৮)	فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ	নিরুত্তর করা, হতভম্ব বানানো,	بَهَتَ-يَبْهَتُ
যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের	يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا	পাশ দিয়ে যাওয়া, অতিক্রম করা	مَرَّ-يَمُرُّ

www.banglakitab.weebly.com

দিকে মনোনিবেশ করে না। (১২-১০৫)	مُعْرِضُونَ		
তারপর তিনি যখন উহা পার হয়ে গেলেন। (২-২৪৯)	فَلَمَّا جَاوَزَهُ	অতিক্রম করা, পার হওয়া, ক্ষমা করা	جَاوَزَ-يُجَاوِزُ
আর রাত্রির কথা যখন তা বিগত হয়। (৮৯-৪)	وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ	গত হওয়া, রাত পোহানো	سَرَى-يَسْرِي
যদি তোমরা বের হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখ। (৫৫-৩৩)	إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُ	বের হয়ে যাওয়া, অতিক্রম করা,	نَفَذَ-يَنْفُذُ
এই সব (জনপদ) এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে। (২২-৪৫)	فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا	উপুড় হয়ে পড়ে থাকা	خَاوِيَةٌ
নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।(২৯-১৭)	فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ	অধোমুখী, অধোবদন, উপুড় হয়ে,	جَاثِمٌ (ج) جَاثِمُونَ
তাদের সংবাদ কি এদের কাছে আসেনি, যারা ছিল তাদের পূর্বে; নূহের আ'দের ও সামুদের জাতির এবং ইব্রাহীমের জাতির এবং মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উল্টে দেয়া হয়েছিল? (৯-৭০)	أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ	উল্টোমুখী, বিধস্ত	مُؤْتَفِكَةٌ (ج) مُؤْتَفِكَاتٌ
এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে-সেগুলো পচে যায় নি। (২-২৫৯)	فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ	পচে যাওয়া	تَسَنَّهَ-يَتَسَنَّهُ
এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। (২-২৫৯)	وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ	গাধা	حِمَارٌ (ج) حُمُرٌ، حَمِيرٌ

www.banglakitab.weebly.com

আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ। (২-২৫৯)	وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ	হাড়	عَظْمٌ (ج) عِظَامٌ
যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। (২-২৬০)	وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي	প্রশান্তি লাভ করা	اِطْمَأَنَّ-يَطْمَئِنُّ
হে প্রশান্ত মন। (৮৯-২৭)	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ	প্রশান্ত	مُطْمَئِنٌّ (مُطْمَئِنَّةٌ)
তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও।(২-২৬০)	فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ	পাখি	طَيْرٌ
যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়। (৬-৩৮)	طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ	পাখি, অশুভ লক্ষণ,	طَائِرٌ
অতঃপর সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। (২-২৬০)	فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ	পোষ মানানো	صَارَ-يَصُورُ
অতঃপর প্রত্যেক পাহাড়ের উপর রেখে দেও ... (২-২৬০)	ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ	পাহাড়	جَبَلٌ (ج) جِبَالٌ
বিশাল পর্বতসদৃশ। (২৬-৬৩)	كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ	পর্বত, মহাপর্বত, পর্বতচূড়া	طَوْدٌ
সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন। (৪২-৩২)	وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ	পাহাড়, পর্বত, গিরি, প্রাসাদ, টাওয়ার	عَلَمٌ (ج) أَعْلَامٌ
তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা। (৩১-১০)	وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ	স্থিরক, স্থিরকারী পাহাড় পর্বত,	رَاسٍ (ج) رَوَاسٍ
যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। (১৮-৯৬)	إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ	দুই পর্বতের পার্শ্ব	صَدَفٌ
এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায়। (২৩-২০)	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ	তুর পর্বত, সিনাই পর্বত	طُورٌ

	سَيْنَاءَ		
এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য। (৩৬-৩৩)	وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا	দানা, বীজ, শস্য	حَبٌّ، حَبَّةٌ
নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। (৬-৯৫)	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ	আঁটি, খেজুরের আঁটি, বিচি	نَوَاةٌ (ج) نَوًى
যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। (২-২৬১)	أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ	শীষ	سُنْبُلٌ، سُنْبُلَةٌ (ج) سَنَابِلُ، سُنْبُلَاتٌ
সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। (২-২৬৪)	كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ	লোক দেখানো	رِئَاءٌ
যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে। (১০৭-৬)	الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ	লোক দেখানো, প্রদর্শন করা,	رَاءَى-يُرَائِي
অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। (২-২৬৪)	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ	মাটি	تُرَابٌ
আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। (২৩-১২)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ	কাদামাটি	طِينٌ
আপনি তাকে পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিশুষ্ক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (১৫-৩৩)	خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	পচাকাদা	حَمَأٌ، حَمِئَةٌ
আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুস্ক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (১৫-২৬)	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	শুকনো কাদা	صَلْصَالٌ
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া	خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن	পোড়ামাটি	فَخَّارٌ

www.banglakitab.weebly.com

মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে। (৫৫-১৪)	صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ		
তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (৪-৪৩)	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا	মাটি	صَعِيدٌ
এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্থর বর্ষণ করলাম। (১৫-৭৪)	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ	নাম লিখা পাথর, প্রস্তরখণ্ড, কঙ্কর,	سِجِّيلٌ
অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। (২-২৬৪)	فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا	শক্ত ও মসৃণ	صَلْدٌ
টিলায় অবস্থিত বাগানের মত উদহারন। (২-২৬৫)	كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ	উঁচুভূমি, টিলা	رَبْوَةٌ
তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (২০-১০৭)	لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا	টিলা, অসমতল, বন্ধুর	أَمْتٌ
তারা প্রত্যেক উচ্চভুমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (২১-৯৬)	هُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ	টিলা, উচ্চস্থান, মালভূমি	حَدَبٌ
তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মান করছ? (২৬-১২৮)	أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ	টিলা, পাহাড়, উচ্চস্থান	رِيْعٌ
অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। (২-২৬৫)	فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ	ফল, খাদ্য, অন্ন	أُكُلٌ
খেজুরের বাগান। (২-২৬৬)	جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ	খেজুর	نَخْلٌ، نَخْلَةٌ، نَخِيلٌ
তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (১৯-২৫)	تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا	পাকা খেজুর	رُطَبٌ
তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ	مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ	খেজুর গাছ	لِيْنَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

কেটে দিয়েছ। (৫৯-৫)			
অবশেষে সে পুরাতন খর্জুর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। (৩৬-৩৯)	حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ	খেজুরের শাখা	عُرْجُونٌ
একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান। (২-২৫৬)	جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ	আঙ্গুর	عِنَبٌ، عِنَبَةٌ (ج) أَعْنَابٌ
সে বার্ধক্যে পৌছবে। (২-২৫৬)	أَصَابَهُ الْكِبَرُ	বার্ধক্য	كِبَرٌ (كَبِرَ-يَكْبَرُ)
অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। (৩০-৫৪)	ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً	চুলের শুভ্রতা, বৃদ্ধদশা, বার্ধক্য,	شَيْبَةٌ
বার্ধক্যে আমার মস্তক সুশুভ্র হয়েছে। (১৯-৪)	وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا	শুভ্রোজ্জ্বল হওয়া, চুল পাকা	اشْتَعَلَ-يَشْتَعِلُ
অতঃপর তা পুড়ে গেল। (২-২৫৬)	فَاحْتَرَقَتْ	পুড়ে যাওয়া, ভস্মীভূত হওয়া	اِحْتَرَقَ-يَحْتَرِقُ
আর তারা শীঘ্রই প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। (৪-১০)	وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا	আগুনে প্রবেশ করা, দগ্ধ হওয়া, পোড়া	صَلِيَ-يَصْلَى (صَلِيٌّ)
যতবার তাদের চামড়া পুরোপুরি পুড়ে যাবে। (৪-৫৬)	كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم	পোড়া, দগ্ধ হওয়া,	نَضِجَ-يَنْضَجُ
তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৩৮-৫৯)	إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ	অগ্নিতে প্রবেশকারী, অগ্নিদগ্ধ	صَالٍ (ج) صَالُونَ
যদি না তোমরা তাতে চোখ বন্ধ করে নেও। (২-২৬৭)	إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ	চোখ বন্ধ করা	أَغْمَضَ-يُغْمِضُ
অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে	يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ	যাঞ্চা না করা	تَعَفُّفٌ

www.banglakitab.weebly.com

করে। (২-২৭৩)	مِنَ التَّعَفُّفِ		
এবং আহার করাও যে কিছু যাচঞ্ঞা করে না তাকে এবং যে যাচঞ্ঞা করে তাকে। (২২-৩৬)	وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ	অল্পেতুষ্ট, সংযমী, অভাবী	قَانِعٌ
তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। (২-২৭৩)	لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا	নাছোড়	إِلْحَافٌ
আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন। (২-২৭৬)	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا	সুদ	رِبَا
যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। (২-২৭৫)	الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ	মোহাবিষ্ট করা, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটানো,	تَخَبَّطَ-يَتَخَبَّطُ
যাকে শয়তানরা বনভুমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে। (৬-৭১)	كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ	প্রবৃত্তিপরায়ণ বানাতে চাওয়া, পদস্খলন কামনা করা,	اسْتَهْوَى-يَسْتَهْوِي
তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে সহজেই পাও। (১৬-৮০)	تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ	বিচলিত করা, সহজে লাভ করা, হালকা মনে করা	اسْتَخَفَّ-يَسْتَخِفُّ
তাদের কাউকেই তোমরা তার (আল্লাহর) সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। (৩৭-১৬২)	مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ	বিপদাপন্নকারী, বিপদগ্রস্তকারী,	فَاتِنٌ (ج) فَاتِنُونَ
পূর্বে যা হয়ে গেছে,তা তার। (২-২৭৫)	فَلَهُ مَا سَلَفَ	অতীত হওয়া	سَلَفَ-يَسْلُفُ (سَلَفٌ)
পূর্বে যা ঘটেছে। (২০-৯৯)	مَا قَدْ سَبَقَ	আগে হওয়া, অগ্রগামী হওয়া,	سَبَقَ-يَسْبِقُ (سَبْقٌ)

www.banglakitab.weebly.com

বিগত দিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে। (৬৯-২৪)	بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ	খালি, মুক্ত, গত, অতীত	خَالِيَةٌ
আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন। (২-২৭৫)	يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا	নির্মূল করা, নিশ্চিহ্ন করা	مَحَقَ-يَمْحَقُ
আল্লাহ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন। (১৩-৩৯)	يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ	মুছে ফেলা, নিশ্চিহ্ন করা,	مَحَا-يَمْحُو
তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও। (২-২৮২)	فَاكْتُبُوهُ	লেখক	كَاتِبٌ
লিপিকারের হস্তে। (৮০-১৫)	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ	লেখক, লিপিকার	سَافِرٌ (ج) سَفَرَةٌ
যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জিলে লেখা দেখতে পায়। (৭-১৫৭)	الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ	লিখিত	مَكْتُوبٌ
এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (৮৩-৯)	كِتَابٌ مَّرْقُومٌ	স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত,	مَرْقُومٌ
এবং লিখিত কিতাবের। (৫২-২)	وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ	লিপিবদ্ধ, লিখিত	مَسْطُورٌ
ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪-৫৩)	وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ	লিপিবদ্ধ, লিখিত	مُسْتَطَرٌ
"আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল,তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (৭-১৫৪)	وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ	অনুলিপি, প্রতিলিপি, কপি, নুসখা	نُسْخَةٌ
সে তা (লেখার বিষয়বস্তু) বলে দিতে অক্ষম হয়। (২-২৮২)	لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ	বলে দেয়া, নির্দেশনা দেয়া	أَمَلَّ-يُمِلُّ
তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ	فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ	আদায় করা,	أَدَّى-يُؤَدِّي

www.banglakitab.weebly.com

করা। (২-২৮৩)		পরিশোধ করা, প্রাপ্য দেয়া	
তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা। (২-২৮৩)	فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ	আমানত রাখা, গচ্ছিত থাকা	ائْتَمَنَ-يَأْتَمِنُ
তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। (৩-৭৫)	مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ	আমানত রাখা, বিশ্বাস করা, নিরাপদ থাকা, নিশ্চিত হওয়া	أَمِنَ-يَأْمَنُ
বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে। (২৬-১৯৩)	نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ	বিশ্বস্ত, ভরসাস্থল, নিরাপদ	أَمِينٌ
তোমরা এটা লিখতে অলসতা করোনা। (২-২৮২)	وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ	অবজ্ঞা করা	سَئِمَ-يَسْأَمُ
অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না। (৩১-১৮)	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ	ঘৃণায় মুখ ফিরানো, মুখ বাঁকানো,	صَعَّرَ-يُصَعِّرُ
মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই। (৪-১৭২)	لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ	লাঞ্ছিত মনে করা, লজ্জাবোধ	اِسْتَنْكَفَ - يَسْتَنْكِفُ
তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত। (১১-৩১)	تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ	ঘৃণা করা, তুচ্ছ ভাবা,	ازْدَرَى-يَزْدَرِي
তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ত্রুটি করেছি। (৬-৩১)	قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا	ছাড় দেওয়া, কমানো, লাঘব করা,	فَرَّطَ-يُفَرِّطُ
তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য পদর্শন করবে? (৫৬-৮১)	أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ	শিথিলকারী,	مُدْهِنٌ (ج) مُدْهِنُونَ
সোজা দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর। (২৬-১৮২)	وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ	ন্যায়সঙ্গত	قِسْطٌ

www.banglakitab.weebly.com

এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বন্টন। (৫৩-২২)	تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ	অন্যায় বণ্টন, অসংগত, অন্যায্য	ضِيزَى
এবং যদি কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত।(২-২৮৩)	وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ	বন্ধকী বস্তু	رَهْنٌ (ج) رِهَانٌ
এবং যদি কোন লেখক না পাও তবে বন্ধকী বস্তু হস্তগত রাখা উচিত।(২-২৮৩)	وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ	হস্তগত	مَقْبُوضَةٌ
হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। (২-২৮৬)	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا	ভুল করা	أَخْطَأَ-يُخْطِئُ
তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। (৩-১১৮)	لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا	ত্রুটি করা, কম করা	أَلَا-يَأْلُو
যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে। (৪-৯২)	وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً	ভুলবশত	خَطَأٌ

২৮। সুরা ইমরান (১-১৬)

নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। (৮৭-৭)	إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ	গোপন থাকা, লুকিয়ে থাকা, অজ্ঞাত থাকা	خَفِيَ- يَخْفَى (خُفْيَةٌ)
আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে না একটি কনাও। (১০-৬১)	وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ	অগোচরে যাওয়া, গোপন থাকা	عَزَبَ- يَعْزِبُ
অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আস্বাদন করল, তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে খুলে গেল। (৭-২২)	فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا	প্রকাশ পাওয়া, ফাঁস হওয়া, বাস করা	بَدَا-يَبْدُو

نِرْلজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য। (৬-১৫১)	وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ	প্রকাশিত হওয়া, জয়ী হওয়া,	ظَهَرَ-يَظْهَرُ
এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। (১২-৫১)	الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ	প্রকাশ হওয়া, প্রমাণ হওয়া	حَصْحَصَ-يُحَصْحِصُ
আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন,যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। (৩৩-৩৭)	وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ	প্রকাশকারী, ফাঁসকারী	مُبْدٍ
তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে। (৩-৬)	هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ	আকৃতি দেয়া	صَوَّرَ-يُصَوِّرُ
যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৮২-৮)	فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ	গঠন করা	رَكَّبَ-يُرَكِّبُ
তিনিই আল্লাহ তা'আলা,স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। (৫৯-২৪)	هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ	আকৃতিদাতা, রূপকর,	مُصَوِّرٌ
তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট। (৩-৭)	مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ	সুস্পষ্ট, সুদৃঢ়, অবধারিত	مُحْكَمَةٌ (ج) مُحْكَمَاتٌ
তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? (১৮-১৫)	لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ	সুস্পষ্ট বর্ণনা করা,	بَيِّنٌ
আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করেছি। (২৪-৪৬)	لَّقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ	স্পষ্টকারী, স্পষ্ট প্রকাশক,	مُبَيِّنَةٌ (ج) مُبَيِّنَاتٌ
আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। (৩৭-১১৭)	وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ	স্পষ্টকারী, স্পষ্ট প্রকাশক, সুস্পষ্ট	مُسْتَبِينٌ

www.banglakitab.weebly.com

	الْمُسْتَبِينَ		
যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। (১০-৭১)	لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً	অস্পষ্ট	غُمَّةٌ
আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। (৩-৭)	وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ	ব্যাখ্যা, বাস্তবায়ন, পরিণতি	تَأْوِيلٌ
আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। (১৬-৮৯)	وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ	সুস্পষ্ট ভাষ্য, বিশদ বিবরণ, ব্যাখ্যা	تِبْيَانٌ، بَيَانٌ
তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (২৫-৩৩)	جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا	ব্যাখ্যা	تَفْسِيرٌ
তুমিই সব কিছুর দাতা। (৩-৮)	إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ	দাতা	وَهَّابٌ
হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবেঃ এতে কোনই সন্দেহ নেই। (৩-৯)	رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ	একত্রকারী, জমাকারী	جَامِعٌ
এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য। (৭-১১১)	وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ	সমবেতকারী, সংগ্রাহক	حَاشِرٌ (ج) حَاشِرُونَ
উহা এমন একদিন, যে দিন সব মানুষেই সমবেত হবে। (১১-১০৩)	ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ	সমবেত, একত্রিত, সম্মিলিত	مَجْمُوعٌ (ج) مَجْمُعُونَ
আর পক্ষীকুলকেও,যারা তার কাছে সমবেত হত। (৩৮-১৯)	وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً	সমবেত, একীভূত, দলবদ্ধ	مَحْشُورَةٌ
আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত। (৭২-১১)	كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا	পৃথক	قُدَّةٌ (ج) قِدَدٌ

www.banglakitab.weebly.com

তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কখনও কাজে আসবে না। (৩-১০)	لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم	কাজে আসা	أَغْنَى- يُغْنِي
এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না। (৩১-৩৩)	وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ	উপকারী, উপকারকারী, বিনিময় দাতা	جَازٍ
ফেরআউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই ... (৩-১১)	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ	স্বভাব, ধারা	دَأْبٌ
এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও পাবেন না। (৩৫-৪৩)	وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا	সুন্নাত, তরীকা, পন্থা, প্রথা, রীতিনীত	سُنَّةٌ (ج) سُنَنٌ
প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। (১৭-৮৪)	كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ	অনুরূপ, ত্বরিকা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, প্রথা	شَاكِلَةٌ
আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৬৮-৪)	وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ	চরিত্র, সৃষ্টিগত স্বভাব, নীতি	خُلُقٌ
তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (৫৫-১৯)	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ	মুখোমুখি হওয়া	اِلْتَقَى-يَلْتَقِي
আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। (৩-১৩)	وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ	শক্তিশালী করা, শক্তি যোগানো, সাহায্য করা	أَيَّدَ-يُؤَيِّدُ
তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। (৩৬-১৪)	فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ	সম্মানিত করা,শক্তিশালী করা,সবল করা,	عَزَّزَ-يُعَزِّزُ
হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ দাও যাতে আমি তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা	رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ	আমাকে শক্তি দাও,আমাকে সামর্থ দাও	أَوْزَعَ-يُوْزِعُ

www.banglakitab.weebly.com

প্রকাশ করতে পারি। (২৭-১৯)			
আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল। (৮-১৮)	اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ	যিনি (নস্যাত,অকার্যকর ,দুর্বল) করেন	مُوْهِنٌ
তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়। (১২-১১১)	لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ	শিক্ষণীয়, দৃষ্টান্ত	عِبْرَةٌ
তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। (১৩-৬)	قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ	দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি,শাস্তির দৃষ্টান্ত	مَثُلَاتٌ
অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৫৯-২)	فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ	শিক্ষা নেয়া	اِعْتَبَرَ-يَعْتَبِرُ
মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য এবং চিহ্নিত অশ্ব। (৩-১৪)	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ	স্তূপ	قِنْطَارٌ (ج) قَنَاطِيرُ
		স্তূপীকৃত	مُقَنْطَرَةٌ
অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। (২৪-৪৩)	ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا	পঞ্জীভূত, স্তরে স্তরে সন্নিবেশিত,	رُكَامٌ (رَكَمَ-يَرْكُمُ)
পুঞ্জীভুত মেঘ। (৫২-৪৪)	سَحَابٌ مَّرْكُومٌ	পুঞ্জীভূত	مَرْكُومٌ
		স্বর্ণ	ذَهَبٌ

www.banglakitab.weebly.com

		রৌপ্য	فِضَّةٌ
		ঘোড়া	خَيْلٌ
উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি। (৩৮-৩১)	الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ	অতিদ্রুতগামী অশ্ব	صَافِنَةٌ (ج) صَافِنَاتٌ
আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে। (৮-৬০)	وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ	পালিত ঘোড়া,দড়ি দ্বারা আবদ্ধ ঘোড়া	رِبَاطُ الْخَيْلِ
উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি। (৩৮-৩১)	الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ	দ্রুতগামী অশ্বপাল	جَوَادٌ (ج) جِيَادٌ
			مُسَوَّمٌ
আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (৩-১৪)	وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ	আশ্রয়স্থল, গন্তব্যস্থল, প্রত্যাবর্তনস্থল	مَآبٌ
কোনো আশ্রয়স্থল আছে কি? (৫০-৩৬)	هَلْ مِن مَّحِيصٍ	আশ্রয়স্থল, পালানোর জায়গা,	مَحِيصٌ
চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। (১৮-৩১)	نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا	আশ্রয়স্থল, সাহায্যের স্থান,	مُرْتَفَقٌ
তারা কোন আশ্রয়স্থল পেলে। (৯-৫৭)	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً	আশ্রয়স্থান, আশ্রয়স্থল,পানাহ,	مَلْجَأٌ
এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (৭২-২২)	وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا	একজন আশ্রয়প্রার্থী,যে কোন আশ্রয়প্রার্থী	مُلْتَحَدٌ

www.banglakitab.weebly.com

কাজেই তুমি তাদের ভেবো না যে তারা শাস্তি থেকে নিরাপদ। (৩-১৮৮)	فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ	অব্যাহতি লাভ , সফলতা,	مَفَازَةٌ
যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (১৮-৫৮)	لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا	সরে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়া,	مَوْئِلٌ
না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (৭৫-১১)	كَلَّا لَا وَزَرَ	আশ্রয়স্থল, সফলতা,	وَزَرٌ
পলায়নের জায়গা কোথায় ? (৭৫-১০)	أَيْنَ الْمَفَرُّ	পালিয়ে যাওয়া, সরে পরা	مَفَرٌّ
যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। (৪-১০০)	وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً	আশ্রয়স্থল, ধূলি, স্থান,	مُرَاغَمٌ

২৯। সুরা ইমরান (১৬-১০১)

এবং শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (৩-১৭)	وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ	ক্ষমা প্রার্থনাকারী	مُسْتَغْفِرٌ (ج) مُسْتَغْفِرُونَ
রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত। (৫১-১৮)	وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ	ক্ষমা প্রার্থনা করা	اِسْتَغْفَرَ- يَسْتَغْفِرُ (اسْتِغْفَارٌ)
তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেয়া। (৩-২০)	فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ	পৌঁছানো, প্রচার করা	بَلَاغٌ
আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌছালেন না। (৫-৬৭)	وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ	পৌঁছানো, প্রচার করা	بَلَّغَ-يُبَلِّغُ

www.banglakitab.weebly.com

আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছে দিয়েছি। (৭-৯৩)	لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي	পৌঁছানো	أَبْلَغَ-يُبْلِغُ
আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌছিয়েছি। (২৮-৫১)	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ	বারবার পাঠানো, সংযুক্ত করা	وَصَّلَ-يُوَصِّلُ
ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। (৩-২৫)	اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ	হে আল্লাহ!	اللهُمَّ
এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও । (৩-২৫)	وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ	কেড়ে নেয়া	نَزَعَ-يَنْزِعُ
এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর । (৩-২৫)	وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ	সম্মানিত করা	أَعَزَّ-يُعِزُّ
নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি। (১৭-৭০)	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ	মর্যাদা দেওয়া,	كَرَّمَ-يُكَرِّمُ
আল্লাহ যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করেন, তাকে কেউ সম্মান দিতে পারে না। (২২-১৮)	وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ	সম্মানদাতা,মর্যাদা দাতা	مُكْرِمٌ
আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। (৩-২৬)	وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ	অপমানিত করা	أَذَلَّ-يُذِلُّ
অথবা তাদের লাঞ্ছিত করেন। (৩-১২৭)	أَوْ يَكْبِتَهُمْ	অপমানিত করা, লাঞ্চনা দেওয়া	كَبَتَ-يَكْبِتُ
এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না। (১১-৭৮)	وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي	অপমান করা, অপদস্থ করা	أَخْزَى-يُخْزِي
অতএব আমাকে লাঞ্ছিত করো না। (১৫-৬৮)	فَلَا تَفْضَحُونِ	লাঞ্চিত করা,অপমান করা	فَضَحَ-يَفْضَحُ
আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (৮৯-১৬)	رَبِّي أَهَانَنِ	লাঞ্চিত করা,অপমান করা	أَهَانَ-يُهِينُ
আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফেরদিগকে লাঞ্ছিত করে	وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ	অপমানকারী, লাঞ্ছনাকারী,	مُخْزٍ

থাকেন। (৯-২)			
সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে; চোখের সামনে দেখতে পাবে। (৩-৩০)	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا	হাজির, উপস্থাপিত,	مُحْضَرٌ (ج) مُحْضَرُونَ
এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। (৫৪-২৮)	كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ	হাজির, উপস্থাপিত,	مُحْتَضَرٌ
আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। (৩-৩৫)	رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا	মুক্ত, উৎসর্গিত, নিবেদিত	مُحَرَّرٌ
অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো। (৩-৩৬)	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا	প্রসব করা	وَضَعَ- يَضَعُ
অভিশপ্ত শয়তানের থেকে। (৩-৩৬)	مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ	বিতাড়িত	رَجِيمٌ
বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। (৭-১৮)	اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا	বিতাড়িত হওয়া, বের হয়ে যাওয়া,	مَدْحُورٌ
আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। (৩-৩৭)	وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا	প্রতিপালনের দায়িত্ব দেয়া	كَفَّلَ- يُكَفِّلُ
কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে। (৩-৪৪)	أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ	প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়া	كَفَلَ-يَكْفُلُ
এটি আমাকে দিয়ে দাও। (৩৮-২৩)	أَكْفِلْنِيهَا	দায়িত্বে দেওয়া, অভিভাবক বানানো,	أَكْفَلَ-يُكْفِلُ
যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। (৩-৩৭)	كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا	ইবাদতের কক্ষ, অস্ত্রাগার, দূর্গ, যুদ্ধক্ষেত্র, প্রাসাদ	مِحْرَابٌ (ج) مَحَارِيبُ

www.banglakitab.weebly.com

حَصُورٌ	সংযমী, আত্মনিয়ন্ত্রক	أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا	আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না। (৩-৩৯)
عَاقِرٌ	বন্ধ্যা	وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ	এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (৩-৪০)
عَقِيمٌ	বন্ধ্যা, নির্বংশক, অশুভ	قَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ	বললঃ আমি তো বৃদ্ধা,বন্ধ্যা। (৫১-২৯)
نَبَأٌ (ج) أَنْبَاءٌ	সংবাদ	ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ	এ হলো গায়েবী সংবাদ। (৩-৪৪)
خَبَرٌ (ج) أَخْبَارٌ	খবর, সংবাদ, বৃত্তান্ত, অবস্থা	لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ	সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি। (২৮-২৯)
أَوْحَى-يُوْحِي	ওহি নাযিল করা, জানিয়ে দেয়া	نُوحِيهِ إِلَيْكَ	যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করি। (৩-৪৪)
أَلْهَمَ-يُلْهِمُ	জ্ঞান দান , ইলহাম করা, অন্তরে কথা ঢেলে দেওয়া	فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا	অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। (৯১-৮)
وَحْيٌ	ওহী পাঠানো,প্রত্যাদেশ করা,ইলাহী বার্তা পাঠানো	وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ	আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পুর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। (২০-১১৪)
قَلَمٌ (ج) أَقْلَامٌ	কলম, ভাগ্য গণনার তীর	وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ	আর তুমি তাদের কাছে ছিলে না যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল। (৩-৪৫)
أَزْلَامٌ	ভাগ্য নির্ধারক	إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ	এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং

www.banglakitab.weebly.com

ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। (৫-৯০)	وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ	তীর,তীর, ভাগ্য, ভাগ্যতীর	
ইহকালে ও পরকালে সম্মানিত। (৩-৪৫)	وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ	সম্মানিত	وَجِيهٌ
বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। (২১-২৬)	بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ	সম্মানিত, সম্মানার্হ,	مُكْرَمٌ (ج) مُكْرَمُونَ
এটা লিখিত আছে সম্মানিত। (৮০-১৩)	فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ	সম্মানিত, সম্মানার্হ,	مُكَرَّمٌ
সম্মানিত কোরআনের শপথ। (৫০-১)	وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ	প্রভাবশালী, মহান, মহিয়ান	مَجِيدٌ
এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (২৫-৬৯)	وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا	লাঞ্ছিত	مُهَانٌ
আল্লাহ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে। (৭-১৮)	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا	ঘৃণিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত,	مَذْءُومٌ
আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। (২৭-৩৭)	وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ	হেয়, লাঞ্ছিত, তুচ্ছ, অপমানিত	صَاغِرٌ (ج) صَاغِرُونَ
তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শন সমূহ মেনে চলতাম। (২০- ১৩৪)	فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ	লাঞ্ছিত হওয়া, ধিকৃত হওয়া, লজ্জিত হওয়া	خَزِيَ-يَخْزَى
তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শন সমূহ মেনে চলতাম।	فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ	অপমানিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া নুয়ে পড়া	ذَلَّ-يَذِلُّ

www.banglakitab.weebly.com

(২০- ১৩৪)			
আর তিনি লোকদের সাথে কথা বলবেন দোলনায় এবং বার্ধক্যকালে। (৩-৪৬)	وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا	দোলনা	مَهْدٌ
		প্রাপ্তবয়স্ক	كَهْلٌ
আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। (৩-৪৯)	أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ	আকৃতি	هَيْئَةٌ
যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৮২-৮)	فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ	আকার,আকৃতি,গঠন,কায়া,সুরত,রূপ	صُوْرَةٌ (ج) صُوَرٌ
আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে। (৯৫-৪)	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ	গঠন,আকৃতি,কাঠামো	تَقْوِيمٌ
আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। (৭৬-২৮)	نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ	গঠন,আকৃতি,কাঠামো	أَسْرٌ
এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিন্ড থেকে। (২২-৫)	ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ	পূর্ণাংগ সৃষ্টি, পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট	مُخَلَّقَةٌ
তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। (৩-৪৯)	فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ	ফুঁকে দেয়া	نَفَخَ-يَنْفُخُ
যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। (৭৪-৮)	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ	ছিদ্রে (ফুঁৎকার ,ফুঁক,ফুঁ) দেওয়া	نَقَرَ
যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে- একটি মাত্র ফুৎকার। (৬৯-১৩)	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ	ফুঁৎকার	نَفْخَةٌ

	نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ		
গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে। (১১৩-৪)	وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ	ফুঁৎকার কারিনী	نَفَّثَةٌ (ج) نَفَّثَاتٌ
আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। (৩-৪৯)	وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ	কুষ্ঠরোগী	أَبْرَصُ
এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। (৩-৪৯)	وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ	সঞ্চয় করা	اِدَّخَرَ-يَدَّخِرُ
আর যারা স্বর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে। (৯-৩৪)	وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ	পঞ্জীভূত করা, জমিয়ে রাখা,	كَنَزَ-يَكْنِزُ
এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। (৩-৫৪)	وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ	কৌশল করা	مَكَرَ-يَمْكُرُ
তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। (১২-৫)	فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا	ষড়যন্ত্র করা, ফন্দি আঁটা,	كَادَ-يَكِيدُ
এটা প্রতারণা। (৭-১২৩)	إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ	ষড়যন্ত্র করা, ফন্দি আঁটা,	مَكْرٌ
নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। (১২-২৮)	إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ	ষড়যন্ত্র করা, ফন্দি আঁটা,	كَيْدٌ
বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। (৩-৫৪)	وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ	কুশলী	مَاكِرٌ (ج) مَاكِرُونَ
কিন্তু যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তারা নিজেরাই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়বে। (৫২-৪২)	فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ	কৌশলের শিকার	مَكِيدٌ (ج) مَكِيدُونَ
আর তারপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের	ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ	প্রার্থনা করা, মুবাহালা করা	ابْتَهَلَ- يَبْتَهِلُ

www.banglakitab.weebly.com

প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী। (৩-৬১)	اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ		
নিঃসন্দেহে এটাই হলো সত্য ঘটনা। (৩-৬২)	إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ	ঘটনা	قَصَصٌ
তারা বলে - সেকেলে গালগল্প!” (১৬-২৪)	قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ	উপকথা,কিসসা-কাহিনী,রূপকথা	أَسَاطِيرُ
আর তোদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দীনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না। (৩-৭৫)	وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ	স্বর্ণমুদ্রা	دِيْنَارٌ
ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গনাগুণতি কয়েক দেরহাম। (১২-২০)	وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ	রৌপ্যমুদ্রা	دِرْهَمٌ (ج) دَرَاهِمُ
তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর। (১৮-১৯)	فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ	মুদ্রা	وَرِقٌ
বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে। (৩-৭৮)	يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ	বিকৃত করা	لَوَى-يَلْوُونَ (لَيٌّ)
তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয়। (৬৩-৫)	لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ	বাঁকা করা, কথা প্যাঁচানো,	لَوَّى-يُلَوِّي
অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে। (৭৪-২২)	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ	মুখভার করা, মলিন হওয়া	بَسَرَ-يَبْسُرُ
নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে। (৪১-৪০)	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا	সত্যচ্যুত হওয়া, বিপদগামী হওয়া,	أَلْحَدَ-يُلْحِدُ (إِلْحَادٌ)
বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে। (৩-৭৮)	يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ	জিহ্বা	لِسَانٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

أَلْسِنَةٌ			
نُبُوَّةٌ	নবুয়ত	مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي	কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলবে যে,'তোমরা আমার বান্দা হয়ে যাও'। (৩-৭৯)
اِزْدَادَ-يَزْدِيدُ	বেড়ে যাওয়া	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا	যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটেছে। (৩-৯০)
رَبَا-يَرْبُو	বৃদ্ধি পাওয়া, বর্ধিত হওয়া,	فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ	আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। (৩০-৩৯)
قَلَّ	কম হওয়া, অল্প হওয়া,	أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا	আমি ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম। (১৮-৩৯)
غَاضَ-يَغِيضُ	কম করা,হ্রাস করা,কমানো	وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ	এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। (১৩-৮)
مِلْءٌ	ভরা, পূর্ণ	مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا	পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণ। (৩-৯১)
دِهَاقٌ	পরিপূর্ণ, উপচে পড়া,	وَكَأْسًا دِهَاقًا	এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৭৮-৩৪)
مَوْفُورٌ	পরিপূর্ণ,ভরপুর	فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا	জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি-ভরপুর শাস্তি। (১৭-৬৩)
حَبْلٌ (ج) حِبَالٌ	রশি,দড়ি,রজ্জু	وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا	আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর। (৩-১০২)
مَسَدٌ	খেজুরের বাকলের রশি, দড়ি	فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن	তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে। (১১১-৫)

www.banglakitab.weebly.com

	مَّسَدٍ		
		তওবা	تَوْبٌ، تَوْبَةٌ
তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। (৩-১০২)	وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ	প্রান্ত, কিনারা	شَفَا
আর প্রশংসা কর দিনের বেলায়,যাতে তুমি সন্তুষ্টি লাভ করতে পারো। (২০-১৩০)	فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ	কিনারা,প্রান্ত,দিক, চতুর্দিক,প্রান্তসমূহ	طَرَفٌ (ج) أَطْرَافٌ
এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে। (৬৯-১৭)	وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا	কিনারা,রান্ত,পার্শ্ব দেওয়াল	رَجَا (ج) أَرْجَاءٌ
যখন সে তার কাছে পৌছল, তখন প্রান্ত থেকে তাকে আওয়াজ দেয়া হল। (২৮-৩০)	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ	প্রান্ত,কিনারা,পার্শ্ব	شَاطِئٌ
আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গনের এ প্রান্তে। (৮-৪২)	ماِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا	উপত্যকার(প্রান্ত, কিনারা)	عُدْوَةٌ
মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর এবাদত করে। (২২-১১)	وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ	প্রান্ত, কিনারা, কূল, ঠুনকো,	حَرْفٌ
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের প্রান্ত। (৫৫-৩৩)	أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	প্রান্ত, কিনারা, অঁজপাড়া গাঁ,	قُطْرٌ (ج) أَقْطَارٌ
অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। (২০-৩৯)	فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ	কিনারা, তট, সমুদ্রের তীর,	سَاحِلٌ

www.banglakitab.weebly.com

৩০। সুরা ইমরান (১০২-১৫৯)

তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। (৩-১০২)	وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ	গর্ত, খাদ, কূপ	حُفْرَةٌ
যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে পতনপ্রায় ধসের কিনারার উপরে। (৯-১০৮)	مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ	গর্ত, স্রোতে কাটা গর্ত	جُرُفٌ
খন্দকগুলোর মালিকদের নিপাত করা হয়েছে। (৮৫-৪)	قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ	গভীর গর্ত, গুহা	أُخْدُودٌ
এবার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আস্বাদ গ্রহণ কর। (৩-১০৬)	فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ	স্বাদ গ্রহণ করা	ذَاقَ-يَذُوقُ
আর দুধের নদীসমূহ যার স্বাদ বদলায় না। (৪৭-১৫)	وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ	স্বাদ	طَعْمٌ
এটা উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ। অতএব তারা একে আস্বাদন করুক। (৩৮-৫৭)	هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ	আস্বাদন করানো	أَذَاقَ-يُذِيقُ
প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু। (৩-১৮৫)	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	আস্বাদনকারী	ذَائِقٌ (ذَائِقَةٌ) (ج) ذَائِقُونَ
ঝড়ো হাওয়ার মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য। (৩-১১৭)	كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ	শৈত্য	صِرٌّ
তারা সেখানে দেখতে পাবে না সূর্যোত্তাপ, না কোনো কনকনে ঠান্ডা । (৭৬-১৩)	لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا	শৈতপ্রবাহ, প্রচন্ড শীত,	زَمْهَرِيرٌ
তুমি শীতল ও শান্ত হও ইব্রাহীমের উপরে। (২১-৬৯)	كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ	শীতল, ঠাণ্ডা, শৈত্য, শিলা	بَرْدٌ، بَارِدٌ

www.banglakitab.weebly.com

তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন। (২৪-৪৩)	وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ	শীলা, বর্ষপল,	بَرَدٌ
তাদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ূ দ্বারা। (৬৯-৬)	فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ	তুফান, ঝঞ্ঝাবায়ু, ঘূর্ণিঝড়,	صَرْصَرٌ
আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬-২)	إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	শীতকাল,শীতের সময়	الشِتَاءُ
এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। (৯-৮১)	وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ	গরম, তাপ, উষ্ণতা, গ্রীষ্ম	حَرٌّ
সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (৩৫-২১)	وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ	গরম, তাপ, উষ্ণতা, গ্রীষ্ম	حَرُورٌ
আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের। (১০৬-২)	إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	গরমকাল, গ্রীষ্মকাল	الصَيْفُ
তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। (৩-১১৮)	لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا	ক্ষতি, বিপর্যয়	خَبَالٌ
তোমরা কষ্টে থাক,তাতেই তাদের আনন্দ। (৩-১১৮)	وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ	কষ্টের সম্মুখীন হওয়া	عَنِتَ-يَعْنَتَ
যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। (২৮-৭৬)	إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ	কষ্টকর হওয়া	نَاءَ-يَنُوءُ
যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে। (২-২৭)	الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ	ভাঙ্গা, ভঙ্গ করা,	أَنْقَضَ-يُنْقِضُ
শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। (৩-১১৮)	قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ	মুখ	فُوهٌ (ج) أَفْوَاهٌ

www.banglakitab.weebly.com

পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। (৩-১১৯)	وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ	কামড়ানো	عَضَّ-يَعَضُّ
আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গেলেন। (৩-১২১)	وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ	সকালে বের হওয়া	غَدَا-يَغْدُو
আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (৩৪-১২)	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ	প্রভাত,প্রাতঃকাল, ঊষা,ঊষাকাল,প্রত্যুষ,সকাল	غُدُوٌّ
আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। (৩৪-১২)	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ	সন্ধ্যাভ্রমণ, বিকালের ভ্রমণ, সন্ধ্যাবিহার,	رَوَاحٌ
যুদ্ধের অবস্থান। (৩-১২১)	مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ	অবস্থান	مَقْعَدٌ (ج) مَقَاعِدُ
কালামগুলো তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দেয়। (৪-৪৬)	يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ	স্থান, জায়গা, পা রাখার স্থান, রণাঙ্গণ,	مَوْضِعٌ (ج) مَوَاضِعُ
না, আমি কিন্তু শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অবস্থানের। (৫৬-৭৫)	فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ	ঘটনাস্থল, আকুলস্থল, স্থল,	مَوْقِعٌ (ج) مَوَاقِعُ
যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো। (৩-১২২)	إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا	মনস্থ করা, উপক্রম হওয়া	هَمَّ-يَهُمُّ

www.banglakitab.weebly.com

যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম হলো। (৩-১২২)	إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا	সাহস হারানো	فَشِلَ-يَفْشَلُ
তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। (৪-১০৪)	وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ	কষ্ট করা, ভেঙ্গে পড়া, দুর্বল হওয়া, নরম হওয়া	وَهَنَ-يَهِنُ (وَهْنٌ)
আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (৩-১২২)	وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ	ভরসা করা	تَوَكَّلَ-يَتَوَكَّلُ
আল্লাহ তাওয়াক্কুল কারীদের ভালবাসেন। (৩-১৫৯)	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ	নির্ভরকারী, ভরসাকারী	مُتَوَكِّلٌ (ج) مُتَوَكِّلُونَ
অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়। (৩-১২৫)	إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ	আকস্মিক	فَوْرٌ
এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে। (৬-৩১)	حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً	সহসা, হঠাৎ, আকস্মাৎ	بَغْتَةٌ
চিহ্নিত ফেরেশতাগণ। (৩-১২৫)	الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ	চিহ্নিত	مُسَوِّمٌ (ج) مُسَوِّمُونَ
যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন। (৩-১৩৩)	عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ	বিস্তৃতি, প্রস্থ	عَرْضٌ
তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (৩-১৩০)	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً	বহুগুণ, অগণিত	أَضْعَافٌ

তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (৩-১৩০)	لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً	বর্ধিত	مُضَاعَفَةٌ
যারা রাগ সংবরন করে। (৩-১৩৪)	وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ	সংবরণকারী	كَاظِمٌ (ج) كَاظِمُونَ
তিনি সংবরণকারী ছিলেন। (১২-৮৪)	فَهُوَ كَظِيمٌ	রাগ সংবরণকারী	كَظِيمٌ
তারা যা করেছিল তাতে আঁকড়ে ধরে থাকে না। (৩-১৩৫)	وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا	অটল থাকা, জিদ করা	أَصَرَّ-يُصِرُّ
এবং দেখ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৩-১৩৭)	فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ	পরিণতি	عَاقِبَةٌ، عُقْبٌ، عُقْبَى
এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। (৩-১৩৮)	هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ	সুস্পষ্ট বর্ণনা	بَيَانٌ
তোমরা যদি আহত হয়ে থাক। (৩-১৪০)	إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ	আঘাত	قَرْحٌ
এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। (৫-৪৫)	وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ	জখম, আঘাত	جَرْحٌ (ج) جُرُوحٌ
(এ দিনগুলোকে) আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। (৩-১৪০)	نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ	আবর্তন ঘটানো	دَاوَلَ-يُدَاوِلُ
যাতে ধনৈশ্বর্য্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। (৫৯-৭)	كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ	আবর্তিত	دُوَلَةٌ
লিপিবদ্ধ থাকা নির্ধারিত সময়। (৩-১৪৫)	كِتَابًا مُّؤَجَّلًا	নির্ধারিত, নির্দিষ্ট, ধার্যকৃত সময়	مُؤَجَّلٌ
তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন	صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ	ঘুরিয়ে দেয়া	صَرَفَ-يَصْرِفُ

ওদের উপর। (৩-১৫২)			(صَرْفٌ)
তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এসেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-দাদাদেরকে? (১০-৭৮)	أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا	ফিরানো, পিছনে ফিরানো, ঘুরিয়ে দেওয়া	لَفَتَ-يَلْفِتُ
অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারনে। (৪-৮৮)	وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا	ঘুরিয়ে দেওয়া, উল্টে দেওয়া,	أَرْكَسَ-يُرْكِسُ
আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। (৩৬-৬৮)	وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ	উল্টোমুখী করা , মাথা নত করা, উল্টানো	نَكَّسَ-يُنَكِّسُ
শুনে রাখ,যেদিন তাদের উপর (আযাব) এসে পড়বে,সেদিন কিন্তু তা ফিরে যাওয়ার নয়। (১১-৮)	أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ	ফেরতযোগ্য, প্রত্যাহত, প্রতিরোধ্য	مَصْرُوفٌ
যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর। (৩-১৫৩)	لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ	হারানো, ফসকানো	فَاتَ-يَفُوتُ
তারা ওদের দিকে মুখ করে বললঃ তোমাদের কি হারিয়েছে? (১২-৭১)	قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ	হারানো, হারিয়ে ফেলা, খোঁয়ানো, খুঁইয়ে ফেলা	فَقَدَ-يَفْقِدُ
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল। (৩-১৫৪)	يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ	বশীভূত করা, আচ্ছন্ন করা	غَشِيَ-يَغْشَى
যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্ন। (৮-১১)	إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ	ঢেকে নেওয়া, আচ্ছন্ন করা,	غَشَّى-يُغَشِّي
তিনি দিনকে আবৃত করেন রাত্রি	يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ	ঢেকে নেওয়া,	أَغْشَى-يُغْشِي

www.banglakitab.weebly.com

দিয়ে। (৭-৫৪)		আচ্ছন্ন করা,	
তারা মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে। (৭১-৭)	وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ	কাপড় জড়ানো, আবরণে ঢাকা,	اسْتَغْشَى- يَسْتَغْشِي
তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। (৩৯-৫)	يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ	প্যাঁচানো, জড়িয়ে নেওয়া, আলো গুটিয়ে নেওয়া,	كَوَّرَ-يُكَوِّرُ
আর তাদের মুখমন্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। (১০-২৬)	وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ	আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা,	رَهِقَ-يَرْهَقُ
অনন্তর যখন রজনীর অন্ধকার তার উপর সমাচ্ছন্ন হল। (৬-৭৬)	فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ	পর্দা ফেলা, আচ্ছন্ন করা, আচ্ছাদিত করা	جَنَّ-يَجُنُّ
আর কেউ কেউ প্রাণের ভয় করছিল। (৩-১৫৪)	وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ	উদ্বিগ্ন করা	أَهَمَّ-يُهِمُّ
কিংবা জেহাদে যায়। (৩-১৫৬)	أَوْ كَانُوا غُزًّى	যোদ্ধা	غَازٍ (ج) غُزًّى
যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে। (৪৭-৩১)	حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ	মুসলিম যোদ্ধা	مُجَاهِدٌ (ج) مُجَاهِدُونَ
আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। (৩-১৫৯)	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ	নমনীয় হওয়া	لَانَ-يَلِينُ
তবে কথাবার্তায় তোমরা কোমল হয়ো না। (৩৩-৩২)	فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ	অবনত করা, ক্ষীণ করা, অনুচ্চ করা	خَضَعَ-يَخْضَعُ
তারা চায় যে তুমি যদি নমনীয় হও তাহলে তারাও নমনীয় হবে। (৬৮-৯)	وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ	শৈথিল্য প্রদর্শণ করা, নমনীয় হওয়া	أَدْهَنَ-يُدْهِنُ

www.banglakitab.weebly.com

آর তাদের প্রতি কঠোর হও। (৯-৭৩)	وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ	কঠোর হওয়া	غَلُظَ-يَغْلُظُ
সুতরাং এতীমের ক্ষেত্রে -- তুমি তবে রূঢ় হয়ো না। (৯৩-৯)	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ	শক্তি খাটানো, ক্ষমতা প্রয়োগ করা	قَهرَ-يَقْهَرُ
পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগ ও কঠিন হৃদয় হতেন। (৩-১৫৯)	وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ	রূঢ়, কর্কশ, রাগী	فَظٌّ
তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে তবুও তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসতে। (৩-১৫৪)	لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ	বের হওয়া, সামনে আসা, প্রকাশিত হওয়া	بَرَزَ-يَبْرُزُ
সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে। (৯৯-৬)	يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا	প্রস্থান করা, ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা	صَدَرَ-يَصْدُرُ
আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। (৯-১২২)	وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً	বের হওয়া, বাইরে যাওয়া, সফর করা	نَفَرَ-يَنْفِرُ
তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। (৩-১৫৯)	لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ	সরে পড়া	اِنْفَضَّ-يَنْفِضُّ
অতঃপর সরে পড়ে। (৯-১২৭)	ثُمَّ انصَرَفُوا	ফিরে যাওয়া, ফেরত যাওয়া, ঘুরে যাওয়া	اِنْصَرَفَ-يَنْصَرِفُ
সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনে দিকে পালিয়ে গেল। (৮-৪৮)	نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ	প্রস্থান করা, ফিরে যাওয়া, চলে যাওয়া	نَكَصَ-يَنْكُصُ
যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সরে পড়ে। (২৪-৬৩)	الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا	সরে পড়া, সটকে পড়া, বের হয়ে যাওয়া,কেটে পড়া	سَلَّلَ-يُسَلِّلُ

www.banglakitab.weebly.com

৩১। সুরা ইমরান (১৬০-২০০)

যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। (৩-১৬০)	إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ	বিজয়ী	غَالِبٌ (ج) غَالِبُونَ
আমি অক্ষম, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। (৫৪-১০)	أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ	পরাজিত	مَغْلُوبٌ
এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে। (৩৮-১১)	جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ	পরাজিত, পরাভূত, পরাস্থ	مَهْزُومٌ
অতঃপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (৩৭-১৪১)	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ	ব্যর্থ, বাতিল, স্থানচ্যুত, প্রতিহত	مُدْحَضٌ (ج) مُدْحَضُونَ
আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। (৩-১৬১)	وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ	খেয়ানত করা	غَلَّ-يَغُلُّ
এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। (৩-১৬৭)	وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا	কপটতা করা	نَافَقَ-يُنَافِقُ (نِفَاقٌ)
মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (৬৩-১)	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ	কপট, ভন্ড, প্রতারক, দ্বিমুখী, মুনাফিক	مُنَافِقٌ (ج) مُنَافِقُونَ (مُنَافِقَاتٌ)
কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। (৩-১৬৭)	أَوِ ادْفَعُوا	প্রতিহত করা	دَفَعَ-يَدْفَعُ
এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও। (৩-১৬৮)	فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ	সরিয়ে নেয়া	دَرَأَ-يَدْرَأُ

তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে। (৩-১৮৫)	فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ	অপসারণ করা, দূরিভূত করা,	زَحْزَحَ-يُزَحْزِحُ
এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। (৯-১৫)	وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ	নিয়ে যাওয়া, ছিনিয়ে নেওয়া,	أَذْهَبَ-يُذْهِبُ
তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন। (৮-২৯)	وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ	কাফফারা, পাপের আবরণী,	كَفَّرَ-يُكَفِّرُ
আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি। (৩৬-৩৭)	نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ	টেনে বের করা, চামড়া ছিলে আনা	سَلَخَ-يَسْلَخُ
এখন তোমার কাছ থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। (৫০-২২)	فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ	খোলা, খুলে ফেলা, উন্মুক্ত করা, প্রকাশ করা	كَشَفَ-يَكْشِفُ (كَشْفٌ)
যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। (৮১-১১)	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ	গুটিয়ে ফেলা, অপসারণ করা,	كَشطَ
আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। (৩-১৭০)	وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم	খুশি হওয়া, সুসংবাদ গ্রহণ করা	اِسْتَبْشَرَ-يَسْتَبْشِرُ
এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। (৪১-৩০)	وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ	খুশি হওয়া, সুসংবাদ গ্রহণ করা	أَبْشَرَ-يُبْشِرُ
সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৮০-৩৯)	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ	উৎফুল্ল, সুসংবাদপ্রাপ্ত	مُسْتَبْشِرَةٌ
আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। (৩-১৭০)	فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ	উল্লাসী, আমোদী, মহাখুশি,	فَرِحٌ (ج) فَرِحُونَ
এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৩৬-৫৫)	إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ	সহাস্য, হাসিমুখ, রসিক,	فَاكِهٌ (ج) فَاكِهُونَ

www.banglakitab.weebly.com

তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৮৩-৩১)	وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ	সহাস্য, হাসিমুখ, রসিক,	فَكِهُ (ج) فَكِهُونَ
যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। (৩৯-৪৫)	اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ	বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়া	اِشْمَأَزَّ-يَشْمَئِزُّ
আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী। (৩-১৭৩)	حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ	কর্মবিধায়ক	وَكِيلٌ
যাতে তারা কার্পন্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। (৩-১৮০)	سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ	বেড়ি পরানো	طَوَّقَ-يُطَوِّقُ
আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (৩-১৮১)	ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ	ভস্মকারী, দগ্ধকারী, প্রজ্জ্বলনকারী	حَرِيْقٌ
জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড। (৩৭-১০)	شِهَابٌ ثَاقِبٌ	উজ্জ্বল, দ্যুতিশীল	ثَاقِبٌ
তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (৮৮-৪)	تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً	দহনশীল, উত্তপ্ত আগুন, অগ্নিগর্ভ	حَامِيَةٌ
এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (১০৪-৬)	نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ	প্রজ্বলিত	مُوقَدَةٌ
তারা নিদর্শন সমূহ নিয়ে এসেছিলেন। এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (৩-১৮৪)	جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ	দীপ্তিময়	مُنِيرٌ
কাঁচপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। (২৪-৩৫)	كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ	আলোক বিচ্ছুরক, উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়,	دُرِّيٌّ
তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সুর্যকে উজ্জল	هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ	দীপ্তিময়	ضِيَاءٌ

www.banglakitab.weebly.com

আলোকময়। (১০-৫)	ضِيَاءً		
অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল। (৮০-৩৮)	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ	আলোকোজ্জ্বল, নির্মল, সহাস্যবদন	مُسْفِرَةٌ
এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (৭৮-১৩)	وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا	জ্যোতির্ময়	وَهَّاجٌ
অতঃপর যখন সূর্যকে চকচক করতে দেখল। (৬-৭৮)	فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً	চকচকে, উদীয়মান	بَازِغٌ، بَازِغَةٌ
সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। (৭৫-২২)	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ	লাবণ্যময়, সুন্দর, উজ্জ্বল, সজীব	نَاضِرَةٌ
অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে, সজীব। (৮৮-৮)	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ	নিয়ামতপূর্ণ, আনন্দিত,	نَاعِمَةٌ
যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। (৮১-২)	وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ	মলিন হওয়া, মলিন হয়ে খসে পড়া	انْكَدَرَ–يَنْكَدِرُ
আর অনেক মুখমন্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (৭৫-২৪)	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ	মলিন, বিষণ্ণ, মুখভার	بَاسِرَةٌ
যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে। (৩-১৯১)	الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ	পার্শ্ব, নৈকট্য, শায়িতাবস্থা	جَنْبٌ (ج) جُنُوبٌ
তুর পর্বতের দিক থেকে। (২৮-২৯)	مِن جَانِبِ الطُّورِ	পার্শ্ব, কিনারা, দিক	جَانِبٌ
সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। (২২-৯)	ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ	পার্শ্ব, কাঁধ, ঘাড়, গ্রীবা	عِطْفٌ
আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন। (৩-১৯৮)	نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ	আতিথ্য	نُزُلٌ
হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর। (৩-২০০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا	দৃঢ়হওয়া	صَابَرَ–يُصَابِرُ

www.banglakitab.weebly.com

হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। (৩-২০০)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا	দৃঢ়থাকা	رَابَطَ–يُرَابِطُ
তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (৮-৪৫)	فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا	অটল থাকা, দৃঢ়পদ থাকা, অবিচল থাকা	ثَبَتَ–يَثْبُتُ (ثُبُوتٌ)

৩২। সুরা নিসা (১-৪৫)

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (৪-১)	إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا	পর্যবেক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক	رَقِيبٌ
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (৪-৮৫)	وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا	আহার্যদাতা, রিজিকদাতা,	مُقِيتٌ
এইটিই বেশী সঙ্গত যেন তোমরা পক্ষপাতিত্ব না কর। (৪-৩)	ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا	পক্ষপাতিত্ব বা অবিচার করা	عَالَ-يَعُولُ
আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। (৪-৪)	وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	স্বতস্ফূর্তভাবে	نِحْلَةٌ
তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। (৪-৪)	فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا	তৃপ্তি সহকারে	هَنِيئَةٌ
তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর। (৪-৪)	فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا	স্বাচ্ছন্দ্যে	مَرِيءٌ
যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই বিরত থাকবে। (৪-৬)	وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ	বিরত থাকা	اِسْتَعَفَّ-يَسْتَعِفُّ
এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। (১৬-৩৬)	وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ	দূরে থাকা, পরিত্যাগ করা	اِجْتَنَبَ-يَجْتَنِبُ

www.banglakitab.weebly.com

আর যে, হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে। (৮৭-১১)	وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى		تَجَنَّبَ-يَتَجَنَّبُ
এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (১৪-৩৫)	وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ	দূরে রাখা, রক্ষা করা	جَنَبَ-يَجْنُبُ
এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে। (৯২-১৭)	وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى		جَنَّبَ-يُجَنِّبُ
আমাদের ভ্রমণের পরিসর বাড়িয়ে দাও। (৩৪-১৯)	بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا	দূরত্ব বাড়ানো, দীর্ঘ করে দেয়া	بَاعَدَ-يُبَاعِدُ
এ অংশ নির্ধারিত। (৪-৭)	نَصِيبًا مَّفْرُوضًا	নির্ধারিত	مَفْرُوضٌ
আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। (৩৩-৩৮)	وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا	মূল্যায়নযোগ্য, উপযুক্ত, নির্ধারিত,	مَقْدُورٌ
এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (১৯-২১)	وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا	চূড়ান্ত, বিচার্য,	مَقْضِيٌّ
সম্পতি বন্টনের সময়। (৪-৮)	وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ	বণ্টন	قِسْمَةٌ (قَسَمَ–يَقْسِمُ)
কর্ম বন্টনকারী ফেরেশতাগণের শপথ। (৫১-৪)	فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا	বন্টন কারী	مُقَسِّمَةٌ (ج) مُقَسِّمَاتٌ
কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। (৪-১১)	لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا	জানা	دَرَى-يَدْرِي
আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন। (৫-১৩)	وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ	অবগত হওয়া, উঁকি দিয়ে দেখা	اطَّلَعَ-يَطَّلِعُ
তোমরা কি তাকে উকি দিয়ে দেখতে চাও? (৩৭-৫৪)	هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ	অবগত, অনুসন্ধানী	مُطَّلِعٌ (ج) مُطَّلِعُونَ

আর যদি কোনো পুরুষকে নিঃসন্তান-ভাবে উত্তরাধিকার করতে হয়। (৪-১২)	وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً	সন্তান ও পিতার দিক থেকে ওয়ারিশহীন ব্যক্তি	كَلَالَةٌ
এ হল বিরাট সাফল্য। (৪-১৩)	وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ	সাফল্য	فَوْزٌ، مَفَازٌ
ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। (৪০-৩৭)	وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ	ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া,	تَبَابٌ
তোমাদের ফুফুরা। (৪-২৩)	عَمَّاتُكُمْ	ফুফু	عَمَّةٌ (ج) عَمَّاتٌ
এবং আপনার চাচাতো ভগ্নি। (৩৩-৫০)	وَبَنَاتِ عَمِّكَ	চাচা	عَمٌّ (ج) أَعْمَامٌ
তোমাদের খালারা। (৪-২৩)	خَالَاتُكُمْ	খালা	خَالَةٌ (ج) خَالَاتٌ
এবং মামাতো ভগ্নি। (৩৩-৫০)	وَبَنَاتِ خَالِكَ	মামা	خَالٌ (ج) أَخْوَالٌ
কন্যারা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। (৪-২৩)	وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم	কোল, তত্ত্বাবধান	حُجْرٌ (ج) حُجُورٌ
যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে। (২৪-৪)	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ	বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারিণী,	مُحْصَنَةٌ (ج) مُحْصَنَاتٌ
এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে-ব্যভিচারিণী হবে না। (৪-২৫)	وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ	ব্যভিচারিণী	مُسَافِحَةٌ (ج) مُسَافِحَاتٌ

www.banglakitab.weebly.com

এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে (২৪-৩)	وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ	ব্যভিচারিণী	زَانِيَةٌ
এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না ? (১৯-২০)	وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا	পাপাচারী, ব্যভিচারী	بَغِيٌّ
এবং নারীদের মধ্যে সকল সধবা স্ত্রীলোক। (৪-২৪)	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ	লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষাকারিণী,	مُحْصِنٌ (ج) مُحْصِنُونَ
এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে-ব্যভিচারিণী হবে না। (৪-২৫)	وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ	ব্যভিচারী	مُسَافِحٌ (ج) مُسَافِحُونَ
ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে। (২৪-৩)	الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً	ব্যভিচারী	زَانٍ
অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে। (৪-২৪)	فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ	উপভোগ করা	اِسْتَمْتَعَ- يَسْتَمْتِعُ
কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। (৪-২৫)	وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ	উপপত্নী গ্রহণকারী, গোপন প্রেমিকা	خِدْنٌ (ج) أَخْدَانٌ
তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (৪-৩০)	فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا	পোড়ানো, দগ্ধ করা	أَصْلَى-يَصْلِي
অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৬৯-৩১)	ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ	আগুনে প্রবেশ করানো, অগ্নিদগ্ধ করা	صَلَّى-يُصَلِّي (تَصْلِيَةٌ)
তারা বললঃ একে পুড়িয়ে দাও. (২১-৬৮)	قَالُوا حَرِّقُوهُ	পোড়ানো, জ্বালিয়ে দেয়া,	حَرَّقَ-يُحَرِّقُ

www.banglakitab.weebly.com

তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। (১৮-২৯)	يَشْوِي الْوُجُوهَ	চামড়া দগ্ধ করা, ভুনা করা,	شَوَى-يَشْوِي
আগুন তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে। (২৩-১০৪)	تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ	পোড়ানো, দগ্ধ করা, জ্বালিয়ে দেওয়া,	لَفحَ-يَلْفَحُ
অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে। (৪০-৭২)	ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ	অগ্নিপূর্ণ করা, আগুন ধরানো, দাহ করা,	سَجرَ-يَسْجرُ
মানুষকে দগ্ধ করবে। (৭৪-২৯)	لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ	ভস্মকারী, দগ্ধকারী,	لَوَّاحَةٌ
এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। (৪-৩০)	وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا	সহজ	يَسِيرٌ
তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য। (১৯-২১)	قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ	সহজ, সহজ ব্যাপার, নগণ্য,	هَيِّنٌ
এবং কাফেরদের পক্ষে দিনটি হবে কঠিন। (২৫-২৬)	وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا	কঠিন	عسيرٌ
পুরুষেরা নারীদের উপর কৃর্তত্বশীল। (৪-৩৪)	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ	কর্তৃত্বশীল	قَوَّامٌ (ج) قَوَّامُونَ
সম্মান জনক স্থান। (৪-৩১)	مُّدْخَلًا كَرِيمًا	প্রবিষ্ট, প্রবেশপথ	مُدْخَلٌ
যাদের ব্যাপারে ভয় কর, তাদের উপদেশ দেও। (৪-৩৪)	وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ	উপেক্ষা, অসদাচরণ	نُشُوزٌ
আর নিকট প্রতিবেশীর এবং দুরের প্রতিবেশীর। (৪-৩৬)	وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ	প্রতিবেশী, সাহায্যকারী	جَارٌ

অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। (৩৩-৬০)	ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا	প্রতিবেশী হওয়া	جَاوَرَ-يُجَاوِرُ
তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা। (৪-৪৩)	لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ	নেশাগ্রস্থ	سَكْرَانُ (ج) سُكَارَى
তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ এবং যখন তোমরা জুনুব (গোসল ফরয) অবস্থায় থাক। (৪-৪৩)	لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا	গোসল ফরয অবস্থা, দূর, দূরত্ব	جُنُبٌ
যতক্ষণ না গোসল করে নাও। (৪-৪৩)	حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا	ধৌত করা	اِغْتَسَلَ-يَغْتَسِلُ
তখন স্বীয় মুখমন্ডল ধৌত কর। (৫-৬)	فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ	ধোয়া, ধৌত করা	غَسَلَ-يَغْسِلُ
ঝরণা নির্গত হল গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে। (৩৮-৪২)	هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ	গোসলের পানি, গোসলখানা, হাম্মাম, হাম্মামখানা	مُغْتَسَلٌ
তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসে। (৪-৪৩)	جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ	শৌচাগার	غَائِطٌ
তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। (৪-৪৩)	فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا	তায়াম্মুম করা	تَيَمَّمَ-يَتَيَمَّمُ
মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। (৪-৪৩)	فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ	হাত বুলানো	مَسَحَ-يَمْسَحُ (مَسْحٌ)

www.banglakitab.weebly.com

৩৩। সুরা নিসা (৪৬-১৭৬)

দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে। (৪-৪৬)	وَطَعْنًا فِي الدِّينِ	কটূক্তি করা	طَعَنَ-يَطْعَنُ
তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে মন্দ বলবে। (৬-১০৮)	فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ	গালি দেওয়া	سَبَّ-يَسُبُّ
আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে। (৪-৪৬)	أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا	বিকৃত করে দেয়া	طَمَسَ-يَطْمِسُ
আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম। (৩৬-৬৭)	وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ	বিকৃত করা, আকৃতি বীভৎস করা,	مَسَخَ-يَمْسَخُ
আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে। (৪-৪৭)	وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا	কার্যকর	مَفْعُولٌ
মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে। (৪-৫১)	يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ	প্রতিমা, মূর্তি, উপাস্য	جِبْتٌ
সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক। (২২-৩০)	فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ	মূর্তি, প্রতিমা, দেবদেবী	أَوْثَانٌ
এবং আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (১৪-৩৫)	وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ	মূর্তি, প্রতিমা, দেবদেবী	صَنَمٌ (ج) أَصْنَامٌ
এই যে মদ,জুয়া,প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। (৫-৯০)	إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ	স্থাপিত বেদী, বেদীর পশু, বলির পশু, পাঠা	نُصُبٌ (ج) أَصْنَابٌ
তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে। (৪-৫৬)	كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم	চামড়া	جِلْدٌ (ج)

			جُلُودٌ
যা চামড়া তুলে দিবে। (৭০-১৬)	نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ	চামড়া, চর্ম	شَوَاةٌ (ج) شَوًى
তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। (৫৫-৩৭)	فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ	লাল চামড়া	دِهَانٌ
যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌছে দাও। (৪-৫৮)	أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا	আমানত, গচ্ছিত সম্পদ, রক্ষিত মালামাল	أَمَانَةٌ (ج) أَمَانَاتٌ
যারা দাবী করে যে,যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি। (৪-৬০)	الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ	দাবি করা	زَعَمَ-يَزْعُمُ (زَعْمٌ)
তারা বিচার খুজঁতে চায় তাগুত থেকে। (৪-৬০)	يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ	বিচার চাওয়া, মীমাংসা চাওয়া	تَحَاكَمَ-يَتَحَاكَمُ
যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। (৪-৬৫)	حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ	বিচারক বানানো, শাসক মানা, মামলা করা	حَكَّمَ-يُحَكِّمُ
কল্যাণকর কথা। (৪-৬৩)	قَوْلًا بَلِيغًا	প্রাঞ্জল, চূড়ান্ত	بَلِيغٌ
নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না (৪-৬৫)	لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا	সংকীর্ণতা, সমস্যা, ক্ষতি, অন্যায়, কষ্ট, পাপ, আপত্তি	حَرَجٌ
এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। (১৬-১২৭)	وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ	সংকীর্ণ, অপ্রশস্ত, অপ্রসন্ন	ضَيْقٌ

www.banglakitab.weebly.com

হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ	সতর্কতা, সাবধানতা, ভয়, অস্ত্রশস্ত্র	حِذْرٌ
এবং আমরা সবাই সদা শংকিত। (২৬-৫৬)	وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ	ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত, অস্ত্রধারী	حَاذِرٌ (ج) حَاذِرُونَ
আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে। (৪-৭২)	وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ	পেছনে পড়া, মন্থর হওয়া, অলসতা করা	بَطَّأَ-يُبَطِّئُ
এবং অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল। (৯-১১৮)	وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا	পেছনে ফেলা, পশ্চাতে রাখা	خَلَّفَ-يُخَلِّفُ
রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া। (৯-১২০)	أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ	পিছপা হওয়া, পিছিয়ে পড়া	تَخَلَّفَ-يَتَخَلَّفُ
এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (৩৩-১৪)	وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا	থাকা, অপেক্ষা করা, বিলম্ব করা	تَلَبَّثَ-يَتَلَبَّثُ
শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে। (৯১-২)	وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا	পেছনে আসা, পশ্চাতে আসা	تَلَى-يَتْلِي
কেয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে। (১১-৯৮)	يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	সামনে থাকা	قَدَمَ-يَقْدُمُ
তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৭৪-৩৭)	لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ	অগ্রগামী হওয়া, অগ্রণী হওয়া, পূর্বে হওয়া, আগে হওয়া	تَقَدَّمَ-يَتَقَدَّمُ
কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না। (১৬-৬১)	وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ	অগ্রগামী হতে পারা,	اسْتَقْدَمَ-

www.banglakitab.weebly.com

			يَسْتَقْدِمُ
শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ খর্ব করে দেবেন। (৪-৮৪)	عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا	সংযত রাখা	كَفَّ-يَكُفُّ
তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই। (৪-৭৮)	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ	পেয়ে বসা, পাকড়াও করা	أَدْرَكَ-يُدْرِكُ (دَرْكٌ)
আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। (২৬-৬১)	إِنَّا لَمُدْرَكُونَ	সচেতন	مُدْرَكٌ (ج) مُدْرَكُونَ
যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর,তবুও। (৪-৭৮)	وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ	দূর্গ, প্রাসাদ, গ্রহ, রাশিচক্র	بَرْجٌ (ج) بُرُوجٌ
এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দূর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। (৫৯-২)	وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ	দূর্গ, সুরক্ষিত কেল্লা	حِصْنٌ (ج) حُصُونٌ
কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন। (৩৩-২৬)	وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ	দুর্গসমুহ, কেল্লা, গড়, সেনাকেন্দ্র	صِيصَةٌ (ج) صَيَاصٍ
যদি তোমরা সুদৃঢ় দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর,তবুও। (৪-৭৮)	وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ	উচ্চ নির্মিত , সুদৃঢ় নির্মিত	مُشَيَّدَةٌ
কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে। (২২-৪৫)	وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ	উচ্চ নির্মিত , সুদৃঢ় নির্মিত	مَشِيدٌ

এবং লম্বমান খর্জুর বৃক্ষ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খর্জুর। (৫০-১০)	وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ	সুউচ্চ, লম্বা, বিশালকায়	بَاسِقَةٌ (ج) بَاسِقَاتٌ
আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা। (৭৭-২৭)	وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ	সুউচ্চ, উন্নত, উঁচুউঁচু	شَامِخَةٌ (ج) شَامِخَاتٌ
তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (৪০-১৫)	رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ	সমুন্নতকারী, উন্নতকারী	رَفِيعٌ
দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদৃশ্য জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রনাধীন)। (৫৫-২৪)	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ	রচিত, সৃজিত, নির্মিত,	مُنْشَأَةٌ (ج) مُنْشَآتٌ
এবং সমুন্নত ছাদের। (৫২-৫)	وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ	উচ্চ, সুউচ্চ, উন্নত, উন্নিত, উত্তোলিত	مَرْفُوعٌ، مَرْفُوعَةٌ
খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ (বের করি) যা নুয়ে থাকে। (৬-৯৯)	وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ	নিচু	دَانٍ، دَانِيَةٌ
নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে। (৪-১৪৫)	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ	সর্ব নিম্ন	دَرْكٌ
আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি। (৪-৮০)	فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا	রক্ষণাবেক্ষণকারী, সংরক্ষক, রক্ষাকারী	حَفِيظٌ (ج) حَفَظَةٌ
এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (১৫-৯)	وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ	রক্ষণাবেক্ষণকারী, সংরক্ষক, রক্ষাকারী	حَافِظٌ (ج) حَافِظُونَ (حَافِظَاتٌ)
এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। (৫-৪৮)	وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ	রক্ষক, আশ্রয়দাতা	مُهَيْمِنٌ

www.banglakitab.weebly.com

তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায়। (৪-৮১)	بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ	রাতে পরামর্শ করা	بَيَّتَ-يُبَيِّتُ
আর যখন তাদের কছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। (৪-৮৩)	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ	রটিয়ে দেয়া	أَذَاعَ-يُذِيعُ
তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। (৪-৮৩)	لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ	যাচাই করা	اِسْتَنْبَطَ-يَسْتَنْبِطُ
আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। (৪-৮৪)	وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ	উৎসাহিত করা, উদ্বুদ্ধ করা, সঞ্জীবিত করা	حَرَّضَ-يُحَرِّضُ
এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না। (৬৯-৩৪)	وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	উৎসাহিত করা, উদ্বুদ্ধ করা,	حَضَّ-يَحُضُّ
এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (৮৯-১৮)	وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ	পরস্পরে অনুপ্রাণিত করা	تَحَاضَّ-يَتَحَاضُّ
আর তোমাদেরকে যদি কেউ অভিবাদন জানায়,তাহলে তোমরাও তার জন্য অভিবাদন জানাও। (৪-৮৬)	وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا	অভিবাদন জানানো	حَيَّ-يُحَيِّي (تَحِيَّةٌ)
তাদের জন্যে অভিনন্দন নেই। (৩৮-৫৯)	لَا مَرْحَبًا بِهِمْ	অভিনন্দন	مَرْحَبٌ
অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে,তাদের অন্তর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। (৪-৯০)	أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ	অবদমিত হওয়া, নিবৃত্ত হওয়া, বন্দি করা	حَصِرَ-يَحْصَرُ

www.banglakitab.weebly.com

যদি আল্লাহ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। (৪-৯০)	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ	প্রবল করে দেয়া	سَلَّطَ-يُسَلِّطُ
এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। (৪-৯২)	وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ	মুক্ত করা, আজাদ করা, মুক্তি দেয়া	تَحْرِيرٌ
তা হচ্ছে দাসমুক্তি। (৯০-১৩)	فَكُّ رَقَبَةٍ	মুক্ত করা, আজাদ করা, ছাড়ানো	فَكُّ رَقَبَةٍ
এই যে, তুমি বনী-ইসলাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৬-২২)	أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ	দাস বানানো	عَبَّدَ-يُعَبِّدُ
সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্যে উপর্যুপুরি দুই মাস রোযা রাখবে। (৪-৯২)	فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ	ক্রমাগত, একের পর এক	مُتَتَابِعٌ
যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। (৬৯-৭)	سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا	অবিরাম, অশুভ	حَاسِمٌ (ج) حُسُومٌ
যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে। (৪-৯৩)	وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا	ইচ্ছাপূর্বক	مُتَعَمِّدٌ
বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। (৪-৯৪)	فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ	গণিমত	مَغْنَمٌ ج مَغَانِمٌ (غَنِمَ-يَغْنَمُ)
আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। (৮-১)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ	গনিমতের বণ্টনোর্ধ সম্পদ, গনিমতের মাল,	نَفْلٌ (ج) أَنْفَالٌ
আমরা তো এখানেই বসলাম। (৫-২৪)	إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ	পেছনে পড়ে থাকা ব্যক্তি	قَاعِدٌ (ج) قَاعِدُونَ
যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ	إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ	উপবিষ্ট, উপবেশনরত,	قَعِيدٌ

www.banglakitab.weebly.com

করে। (৫০-১৭)	الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ	বসা,	
এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। (১৫-২৪০	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ	পশ্চাৎগামী, পরবর্তী	مُسْتَأْخِرٌ (ج) مُسْتَأْخِرُونَ
কাজেই পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথেই বসে থাক। (৯-৮৩)	فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ	পশ্চাৎমুখী, পশ্চাৎবর্তী,	خَالِفٌ (ج) خَالِفُونَ
যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। (৯-৯৩)	رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ	পশ্চাৎমুখী, পশ্চাৎবর্তী	خَالِفَةٌ (ج) خَوَالِفُ
সে ধ্বংস প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকবে। (২৯-৩৩)	كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ	পশ্চাদ্বর্তী, পরবর্তী, অনুগামী, পেছনে পড়া	غَابِرٌ (ج) غَابِرُونَ
গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন। (৪৮-১৬)	قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ	পশ্চাৎমুখী, পশ্চাৎবর্তী	مُخَلَّفٌ (ج) مُخَلَّفُونَ
এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। (৩৫-৩২)	وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ	অগ্রগামী	سَابِقٌ
আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে। (১৫-২৪)	وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ	অগ্রগামী, অগ্রসর, অগ্রগতিকামী,	مُسْتَقْدِمٌ (ج) مُسْتَقْدِمُونَ
তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। (৪-১০০)	فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ	সাব্যস্ত হওয়া, অবধারিত হওয়া	وَقَعَ-يَقَعُ (وَقْعَةٌ)
আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। (৫২-৭)	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ	ঘটমান, ঘটনশীল, পতনশীল	وَاقِعٌ

তারা কোন উপায় করতে পারে না	لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً	উপায়, কৌশল, তদবির	حِيلَةٌ
এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। (৪-১০২)	وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ	অস্ত্র	سِلَاحٌ (ج) أَسْلِحَةٌ
আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই। (৮-৭)	وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ	কাঁটা, কণ্টক	شَوْكَةٌ
অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে। (৪-১১২)	ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا	নিরপরাধ, নির্দোষ, দায়িত্বমুক্ত, অসন্তুষ্ট	بَرِيءٌ (ج) بُرَآءُ
তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। (২৪-২৬)	أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ	নির্দোষ, নিষ্কলুষ	مُبَرَّؤٌ (ج) مُبَرَّءُونَ
আল্লাহ তা থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। (৩৩-৬৯)	فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا	নির্দোষ প্রমাণ করা, দোষমুক্ত করা	بَرَّأَ-يُبَرِّئُ
তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়। (৪-১১৪)	لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ	গোপন শলাপরামর্শ	نَجْوَى
এবং গুঢ়তত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (১৯-৫২)	وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا	পরামর্শকারী, পরামর্শার্থে, একান্তসঙ্গি	نَجِيٌّ
তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে। (৫৮-১২)	إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً	পরস্পরে কানকথা বলা, মুনাজাত করা	نَاجَى-يُنَاجِي

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার এর বিষয়ে কানাকানি করো না। (৫৮-৯)	إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ	কানাকানি করা	تَنَاجَى-يَتَنَاجَى
সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। (৪-১২০)	يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ	আশা তৈরী করা	مَنَّى-يُمَنِّي
তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব। (৪-১১৯)	وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ	কাটা, চিরা, ছেদন করা	بَتَّكَ-يُبَتِّكُ
যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। (১৮-৭১)	إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا	ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা, অপবাদ দেয়া	خَرَقَ-يَخْرِقُ
অতএব,সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না। (৪-১২৯)	فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ	ঝুঁকে পড়া	مَالَ-يَمِيلُ (مَيْلٌ)
আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও। (৮-৬১)	وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا	ঝুঁকে পড়া, হাত বাড়ানো, আকৃষ্ট হওয়া	جَنَحَ-يَجْنَحُ
যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব ১২:৩৩	وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ	ঝুঁকে পড়া, হাত বাড়ানো, আকৃষ্ট হওয়া	صَبَا-يَصْبُو
অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। (১৪-৩৭)	فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ	পতন হওয়া, ধ্বংস হওয়া, হাওয়া হয়ে যাওয়া	هَوَى-يَهْوِي
আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (১৭-৭৪)	لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا	ঝোঁকা, আকৃষ্ট হওয়া, ধাবিত হওয়া	رَكَنَ-يَرْكُنُ

www.banglakitab.weebly.com

তাদের অন্তর যেন এদিকে ঝুঁকে পড়ে। (৬-১১৩)	وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ	ঝোঁকা, অবনত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া	صَغَى-يَصْغِي
যে,একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। (৪-১২৯)	فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ	ঝুলন্ত	مُعَلَّقَةٌ
যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয় (৪-১৪০)	يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ	আজেবাজে কথায় লিপ্ত হওয়া, সমালোচনা করা	خَاضَ-يَخُوضُ (خَوضٌ)
বরং আমরা বৃথা তর্ক করতাম বৃথা তর্ককারীদের সঙ্গে। (৭৪-৪৫)	وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ	বাচাল, বাজে প্রসঙ্গ আলোচনাকারী	خَائِضٌ (ج) خَائِضُونَ
এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত। (৪-১৪৩)	مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ	দোদুল্যমান	مُذَبْذَبٌ (ج) مُذَبْذَبُونَ
একান্ত শিথিল ভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। (৪-১৪২)	قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ	অলস	كِسَلٌ، كَسْلَانُ (ج) كُسَالَى
এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (২০-৪২)	وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي	অলসতা করা, শৈথিল্য করা, শিথিলতা করা	وَنِيَ-يَوْنَى
অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে। (৪-১৫৭)	وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ	শূলে চড়ানো	صَلَبَ-يَصْلُبُ
এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শূলে চড়াব। (২০-৭১)	وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ	শূলে চড়ানো/ আগুনে প্রবেশ করানো	صَلَّبَ-يُصَلِّبُ
যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিয়েছি। (৪-১৬৪)	قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ	বর্ণনা করা	قَصَّ-يَقُصُّ

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে সেগুলো বল না। (১৬-১১৬)	وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ	গুণকীর্তন করা, বর্ণনা করা, বলা, ব্যক্ত করা	وَصَفَ-يَصِفُ (وَصْفٌ)

৩৪। সুরা মায়িদা

তোমরা এহরাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। (৫-৯৪)	لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ	শিকার	صَيْدٌ
যখন তোমরা এহরাম থেকে বের হয়ে আস,তখন শিকার কর। (৫-২)	وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا	শিকার করা	اِصْطَادَ-يَصْطِيدُ
সেই সম্প্রদায়ের শুক্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালজ্ঘনে প্ররোচিত না করে। (৫-২)	وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ	পাপাসক্ত করা, অপরাধপ্রবণ বানানো,	جَرَمَ-يَجْرِمُ
অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। (৫-৩০)	فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ	অনুগত বানানো, উদ্বুদ্ধ করা	طَوَّعَ-يُطَوِّعُ
তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (১৯-৮৩)	تَؤُزُّهُمْ أَزًّا	উস্কানি দেয়া, প্ররোচিত করা	أَزَّ-يَؤُزُّ (أَزٌّ)
নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ কিন্তু সে নয়-আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। (১২-৫৩)	إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي	প্ররোচনা দানকারী, কুচক্রী	أَمَّارَةٌ
সেটা তার জন্যে কাফফারাহ। (৫-৪৫)	فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ	কাফফারা	كَفَّارَةٌ
হালাল মনে করো না আল্লাহর	لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا	গলার মালা,	قِلَادَةٌ (ج)

নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কণ্ঠাভরণ রয়েছে। (৫-২)	الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ	কণ্ঠাবরণ	قَلَائِدُ
এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। (৫-৩)	وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ	ভাগ্য নির্ণয় করা	اِسْتَقْسَمَ-يَسْتَقْسِمُ
অতঃপর লটারী (সুরতি) করালে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (৩৭-১৪১)	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ	লটারি করা, ভাগ্যপরিক্ষা করা,	سَاهَمَ-يُسَاهِمُ
যেমন আমি নাযিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। (১৫-৯০)	كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ	বিভিন্ন ভাগে বন্টিত	مُسْتَقْسِمٌ (ج) مُسْتَقْسِمُونَ
যে ব্যাক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে। (৫-৩)	فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ	পক্ষপাতিত্বকারী, অন্যায়প্রবণ	مُتَجَانِفٌ
যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে। (৫-৪)	وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ	যারা শিকার করার প্রশিক্ষণ দেয়	مُكَلَّبٌ (ج) مُكَلَّبُونَ
তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। (৫-৬)	فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ	কনুই	مِرْفَقٌ (ج) مَرَافِقُ
অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। (৫-১৪)	فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ	জিইয়ে দেয়া, সঞ্চারিত করা	أَغْرَى-يُغْرِي
আল্লাহ এক কাক প্রেরণ করলেন। (৫-৩১)	فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا	কাক	غُرَابٌ

www.banglakitab.weebly.com

بَحَثَ-يَبْحَثُ	খনন করা, অনুসন্ধান করা	يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ	সে মাটি খনন করছিল। (৫-৩১)
وَارَى-يُوَارِي	আবৃত করা	لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ	যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। (৫-৩১)
تَوَارَى-يَتَوَارَى	আবৃত হওয়া, গোপন হওয়া, ঢেকে যাওয়া	يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ	তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। (১৬-৬৯)
خَصَفَ-يَخْصِفُ	জড়িয়ে নেয়া, সেলাই করা,	وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ	এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। (২০-১২১)
خَلَعَ-يَخْلَعُ	খুলে ফেলা, উন্মুক্ত করা	فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ	অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল। (২০-১২)
سَوْأَةٌ	মৃতদেহ	لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ	যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। (৫-৩১)
أَجْلٌ	কারণ, হেতু, জন্য	مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ	এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি। (৫-৩২)
نَفَا-يَنْفُو	নির্বাসন দেয়া	أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ	অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। (৫-৩৩)
جَلَاءٌ	নির্বাসন, দেশান্তর	وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ	আল্লাহ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন। (৫৯-৩)
وَسِيلَةٌ	নৈকট্য	وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ	তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর। (৫-৩৫)
سَارِقٌ (سَارِقَةٌ) (ج) سَارِقُونَ	চোর	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا	যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও। (৫-৩৮)

www.banglakitab.weebly.com

তারা বলতে লাগলঃ যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। (১২-৭৭)	قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ	চুরি করা	سَرَقَ-يَسْرِقُ
কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়। (১৫-১৮)	إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ	চুরি করা, আড়ি পেতে শোনা	اِسْتَرَقَ-يَسْتَرِقُ
মিথ্যাবলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। (৫-৪১)	سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ	গুপ্তচর	سَمَّاعٌ (ج) سَمَّاعُونَ
এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। (৪৯-১২)	وَلَا تَجَسَّسُوا	গুপ্তচর বৃত্তি করা, গোপনে দোষ খোঁজা	تَجَسَّسَ-يَتَجَسَّسُ
ওরা উর্ধ্ব জগতের কোন কিছু শ্রবণ করতে পারে না। (৩৭-৮)	لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ	কানপেতে শোনা, কান খাড়া করা	تَسَمَّعَ-يَسَّمَّعُ
আল্লাহ্‌র কিতাবের যা তারা সংরক্ষণ করতো তারদ্বারা। (৫-৪৪)	بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ	সংরক্ষণের প্রত্যাশা করা	اسْتَحْفَظَ-يَسْتَحْفِظُ
এবং নাকের বিনিময়ে নাক। (৫-৪৫)	وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ	নাক	أَنْفٌ
আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (৬৮-১৬)	سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ	শুঁড়, নাক	خُرْطُومٌ
এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত। (৫-৪৫)	وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ	দাঁত	سِنٌّ
আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। (৫-৪৮)	لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا	আইন, শরীয়ত	شِرْعَةٌ
এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের	ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ	পথ, পদ্ধতি, শরীয়ত, দীন,	شَرِيعَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

উপর। (৪৫-১৮)	مِّنَ الْأَمْرِ	বিধান	
তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে। (৪২-১৩)	شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا	আইন প্রণয়ন করা, শরয়ী বিধিবিধান দেওয়া,	شَرَعَ-يَشْرَعُ
এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (৫-৫৪)	وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ	নিন্দা, তিরস্কার	لَوْمَةٌ
মহিলা বললঃ এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করছিলে। (১২-৩২)	قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ	তিরস্কার করা, ভর্ৎসনা, পরনিন্দা করা, কুৎসা করা,	لَامَ-يَلُومُ
অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎর্সনা করতে লাগল। (৬৮-৩০)	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ	পরস্পরে নিন্দা করা,	تَلَاوَمَ-يَتَلَاوَمُ
এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (৫-৫৪)	وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ	নিন্দুক, তিরস্কারকারী	لَائِمٌ
তাহলে অভিযুক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (১৭-৩৯)	فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا	নিন্দিত	مَلُومٌ (ج) مَلُومُونَ
তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (১৭-২২)	فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا	নিন্দিত, তিরস্কৃত, অপ্রিয়, মন্দ	مَذْمُومٌ
তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (৩৭-১৪২)	وَهُوَ مُلِيمٌ	নিন্দিত, নিন্দনীয়, তিরস্কৃত,	مُلِيمٌ
যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। (৫-৫৭)	الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا	খেলা	لَعِبٌ (لَعِبَ-يَلْعَبُ)
পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। (৬-৩২)	وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ	উদাসীন্য সামগ্রী, খেলনা, খেলা,	لَهْوٌ

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা কি ধারণা কর যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি। (২৩-১১৫)	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا	অনর্থক কাজে লিপ্ত থাকা, খেল-তামাশা করা, খেলাধুলা করা	عَبَثٌ (عَبَثَ-يَبْعَثُ)
আকাশ পৃথিবী এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। (২১-১৬)	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ	খেলার ছলে	لَاعِبٌ (ج) لَاعِبُونَ
তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ। (৫৩-৬১)	وَأَنتُمْ سَامِدُونَ	উদাসীন, অন্যমনস্ক	سَامِدٌ (ج) سَامِدُونَ
আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। (৫-৬৪)	يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ	আবদ্ধ	مَغْلُولَةٌ
বরং তাঁর উভয় হস্ত উম্মুক্ত। (৫-৬৪)	بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ	প্রসারিত, বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত	بِسَاطٌ، مَبْسُوطَةٌ
যেমন কেউ দু’ হাত পানির দিকে প্রসারিত করে। (১৩-১৪)	كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ	প্রসারী, প্রসারণকারী	بَاسِطٌ
যেন তারা ছড়িয়ে পড়া পঙ্গপাল। (৫৪-৭)	كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ	ছড়িয়ে পড়া, বিক্ষিপ্ত,	مُنْتَشِرٌ
মেঘবিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ। (৭৭-৩)	وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا	বিস্তারক	نَاشِرَةٌ (ج) نَاشِرَاتٌ
এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। (৫-৮২)	ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ	দরবেশ	رَاهِبٌ (ج) رُهْبَانٌ
আর বৈরাগ্য,সে তো তারা	وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا	বৈরাগ্য, সর্বত্যাগ,	رَهْبَنِيَّةٌ

www.banglakitab.weebly.com

নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরজ করিনি। (৫৭-২৭)	كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ	তাপস্য, উপরতি	
তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন। (৫-৮২)	تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ	উপচে পড়া	فَاضَ-يَفِيضُ
তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন। (৫-৮২)	تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ	অশ্রু	دَمْعٌ
যে পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌছতে পারবে। (৫-৯৪)	تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ	বর্শা	رُمحٌ (ج) رِمَاحٌ
আর তার (সমুদ্রের) খাদ্য তোমাদের জন্য ও পর্যটকদের জন্য উপকরণ। (৫-৯৬)	وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ	কাফেলা	سَيَّارَةٌ
অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল। (৮-৪২)	وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ	আরোহী, আরোহণকারী, যাত্রী	رَكْبٌ
যখন কাফেলা রওয়ানা হল। (১২-৯৪)	وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ	কাফেলা, যাত্রীদল, ভ্রমণকারী, অভিযাত্রীদল	عِيرٌ
আল্লাহ 'বহিরা' 'সায়েবা' ওসীলা' এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। (৫-১০৩)	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ	দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত পাঁচবার প্রজনন করা কানকাটা বাঁধনমুক্ত উটনী বা এমন পশু, ধর্মের ষাঁড়	بَحِيرَةٌ
আল্লাহ 'বহিরা' 'সায়েবা' ওসীলা'	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا	ধারাবাহিক	سَائِبَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

	দশবার মাদী বাচ্চা প্রসবীনী কানকাটা বাঁধনমুক্ত মানতের উটনী, দেবীর নামে ছাড়া পশু	سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ	এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। (৫-১০৩)
وَصِيلَةٌ	দেবীর নামে উৎসর্গিত উট	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ	আল্লাহ 'বহিরা' 'সায়েবা' ওসীলা' এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। (৫-১০৩)
حَامٍ	মূর্তির তরে সমর্পিত উট, দেবতার নামে উৎসর্গিত দশবার প্রজননকারী পুরুষ উট	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ	আল্লাহ 'বহিরা' 'সায়েবা' ওসীলা' এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। (৫-১০৩)
حَبَسَ-يَحْبِسُ	বন্দি করা, আটকানো, বাধা দেয়া	لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ	তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে কোন জিনিসে (আযাব) ঠেকিয়ে রাখছে? (১১-৮)
أَحْصَرَ-يُحْصِرُ	আবদ্ধ করা, আটকা পড়া	فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ	যদি তোমরা বাধা প্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। (২-১৯৬)
استَحَقَّ-يَسْتَحِقُّ	উপযুক্ত হওয়া, যোগ্য হওয়া	فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا	পক্ষান্তরে যদি আবিস্কার করা হয় যে তাদের দু'জনই পাপের যোগ্যতা লাভ করেছে। (৫-১০৭)
مَآئِدَةٌ	খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা	أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ	যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন। (৫-১১২)

www.banglakitab.weebly.com

তা আমাদের জন্যে আনন্দোৎসব হবে। (৫-১১৪)	تَكُونُ لَنَا عِيدًا	উৎসব	عِيدٌ

৩৫। সুরা আন'আম (১-১০৮)

যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম। (৬-৭)	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ	কাগজ	قِرْطَاسٌ (ج) قَرَاطِيسُ
যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। (২১-১০৪)	كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ	নাম লিখা পাথর, কঙ্কর, পাথর	سِجِلٌّ
আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৬-২৯)	وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ	পুনরুত্থিত, প্রেরিত	مَبْعُوثٌ (ج) مَبْعُوثُونَ
এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৪৪-৩৫)	وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ	পুনর্জীবনযোগ্য, পুনঃপ্রকাশযোগ্য,	مُنْشَرٌ (ج) مُنْشَرُونَ
কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (৬-১৬৪)	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	বোঝা	وِزْرٌ (ج) أَوْزَارٌ
এরা তোমাদের বোঝা শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়। (১৬-৭)	وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ	বোঝা, পাপের বোঝা	ثِقْلٌ (ج) أَثْقَالٌ
কেউ তা থেকে কোন কিছু বহন করবে না। (৩৫-১৮)	لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ	বোঝা, বরাদ্দ	حِمْلٌ
অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের। (৫১-২)	فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا	ভার, ভারি বোঝা	وِقْرٌ
যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। (৩৭-১৪০)	إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ	বোঝাই	مَشْحُونٌ

তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন। (৬-৩৫)	أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ	সুড়ঙ্গ	نَفَقٌ
অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গ পথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (১৮-৬১)	فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا	সুড়ঙ্গ, সুরঙ্গ, মরীচিকার মত	سَرَبٌ
তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন। (৬-৩৫)	أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ	সিঁড়ি	سُلَّمٌ
এবং সিড়ি যার উপর তারা চড়ত। (৪৩-৩৩)	وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ	সিঁড়ি, ঊর্ধ্বসিঁড়ি	مَعْرَجٌ (ج) مَعَارِجُ
যত প্রকার পাখী দু’ ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়। (৬-৩৮)	طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ	উড়া	طَارَ-يَطِيرُ
যত প্রকার পাখী দু’ ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়। (৬-৩৮)	طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ	ডানা, বাহু, হাত	جَنَاحٌ (ج) أَجْنِحَةٌ
তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। (৬-৪৪)	فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ	নিরাশ, নিস্পৃহ, হতভম্ব	مُبْلِسٌ (ج) مُبْلِسُونَ
অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (১৫-৫৫)	فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ	নিরাশ, হতাশ, আশাহত	قَانِطٌ (ج) قَانِطُونَ
যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। (৪১-৪৯)	وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ	অতিশয় নিরাশ, ভগ্নমনা, চরম হতাশ	قَنُوطٌ

www.banglakitab.weebly.com

يَؤُوسٌ	হতাশ	وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ	যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হয়ে পড়ে। (৪১-৪৯)
رَاغِبٌ	আশাবাদী	إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ	আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি। (৯-৫৯)
دَابِرٌ	মূল, শিকড়	فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا	অতঃপর জালেমদের মূল শিকড় কর্তিত হল। (৬-৪৫)
أَصْلٌ (ج) أُصُولٌ	মূল, গোড়া, শিকড়, উৎস	تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا	যেগুলোকে তাদের শিকড়ের উপরে খাড়া রেখে দিয়েছ। (৫৯-৫)
خِزَانَةٌ (ج) خَزَائِنُ	কোষাগার, ধনভাণ্ডার	أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ	অথবা তাদের কাছেই কি রয়েছে তোমার প্রভুর ধনভান্ডার। (৫২-৩৭)
خَازِنٌ (ج) خَازِنُونَ	খাজাঞ্চী, প্রহরী, সঞ্চয়কারী	وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ	আর তোমরা তার কোষাধ্যক্ষ নও! (১৫-২২)
طَرَدَ-يَطْرُدُ	তাড়িয়ে দেয়া	وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ	আর তাদেরকে বিতাড়িত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পালকর্তার এবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। (৬-৫২)
دُحُورٌ	বিতাড়িত,	دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ	বিতাড়িত, আর তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি। (৩৭-৯)
طَارِدٌ	বহিষ্কারক, বিতাড়ক	وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا	আর যারা বিশ্বাস করেছে তাদের আমি তাড়িয়েও দেবার নই। (১১-২৯)
مِفْتَاحٌ (ج)	চাবি	وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ	তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি

www.banglakitab.weebly.com

مَفَاتِحُ			রয়েছে। (৬-৫৯)
مَقَالِيدُ	ভাণ্ডার, চাবিকাঠি	لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিকাঠি তাঁরই কাছে। (৪২-১২)
قُفْلٌ (ج) أَقْفَالٌ	তালা	أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا	না কি হৃদয়ের উপরে সেগুলোর তালা দেয়া রয়েছে? (৪৭-২৪)
سَقَطَ-يَسْقُطُ	পড়ে যাওয়া	وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا	কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। (৬-৫৯)
سَاقَطَ-يُسَاقِطُ	পতন ঘটানো, নামিয়ে আনা,	تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا	তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (১৯-২৫)
خَرَّ-يَخِرُّ	পড়ে যাওয়া, ঢলে পড়া, অবনত হওয়া,	وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ	যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল; সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। (২২-৩১)
وَجَبَ-يَجِبُ	পতিত হওয়া, কাত হয়ে পড়া	فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا	অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায়। (২২-৩৬)
سَاقِطٌ	ভূপাতিত, পতনোন্মুখ, পতনশীল,	وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا	তারা যদি আকাশের কোন খন্ডকে পতিত হতে দেখে। (৫২-৪৪)
أَسْقَطَ	পতন ঘটানো, নামিয়ে আনা,	أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ	অথবা আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। (৩৪-৯)
وَرَقَةٌ (ج) وَرَقٌ	পাতা	وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا	কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। (৬-৫৯)
شَطْأٌ	কচি পাতা, কিশলয়	وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ	তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়। (৪৮-২৯)

www.banglakitab.weebly.com

কোন আর্দ্র ও শুস্ক দ্রব্য (পতিত হয়) না। (৬-৫৯)	وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ	আদ্র	رَطْبٌ
এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। (১২-৪৩)	وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ	শুষ্ক	يَابِسٌ (ج) (يَابِسَاتٌ)
এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। (২০-৭৭)	فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا	শুষ্ক, শুকনা	يَبَسٌ
অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। (৩৯-২১)	أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا	শুষ্ক হওয়া, শুকিয়ে যাওয়া	هَاجَ-يَهِيجُ
ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা বনভুমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে-সে উদভ্রান্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে। (৬-৭১)	كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ	হতভম্ভ, পেরেশান, কিংকর্তব্যবিমূঢ়	حَيْرَان
তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? (২৬-২২৫)	أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ	তৃষ্ণায় ঘোরা, তৃষ্ণার্ত হয়ে ছুটাছুটি করা	هَامَ-يَهِيمُ
যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। (৬-৭৩)	وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ	শিঙ্গা	صُورٌ
যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। (৭৪-৮)	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ	ছিদ্রবিশিষ্ট ফুৎকারযন্ত্র, সিঙা, সিঙ্গা, বাঁশি	نَاقُورٌ
আমি এরূপ ভাবেই ইব্রাহীমকে নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ দেখাতে লাগলাম। (৬-৭৫)	وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ	রাজ্য ব্যবস্থাপনা	مَلَكُوتٌ

www.banglakitab.weebly.com

সে একটি তারকা দেখতে পেল। (৬-৭৬)	رَأَىٰ كَوْكَبًا	নক্ষত্র	كَوْكَبٌ (ج) كَوَاكِبُ
যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে। (৮১-২)	وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ	নক্ষত্র	نَجْمٌ (ج) نُجُومٌ
তিনি শিরা নক্ষত্রের মালিক।(৫৩-৪৯)	وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ	নক্ষত্র, লুব্ধক তারা, শি'রা নক্ষত্র	الشِّعْرَى
আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়। (৮১-১৫)	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ	পশ্চাৎগামী নক্ষত্র	خُنَّسٌ
অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন বললঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। (৬-৭৬)	فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ	অস্তগামী	آفِلٌ (ج) آفِلُونَ
অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন বললঃ আমি অস্তগামীদেরকে ভালবাসি না। (৬-৭৬)	فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ	অস্ত যাওয়া	أَفَلَ-يَأْفُلُ/يَأْفِلُ
তখন তিনি সুর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন। (১৮-৮৬)	وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ	অস্ত যাওয়া, অস্তমিত হওয়া	غَرَبَ-يَغْرُبُ (غُرُوبٌ)
তুমি সূর্যকে দেখবে,যখন উদিত হয়। (১৮-১৭)	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت	উদিত হওয়া	طَلَعَ-يَطْلُعُ (طُلُوعٌ)
এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময় (৬-১৫৫)	وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ	বরকতময়, পবিত্র, সম্মানিত	مُبَارَكٌ (مُبَارَكَةٌ)

তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। (৬-৮৯)	فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ	দায়িত্ব দেয়া	وَكَّلَ-يُوَكِّلُ
যদি আপনি দেখেন যখন জালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকে। (৬-৯৩)	وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ	যন্ত্রণা	غَمْرَةٌ (ج) غَمَرَاتٌ
তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ। (৬-৯৪)	وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ	নিঃসঙ্গ	فَرْدٌ (ج) فُرَادَى
নিশ্চয় আল্লাহই বীজ ও আঁটি থেকে অঙ্কুর সৃষ্টিকারী। (৬-৯৫)	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ	বিদীর্ণকারী	فَالِقٌ
প্রভাত রশ্মির উন্মেষক। (৬-৯৬)	فَالِقُ الْإِصْبَاحِ	ঊষার আলো	إِصْبَاحٌ
তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত। (৩৮-১৮)	يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ	সকাল, পূর্বাহ্ণ	إِشْرَاقٌ
বলুন,আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার। (১১৩-১)	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ	প্রভাত, প্রভাত কিরণ	فَلَقٌ
সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল। (৬৮-২১)	فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ	প্রভাতকারী, প্রভাতযাপন রত,	مُصْبِحٌ
অতঃপর সুর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (১৫-৭৩)	فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ	প্রভাত যাপনাবস্থা, ভোর উদযাপনাবস্থা	مُشْرِقٌ (ج) مُشْرِقُونَ
আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার। (৮৪-১৬)	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ	সন্ধ্যার লালিমা	شَفَقٌ
তিনি রাত্রিকে আরামদায়ক করেছেন। (৬-৯৬)	وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا	বিশ্রাম, আরাম	سَكَنٌ
তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে	جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا	বিশ্রাম করা, আরাম করা	سُبَاتٌ

বিশ্রাম। (২৫-৪৭)	وَالنَّوْمَ سُبَاتًا		
অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। (৬-৯৮)	فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ	সংরক্ষণাগার	مُسْتَوْدَعٌ
অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৬-৯৯)	فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ	উদ্ভিদ	نَبَاتٌ
এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন ফসল। (১৬-১১)	يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ	চাষাবাদ, কৃষি আবাদ, ফসল, শস্য	زَرْعٌ (ج) زُرُوعٌ
ফল এবং ঘাস। (৮০-৩১)	وَفَاكِهَةً وَأَبًّا	উদ্ভিদ, ঘাস,	أَبٌّ
আঙ্গুর, শাক-সব্জি। (৮০-২৮)	وَعِنَبًا وَقَضْبًا	শাক-সবজি, তরিতরকারি	قَضْبٌ
আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (৫৫-১২)	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ	শস্যের খোসা, ঘাস, ঝোড়ো হাওয়া, ঝঞ্ঝাবায়ু	عَصْفٌ
অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি। (৬-৯৯)	فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا	সবুজ, শাকসবজি, সবুজ ফসল	خَضِرٌ
তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপর পরিধান করবে। (১৮-৩১)	وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ	সবুজ, সবুজাভ	أَخْضَرُ (ج) خُضْرٌ
অতঃপর ভূপৃষ্ট সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। (২২-৬৩)	فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً	সবুজ, শ্যামলিমা	مُخْضَرَّةٌ
কালোমত ঘন সবুজ। (৫৫-৬৪)	مُدْهَامَّتَانِ	অতিশ্যামল উদ্যান, গাঢ় সবুজ রঙের উদ্যান	مُضْهَامَّةٌ
যা থেকে যুগ্ম বীজ উৎপন্ন করি। (৬-৯৯)	نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا	ঘন সন্নিবিষ্ট	مُتَرَاكِبٌ

www.banglakitab.weebly.com

ও পাতাঘন উদ্যান। (৭৮-১৬)	وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا	ঘণসন্নিবেশিত বাগান	أَلْفَافٌ
ঘন উদ্যান। (৮০-৩০)	وَحَدَائِقَ غُلْبًا	প্রচুর বৃক্ষ, ঘন সন্নিবিষ্ট ফলবাগান,	غَلْبَاءُ (ج) غُلُبٌ
খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ (বের করি), যা নুয়ে থাকে। (৬-৯৯)	وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ	মোচা, কাঁদি	طَلْعٌ
খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ (বের করি), যা নুয়ে থাকে। (৬-৯৯)	وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ	কাঁদি, গুচ্ছ	قِنْوٌ (ج) قِنْوَانٌ
এবং আঙ্গুরের বাগান এবং যাইতুন। (৬-৯৯)	وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ	জয়তুন, জলপাই	زَيْتُونٌ، زَيْتُونَةٌ
আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। (৬-৯৯)	وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ	আনার, ডালিম	رُمَّانٌ
বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর। (৬-৯৯)	انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ	ফল ধরা, ফলন হওয়া	أَثْمَرَ-يُثْمِرُ
যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। (৬-৯৯)	إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ	পাকা, পরিপক্কতা	يَنْعٌ
তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। (১৯-২৫)	تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا	পাকা	جَنِيٌّ

৩৬। সুরা আন'আম (১০৯-১৬৫)

تোমাদেরকে কে বলল যে, যখন তাদের কাছে নিদর্শনাবলী আসবে, তখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করবেই ? (৬-১০৯)	وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ	বুঝানো	أَشْعَرَ-يُشْعِرُ
অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। (২১-৭৯)	فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ	বুঝানো, বুঝিয়ে দেওয়া	فَهَّمَ-يُفَهِّمُ
তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। (৬-১১২)	يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا	চিত্তাকর্ষক, কারুকর্যমন্ডিত, স্বর্ণখচিত	زُخْرُفٌ
তুমি ফেরাউনকে এবং তার সর্দারদেরকে পার্থব জীবনের আড়ম্বর দান করেছ। (১০-৮৮)	إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا	চাকচিক্য	زِيْنَةٌ
তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জাঁক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (১৯-৭৪)	هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا	দেখতে, দৃশ্যে, আকৃতিতে,	رِءْيٌ
অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন। (৬-১১৪)	وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا	বিস্তারিত	مَفَصَّلٌ (ج) (مُفَصَّلَاتٌ)
আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। (৬-১২৮)	وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا	নির্ধারণ করা, সময় ধার্য করা	أَجَّلَ-يُؤَجِّلُ
এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন। (৬-১৩৩)	وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ	স্থলাভিষিক্ত করা, প্রতিনিধি বানানো	اِسْتَخْلَفَ-يَسْتَخْلِفُ
এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে	وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم	স্থলাভিষিক্ত, অনুসৃত, প্রতিনিধি	مُسْتَخْلَفٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

مُسْلَخْلَفُونَ		مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ	ব্যয় কর। (৫৭-৭)
مَعْرُوشَةٌ (ج) مَعْرُوشَاتٌ	গুল্ম, মাচার উপর উঠানো	وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ	তিনিই উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছে- তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয়। (৬-১৪১)
حَصَادٌ (حَصَدَ-يَحْصُدُ)	ফসল সংগ্রহ, শস্য কাটা, কর্তন করা	وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ	এবং হক দান কর এগুলো কর্তনের সময়ে। (৬-১৪১)
صَرَمَ-يَصْرِمُ	ফসল কাটা, শস্য কাটা, ফল পাড়া, কর্তন করা	إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ	যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে। (৬৮-১৭)
صَارِمٌ (ج) صَارِمُونَ	শস্য কর্তনকারী, ফসল সংগ্রাহক	أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ	তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (৬৮-২২)
حَمُولَةٌ	ভারবাহী জন্তু	وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا	তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। (৬-১৪২)
رَكُوبٌ	বাহন	فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ	ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৩৬-৭২)
فَرْشٌ	খর্বাকৃতির/গোশত , আচ্ছাদন দানকারী জন্তু	وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا	তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং খর্বাকৃতিকে। (৬-১৪২)
ضَأْنٌ	ভেড়া	مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ	ভেড়ার মাঝে দুই প্রকার। (৬-১৪৩)
نَعْجَةٌ (ج) نِعَاجٌ	ভেড়া	لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ	সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার

করেছে। (৩৮-২৪)			
এবং ছাগলের মাঝে দুই প্রকার। (৬-১৪৩)	وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ	ছাগল	مَعْزٌ
এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি। (২০-১৮)	وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي	ভেড়া/ ছাগল	غَنَمٌ
অথবা মাদী-দুটির গর্ভ যা ধরে রেখেছে তা? (৬-১৪৩)	أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ	ধারণ করা	اِشْتَمَلَ-يَشْتَمِلُ
আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে। (৭৭-২৫)	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا	ধারণকারিণী	كِفَاتٌ
আর উট থেকে দুটো। (৬-১৪৪)	وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ	উট	إِبِلٌ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭-৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	উট	جَمَلٌ (ج) جِمَالَةٌ
যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (১২-৭২)	وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ	উট, মরু তরণী	بَعِيرٌ
আল্লাহর এ উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য নিদর্শন। (১১-৬৪)	هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً	উটনী, উষ্ট্রী	نَاقَةٌ
যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে। (৮১-৪)	وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ	দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী	عِشَارٌ (ج) عُشَرَاءُ
তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। (৫৯-৬)	فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ	বাহন, আরোহণের উট, আরোহণী	رِكَابٌ
এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত	وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ	শীর্ণকায় উট	ضَامِرٌ

www.banglakitab.weebly.com

থেকে। (২২-২৭)	مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ		
পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। (৫৬-৫৫)	فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ	পিপাসার্ত উট	هِيمٌ
অথবা ঝরে পড়া রক্ত। (৬-১৪৫)	أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا	প্রবাহিত	مَسْفُوحٌ
এবং প্রবাহিত পানিতে। (৫৬-৩১)	وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ	প্রবাহিত, বহমান, প্রবাহমাণ	مَسْكُوبٌ
ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম। (৬-১৪৬)	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ	নখ	ظُفْرٌ
এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম। (৬-১৪৬)	وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا	চর্বি	شَحْمٌ (ج) شُحُومٌ
কিন্তু ঐ চর্বি ব্যতীত যা পৃষ্টে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে। (৬-১৪৬)	إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا	অন্ত্র, নাড়িভুঁড়ি	حَوِيَّةٌ (ج) حَوَايَا
এবং তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে। (৪৭-১৫)	وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ	নাড়িভুঁড়ি, অন্ত্র, নাড়ি,	أَمْعَاءٌ
অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ন কর। (৭-৮৫)	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	পরিমাপ	كَيْلٌ (كَالَ-يَكِيلُ)
যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়। (৮৩-২)	الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ	মাপা, ওজন করা, পরিমাপ করা	اكْتَالَ-يَكْتِيلُ
ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও।	أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ	সের, কাঠা, ওজন পাল্লা, পরিমাপক,	مِكْيَالٌ

www.banglakitab.weebly.com

	ওজনের একক	بِالْقِسْطِ	(১১-৮৫)
مِقْدَارٌ	পরিমাণ, নির্ধারিত, ধার্য	وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ	এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (১৩-৮)
مِيْزَانٌ (ج) مَوَازِينُ	পাল্লা	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ন কর। (৭-৮৫)
قِسْطَاسٌ	ন্যায়বিচার, ন্যায়দণ্ড, দাড়িপাল্লা, তুলাদণ্ড, নিক্তি	وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ	মেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপালায় ওজন করবে। (১৭-৩৫)
تَمَامٌ	সম্পূর্ণ	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ	অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে। (৬-১৫৪)
وَازِرَةٌ	ভার বহনকারী	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ	কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। (৬-১৬৪)
حَامِلٌ (ج) حَامِلُونَ (حَامِلَاتٌ، حَمَّالَةٌ)	বহনকারী, বাহক, পরিবাহী	وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ	অথচ তারা পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। (২৯-১২)

www.banglakitab.weebly.com

৩৭। সুরা আরাফ

আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। (৭-৮)	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ	ওজন, পরিমাণ	وَزْنٌ (وَزَنَ)
এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (১৩-৮)	وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ	পরিমাণ, নির্ধারিত, ধার্য	مِقْدَارٌ
নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না। (৪-৪০)	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ	ওজন, পরিমাণ, সমপরিমাণ	مِثْقَالٌ
এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (১৫-১৯)	وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ	পরিমাণমত, যথাযথ	مَوْزُونٌ
এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে। (৭-৯)	وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ	হালকা হওয়া, ভারহীন হওয়া	خَفَّ-يَخِفُّ
অতএব যার পাল্লা ভারী হবে। (১০১-৬)	فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ	ভারী হওয়া, ওজন বেশি হওয়া	ثَقُلَ-يَثْقُلُ
তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা। (৭-১৮৯)	فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا	ভারাক্রান্ত করা, বোঝা চাপানো, ভারী মনে করা	أَثْقَلَ-يُثْقِلُ
আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাই দিয়েছি। (৭-১০)	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ	ঠাই দেয়া	مَكَّنَ-يُمَكِّنُ
এবং বাম দিক থেকে। (৭-১৭)	وَعَن شَمَائِلِهِمْ	বাম	شِمَالٌ (ج) شَمَائِلُ
আমি তাকে আহবান করলাম তূর পাহাড়ের ডান দিক থেকে। (১৯-৫২)	وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ	ডানপার্শ্ব, বরকতপূর্ণ, পবিত্র	أَيْمَنٌ
এরাই হচ্ছে দক্ষিণপন্থীয়দের দলভুক্ত। (৯০-১৮)	أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ	সৌভাগ্য, শুভ, ডানপার্শ্বস্থ;	مَيْمَنَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (৭-১৮)	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ	ভর্তি করা	مَلَأَ-يَمْلَأُ
যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? (৫০-৩০)	يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ	পূর্ণ হওয়া	اِمْتَلَأَ-يَمْتَلِئُ
এবং চন্দ্রের,যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে। (৮৪-১৮)	وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ	পূর্ণ হওয়া, পূর্ণতা লাভ করা,	اِتَّسَقَ-يَتَّسِقُ
এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে।(৩৭-৬৬)	فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ	পূরণকারী,	مَالِئٌ (ج) مَالِئُونَ
এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শুন্যগর্ভ হয়ে যাবে। (৮৪-৪)	وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ	খালি হওয়া, উন্মুক্ত হওয়া,	تَخَلَّى-يَتَخَلَّى
অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল। (৭-২০)	فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ	কুমন্ত্রণা দেয়া	وَسْوَسَ-يُوَسْوِسُ (وَسْوَاسٌ)
আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে। (৭-২০০)	وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ	উসকানি দেওয়া, প্ররোচনা দেওয়া,	نَزَغَ-يَنْزَغُ (نَزْغٌ)
হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (২৩-৯৭)	رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ	নিন্দা, পরনিন্দা, কুৎসা, ভর্ৎসনা,	هَمَزَةٌ (ج) هَمَزَاتٌ
এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। (৭-২২)	وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ	শুরু করা	طَفِقَ-يَطْفَقُ
আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে।	وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ	সূচনা করা, সৃষ্টি করা, আরম্ভ করা,	بَدَأَ-يَبْدَأُ

www.banglakitab.weebly.com

(৯-১৩)			
আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন?(২৯-১৯)	كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ	সৃষ্টির সূচনা করা, নবায়ন করা	أَبْدَأَ-يُبْدِئُ
একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। (৭-৩০)	فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ	অবধারিত হওয়া, যথাযথ হওয়া, ন্যায় হওয়া	حَقَّ-يَحِقُّ
আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। (৭-১০৫)	حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ	অবধারিত, যোগ্য, বাস্তবসম্মত	حَقِيقٌ
এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে (৭-৩৮)	حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا	একত্রিত হওয়া/ পেয়ে বসা/ সামাল দেয়া	تَدَارَكَ (ادَّارَكَ)
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭-৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	ছিদ্র	سَمٌّ
যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। (৭-৪০)	حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ	সূচ	خِيَاطٌ
অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবেঃ আল্লাহর অভিসম্পাত জালেমদের উপর। (৭-৪৪)	فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ	ডাকা, আহ্বান করা,	أَذَّنَ-يُؤَذِّنُ
যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব। (১৪-৭)	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ	ডাকা, আহ্বান করা,	تَأَذَّنَ-يَتَأَذَّنُ

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা। (৯-৩)	وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ	ডাকা, আহ্বান করা,	أَذَانٌ
অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বললঃ হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (১২-৭০)	ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ	ঘোষক, ঘোষণাকারী	مُؤَذِّنٌ
বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (৭-৫৪)	تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ	সুমহান হওয়া, বরকতপূর্ণ হওয়া	تَبَارَكَ-يَتَبَارَكُ
তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। (২১-৮১)	تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا	বরকত দেয়া, প্রাচুর্য দেয়া,	بَارَكَ-يُبَارِكُ
যা দ্রুতগতিতে তার অনুসরণ করে। (৭-৫৪)	يَطْلُبُهُ حَثِيثًا	খোঁজ করা	طَلَبَ-يَطْلُبُ (طَلَبٌ)
ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। (১২-৮৭)	فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ	অনুসন্ধান করা	تَحَسَّسَ-يَتَحَسَّسُ
যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে। (৭২-১৪)	فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا	অবলম্বন করা, সংকল্প করা,	تَحَرَّى-يَتَحَرَّى
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন (২২:৭৩)	ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ	প্রার্থনাকারী, অন্বেষী,	طَالِبٌ
প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়,উভয়েই শক্তিহীন। (২২-৭৩)	ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ	অনুসন্ধানযোগ্য, প্রার্থনীয়,	مَطْلُوبٌ
যখন (বায়ুরাশি) পানিপূর্ন মেঘমালা বয়ে আনে। (৭-৫৭)	حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا	ভারী, জমাট, কঠিন, ওজনদার	ثَقِيلٌ (ج) ثِقَالٌ

www.banglakitab.weebly.com

ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়ছে। (৬৮-৪৬)	فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ	বোঝাইকৃত, ভারী, ভারাক্রান্ত	مُثْقَلَةٌ (ج) (مُثْقَلُونَ)
হে জিন ও মানব! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুক্ত হয়ে যাব। (৫৫-৩১)	سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ	ভারবাহী, বাহক	ثَقَلٌ
অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল,তখন,সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। (৭-১৮৯)	فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا	হালকা, লঘু, সহজলভ্য	خَفِيفٌ (ج) خِفَافٌ
তখন আমি এ (মেঘমালাকে) একটি মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। (৭-৫৭)	سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ	হাঁকিয়ে নেয়া	سَاقَ-يَسُوقُ
প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। (১৯-২৩)	فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ	নিয়ে আসা, সমাগত করা, উপনিত করা, আনা	أَجَاءَ-يُجِيءُ
আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন (২৪-৪৩)	أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا	সঞ্চালিত করা	زَجَا-يُزْجِي
প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (৫০-২১)	وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ	চালক, তাড়নাকারী, বিতাড়ক	سَائِقٌ
সেদিন,আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু নীত হবে। (৭৫-৩০)	إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ	চালনার গন্তব্য, তাড়িয়ে নেওয়ার স্থান	مَسَاقٌ
হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। (২৭-১৯)	رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ	শক্তি যোগানো, নিয়ন্ত্রণ করা, তাওফিক দেওয়া	أَوْزَعَ

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ। (৭-৬৩)	أَوَعَجِبْتُمْ	আশ্চর্যান্বিত হওয়া	عَجِبَ-يَعْجَبُ
অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট। (৫৬-৬৫)	فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ	প্রলাপ বকা, বিস্ময়াবিষ্ট হওয়া,	تَفَكَّهَ-يَتَفَكَّهُ
আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি। (৭২-১)	إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক,	عَجَبٌ
এতো ভারী আশ্চর্য কথা। (১১-৭২)	إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক,	عَجِيبٌ
নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (৩৮-৫)	إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ	বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক,	عجَابٌ
		বেশি, বলিষ্ঠ	بَصْطَةٌ
তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। (৭-৭৪)	وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ	বাসস্থান দেয়া, আশ্রয় দেয়া	بَوَّأَ-يُبَوِّئُ
হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি। (১৪-৩৭)	رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ	বসবাস করানো, অধ্যুষিত করা,	أَسْكَنَ-يُسْكِنُ
তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। (১১-৬১)	وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا	আবাদ করানো, বসবাস করানো,	اِسْتَعْمَرَ-يَسْتَعْمِرُ
অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল। (১৭-১০৩)	فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ	উৎখাত করা	اِسْتَفَزَّ-يَسْتَفِزُّ
তোমরা নরম মাটিতে অট্টালিকা নির্মান কর। (৭-৭৪)	تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا	সমতল	سَهْلٌ (ج) سُهُولٌ
তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত	فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ	সমতল ময়দান,	سَاهِرَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

হবে। (৭৯-১৪)		সরলপ্রান্তর	
অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। (২০-১০৬)	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا	মরুভূমি, সমভূমি, সমতলভূমি,	قَاعٌ
এবং পর্বত গাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। (৭-৭৪)	وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا	প্রাসাদ	قَصْرٌ (ج) قُصُورٌ
তাকে বলা হল,এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। (২৭-৪৪)	قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ	রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা,	صَرْحٌ
এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ। (২৬-১২৯)	وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ	কারখানা, সুরক্ষিত দূর্গ, দুর্ভেদ্য দূর্গ	مَصْنَعٌ (ج) مَصَانِعُ
এবং পর্বত গাত্র খনন করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ কর। (৭-৭৪)	وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا	খোদাই করা	نَحَتَ-يَنْحِتُ
এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল। (৮৯-৯)	وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ	কেটে মসৃণ করা, কাটা	جَابَ-يَجُوبُ
অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল। (৭-৭৭)	فَعَقَرُوا النَّاقَةَ	হত্যা করা, পায়ের রগ কেটে দেয়া,	عَقَرَ-يَعْقِرُ
নিয়ে এস যদ্দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাতে। (৭-৭৭)	ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا	হুমকি দেয়া	أَوْعَدَ-يُوْعِدُ
এবং বলেছিলঃ এ তো উম্মাদ। তাঁরা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (৫৪-৯)	وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ	ধমক দেওয়া, ধমকি দেওয়া, ঝাড়ি মারা	ازْدَجَرَ-يَزْدَجِرُ
এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। (১৪-১৪)	ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ	শাস্তির প্রতিশ্রুতি, হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন	وَعِيدٌ
যাতে সাবধানবাণী রয়েছে।	مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ	ধমক, ধমকি,	مُزْدَجَرٌ

www.banglakitab.weebly.com

(৫৪-৪)		তিরস্কার, উপদেশ	
এবং তাৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (৭-১০৭)	فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ	সাপ, অজগর	ثُعْبَانٌ
অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (২০-২০)	فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ	সাপ, সর্প, ফণী, নাগ, বিষধর, ফণাকার	حَيَّةٌ
এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (৭-১০৮)	فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ	দর্শক	نَاظِرٌ (نَاظِرَةٌ) (ج) نَاظِرُونَ
অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। (৭-১১৭)	فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ	গিলে ফেলা	لَقِفَ-يَلْقَفُ
হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল। (১১-৪৪)	يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ	শোষণ করা, চুষে নেয়া	بَلَعَ-يَبْلَعُ
আর সে তা সহজে গলাধঃকরণ করতে পারবে না। (১৪-১৭)	وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ	গিলা, গিলে ফেলা,	أَسَاغَ-يُسِيغُ
তখন একটি মাছ তাঁকে মুখে তুলে নিল, যদিও তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। (৩৭-১৪২)	فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ	গিলা, গিলে ফেলা, গ্রাস করা,	اِلْتَقَمَ-يَلْتَقِمُ
হে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের জন্য ধৈর্য্যের দ্বার খুলে দাও। (৭-১২৬)	رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ	খুলে দেয়া, দান করা, অভিষিক্ত করা	أَفْرَغَ-يُفْرِغُ
আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। (৭-১৩১)	وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ	অলুক্ষণে ভাবা	اِطَّيَّرَ-يَطَّيَّرُ

www.banglakitab.weebly.com

তারা বললে,তোমাদের থেকে আমরা অবশ্যই অমঙ্গল আশঙ্কা করি। (৩৬-১৮)	قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ	অশুভ লক্ষণ ভাবা, অলক্ষী মনে করা, অলক্ষুণে ভাবা	تَطَيَّرَ-يَتَطَيَّرُ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ	প্লাবন	طُوفَانٌ
তাই আমরা তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম আল্-আরিমের বন্যা। (৩৪-১৬)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ	প্রবাহ, শ্রোত, বন্যা	سَيْلٌ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ	পঙ্গপাল, টিড্ডি, পতঙ্গ	جَرَادَةٌ (ج) جَرَادٌ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ	উকুন	قُمَّلَةٌ (ج) قُمَّلٌ
সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ। (৭-১৩৩)	فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ	ব্যাঙ	ضَفَادِعُ
আর যে- সব তারা বানিয়েছিল। (৭-১৩৭)	وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ	নির্মাণ করা	عَرَشَ-يَعْرِشُ
হে হামান! আমার জন্য একটি মিনার তৈরি কর। (৪০-৩৬)	يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا	বানানো, নির্মাণ করা, তৈরি করা	بَنَى-يَبْنِي
আর আমরা তাঁকে শিখিয়েছিলাম তোমাদের জন্য বর্ম তৈরি করতে। (২১-৮০)	وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ	নির্মাণ, শিল্প, কারিগরি, দক্ষতা	صَنْعَةٌ
তাদের জন্য রয়েছে উঁচু আবাসস্থল, তাদের উপরে উঁচু আবাসস্থল সুপ্রতিষ্ঠিত। (৩৯-২০)	لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ	নির্মিত, স্থাপিত	مَبْنِيَةٌ
এরা যে, কাজে নিয়োজিত রয়েছে	إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ	ধ্বংসপ্রাপ্ত,	مُتَبَّرٌ

www.banglakitab.weebly.com

তা নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে। (৭-১৩৯)		চুরমার, বিধস্ত, বিলীন	
হে ফেরাউন,আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছো। (১৭-১০২)	وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا	ধ্বংসপ্রাপ্ত, চুরমার, বিধস্ত, বিলীন	مَثْبُورٌ
ফলে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হল। (২৩-৪৮)	فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ	ধ্বংসপ্রাপ্ত, ধ্বংসকৃত,	مُهْلَكٌ (ج) مُهْلَكُونَ
আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না। (২৮-৫৯)	وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ	ধ্বংসকারী	مُهْلِكٌ (ج) مُهْلِكُونَ
সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। (৭-১৪৩)	فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي	স্থির থাকা	اِسْتَقَرَّ-يَسْتَقِرُّ
অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন। (২৭-৪০)	فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ	অবস্থানকারী, স্থির, সুস্থির,	مُسْتَقِرٌّ
তারপর যখন তার পরওয়ারদগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন। (৭-১৪৩)	فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ	বিচ্ছুরণ ঘটানো, বিকিরণ করা	تَجَلَّى
সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন। (৭-১৪৩)	جَعَلَهُ دَكًّا	চূর্ণ-বিচূর্ণ	دَكٌّ، دَكَّةٌ، دَكَّاءٌ (دَكٌّ)
এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। (৫৬-৫)	وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا	চুরমার করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা	بَسَّ-يَبُسُّ (بَسَّ)
অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে পিষ্ট করে	لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ	পিষ্ট, নিষ্পেষিত, গুঁড়ো, চূর্ণবিচূর্ণ	حَطْمَةٌ، حُطَامٌ

(حَطَمَ-يَحْطِمُ)		وَجُنُودُهُ	ফেলবে। (২৭-১৮)
هَدٌّ	ভেঙে পড়া, ভূমিস্মাৎ হওয়া	وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا	এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (১৯-৯০)
رُفَاتٌ	চূর্ণবিচূর্ণ, গুড়াগুড়া	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ	যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি উত্থিত হব? (১৭-৪৯)
دَمَغَ-يَدْمَغُ	ভীষণ আঘাত করা, মাথা গুড়িয়ে দেওয়া,	فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ	অতঃপর (সত্য মিথ্যার মস্তক) চুর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (২১-১৮)
صَعِقٌ (صَعِقَ-يَصْعَقُ)	অজ্ঞান হওয়া	وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا	এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। (৭-১৪৩)
أَفَاقَ-يُفِيقُ	জ্ঞান আসা	فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ	অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল; বললেন,হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি। (৭-১৪৩)
لَوْحٌ (ج) أَلْوَاحٌ	ফলক	وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ	আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি। (৭-১৪৫)
حُلِّيٌّ (ج) حِلْيَةٌ	অলঙ্কার, গহনা	وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا	আর বানিয়ে নিল মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারাদির দ্বারা একটি বাছুর। (৭-১৪৮)
حَلَّى-يُحَلِّي	অলঙ্কৃত করা, সজ্জিত করা	وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ	এবং তাদেরকে পরিধান করোনো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ। (৭৬-২১)
خُوَارٌ	হাম্বা রব	جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ	তা থেকে বেরুচ্ছিল ‘হাম্বা হাম্বা’ শব্দ। (৭-১৪৮)

www.banglakitab.weebly.com

তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়। (৭-১৫০)	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	রাগান্বিত	غَضْبَانُ
যখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। (২১-৮৭)	إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا	রাগান্বিত, ক্রোধান্বিত,	مُغَاضِبٌ
তারপর যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়। (৭-১৫০)	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	মর্মাহত, অনুতপ্ত, দুঃখিত	أَسِفٌ
এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে। (২৬-৫৫)	وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ	ক্রোধ উদ্রেককারী	غَائِطٌ (ج) غَائِظُونَ
এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চেপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। (৭-১৫০)	وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ	টেনে আনা	جَرَّ-يَجُرُّ
এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। (৭-১৫৭)	وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ	শৃঙ্খল	غُلٌّ (ج) أَغْلَالٌ
অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৬৯-৩২)	ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ	শিকল, শৃঙ্খল, লৌহশৃঙ্খল, জিঞ্জির	سِلْسِلَةٌ (ج) سَلَاسِلُ
নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুন্ড। (৭৩-১২)	إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا	লৌহ শৃঙ্খল, শিকল, জিঞ্জীর, লৌহ বেড়ী	نِكْلٌ (ج) أَنْكَالٌ
তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলা বদ্ধ দেখবে। (১৪-৪৯)	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ	শিকল, জিঞ্জির, শৃঙ্খল, বেড়ী	صَفَدٌ (ج) أَصْفَادٌ
তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলা বদ্ধ দেখবে।	وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ	শৃঙ্খলাবদ্ধ	مُقَرَّنٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

مُقَرَّنُونَ		مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ	(১৪-৪৯)
حُوْتٌ (ج) حِيْتَانٌ	মাছ	إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ	যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন। (৭-১৬৩)
نُوْنٌ	মাছ, বৃহৎ মৎস	وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا	এবং মাছওয়ালার কথা স্মরণ করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। (২১-৮৭)
انْسَلَخَ-يَنْسَلِخُ	এড়িয়ে যাওয়া	فَانسَلَخَ مِنْهَا	অতঃপর সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। (৭-১৭৫)
حَادَ-يَحِيدُ	সরে পড়া, টালবাহানা করা, এড়িয়ে চলা	ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ	এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (৫০-১৯)
بَئِيسٌ	প্রচণ্ড, যন্ত্রণাদায়ক	وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ	আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে। (৭-১৬৫)
أَخْلَدَ-يُخْلِدُ	জমিন আঁকড়ে ধরা, অধোমুখী হওয়া, চিরকাল রাখা	وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ	কিন্তু সে যে অধঃপতিত। (৭-১৭৬)
كَلْبٌ	কুকুর	فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ	সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত। (৭-১৭৬)
لَهَثَ-يَلْهَثُ	হাঁপানো	إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث	যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। (৭-১৭৬)
ضَبْحٌ	চালানো, হাঁকানো, সশব্দে উর্ধশ্বাসে চলা	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا	শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের। (১০০-১)
اِسْتَدْرَجَ-	ক্রমান্বয়ে ঘটানো	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا	বস্তুতঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে,

www.banglakitab.weebly.com

আমি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে পাকড়াও করব। (৭-১৮২)	سَنَسْتَدْرِجُهُم		يَسْتَدْرِجُ
আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? (৭-১৮৭)	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا	সংঘটনের সময়, স্থিতি	مُرْسَى
আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। (৭-১৮৭)	يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا	উৎসুক, অনুসন্ধানী, স্নেহশীল, নমনীয়	حَفِيٌّ
তাদের সঙ্গী লোকটির মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি নেই। (৭-১৮৪)	مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ	উন্মাদনা, মস্তিষ্ক বিকৃতি	جِنَّةٌ
তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকার গ্রস্থরূপে গণ্য হব। (৫৪-২৪)	إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ	মাথার গরমি, পাগলামি, উন্মত্ততা, বাতুলতা	سُعُرٌ
তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ পাগল। (২৬-২৭)	إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ	উন্মাদ, পাগল	مَجْنُونٌ
কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত। (৬৮-৬)	بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ	বিপদগ্রস্ত, ফেতনাপূর্ণ, পাগল,	مَفْتُونٌ
আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। (৭-১৮৮)	وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ	বাড়িয়ে নেয়া	اسْتَكْثَرَ- يَسْتَكْثِرُ
প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে। (১০২-১)	أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ	প্রাচুর্য, আধিক্য, সম্পদের মোহ, ধনসম্পদ, ধনবর্ধন	تَكَاثُرٌ
তাদেরকে আহবান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই	سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ	নীরব	صَامِتٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

তোমাদের জন্য সমান। (৭-১৯৩)	أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ		صَامِتُونَ
অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে আবৃত করল,তখন,সে গর্ভবতী হল। (৭-১৮৯)	فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ	গর্ভস্থ সন্তান, গর্ভ	حَمْلٌ (ج) أَحْمَالٌ
অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না। (৭-২০২)	ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ	কমতি করা, ত্রুটি করা	أَقْصَرَ-يُقْصِرُ
এটা ভাববার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে। (৭-২০৩)	هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ	সাক্ষ্য, দৃশ্যমান প্রমাণ, দৃষ্টিশক্তি, সুস্পষ্ট উপদেশ	بَصِيرَةٌ (ج) بَصَائِرُ
এটা জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার প্রত্যেক অনুরাগী বান্দার জন্যে।(৫০-৮)	تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ		تَبْصِرَةٌ

৩৮। সুরা আনফাল

তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (৮-১৫)	إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ	যোদ্ধা বাহিনী	زَحْفٌ
যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন। (৮-৮)	لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ	সত্য প্রমাণিত করা, অনিবার্য করা	أَحَقَّ–يُحِقُّ
আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, সে ব্যতীত যে তা করবে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে। (৮-১৬)	وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا	রণকৌশল পরিবর্তনকারী	مُتَحَرِّفٌ
কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে। (৮-১৬)	أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ	পক্ষাবলম্বী, মিলনার্থে	مُتَحَيِّزٌ
জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের	وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ	অন্তরায় হওয়া,	حَالَ–يَحُولُ

www.banglakitab.weebly.com

এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। (৮-২৪)	الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ	আড়াল হওয়া, প্রতিবন্ধক হওয়া	
এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন। (২৭-৬১)	وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا	প্রতিবন্ধক, অন্তরাল, বাধাদানকারী	حَاجِزٌ
ভীত-সন্ত্রস্ত্র ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। (৮-২৬)	تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ	ছোঁ মেরে নেয়া, ছিনিয়ে নেয়া, কেড়ে নেয়া, হরণ করা	تَخَطَّفَ– يَتَخَطَّفُ
অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন। (৮-২৬)	فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ	আশ্রয় দেয়া, আবাস দেয়া, থাকতে দেয়া	آوَى–يُؤْوِي
অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন। (৮-২৬)	فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ	আশ্রয় নেয়া, আবাস নেয়া, নিবাসী হওয়া	أَوَى–يَأْوِي
আর কে নিরাপত্তা প্রদান করেন অথচ তাঁকে নিরাপত্তা প্রদান করতে হয় না। (২৩-৮৮)	وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ	আশ্রয় দেয়া, রক্ষা করা, প্রতিবেশী বানানো	أَجَارَ–يُجِيرُ
আর যদি মুশরিকদের কোনো একজন তোমার কাছে আশ্রয় চায়। (৯-৬)	وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ	আশ্রয় চাওয়া, প্রতিবেশী হতে চাওয়া	اِسْتَجَارَ– يَسْتَجِيرُ
তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক। (৮-৪৫)	إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا	বন্দি করা, বেঁধে ফেলা, অবরোধ করা, সুদৃঢ় রাখা	أَثْبَتَ–يُثْبِتُ
আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً	শিস	مُكَاءٌ

কিছুই ছিল না। (৮-৩৫)	وَتَصْدِيَةً		
আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। (৮-৩৫)	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً	তালি	تَصْدِيَةٌ
কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসাবে পাবে। (৮-৪১)	أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ	যুদ্ধে লাভ করা	غَنِمَ
আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন। (৮-৪৩)	إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا	স্বপ্ন	مَنَامٌ
তোমার স্বপ্ন বর্ণনা কর না। (১২-৫)	لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ	স্বপ্ন	رُؤْيَا
আর স্বপ্নের মর্মোদ্ধারে আমরা অভিজ্ঞ নই। (১২-৪৪)	وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ	অলীক স্বপ্ন, সাবালকত্ব, স্বপ্নদোষ	حُلْمٌ ج أَحْلَامٌ
এবং তোমাদের মধ্যের যারা সাবালগত্বে পৌঁছায়নি। (২৪-৫৮)	وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ	সাবালকত্ব, যৌবন, স্বপ্নদোষ, অলীকস্বপ্ন,	حُلْمٌ ج أَحْلَامٌ
তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরিরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। (৮-৫৭)	فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ	শাস্তি দেয়া/ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা	شَرَّدَ–يُشَرِّدُ
আমরা কি তোমাদের সন্ধান দেব এমন এক ব্যক্তির যে তোমাদের জানায় যে যখন তোমরা চুরমার হয়ে গেছো পুরোপুরি চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায়। (৩৪-৭)	هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ	খণ্ডখণ্ড করা, খণ্ডবিখণ্ড করা,	مَزَّقَ–يُمَزِّقُ

www.banglakitab.weebly.com

তোমরা সম্পুর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃজিত হবে। (৩৪-৭)	إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ	খণ্ডখণ্ড করা, খণ্ডবিখণ্ড করা,	مُمَزَّقٌ
অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। (৮-৭১)	فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ	অধীন করে দেয়া	أَمْكَنَ–يُمْكِنُ

৩৯। সুরা তাওবা

অতঃপর তোমরা পরিভ্রমণ কর এ দেশে চার মাসকাল। (৯-২)	فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ	পরিভ্রমণ করা, চলাফেরা করা	سَاحَ–يَسِيحُ
... অতএব তারা নগরসমূহে বিচরণ করত (৫০:৩৬)	فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ	বিচরণ করা, চষে বেড়ানো	نَقَّبَ–يُنَقِّبُ
আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না (৯-২)	وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ	নত করা, পরাভূত করা	مُعْجِزٌ (ج) مُعْجِزُونَ
এবং যারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে ব্যর্থ করতে দৌড়াদৌড়ি করে ... (২২:৫১)	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ	অক্ষমকামী, অক্ষম, পরাজিত,	مُعَاجِزٌ (ج) مُعَاجِزُعَنَ
না আমরা যমিনে আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারব, না তাঁকে পালিয়ে ফাঁকি দিতে পারব (৭২:১২)	لَنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا	অক্ষম করে দেওয়া, অপারগ করা, পরাজিত করা,	أَعْجَزَ–يُعْجِزُ
নিশ্চিত, আপনার পালনকর্তা পর্যবেক্ষণেই থাকেন (৮৯: ১৪)	إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ	ঘাঁটি, প্রহরামঞ্চ, পর্যবেক্ষণকেন্দ্র	مَرْصَدٌ، مِرْصَادٌ
অত:পর এখন যে শুনতে যায় তার জন্য ওঁত পাতা উল্কার দেখা পায় (৭২:৯)	فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا	সীমান্ত প্রহরী, ওঁত পেতে রাখা উল্কাপিণ্ড, প্রহরা	رَصَدٌ، إِرْصَادٌ
মুশরিকদের জন্য (অনুমোদিত)	مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ	দেখাশুনা করা,	عَمَرَ–يَعْمُرُ

www.banglakitab.weebly.com

নয় যে তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ গড়ে তোলে (৯:১৭)	يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللهِ	আবাদ করা	
তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ করা ও মসজিদুল হারামের দেখাশোনা করাকে তুল্যজ্ঞান করো তার সাথে যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করেছে আর আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করেছে? (৯:১৯)	أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	চাষাবাদ করা, আবাদ করা, রক্ষাণাবেক্ষণ করা, উৎকর্ষ সাধন করা, বাস করা, বসবাস করা	عِمَارَةٌ
কসম আবাদকৃত ঘর (বায়তুল মামুর)-এর (৫২:৪)	وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ	উর্ধ্বাকাশে অবস্থিত ফেরেশতাদের কাবা	مَعْمُورٌ
এবং যেই ব্যবসায় মন্দার আশংকা করছ (৯:২৪)	وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا	মন্দা, বন্ধ	كَسَادٌ
আল্লাহ্ ইতিমধ্যে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে আর হুনাইনের দিনেও (৯:২৫)	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ	যুদ্ধক্ষেত্র	مَوْطِنٌ (ج) مَوَاطِنُ
এবং যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কাছে (মনে) হয়েছিল সংকুচিত (৯:২৫)	وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ	সংকীর্ণ হওয়া	ضَاقَ–يَضِيقُ
তারা যা বলে থাকে তদ্দ্বারা আপনার অন্তরটা সংকুচিত হয়ে যায় তা আমরা ইতিমধ্যেই জানি (১৫:৯৭)	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ		ضَاقَ–يَضِيقُ
			رَحُبَ–يَرْحُبُ
যতক্ষণ না তারা জিযিয়া প্রদান করে স্বহস্তে এবং ছোট হয়ে	حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ	জিজিয়া, কর, রক্ষণ কর	جِزْيَةٌ

(৯:২৯)	وَهُمْ صَاغِرُونَ		
তবে কি আমরা আপনার প্রতি কর ধার্য্য করব ... ? (১৮:৯৪)	فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا	কর, চাঁদা, আহার্য, রিজিক	خَرْجٌ، خَرَاجٌ
যেদিন উহার উপরে উত্তাপ দেওয়া হবে জাহান্নামের আগুনে, অত:পর তদ্বারা ছ্যাঁকা দেয়া হবে তাদের কপালে ও তাদের পার্শ্বদেশে ও তাদের পিঠে ... (৯:৩৫)	يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ	উত্তপ্ত করা, গরম করা	حَمَى–يَحْمِي
		দাগ/ ছ্যাঁকা দেয়া	كَوَى–يَكْوِي
নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৫:৭৫)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ	পোড়া দাগ দেওয়া, , চিহ্ন দেওয়া	وَسَمَ–يَسِمُ
তদ্বারা ছ্যাঁকা দেয়া হবে তাদের কপালে (৯:৩৫)	فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ	কপাল	جَبْهَةٌ (ج) جِبَاهٌ
এবং তাকে শায়িত করলো কপালের উপর (৩৭:১০৩)	وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ	কপাল	جَبِينٌ
নিশ্চয়ই (হারাম মাসকে) পেছানো অবিশ্বাসকে কেবল বৃদ্ধিই করে (৯:৩৭)	إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ	পিছিয়ে দেয়া	نَسِيءٌ
যাতে গণনাকে সমন্বয় করে নেয় (৯:৩৭)	لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ	পাল্লা দিতে, পূর্ণ করতে	وَاطَأَ–يُوَاطِئُ
ন্যুজ হয়ে পড়ছ যমিনের দিকে (৯:৩৮)	اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ	ভারী হয়ে বসা, ভারাক্রান্ত হয়ে পড়া,	اِثَّاقَلَ
যখন তোমরা দুজন ছিলে গুহায় (৯:৪০)	إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ	গুহা	غَارٌ

যদি তারা পায় কোন ঠাঁই বা গুহা বা ডেরা (৯:৫৭)	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا	পর্বতের গুহা	مَغَارَةٌ (ج) مَغَارَاتٌ
যখন যুবকেরা চলে গেল গুহার দিকে (১৮:১০)	إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ	পাহাড়ের প্রশস্ত গুহা,	كَهْفٌ
যদি নিকট প্রাপ্তির এবং সোজা সফর হতো (৯:৪২)	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا	সহজ, সংক্ষিপ্ত, সুগম	قَاصِدٌ (قَصَدَ–يَقْصِدُ)
তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল (৯:৪২)	بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ	পথ, দূরত্ব	شُقَّةٌ
অতএব তারা তাদের সংশয়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে (৯:৪৫)	فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ	ঘুরপাক খাওয়া	تَرَدَّدَ–يَتَرَدَّدُ
তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করতো (৯:৪৭)	وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ	ছুটাছুটি করা	أَوْضَعَ–يُوْضِعُ
যখন তাদের সবচেয়ে ইতর লোকটি দাঁড়িয়ে গেল (৯১:১২)	إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا	উঠা, দাঁড়ানো, চলা, পুনরুত্থিত হওয়া	اِنْبَعَثَ–يَنْبَعِثُ (اِنْبِعَاثٌ)
যদি তারা পায় কোন ঠাঁই বা গুহা বা ডেরা (৯:৫৭)	لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا	লুকানোর জায়গা	مُدَّخَلٌ
আর পাহাড় সমূহে তোমাদের জন্যে আশ্রয়স্থল বসিয়েছেন (১৬:৮১)	وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا	পর্দা, গেলাফ, আবরণ,	كِنٌّ (ج) أَكْنَانٌ
আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; (১৭:৮১)	وَزَهَقَ الْبَاطِلُ	প্রাণ যাওয়া, বিলুপ্ত হওয়া	زَهَقَ–يَزْهَقُ
নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল (১৭:৮১)	إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا	ধ্বংস হওয়া, বিলীন হওয়া,	زَاهِقٌ، زَهُوقٌ
এবং তারা ছুটে পালাতো (৯:৫৭)	وَهُمْ يَجْمَحُونَ	দৌড়ে পালানো,	جَمَحَ–يَجْمَحُ

www.banglakitab.weebly.com

		পলায়নপর হওয়া,	
পরিণতিতে তাদেরকে দিয়েছেন অন্তরের কপটতা (৯:৭৭)	فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ	ফলস্বরুপ দেয়া	أَعْقَبَ–يُعْقِبُ
আপনাকে দোষারোপ করে সাদাকাসমূহের ব্যাপারে (৯:৫৮)	يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ	দোষারোপ করা	لَمزَ–يَلْمِزُ
নিশ্চয়ই সাদাকাসমূহ ফকিরদের জন্য ... এবং দাসমুক্তিতে আর ঋণগ্রস্তদের জন্য ... (৯:৬০)	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ...	ঋণগ্রস্থ	غَارِمٌ (ج) غَارِمُونَ
আমরা তো নিশ্চিত ঋণভারে পড়লাম (৫৬:৬৬)	إِنَّا لَمُغْرَمُونَ	ঋণগ্রস্ত, জরিমানাদাতা	مُغْرَمٌ (ج) مُغْرَمُونَ
... এবং তাদের অন্তরসমূহকে মিলিয়ে দিতে ... (৯:৬০)	وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ	মিলন ঘটিত, সংযোজিত	مُؤَلَّفَةٌ
তথায় তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী সুখস্বাচ্ছন্দ্য (৯:২১)	لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ	স্থায়ী	مُقِيمٌ
অতএব আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সংগ্রাম করুন। (২৫: ৫২)	فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا	পরিশ্রম, চেষ্টা, যুদ্ধ	جُهْدٌ، جَهْدٌ، جَاهَدَ، جِهَادٌ
মানুষকে আমরা সৃজন করেছি ভোগান্তির মধ্যে (৯০:৪)	خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ	শ্রমসাধ্যতা, সহ্যক্ষমতা, সুঠাম দেহ, কষ্ট, ক্লান্তি	كَبَدٌ
হে মানুষ! নিশ্চয় তুমি এক দু:সাধ্যের প্রচেষ্টা করে যাবে তোমার রবের উদ্দেশ্যে (৮৪:৬)	يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا	আপ্রাণ চেষ্টা করা, ঘামঝরা মেহনত করা,	كَدْحٌ
অত:পর, যারা ঈমান এনেছিল তারা এই দিনে হাসতে থাকবে অবিশ্বাসীদের প্রতি (৮৩:৩৪)	فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ	হাসা	ضَحِكَ–يَضْحَكُ
ওর কথায় তিনি মুচকি হাসলেন	فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا	হাসা, মুচকি হাসা	تَبَسَّمَ–يَتَبَسَّمُ

www.banglakitab.weebly.com

(২৭:১৯)			
তিনিই হাসান এবং কাঁদান (৫৩:৪৩)	هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ	হাসানো	أَضْحَكَ– يُضْحِكُ
সহাস্য, উল্লসিত (২৭:১৯)	ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ	সহাস্য, হাসিমাখা, হাসিপূর্ণ	ضَاحِكٌ، ضَاحِكَةٌ
অতএব, তারা সামান্য হেসে নিক, আর প্রচুর কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানে (৯:৮২)	فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ	কাঁদা	بَكَى–يَبْكِي
তিনিই হাসান এবং কাঁদান (৫৩:৪৩)	هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ	কাঁদানো	أَبْكَى–يُبْكِي
তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত (১৯:৫৮)	خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا	কান্নাজড়িত, ক্রন্দনরত	بُكِيٌّ
আর যখন কবরগুলো উন্মোচিত করা হবে (৮২:৪)	وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ	কবর	قَبْرٌ (ج) قُبُورٌ
যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানের দর্শন পাও (১০২:২)	حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ	গোরস্থান, কবরস্থান,	مَقْبَرَةٌ (ج) مَقَابِرُ
বেরোতে থাকবে কবরসমূহ থেকে (৫৪:৭)	يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ	কবর, সমাধি	جَدَثٌ (ج) جَدَثٌ (ج) أَجْدَاثٌ
আর বেদুইনদের মধ্যের ওজর প্রদর্শনকারীরা এসেছিল (৯:৯০)	وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ	ওজর পেশকারী	مُعَذِّرٌ (ج) مُعَذِّرُونَ
তোমাদের কাছে অজুহাত দেখাবে (৯:৯৪)	يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ	ওজর পেশ করা	اِعْتَذَرَ–يَعْتَذِرُ

www.banglakitab.weebly.com

আর বেদুইনদের মধ্যের ওজর প্রদর্শনকারীরা এসেছিল (৯:৯০)	وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ	বেদুঈন	أَعْرَابٌ
তারা বেদুইনদের মরুবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের খোঁজখবর জেনে নিতেই পছন্দ করতো (৩৩:২০)	يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ	মরুবাসী, যাযাবর, বহিরাগত	بَادٍ (ج) بَادُونَ
নিঃসন্দেহ শয়তান কেবলই চায় যে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা জাগরিত হোক (৫:৯১)	إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ	ঘটানো	أَوْقَعَ–يُوقِعُ
ফলে তারা ধারকর্জ করে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে (৬৮:৪৬)	فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ	জরিমানা	مَغْرَمٌ
আর তোমাদের দুর্দিনের প্রতীক্ষা করে (৯:৯৮)	وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ	দুর্দিন	دَائِرَةٌ (ج) دَوَائِرُ
অত:পর তার কোনো রদ নেই (১৩:১১)	فَلَا مَرَدَّ لَهُ	অনড় থাকা	مَرَدَ–يَمْرُدُ
আর অন্যরা তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে (৯:১০২)	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ	স্বীকার করা	اِعْتَرَفَ–يَعْتَرِفُ
আমরা আপনার কাছে ঘোষণা করছি যে আমাদের মধ্যে কেউই সাক্ষী নই (৪১:৪৭)	آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ	ডাকা, আহ্বান করা, ঘোষণা করা	آذَانَ–يُآذِنُ
যে মসজিদ ধর্মনিষ্ঠার উপরে স্থাপিত (৯:১০৮)	أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ	ভিত্তি স্থাপন করা, বুনিয়াদ রাখা	أَسَّسَ–يُؤَسِّسُ
যে তার ভিত্তি স্থাপন করেছে পতনপ্রায় পর্বতের কিনারায় (৯:১০৯)	مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ	ভিত্তি, প্রাচীর, প্রাসাদ	بُنْيَانٌ
		ধ্বংসোন্মুখ	هَارٍ
অতএব তা তাকে নিয়ে ভেঙে	فَانْهَارَ بِهِ	ধ্বসে পড়া	اِنْهَارَ–يَنْهِيرُ

পড়লো (৯:১০৯)			
একটি দেয়াল যা ভেঙে পড়ার উপক্রম করছিল (১৮:৭৭)	جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ	পতনোন্মুখ হওয়া, ভেঙে পড়া	اِنْقَضَّ–يَنْقِضُّ
সৎকর্মে নিদের্শ- দানকারীরা (৯:১১২)	الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ	আদেশকারী, অনুপ্রেরনা দাতা	آمِرٌ (ج) آمِرُونَ
অসৎকর্মে নিষেধকারীরা (৯:১১২)	وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ	নিষেধকারী	نَاهٍ (ج) نَاهُونَ
ভালো কাজে নিষেধকারী (৫০:২৫)	مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ	বারণকারী, নিষেধকারী,	مَانِعٌ، مَنَّاعٌ
নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন কোমল হৃদয়ের, সহনশীল (৯:১১৪)	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ	কোমল হৃদয়, মানব দরদী	أَوَّاهٌ
কঠোর স্বভাব, তদুপরি অসচ্চরিত্র (৬৮:১৩)	عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ	কঠোর স্বভাবের	عُتُلٌّ
তার উপরে রয়েছে অনমনীয়, কঠোর ফিরিশতাগণ (৬৬:৬)	عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ	কঠোর, নির্দয়, বদমেজাজি	غِلَاظٌ
তাদের গ্রাস করে না পিপাসা (৯:১২০)	لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ	তৃষ্ণা	ظَمَأٌ (ظَمَأَ–يَظْمَأُ)
পিপাসার্ত তাকে পানি মনে করে (২৪:৩৯)	يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً	পিপাসার্ত, তৃষ্ণাতুর, তৃষ্ণার্ত	ظَمْآنُ
তাদের না গ্রাস করে পিপাসা না ক্লান্তি (৯:১২০)	لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ	ক্লান্তি	نَصَبٌ
আর কোনো ক্লান্তি আমাদের স্পর্শ করে নি (৫০:৩৮)	وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ	ক্লান্তি, ক্লেশ, দুর্বলতা	لُغُوبٌ
পরিশ্রান্ত, অবসন্ন (৮৮:৩)	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	ক্লান্ত	نَاصِبَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

আর তা হবে ক্লান্ত (৬৭:৪)	وَهُوَ حَسِيرٌ	ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, দূর্বল, অনুতপ্ত	حَسِيرٌ
তারা রাত্রিদিন তাঁর মহিমা বর্ণনা করে, শিথিলতা করে না (২১:২০)	يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ	কমানো, হ্রাস করা, বিরতি দেওয়া	فَتَرَ–يَفْتُرُ
তারা তাঁর ইবাদতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না (২১:১৯)	لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ	ক্লান্ত হওয়া, অলসতা করা	اسْتَحْسَرَ–يَسْتَحْسِرُ
তারা পদচালনা করে এমন পদক্ষেপে যা কাফেরদের ক্রুদ্ধ করে (৯:১২০)	يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ	পদক্ষেপ নেয়া	وَطَأَ–يَطَأُ
		চলার স্থান, চারণভূমি, রাস্তা	مَوْطِئٌ
তোমাদের মঙ্গলকামী (৯:১২৮)	حَرِيصٌ عَلَيْكُم	কল্যাণকামী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী	حَرِيصٌ

৪০। সুরা ইউনুস

তিনিই সৃষ্টিকে সূচনা করেছেন অত:পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন (১০:৪)	إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ	পুনরায় করা, ফিরিয়ে আনা	أَعَادَ–يُعِيدُ
তিনি কার্য পরিচালনা করেন (১০:৩)	يُدَبِّرُ الْأَمْرَ	পরিচালনা করা	دَبَّرَ–يُدَبِّرُ
অত:পর শপথ তাদের, যারা কর্মনির্বাহ করে (৭৯:৫)	فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا	ব্যবস্থাপক ফেরেশতা,	مُدَبِّرَةٌ (ج) مُدَبِّرَاتٌ
আর তার জন্য নির্ধারিত করেছেন অবস্থানসমূহ (১০:৫)	وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ	অবতরণস্থল, কক্ষপথসমূহ, মঞ্জিল	مَنْزِلٌ (ج) مَنَازِلُ

www.banglakitab.weebly.com

যাতে তোমরা জানতে পারো বৎসরের গণনা (১০:৫)	لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ	গণনা	عَدَدٌ
তোমরা যা গণনা কর তাতে হাজার বছর (১৪:৩৫)	أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ	গণ্য করা, গোনা, প্রস্তুত করা	عَدَّ–يَعُدُّ (عَدٌّ)
যে সম্পদ জমা করেছে এবং তা গুনে গুনে রাখছে (১০৪:২)	الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ	গুনে রাখা, গুনে গুনে রাখা,	عَدَّدَ–يُعَدِّدُ
সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে তাদের উপরে কোন মেয়াদ পূর্ণ করবার থাকবে না (৩৩:৪৯)	فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا	গণনা করা, গুনে পূর্ণ করা,	اِعْتَدَّ–يَعْتَدُّ
সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করুন গণনাকারীদের (২৩:১১৩)	فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ	গণনাকারী, হিসাবকারী	عَادٌّ (ج) عَادُّونَ
তিনিই সেই যিনি তোমাদের ভ্রমণ করান স্থলে ও জলে (১০:২২)	هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	ভ্রমণ করানো	سَيَّرَ–يُسَيِّرُ
মহিমান্বিত তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে করিয়েছিলেন নৈশভ্রমণ রাতারাতি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা (১৭:১)	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى	রাতে ভ্রমণ করানো	أَسْرَى–يُسْرِي
আর এটি তাদের নিয়ে চললো পাহাড়ের মত ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে (১১:৪২)	وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ	ঢেউ	مَوْجٌ
আর সেই দিন আমরা তাদের এক দলকে অন্য দলের ভিতর ঢেউ খেলিয়ে ছেড়ে দেব (১৮:৯৯)	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ	ঢেউ খেলা, তরঙ্গিত হওয়া, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হওয়া,	مَاجَ–يَمُوجُ
আমাদের আদেশ এর উপরে এসে পড়ে রাতে অথবা দিনে, ফলে	أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا	কর্তিত ফসল, আহরণযোগ্য	حَصِيدٌ

www.banglakitab.weebly.com

আমরা একে পরিনত করি শস্যকর্তিত অবস্থায় (১০:২৪)	فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا	ফসল, শস্যকর্তিত জমিন	
অত:পর সকালে তা হয়ে গেল শস্যকর্তিত ক্ষেত (৬৮:২০)	فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ	কাটা ফসল, কর্তিত ফসল, শস্যকর্তিত ক্ষেত	صَرِيمٌ
যেন গতকালও তার কোন প্রাচুর্য ছিল না (১০:২৪)	كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ	গতকাল, অতীত	أَمْسِ
আর প্রত্যেকেই ভাবুক সে কী অগ্রবর্তী করিয়েছে আগামীকালের জন্য (৫৯:১৮)	وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ	আগামীকাল	غَدًا
অতএব তারা যখন আপনার কাছে অবকাশ চায় তাদের কোন পরিস্থিতির জন্য (২৪:৬২)	فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ	অবস্থা	شَأْنٌ
এবং তাদের অবস্থাকে সংহত করে দেন (৪৭:২)	وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ	অবস্থা, দশা	بَالٌ
আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব (২০:২১)	سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ	জীবন চরিত, স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি	سِيْرَةٌ
তবে তোমার ব্যাপারটা কি, হে সামিরী? (২০:৯৫)	فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ	অবস্থা, দশা, কাজ, বিষয়	خَطْبٌ

৪১। সুরা হুদ

যখন তারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন শুনতে পাবে তার গর্জন আর তা উথলে উঠতে থাকবে (৬৭:৭)	إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ	উথলে উঠা	فَارَ–يَفُوْرُ
এবং চুলা উথলে উঠল (১১:৪০)	وَفَارَ التَّنُّورُ	চুলা	تَنُّوْرٌ

যখন তদুভয় নৌকায় আরোহণ করলেন, তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন (১৮:৭১)	إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا	আরোহণ করা	رَكِبَ–يَرْكَبُ
এবং তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছি এর অনুরূপ যাতে তারা আরোহণ করে (৩৬:৪২)	وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ	আরোহণ করা	رَكِبَ–يَرْكَبُ
তোমরা তার জন্য হাকাওনি কোনো ঘোড়া, আর না কোনো উট (৫৯:৬)	فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ	হাঁকানো, চালানো, চালনা করা, দ্রুত চালানো	أَوْجَفَ–يُوْجِفُ
আর নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে দূরে সরে রয়েছিল (১১:৪২)	وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ	দূরবর্তী/ আলাদা স্থান	مَعْزِلٌ
আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি (১১:৪১)	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	গতি, প্রবাহ, বহমান	مَجْرِى
আর গর্ভসমূহ যা শুষে নেয় আর যা তারা বর্ধিত করে (১৩:৭)	وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ	বসে যাওয়া, নীচে নেমে যাওয়া, হ্রাস পাওয়া	غَاضَ–يَغِيضُ
তাদের পাকড়ানো হবে চুলের মুঠি ও পদমূল ধরে (৫৫:৪১)	فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ	চুলের মুঠি	نَاصِيةٌ (ج) نَوَاصٍ
আর তা জুদী পর্বতে ভিড়ল এবং বলে দেয়া হল, সীমালংঘনকারী গোষ্ঠী নিপাত যাক (১১:৪৪)	وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ	ধ্বংস হোক, নিপাত যাক, দূর হোক	بُعْدًا
অত:পর, জ্বলন্ত আগুনের বাসিন্দাদের প্রতি -- 'দূর হ!' (৬৭:১১)	فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ	দূর হোক, দূরে থাক	سُحْقٌ

www.banglakitab.weebly.com

অবশ্যই মাদইয়ানবাসীর উপরে অভিশাপ, যেমন অভিশপ্ত হয়েছে সামুদ (১১:৯৫)	أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ	ধ্বংস হওয়া, নির্মূল হওয়া, অপসারণ	بَعِدَ–يَبْعَدُ
আমাদের কোনো দেবতা তোমাতে ভর করেছেন খারাপ ভাবে এ ছাড়া আমরা অন্য কিছু বলি না (১১:৫৪)	إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ	ভূতে চাপা, আবিষ্ট হওয়া	اِعْتَرَى–يَعْتَرِي
নিঃসন্দেহ তারা সে ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে (১১:১১০)	إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ	বিভ্রান্তিকর, অস্বস্তিকর	مُرِيبٌ
আর পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল ভয়ঙ্কর গর্জন (১১:৬৭)	وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ	প্রচণ্ড শব্দ	صَيْحَةٌ
নিশ্চয়ই তা হলো একটিমাত্র মহাগর্জন (৭৯:১৩)	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ	ধমক, একধমক, সতর্ক করা	زَجْرَةٌ
শুনতে পাও তাদের ফিসফিস (১৯:৯৮)	تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا	ক্ষীণতম শব্দ	رِكْزٌ
তারা এর হিস্‌হিস্‌ও শুনবে না (২১:১০২)	لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا	ক্ষীণতম শব্দ, সাড়াশব্দ	حَسِيسٌ
ফলে মৃদু গুঞ্জন ছাড়া কিছু শুনতে পাবে না (২০:১০৮)	فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا	মৃদু গুঞ্জন	هَمْسٌ
তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন (১১:৬৯)	جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ	ভুনা	حَنِيذٌ
আর গোত্রসমূহের মধ্যে কতিপয় এর অংশবিশেষ অস্বীকার করে (১৩:৩৬)	وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ	চিনতে না পারা	نَكِرَ–يَنْكَرُ
তিনি বললেন "তার সিংহাসনখানা পরিবর্তিত করে দাও" (২৭:৪১)	قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا	বিব্রত করা, আকৃতি পরিবর্তন করা,	نَكَّرَ–يُنَكِّرُ

www.banglakitab.weebly.com

تارا তাকে চিনল না (১২:৫৮)	وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ	অস্বীকারকারী, চিনে না	مُنْكِرٌ (ج) مُنْكِرُونَ
তিনি জন্ম দেননা এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি (১১২:৩)	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ	জন্ম দেয়া	وَلَدَ–يَلِدُ
অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল (৫১:৩৯)	فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ	আশ্রয়	رُكْنٌ
তিনি বললেন "আল্লাহর সহায়! তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি আমার আশ্রয়কে উত্তম বানিয়েছেন (১২:২৩)	قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ	আশ্রয়, পানাহ, শরণ, সহায়, ভরসা, নির্ভরতা, আশ্রয়স্থল	مَعَاذٌ
আর তোমাদের একজনও যেন পিছনে ফিরে না তাকায় (১১:৮১)	وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ	পেছনে তাকানো	اِلْتَفَتَ–يَلْتَفِتُ
এবং তার উপর বর্ষণ করলাম পোড়া-মাটির কাঁকর স্তরের উপর স্তর (১১:৮২)	وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ	স্তরের পর স্তর	مَنْضُودٌ
আর লম্বা লম্বা খেজুর গাছ যাতে আছে গোছা গোছা কাঁদি (৫০:১০)	وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ	ঘনভাবে সাজানো, স্তরে স্তরে সজ্জিত, সুবিন্যস্ত	نَضِيدٌ
আল্লাহ্ সাত আসমানকে সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে (৭১:১৫)	خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا	স্তর, পর্যায়ক্রম, থর, অবস্থা, থালা, তবাক	طِبَاقٌ
আর আমি আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভুর কাছেই তোমাদের পাথর মারা থেকে আশ্রয় চাইছি (৪৪:২০)	وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ	পাথর ছুঁড়ে মারা	رَجَمَ–يَرْجُمُ رَجْمٌ (ج) رُجُومٌ
যদি তুমি বিরত না হও, হে নূহ, তবে তুমি নিশ্চিত প্রস্তরাঘাতপ্রাপ্ত	لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ	প্রস্তর নিক্ষিপ্ত, শয়তান, অভিশপ্ত,	مَرْجُومٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

হবেই (২৬:১১৬)	مِنَ الْمَرْجُومِينَ	বিতাড়িত	مَرْجُومُونَ
অত:পর তাদেরকে আগুনে পৌঁছে দিবে (১১:৯৮)	فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ	নেতৃত্ব দেয়া/ পৌঁছে দেয়া	أَوْرَدَ–يُورِدُ
তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আসবে, যা প্রতিরোধ্য নয় (১১:৭৬)	وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ	ফেরতযোগ্য, প্রত্যাবর্তনীয়,	مَرْدُودٌ
নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যা তাদের দেয়া হবে (১১:৯৯)	بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ	উপহার, অতিরিক্ত দান	رِفْدٌ
আপনার পালকর্তার দানসমূহ সীমাবদ্ধ নয় (১৭:২০)	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	দান, উপঢৌকন, বখশিশ, হাদিয়া	عَطَاءٌ
আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি (২৭:৩৫)	وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ	হাদিয়া, উপহার, উপঢৌকন,	هَدِيَّةٌ
নিকৃষ্ট সেই পুরস্কার যা তাদের দেয়া হবে (১১:৯৯)	بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ	যা দেয়া হবে	مَرْفُودٌ
আর তা হচ্ছে উপস্থিতির দিন (১১:১০৩)	وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ	উপস্থিতি	مَشْهُودٌ
অতএব দুর্ভোগ অবিশ্বাসীদের জন্য সেই ভয়ঙ্কর দিনে হাজিরাদানের কারণে (১৯:৩৭)	فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ	উপস্থিতিকাল	مَشْهَدٌ
আর তিনি আমাকে বিদ্রোহীভাবাপন্ন হতভাগ্য করেন নি (১৯:৩২)	وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا	দূর্ভাগা	شَقِيٌّ (شَقِيَ–يَشْقَى)
হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের দূর্ভাগ্য আমাদেরকে পরাভূত করেছিল (২৩:১০৬)	رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا	দূর্ভাগ্য	شِقْوَةٌ
অবশ্যই আমরা তাদের উপরে পাঠিয়েছিলাম এক প্রচন্ড ঝড় এক চরম দুর্ভাগ্যের দিনে	إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ	অশুভ, দুর্ভাগ্য, অমঙ্গল, অহিতকর	نَحْسٌ، نَحِسَةٌ (ج) نَحِسَاتٌ

(৫৪:১৯)	مُّسْتَمِرٍّ		
অত:পর তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ ভাগ্যবান (১১:১০৫)	فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ	সৌভাগ্যবান	سَعِيدٌ (أَسْعَدَ–يُسْعِدُ)
তাদের জন্য সেখানে থাকবে দীর্ঘশ্বাস ও আর্তনাদ (১১:১০৬)	لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ	চিৎকার, হুঙ্কার	زَفِيرٌ
অতঃপর তাঁর স্ত্রী সামনে এলেন আর্তনাদের সাথে (৫১:২৯)	فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ	আর্তনাদ করা, চিৎকার করা,	صَرَّةٌ
তারা শুনতে থাকবে তার গর্জন ও হুঙ্কার (২৫:১২)	سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا	গর্জন	تَغَيُّظٌ
তাদের জন্য সেখানে থাকবে দীর্ঘশ্বাস ও আর্তনাদ (১১:১০৬)	لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ	আর্তনাদ	شَهِيقٌ
এমন একটি দান যার বিরাম নেই (১১:১০৮)	عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ	কর্তিত, খণ্ডবিখণ্ড, বিরাম	مَجْذُوذٌ
তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার (৪১:৮)	لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ	অনর্পণীয় কৃপা, খোটাহীন দান,	مَمْنُونٌ
না হ্রাসকৃত না বাধাপ্রাপ্ত (৫৬:৩৩)	لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ	কর্তিত, কর্তনীয়,	مَقْطُوعٌ
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী একত্রিত ছিল, অত:পর আমরা তদুভয়কে পৃথক করে দিয়েছি (২১:৩০)	اَلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا	সংযুক্ত	رَتْقٌ

৪২। সুরা ইউসুফ

আর এখানা হচ্ছে সত্যসমর্থনকারী কিতাব, আরবী ভাষায় (৪৬:১২)	وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا	আরবি	عَرَبِيٌّ
আর যদি আমি একে বানাতাম	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا	আজমী, অনারব,	أَعْجَمِيٌّ

অনারব কোরআন, তবে তারা অবশ্যই বলত, "যদি শুধু এর আয়াতসমূহ পরিস্কার ভাষায় বিবৃত হত!" (৪১:৪৪)	لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ	অনারবী ভাষা	
হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে (১২:৯)	اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا	ফেলে আসা	طَرَحَ–يَطْرَحُ
নিক্ষেপ কর তাকে কুয়ার তলায় (১২: ১০)	أَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ	তলানী	غَيَابَةٌ
		কূপ, কুয়া	جُبٌّ
অত:পর তারা উপুড় হয়ে পড়েছে তাদের ছাদসমূহের উপরে আর কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে (২২:৪৫)	فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ	কূপ, কুয়া	بِئْرٌ
কোন কাফেলা তাকে উঠিয়ে নিবে (১২:১০)	يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ	তুলে নেয়া	اِلْتَقَطَ–يَلْتَقِطُ
আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, আমোদ করবে ও খেলাধুলা করবে (১২:১২)	أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ	আমোদ করা/ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া	رَتَعَ–يَرْتَعُ
আমি আশঙ্কা করি যে নেকড়ে তাঁকে খেয়ে ফেলবে (১২:১৩)	أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ	নেকড়ে	ذِئْبٌ
বরং তোমরা নিজেরা একটা কথা সাজিয়েছ (১২:১৮)	بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا	কথা সাজানো	سَوَّلَ–يُسَوِّلُ
এরপর তারা তাদের পানিওয়ালাকে পাঠাল (১২:১৯)	فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ	পানি সংগ্রহকারী	وَارِدٌ
সে তখন তার বালতি ফেলল (১২:১৯)	فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ	বালতি	دَلْوٌ

www.banglakitab.weebly.com

তারা তার ব্যাপারে উদাসীন ছিল (১২:২০)	وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ	নিরাসক্ত/ তুচ্ছ জ্ঞানকারী	زَاهِدٌ (ج) زَاهِدُونَ
সম্মানজনকভাবে এর থাকবার জায়গা কর (১২:২১)	أَكْرِمِي مَثْوَاهُ	সম্মান করা	أَكْرَمَ–يُكْرِمُ (إِكْرَامٌ)
আর যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে (২২:৩২)	وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ	সম্মান প্রদর্সন	عَظَّمَ–يُعَظِّمُ
যেন তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনতে পার, এবং তাঁকে সাহায্য করতে ও সম্মান করতে পার (৪৮:৯)	لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ	সম্মান করা, মর্যাদা দেওয়া, তাজিম করা,	وَقَّرَ–يُوَقِّرُ
এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল (১২:২৩)	وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ	বন্ধ করা	غَلَّقَ–يُغَلِّقُ
এবং বলল, "এই তুমি এদিকে এস" (১২:২৩)	وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ	তুমি, এসো!/ আমি তোমার!	هَيْتَ
আর সে তাঁর জামা পেছনের দিক থেকে ছিড়ে ফেললো (১২:২৫)	وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ	ছিঁড়ে ফেলা	قَدَّ–يَقُدُّ
সে তো তাকে প্রেমে উম্মত্ত করে ফেলেছে (১২:৩০)	قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا	উন্মাদ/ উন্মত্ত করে দেয়া	شَغَفَ–يَشْغَفُ
তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা করল (১২:৩১)	وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً	হেলান দেয়ার ব্যবস্থা/ ভোজসভা	مُتَّكَأٌ (اتَّكَأَ–يَتَّكِئُ)
উঁচু আসনের উপরে, হেলান দিয়ে (৩৬:৫৬)	عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ	গদিনশীন, উপবিষ্ট	مُتَّكِئٌ (ج) مُتَّكِئُونَ
তাদের মধ্যের প্রত্যেককে দিল একটি করে ছুরি (১২:৩১)	وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ	ছুরি	سِكِّينٌ

	سِكِّينًا		
এবং বললো -- আল্লাহ্‌র কি মহিমা! এ তো মানুষ নয়!	وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا	আল্লাহ সুমহান!	حَاشَ لله
আমি ওরই মনকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলাম, অত:পর সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে (১২:৩২)	وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ	নিবৃত্ত/ পবিত্র রাখা	اِسْتَعْصَمَ–يَسْتَعْصِمُ
আর যদি সে না করে আমি তাকে যা আদেশ করি তা তবে সে নিশ্চিত কারারুদ্ধ হবে (১২:৩২)	وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ	কারারুদ্ধ করা	سَجَنَ–يَسْجُنُ
আর তাঁর সাথে দুজন যুবকও কারাগারে প্রবেশ করল (১২:৩৬)	وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ	কারাগার	سِجْنٌ
আর আমরা অবিশ্বাসীদের জন্য জাহান্নামকে কয়েদখানা বানিয়েছি (১৭:৮)	وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا	কারাগার, জেলখানা	حَصِيرٌ
আমি আলবৎ তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব। (২৬:২৯)	لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ	কারারুদ্ধ	مَسْجُونٌ (ج) مَسْجُونُونَ
আমি নিজেকে দেখলাম মদ নির্যাস করছি (১২:৩৬)	إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا	নিংড়ে বের করা	عَصَرَ–يَعْصِرُ
আমি নিজেকে দেখলাম যে আমার মাথায় রুটি বহন করছি (১২:৩৬)	إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا	রুটি	خُبْزٌ
আমি দেখেছি সাতটি গরু হৃষ্টপুষ্ট (১২:৪৩)	إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ	মোটা	سَمِينٌ (ج) سِمَانٌ

তাদেরকে খেয়ে ফেলল জীর্ণশীর্ণ সাতটি (১২:৪৩)	يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ	শীর্ণ	عِجَافٌ
তারা বলল -- এলোমেলো স্বপ্ন (১২:৪৪)	قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ	অর্থহীন/ কল্পনাপ্রসূত	ضِغْثٌ (ج) أَضْغَاثٌ
তিনি তাদের সজ্জিত করলেন রসদ দ্বারা (১২:৫৯)	جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ	প্রস্তুত করে দেয়া, সাজিয়ে দেয়া	جَهَّزَ-يُجَهِّزُ
তাদের দ্রব্যমূল্য তাদের মালপত্রের ভিতরে রেখে দাও (১২:৬২)	اِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ	মালপত্র	رَحْلٌ ج رِحَالٌ
আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব (১২:৬৫)	وَنَمِيرُ أَهْلَنَا	রসদ আনা	مَارَ-يَمِيرُ
ইয়াকুবের অন্তরের একটি বাসনা (১২:৬৮)	حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ	প্রয়োজন/ অভিপ্রায়	حَاجَةٌ
আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি (১২:৭২)	نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ	পানপাত্র	صُوَاعٌ
তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে স্বচ্ছ পানপাত্র (৩৭:৪৫)	يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ	পেয়ালা, পানপাত্র, গ্লাস, সুরাবাটি, মদিরাপাত্র	كَأْسٌ
তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র (৪৩:৭১)	يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ	পানপাত্র	كُوبٌ (ج) أَكْوَابٌ
এবং আমি এর জামিন (১২:৭২)	وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ	প্রতিজ্ঞাবদ্ধ/ জামিন	زَعِيمٌ
তোমরা আল্লাহ্‌কে তোমাদের জন্য জামিন বানিয়েছ (১৬:৯১)	وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا		كَفِيلٌ
প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ (৭৪:৩৮)	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ	দায়বদ্ধ	رَهِينٌ، رَهِينَةٌ

	رَهِينَةٌ		
অতঃপর তিনি আপন ভাইয়ের থলের পূর্বে তাদের থলে দিয়ে শুরু করলেন (১২:৭৮)	فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ	বস্তা	وِعَاءٌ (ج) أَوْعِيَةٌ
অতএব আমি কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না (১২:৮০)	فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ	ক্ষান্ত হওয়া, পরিত্যাগ করা, অটল থাকা	بَرِحَ–يَبْرَحُ
আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই অভিযোগ করছি (১২:৮৬)	إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ	অভিযোগ করা	شَكَا–يَشْكُو
এবং অভিযোগ করছে আল্লাহর সমীপে (৫৮:১)	وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ		اِشْتَكَى–يَشْتَكِي
আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই (১২:৯২)	لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ	অভিযোগ, দোষারোপ, তিরস্কার	تَثْرِيبٌ
যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর (১২:৯৪)	لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ	বিভ্রান্ত/ বৃদ্ধ ভাবা	فَنَّدَ–يُفَنِّدُ
আপনি তো আপনার পুরানো ভ্রান্তিতেই আছেন (১২:৯৫)	إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ	পুরনো	قَدِيمٌ
এবং এক নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন (১৪:১৯)	وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ	নতুন	جَدِيدٌ
তাদের কাছে তাদের প্রভুর কাছ থেকে কোনো নতুন স্মারক আসে (২১:২)	يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ	নতুন সৃষ্টি, আবিষ্কৃত, অভিনব, নতুন	مُحْدَثٌ
বলুন "আমি তো কোন নতুন রসূল নই (৪৬:৯)	قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ	নতুন, অভিনব, প্রথম	بِدْعٌ

www.banglakitab.weebly.com

এবং মরুভূমি থেকে আপনাদের নিয়ে এসেছেন (১২:১০০)	وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ	মরুভূমি, গ্রাম,	بَدْوٌ

৪৩। সুরা রাদ-বনী ঈসরাইল

তাঁর সাথে উঁচুস্বরে কথা বলো না (৪৯:২)	وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ	উচ্চস্বরে কথা বলা, প্রকাশ করা	جَهَرَ–يَجْهَرُ (جَهْرٌ)
অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় (১৫:৯৪)	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ	প্রচার করা, ঘোষণা করা, চারা গজানো	صَدعَ
আর তোমরা নামাযে আওয়াজ চড়া করো না এবং এতে নিঃশব্দও হয়ো না (১৭:১১০)	وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا	ফিসফিস করা, অনুচ্চ কণ্ঠে বলা,	خَافَتَ–يُخَافِتُ
তখন তারা বেরিয়ে পড়ল, আর তারা ফিসফিস করতে থাকল (৬৮:২৩)	فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ	ফিসফিস করা, কানাকানি করা,	تَخَافَتَ–يَتَخَافَتُ
আর যে রাত্রিবেলায় আত্মগোপন করে আর দিনের বেলায় বিচরণ করে (১৩:১০)	وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ	চলাফেরা করা	سَارِبٌ
তিনি আসমানসমূহকে উর্দ্ধস্থিত করেছেন কোনও স্তম্ভ ব্যতীত (১৩:২)	رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ	স্তম্ভ	عَمَدٌ
বহু স্তম্ভ ওয়ালা ইরাম জাতি (৮৯:৭)	إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ	উঁচু গঠন	عِمَادٌ
আর বহু স্তম্ভ ওয়ালা ফেরাউন (৮৯:১০)	وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ	খুটি	وَتِدٌ (ج) أَوْتَادٌ
এবং যমিনে রয়েছে শস্যক্ষেত্রসমূহ -একটি অপরটির	وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ	সংলগ্ন, পার্শ্ববর্তী	مُتَجَاوِرَةٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

সাথে সংলগ্ন (১৩:৪)	مُّتَجَاوِرَاتٌ		مُتَجَاوِرَاتٌ
ও খেজুরের গাছ – মিলিত মূল এবং বিচ্ছিন্ন মূল (১৩:৪)	وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ	একই মূল থেকে উদ্গত	صِنْوَانٌ
তাঁর প্রহরী রয়েছে তাঁর অগ্রে এবং তাঁর পশ্চাতে (১৩:১১)	لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ	অনুসরণকারী, পাহারাদার	مُعَقِّبَةٌ (ج) مُعَقِّبَاتٌ
আর খরস্রোত বয়ে নিয়ে যায় ফেঁপে ওঠা ফেনা (১৩:১৭)	فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا	স্রোতধারা	سَيْلٌ
		ফেনা	زَبَدٌ
অত:পর ফেনা অপসারণ করে আবর্জনাকে (১৩:১৭)	فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً	পানিতে ভাসা আবর্জনা, তুচ্ছ বস্তু, নিক্ষিপ্ত বস্তু	جُفَاءٌ
অত:পর তা হয়ে যায় শুকনোজীর্ণ, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় (১৮:৪৫)	فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ	খোয়াড় নির্মাণের জরাজীর্ণ খড়,	هَشِيمٌ
অতঃপর তাকে করেছেন কাল আবর্জনা (৮৭:৫)	فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ	আবর্জনা, খড়কুটা, জঞ্জাল,	غُثَاءٌ
যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ (১৩:২৭)	الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ	সৌভাগ্য, সুসংবাদ	طُوْبَى
তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপকারী কেউ নেই (১৩:২৭)	لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ	পশ্চাতে নিক্ষেপকারী	مُعَقِّبٌ
তাতে পূঁজ মিশানো পানি পান করানো হবে (১৪:১৬)	وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ	পুঁজ	صَدِيدٌ
অতএব তারা আস্বাদন একে করুক --ফুটন্ত ও পূঁজপূর্ণ (৩৮:৫৭)	فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ	পুঁজ	غَسَّاقٌ

www.banglakitab.weebly.com

আর কোনো খাদ্য **নেই** ক্ষতনিঃসৃত পুজঁ ব্যতীত (৬৯:৩৬)	وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ	ক্ষতনিঃসৃত পুজঁ	غِسْلِينٌ
তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় **সবেগে** (১৪:১৮)	أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ	ছাই	رَمَادٌ
		প্রবল হওয়া	اِشْتَدَّ–يَشْتِدُّ
তার শিকড় হচ্ছে মজবুত ও **তার** ডালপালা আকাশ **পর্যন্ত** (১৪:২৪)	أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ	শাখা-প্রশাখা	فَرْعٌ
উভয়ই ঘন ডালপালাবিশিষ্ট (৫৫:৪৮)	ذَوَاتَا أَفْنَانٍ	ঘন ডালপালাবিশিষ্ট	أَفْنَانٌ
চল তোমরা তিন কুন্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে (৭৭:৩০)	اِنطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ	শাখা/ কুণ্ডলী	شُعْبَةٌ ج شُعَبٌ
মাটির উপর থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে (১৪:২৬)	اِجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ	উপড়ে ফেলা	اِجْتَثَّ–يَجْتِثُّ
তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কান্ড (৫৪:২০)	تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ	যা উপড়ে গেছে, ওপড়ানো, ছিন্নমূল	مُنْقَعِرٌ
এর কোনো স্থিতি নেই (১৪:২৬)	مَا لَهَا مِن قَرَارٍ	স্থিতি	قَرَارٌ
এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে (১৪-৩৩)	وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ	একইভাবে, এক নিয়মে	دَائِبٌ–دَائِبُونَ
তিনি তাদের শুধু অবকাশ দিচ্ছেন সেইদিন পর্যন্ত যেদিন চোখগুলো হবে পলকহীন স্থির	إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ	স্থির/ বিস্ফোরিত হওয়া	شَخَصَ–يَشْخَصُ

www.banglakitab.weebly.com

(১৪:৪২)			
কাফেরদের চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে (২১:৯৭)	شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا	বিস্ফারিত দৃষ্টি, স্থিরনেত্র	شَاخِصَةٌ
তারা মস্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে (১৪:৪৩)	مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ	আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ানো	مُهْطِعٌ (ج) مُهْطِعُونَ
		উর্দ্ধমুখী	مُقْنِعٌ (ج) مُقْنِعُونَ
ফলে তারা উর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে (৩৬:৮)	فَهُم مُّقْمَحُونَ	উর্ধ্বমুখী, উর্ধ্বদৃষ্টি অবস্থা	مُقْمَحٌ (ج) مُقْمَحُونَ
উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে (৬৭:২২)	يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ	অধোমুখী	مُكِبٌّ
তাদের দৃষ্টি তাদের নিজেদের দিকেও ফিরছে না (১৪:৪৩)	لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ	দৃষ্টি	طَرْفٌ
আর তাদের চিত্ত হয়েছে ফাঁকা (১৪:৪৩)	وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ	শূন্য	هَوَاءٌ
তারা কি পাখীকে দেখে না - আকাশের শূন্যতার মধ্যে আজ্ঞাধীন রয়েছে (১৬:৭৯)	أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ	বায়ুমণ্ডল, আকাশের শূন্যতা	جَوٌّ
যদি তাদের কৌশল পাহাড় টলিয়ে দেওয়ার মতও হয় (১৪:৪৬)	وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ	টলে যাওয়া	زَالَ–يَزُولُ
তাদের জামা হবে আলকাতরার (১৪:৫০)	سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ	আলকাতরা	قَطِرَانٌ
ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং	ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا	লিপ্ত হওয়া	أَلْهَى –يُلْهِي

www.banglakitab.weebly.com

আশায় ব্যাপৃত থাকুক (১৫:৩)	وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ		
আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন (৮০:১০)	فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ	উদাসীন হওয়া, অনীহ হওয়া,	تَلَهَّى–يَتَلَهَّى
তাদের অন্তরসমূহ উদাসীন (২১:৩)	لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ	উদাসীনী, অন্যমনস্ক,	لَاهِيَةٌ
তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে সঞ্চারিত করেছে? (৭৪:৪২)	مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ	সঞ্চারিত করা	سَلَكَ–يَسْلُكُ
ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে (১৫:১৫)	لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا	ধাঁধিয়ে দেয়া	سَكَّرَ–يُسَكِّرُ
যখন দৃষ্টি চমকে যাবে (৭৫:৭)	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ	চমকে ওঠা	بَرِقَ–يَبْرَقُ
তাকে ধাওয়া করে উজ্জ্বল উল্কাপিন্ড (১৫:১৮)	فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ	উল্কাপিণ্ড	شِهَابٌ (ج) شُهُبٌ
আমি মানব **সৃষ্টি করব কালো কাদা** থেকে শুষ্ক**কৃত** ঠনঠনে মাটি দ্বারা (১৫:২৮)	إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	পরিবর্তিত শুষ্ক	مَسْنُونٌ
তাদের মধ্যে প্রতিটি দ্বারের জন্যে এক একটি দল ভাগ করা আছে (১৫:৪৪)	لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ	বরাদ্দকৃত	مَقْسُومٌ
তাদের অন্তরসমূহে যা সংকীর্ণতা ছিল তা আমরা মিটিয়ে দেব (১৫:৪৭)	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ	বিদ্বেষতিক্ততা ,	غِلٌّ
আর তাদের **অবহিত করুন** ইব্রাহীমের অতিথিদের সম্বন্ধে (১৫:৫১)	وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ	মেহমান	ضَيْفٌ
সেদিন পরহেযগারদেরকে দয়াময়ের কাছে সমবেত করব	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى	রাজদূত	وَفْدٌ

অতিথিরূপে (১৯:৮৫)	الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا		
তখন তারা **তদুভয়ের** অতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল (১৮:৭৭)	فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا	আপ্যায়ন করা, মেহমানদারি করা,	ضَيَّفَ–يُضَيِّفُ
তারা **নিশ্চিত** আপন নেশায় **অন্ধ** ছিল (১৫:৭২)	إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ	নেশা	سَكْرَةٌ
তাতে তাদের মাথা ধরবে না, আর বিকারগ্রস্ত ও হবে না (৫৬:১৯)	لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ	মাতাল হওয়া	أَنْزَفَ–يُنْزِفُ
নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (১৫:৭৫)	إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ	চিন্তাশীল	مُتَوَسِّمٌ (ج) مُتَوَسِّمُونَ
আমি আপনাকে **দিয়েছি** বারবার পঠিত সাত (১৫:৮৭)	وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي	পুনঃপঠিত-আল , ফাতিহা	مَثَانٍ
সে কি **এক** সবেগে নির্গত স্খলনের মধ্যে**কার** শুক্রকীট ছিল না? (৭৫:৩৭)	أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ	শুক্রকীট, বীর্য	نُطْفَةٌ
		স্খলন করা	مَنِيٌّ
তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে (৫৬:৫৮)	أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ	সন্তানের আশায় জরায়ুতে বীর্যপাত করা,	أَمْنَى–يُمْنِي
তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে শীত নিবারক (১৬:৫)	وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ	শীত নিবারক	دِفْءٌ
বলন্ত কাষ্ঠখন্ড যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার (২৮:২৯)	جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ	আগুন পোহানো	اِصْطَلَى–

يَصْطَلِي		تَصْطَلُونَ	
جَمَالٌ	সৌন্দর্যশোভা, , বাহার, রূপলাবণ্য	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ	আর তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে শোভা-সৌন্দর্য (১৬:৬)
زَهْرَةٌ	ফুলের বাহার, সুষমা, জাকজমক	زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ	দুনিয়ার জীবনের আড়ম্বর, যদ্বারা আমরা তাদের পরীক্ষা করতে পারি (২০:১৩১)
حُسْنٌ	সৌন্দর্য, উত্তমতা, উত্তম প্রতিদান	وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ	যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে অভিভূত করে (৩৩:৫২)
أَرَاحَ–يُرِيحُ	চারণ ক্ষেত্র থেকে নিয়ে আসা	حِينَ تُرِيحُونَ	যখন চারণভূমি থেকে নিয়ে আস (১৬:৬)
سَرَحَ–يَسْرَحُ	চারণ ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া	وَحِينَ تَسْرَحُونَ	বং সকালে চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও (১৬:৬)
بَغْلٌ ج بِغَالٌ	খচ্চর	وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا	আর ঘোড়া ও খচ্চর ও গাধা যেন তোমরা আরোহণ করতে পার (১৬:৮)
طَرِيٌّ	তাজা	لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا	যেন তা থেকে তোমরা খেতে পার টাটকা মাংস (১৬:১৪)
نَخِرَةٌ	গলিতপচাগলা ,	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً	যখন আমরা গলা-পচা হাড্ডি হয়ে যাব (৭৯:১১)
رَمِيمٌ	পচে গলে যাওয়া	قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ	সে বলে, “কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে?” (৩৬:৭৮)
مَادَ–يَمِيدُ	আন্দোলিত হওয়া , দুলে পড়া-হেলে	وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ	আর তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পাহাড়-পর্বত, পাছে তোমাদের নিয়ে তা কাত হয়ে যায় (১৬:১৫)
خَسَفَ–يَخْسِفُ	প্রোথিত করা , ভূগর্ভে বিলীন	وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ	তাদের মধ্যে কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং

www.banglakitab.weebly.com

কাউকে করেছি নিমজ্জিত (২৯:৪০)	الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا	করা	
তাকে পুতে ফেলবে মাটিতে (১৬:৫৯)	يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ	পুঁতে ফেলা	دَسَّ–يَدُسُّ
অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও তাকে কবরস্থ করেন (৮০:২১)	ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ	কবর দেওয়া, সামাধি দেওয়া,	أَقْبَرَ–يُقْبِرُ
যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যা **জিজ্ঞাসিত হবে কোন** অপরাধে তাকে **হত্যা** করা **হয়েছিল**? (৮১:৮-৯)	وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ	প্রোথিত কন্যা শিশু	مَوْءُودَةٌ
তাদের জন্যে রয়েছে আগুন এবং **তারাই** সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত হবে (১৬:৬২)	لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ	সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত	مُفْرَطٌ (ج) مُفْرَطُونَ
আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমুহের মধ্যে থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ (১৬:৬৬)	نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا	গোবর	فَرْثٌ
খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু (১৬:৬৬)	لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ	দুধ	لَبَنٌ
		উপাদেয়	سَائِغٌ
পানকারীদের জন্য সুস্বাদু (৩৭:৪৬)	لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ	সুস্বাদু	لَذَّةٌ
আহারকারীদের জন্যে ব্যঞ্জন (২৩:২০)	صِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ	রসনাব্যঞ্জন ,	صِبْغٌ
এটি বিশুদ্ধ, মিঠা, পানের উপযোগী (৩৫:১২)	هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ	মিষ্টি	عَذْبٌ
এবং তোমাদেরকে পান করাই	وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا	সুস্বাদু পানি,	فُرَاتٌ

www.banglakitab.weebly.com

মিঠা পানি (৭৭:২৭)		মিঠা পানি,	
এবং এটি লোনা তিক্ত (২৫:৫৩)	وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ	লবণাক্ত , ক্ষারান্বিত	أُجَاجٌ
আর তাদের উদ্যানদ্বয়কে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে **ছিল** বিস্বাদ ফলমূল (৩৪:১৬)	وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ	বিস্বাদতীক্ত ফল ,	خَمْطٌ
এবং এটি লোনা তিক্ত (৩৫:১২)	وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ	লবণাক্ত	مِلْحٌ
আর তোমার প্রভু মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ দিলেন (১৬:৬৮)	وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ	মৌমাছি	نَحْلٌ
মালিকানাধীন গোলাম, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখে না (১৬:৭৫)	عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ	মালিকানাধীন	مَمْلُوكٌ
সে মালিকের উপর নির্ভরশীল (১৬: ৭৬)	وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ	নির্ভরশীল	كَلٌّ
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (১১২:২)	اللَّهُ الصَّمَدُ	অনির্ভরশীল	صَمَدٌ
কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসমৃদ্ধ দেখে (৯৬:৭)	أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ	অভাবমুক্ত	اسْتَغْنَى
কিয়ামতের ব্যাপারটি **তো** চোখের পলক অথবা তারচেয়েও নিকটবর্তী ব্যতীত কিছু নয় (১৬:৭৭)	وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ	পলক	لَمْحٌ
আর তাদের পশম ও তাদের লোম ও তাদের চুলের মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালী উপাদান (১৬:৮০)	وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا	পশম	صُوفٌ (ج) أَصْوَافٌ
আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে পশমের মতো (৭০:৭)	وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ	রঙ্গীন পশম	عِهْنٌ

www.banglakitab.weebly.com

		লোম	وَبَرٌ (ج) أَوْبَارٌ
		চুল	أَشْعَارٌ
		আসবাবপত্র	أَثَاثٌ
তখন যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের অনুমতি দেয়া হবে না, আর তাদের ক্ষমা-প্রার্থনা করতে দেওয়া হবে না (১৬:৮৪)	ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ	শোধরানোর সুযোগ চাওয়া	اِسْتَعْتَبَ–يَسْتَعْتِبُ
আর যদি তারা সদয়তা চায় তাহলে তারা অনুগ্রহপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না (৪১:২৪)	وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ	তওবা কবুলকৃত, অনুগ্রহপ্রাপ্ত, পাপশুদ্ধ, সন্তুষ্ট	مُعْتَبٌ (ج) مُعْتَبُونَ
আর প্রতিজ্ঞাগুলো ভঙ্গ করো না সেগুলোর পাকাপাকির পরে (১৬:৯১)	وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا	পাকাপোক্ত	تَوْكِيدٌ
তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে (১৬-৯২)	وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ	সুতা	غَزْلٌ

৪৪। সুরা কাহাফ - ফুরকান

অতপর তারা ঢুকে গেল ঘরের আনাচে কানাচে (১৭:৫)	فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ	ঢুকে পড়া, সন্ধান করা	جَاسَ–يَجُوسُ
অতপর তদ্বারা বাহিনী ভেদ করে যায় (১০০:৫)	فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا	ঢুকে পড়া	وَسَطَ–يَسِطُ
সেখানে ভেড়া ঢুকে পড়েছিল রাতের বেলা (২১:৭৮)	نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ	রাতে ফসল নষ্ট করা	نَفَشَ–يَنْفُشُ

এক কিতাব যা তার সম্মুখীন হবে উন্মোচিত হয়ে (১৭:১৩)	كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا	উন্মুক্ত, খোলা	مَنْشُورٌ
তাদের দেয়া হোক উম্মুক্ত গ্রন্থ (৭৪:৫২)	يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً	উন্মুক্ত	مُنْشَرٌّ
অতএব এরাই তারা যাদের প্রচেষ্টা হবে স্বীকৃত (১৭:১৯)	فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا	স্বীকৃত, গৃহীত	مَشْكُورٌ
এবং আপনার পালকর্তার দান সীমাবদ্ধ নয় (১৭:২০)	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	বাধাপ্রাপ্ত, নিষিদ্ধ, সীমাবদ্ধ	مَحْظُورٌ
আর কোরবানীর জন্তুদেরকে বাধাপ্রাপ্ত করা হয়েছিল যথাস্থানে পৌছতে (৪৮:২৫)	وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ	অবস্থিত, আটকানো, বাধাপ্রাপ্ত	مَعْكُوفٌ
আর তারা বলবে -- "অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান" (২৫:২২)	وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا	বাধাপ্রাপ্ত, দুর্লঙ্ঘনীয়, সংরক্ষিত	مَحْجُورٌ
তাহলে তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে বসবে (১৭:২২)	فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا	অসহায়, পরিত্যক্ত, লাঞ্ছিত	مَخْذُولٌ
অত:পর তারা উপুড় হয়ে পড়েছে তাদের ছাদসমূহের উপরে আর কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে (২২:৪৫)	فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ	অবকাশ যোগ্য, বর্জনীয়, অকেজো, পরিত্যক্ত, নষ্ট	مُعَطَّلَةٌ
নিঃসন্দেহ আমার স্বজাতি এই কুরআনকে পরিত্যজ্য বলে ধরে নিয়েছিল (২৫:৩০)	إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا	পরিত্যজ্য বলে ধরা	مَهْجُورٌ
তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না (১৭:২৩)	فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا	বিরক্তি বা অবজ্ঞা সূচক শব্দ	أُفٍّ
		ধমক দেয়া	نَهَرَ–يَنْهَرُ

زَجْرٌ	ধমক, একধমক, সতর্ক করা	فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا	আর যারা সন্ত্রস্ত করে ধমকে ধমকে (৩৭:২)
زَاجِرَةٌ (ج) زَاجِرَاتٌ	ধমক		
ذُلٌّ	নম্রতা	وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ	আর তদুভয়ের প্রতি বিনয়ের ডানা মেলে দাও মমতার সাথে (১৭:২৪)
رَبَّى–يُرَبِّي	প্রতিপালন করা	رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا	হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন (১৭:২৪)
نَشَّأَ–يُنَشِّئُ	তিলেতিলে বড় করা, প্রতিপালন করা,	مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ	যে অলংকারে লালিত-পালিত (৪৩:১৮)
بَذَّرَ–يُبَذِّرُ (تَبْذِيرٌ)	অপচয় করা, অনর্থক খরচ করা	وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا	আর অপব্যয় করো না অমিতব্যয়ীভাবে (১৭:২৬)
مُبَذِّرٌ (ج) مُبَذِّرُونَ	অপব্যয়কারী, অমিতব্যয়ী		
مُسْرِفُونَ	অমিতব্যয়ী	إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ	নিঃসন্দেহ তিনি অমিতব্যয়ীদের ভালোবাসেন না (৭:৩১)
مَيْسُورٌ	নম্র	فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا	তখন তাদের সাথে নম্র কথা বল (১৭:২৮)
هَوْنٌ	অপমান করা, লাঞ্ছিত করা,	فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ	তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন (৮৯:১৬)
مَظْلُومٌ	অন্যায়ের স্বীকার	وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا	আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয় (১৭:৩৩)

www.banglakitab.weebly.com

নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত (১৭:৩৩)	إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا	সাহায্যপ্রাপ্ত	مَنْصُورٌ (ج) مَنْصُورُونَ
আর আমি তাদের পদাঙ্কের পশ্চাদবর্তী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে (৫:৪৬)	وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ	পেছনে পড়া	قَفَا–يَقْفُو
এদের প্রতিটিই তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (১৭:৩৬)	كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا	জিজ্ঞাসিত	مَسْئُولٌ
এবং উচ্চতায় পাহাড়ের নাগাল পেতে পারবে না (১৭:৩৭)	وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا	উচ্চতা	طُولٌ
তাদের জন্যে আরও রয়েছে লোহার মুগুর (২২:২১)	وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ	লোহা, ধারালো	حَدِيدٌ (ج) حِدَادٌ
তৎক্ষণাত্ তারা আপনার প্রতি মাথা নাড়বে (১৭:৫১)	فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ	নাড়ানো, ঝাঁকানো	أَنْغَضَ–يُنْغِضُ
নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ (১৭:৫৭)	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا	ভয়াবহ, ভীতিপ্রদ, ভয়ংকর	مَحْذُورٌ
যেদিন আহবানকারী আহবান করবে এক অপ্রীতিকর ব্যাপারের প্রতি (৫৪:৬)	يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ	অপরিচিত, অপ্রিতিকর, অশ্লিলতা	نُكُرٌ
আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি (৭৬:১০)	إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا	কঠোর, কঠিনদিবস, কিয়ামত	قَمْطَرِيرٌ
তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর নবীর কণ্ঠস্বরের উপর উঁচু করো না	لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ	কথা, আওয়াজ, স্বর	صَوْتٌ (ج)

أَصْوَاتٌ		صَوْتِ النَّبِيِّ	
أَجْلَبَ-يُجْلِبُ	সমবেত করা, আনা	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ	আর তাদের উপরে হামলা চালাও তোমার ঘোড়সওয়ারদের দ্বারা, আর তোমার পদাতিক বাহিনীর দ্বারা (১৭:৬৪)
سَطَا-يَسْطُو	আক্রমণ করা, হামলা করা,	يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا	তারা চায় তাদের উপরে লাফিয়ে পড়তে যারা আমাদের বাণীসমূহ তাদের কাছে পড়ে শুনায় (২২:৭২)
شَارَكَ-يُشَارِكُ	অংশ নেয়া/ ভাগ বসানো	وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ	আর তাদের অংশী হও ধনসম্পত্তিতে এবং সন্তানসন্ততিতে (১৭:৬৪)
مُشْتَرِكٌ (ج) مُشْتَرِكُونَ	অংশীদার, শরীক, ভোগকারী	أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ	যে তোমরা আযাবের অংশীদার। (৪৩:৩৯)
دُلُوكٌ	ঢলে পড়া।	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ	নামায কায়েম করুন সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত (১৭:৭৮)
تَهَجَّدَ-يَتَهَجَّدُ	তাহাজ্জুদ আদায় করা, রাত জাগা	وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ	আর রাতের মধ্যে থেকে এর দ্বারা জাগরণে কাটাও (১৭:৭৯)
مُكْثٌ	ভাগে ভাগে	وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ	আর এ কুরআন -- আমরা এটিকে ভাগভাগ করেছি যেন তুমি তা লোকদের কাছে ক্রমে ক্রমে পড়তে পার (১৭:১০৬)
ذَقْنٌ (ج) أَذْقَانٌ	চিবুক	وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ	আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে চিবুকের উপরে (১৭:১০৯)
خَدٌّ	গাল, গণ্ড	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ	আর মানুষের প্রতি তোমার চিবুক ঘুরিয়ে নিও না (৩১:১৮)

www.banglakitab.weebly.com

অত:পর হয়তবা তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে আপনি পরিতাপে নিজ প্রাণ নিপাত করবেন (১৮:৬)	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ	আত্মবিনাশী	بَاخِعٌ
এবং তার উপর যাকিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব (১৮:৮)	وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا	অনাবাদি ভূমি, অফলা, উষর	جُرُزٌ
অতঃপর ভোর হতেই বিরান ভূমি (১৮:৪০)	فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا	শূন্য, পরিষ্কার	زَلَقٌ
অতঃপর তাকে মসৃণ সমতল করে ছাড়বেন (২০:১০৬)	فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا	মসৃণ, পরিষ্কার	صَفْصَفٌ
তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও (২২:৫)	وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً	শুষ্ক, মৃত	هَامِدَةٌ
এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন (১৮:১০)	وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا	সহজ করা, মসৃণ করা	هَيَّأَ–يُهَيِّئُ
আর আমরা তো অবশ্যই কুরআনকে উপদেশগ্রহণের জন্য সহজবোধ্য করে দিয়েছি (৫৪:৩২)	وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ	সহজ	يَسَّرَ–يُيَسِّرُ
অতএব কুরআন থেকে যতটা তোমাদের জন্য সহজ ততটা পড়তে থাকো (৭৩:২০)	فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ	সহজ	تَيَسَّرَ–يَتَيَسَّرُ
আর তার জন্য আমি সহজ করে দিয়েছিলাম স্বচ্ছন্দভাবে (৭৪:১৪)	وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا	প্রস্তুত করা, বিছানা বিছানো, শয্যা পাতা,	مَهَّدَ–يُمَهِّدُ (تَمْهِيدٌ)
তাহলে তাদের নিজেদের জন্যেই তারা সুখশয্যা পাতে (৩০:৪৪)	فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ	প্রস্তুত করা, বিছানা বিছানো, শয্যা পাতা,	مَهَدَ–يَمْهَدُ

আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, অত:পর কত সুন্দর এই বিস্তারকারী! (৫১:৪৮)	وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ	শয্যাদাতা, শয্যা রচয়িতা, বিছানা প্রস্তুতকারী	مَاهِدٌ (ج) مَاهِدُونَ
আর সূর্যকে দেখতে যখন উদয় হত তখন তাদের গুহার ডান দিকে হেলে যেত (১৮:১৭)	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ	পাশ কেটে যাওয়া, হেলে যাওয়া	تَزَاوَرَ–يَتَزَاوَرُ
আর যখন অস্ত যেত তখন বাম পাশ কেটে যেত (১৮:১৭)	وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ	পাশ কেটে যাওয়া, নেমে আসা	قَرَضَ–يَقْرِضُ
আর তারা উহার উন্মুক্ত চত্ত্বরেই ছিল (১৮:১৭)	وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ	প্রশস্ত চত্ত্বর	فَجْوَةٌ
অতঃপর তা যখন তাদের আঙ্গিনায় অবতরণ করবে (৩৭:১৭৭)	فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ	আঙিনা, উঠান	سَاحَةٌ
আর তাদের কুকুরটি সামনের পাদুটি মেলে রয়েছিল গুহামুখে (১৮:১৭)	وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ	সামনের দুই পা	ذِرَاعٌ
		গুহার মুখ	وَصِيدٌ
যদি তুমি তাদের কাছে উপস্থিত হতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে (১৮:১৭)	لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا	পলায়ন	فِرَارٌ (فَرَّ–يَفِرُّ)
অতঃপর যখন তারা আমার আযাবের আভাস পেল, তখনই তারা সেখান থেকে পলায়ন করতে লাগল (২১:১২)	فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ	দৌড়নো, দ্রুত চলা, দৌড়ে পালানো	رَكَضَ–يَرْكُضُ
যখন তিনি কেটে পড়লেন বোঝাই নৌকার উদ্দেশ্যে (৩৭:১৪০)	إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ	পালানো, চম্পট দেয়া, ভেগে পড়া	أَبَقَ–يَأْبِقُ/يَأْبُقُ

www.banglakitab.weebly.com

এবং পলায়নের দ্বারাও তাঁকে এড়াতে পারব না (৭২:১২)	وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا	পলায়ন	هَرَبٌ
অতঃপর তারা আর্তনাদ করছিল কিন্তু সেই সময়ে আর পরিত্রাণের উপায় ছিল না (৩৮:৩)	فَنَادَوا وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ	পলায়ন, নিষ্কৃতি লাভ, মুক্তি, নিস্তার	مَنَاصٌ
যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে তখন কোনো নিস্তার থাকবে না (৩৪:৫১)	وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ	ফউত হওয়া, হারানো, হাতছাড়া হওয়া,	فَوْتٌ
যেন তারা ভীতসন্ত্রস্ত গাধার দল (৭৪:৫০)	كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ	পলায়নপর	مُسْتَنْفِرَةٌ
আর সে যেন সন্তর্পনে চলে এবং তোমাদের খবর কাউকে না জানায় (১৮:১৯)	وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا	সতর্কতার সাথে করা, চুপে চুপে করা	تَلَطَّفَ–يَتَلَطَّفُ
সুতরাং তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন ভীত অবস্থায়, সতর্ক দৃষ্টি মেলে (২৮:২১)	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ	অপেক্ষা করা, পর্যবেক্ষণ করা	تَرَقَّبَ–يَتَرَقَّبُ
তোমাদের মধ্যে যারা সরে পড়ে চুপিসারে (২৪:৬৩)	يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا	চুপিসারে	لِوَاذٌ
অগ্নি যার বেষ্টনী তাদের কে পরিবেষ্টন করে থাকবে (১৮:২৯)	نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا	বেষ্টনী	سُرَادِق
তাঁবুর ভেতরে থাকবে অন্তঃপুরবাসিনী হূরগণ (৫৫:৭২)	حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ	তাঁবু	خَيْمٌ (ج) خِيَامٌ
তাদের পান করানো হবে গলিত সীসার মতো পানি (১৮:২৯)	يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ	গলিত সীসা/ পুঁজ/ ঘন কালো তেল	مُهْلٌ
তারা সেখানে অলংকৃত হবে সোনার কাঁকন দ্বারা (১৮:৩১)	يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ	চুড়ি	سِوَارٌ (ج) أَسَاوِرُ

www.banglakitab.weebly.com

তবে কেন সোনার কঙ্কন তার প্রতি ছোড়া হল না (৪৩:৫৩)	فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ	চুড়ি, বালা,	سُوَارٌ (ج) أَسْوِرَةٌ
তাদের পরানো হবে মিহি ও পুরু রেশমের সবুজ পোশাক (১৮:৩১)	وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ	রেশম	سُنْدُسٌ
সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের (৩৫:৩৩)	وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ	রেশম, উষ্ণ রেশমি বস্ত্র	حَرِيْرٌ
তারা হেলান দিয়ে বসবে গালিচার উপরে যার আস্তর কারুকার্যময় রেশমের (৫৫:৫৪)	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ	ঝকমকি রেশমি কাপড়, চোখ ঝলসানো সিল্ক	اِسْتَبَرَقٌ
সে বলল -- আমি মনে করি না যে এসব কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবে (১৮:৩৫)	قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا	ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া	بَادَ–يَبِيدُ
তাদের চক্রান্ত হবে ব্যর্থ (৩৫:১০)	وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ	ধ্বংস হওয়া, বিলুপ্ত হওয়া	بَارَ–يَبُورُ
সেজন্য তোমাকে এ থেকে সে যেন না ফেরায় যে এতে বিশ্বাস করে না আর যে তার কামনার অনুবর্তী হয়, পাছে তুমি ধ্বংস হয়ে যাও (২০:১৬)	فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ	অকেজো হওয়া, অচল হওয়া, পতন ঘটা, পড়ে যাওয়া, পতিত হওয়া,	رَدِيَ–يَرْدَى
আর তার ধনসম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না যখন সে অধঃপাতে পড়বে (৯২:১১)	وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ	অধঃপতিত	تَرَدَّى–يَتَرَدَّى
প্রভাতেইএর পানি তলিয়ে যাবে ভূগর্ভে (১৮:৪১)	يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا	গভীরে, ভূগর্ভে	غَوْرٌ
তারা বলে -- ''আমরা পরস্পরের সাহায্যকারী আস্ত একটা দল'' (৫৪:৪৪)	يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ	মোকাবিলা	مُنْتَصِرٌ (ج) مُنْتَصِرُوْنَ

www.banglakitab.weebly.com

যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে (৪২:৪১)	وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ	প্রতিশোধ নেওয়া, বদলা নেওয়া	اِنْتَصَرَ–يَنْتَصِرُ
তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস (১৮:৪৫)	تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ	উড়িয়ে নেয়া	ذَرَا–يَذْرُو (ذَرْوٌ)
কসম উড়িয়ে নেওয়া ঝঞ্ঝাবায়ুর (৫১:১)		ঝঞ্ঝাবায়ু	ذَارِيذَةٌ (ج) ذَارِيَاتٌ
এবং পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর (১৮:৪৭)	وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ	উন্মুক্ত প্রান্তর	بَارِزَةٌ
অতঃপর আমি তাঁকে ফেলে দিলাম এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে (৩৭:১৪৫)	فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ	বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তর	عَرَاءٌ
তারা আপনার পালনকর্তার সামনে উপস্থাপিত হবে সারিবদ্ধ ভাবে (১৮:৪৮)	وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا	সারি	صَفٌّ
শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো (৩৭:১)	وَالصَّافَّاتِ صَفًّا	সারিবদ্ধ	صَافَّةٌ (ج) صَافَّاتٌ، صَوَافٌّ
এবং সারি সারি গালিচা (৮৮:১৫)	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ	গালিচা	مَصْفُوفَةٌ
তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব মরণফাঁদ (১৮:৫২)	وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا	মরণফাঁদ, ধ্বংস গহ্বর	مَوْبِقٌ
ফলে তারা বুঝবে যে তারা নিশ্চয়ই এতে পতিত হচ্ছে (১৮:৫৩)	فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا	পতিত হওয়া	مُوَاقِعٌ (ج) مُوَاقِعُونَ
আর তা থেকে তারা কোনো পরিত্রাণ পাবে না (১৮:৫৩)	وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا	পালানোর রাস্তা/ উপায়	مَصْرِفٌ

www.banglakitab.weebly.com

আর আল্লাহ্ প্রকাশ করছিলেন যা তোমরা লুকোতে চাইছিলে (২:৭২)	وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ	বহির্দ্বার, বের হওয়ার রাস্তা	مُخْرَجٌ
আর তারা তর্ক করত মিথ্যার ভিত্তিতে তদ্বারা সত্যকে পরাভূত করতে (৪০:৫)	وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ	দূর্বল/ ব্যর্থ করে দেয়া	أَدْحَضَ– يُدْحِضُ
তাঁর ভৃত্যকে বললেন, "আমাদের প্রাত:রাশ এনে দাও ... (১৮:৬২)	قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا	দুপুরের খাবার	غَدَاءٌ
আপনি তো এক গুরুতর ব্যাপার ঘটালেন! (১৮:৭১)	لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا	অপছন্দনীয়, বিস্ময়কর, উস্কানিমূলক	إِمْرٌ
আপনি তো এক ভয়ানক ব্যাপার ঘটালেন! (১৮:৭৪)	لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا	অপরিচিত, অন্যায়, অশ্লিলতা	نُكْرٌ
হে মরিয়ম, তুমি তো এক অঘটন ঘটিয়ে বসেছ (১৯:২৭)	يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا	দোষারোপ যোগ্য, মারাত্মক, অঘটন, অদ্ভুত	فَرِيٌّ
তোমরা তো এক জঘন্য ব্যপার অবতারণা করেছ (১৯:৮৯)	لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا	জঘন্য, মন্দ, অশোভনীয়	إِدٌّ
আর আমার ব্যাপারে আপনি আমার উপর কঠোরতা আরোপ না (১৮:৭৩)	وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا	কঠিনতা আরোপ করা	أَرْهَقَ
তবে আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না (১৮:৭৬)	فَلَا تُصَاحِبْنِي	সঙ্গ দেয়া	صَاحَبَ– يُصَاحِبُ
তারপর তাঁরা সেখানে পেলেন একটি দেয়াল (১৮:৭৭)	فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا	দেয়াল, প্রাচীর	جِدَارٌ (ج) جُدُرٌ
অতঃপর তাদের মাঝখানে দাঁড় করানো হবে একটি প্রাচীর	فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ	প্রাচীর, দেয়াল, নগরপ্রাচীর	سُورٌ

www.banglakitab.weebly.com

(৫৭:১৩)			
আপনি আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর বানিয়ে দেবেন (১৮:৯৪)	تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا	প্রাচীর, বাধা	سَدٌّ
আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব (১৮:৯৫)	أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا	অটল প্রাচীর, সুদৃঢ় প্রাচীর, মজবুত দেয়াল	رَدْمٌ
তাই আমি সেটিকে নষ্ট করতে চেয়েছিলাম (১৮:৭৯)	فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا	ত্রুটিযুক্ত করা	عَابَ–يَعِيبُ
তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌছলেন (১৮:৯০)	إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ	সূর্য উঠার স্থান	مَطْلِعٌ
এক প্রশান্তি যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (৯৭:৫)	سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ	সূর্য উঠার সময়	مَطْلَعٌ
যখন পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে পূর্ণ হল (১৮:৯৬)	إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ	সমান করা	سَاوَى–يُسَاوِي
আমি এর উপরে ঢেলে দেব গলিত তামা (১৮:৯৬)	أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا	গলিত তামা	قِطْرٌ
আর তারা এটি ভেদ করতেও পারবে না (১৮:৯৭)	وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا	ভেদ করা	نَقْبٌ
সাগর যদি কালি হত (১৮:১০৯)	لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا	কালি	مِدَادٌ
আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি (১৯:৮)	بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا	শেষ পর্যায়	عِتِيٌّ
আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও (১৯:২৫)	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	গাছের গুঁড়ি, কাণ্ড, মূল	جِذْعٌ (ج) جُذُوعٌ
যেন তারা খেজুর গাছের অন্ত:শূণ্য গুড়ি (৬৯:৭)	كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ	গাছের গুঁড়ি, কাণ্ড	عَجُزٌ (ج) أَعْجَازٌ

www.banglakitab.weebly.com

আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও (১৯:২৫)	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ	নাড়া দেয়া, নাড়ানো	هَزَّ–يَهُزُّ
এর দ্বারা তোমার জিহবা নাড়িও না (৭৫:১৬)	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ	নাড়ানো, ঝাঁকানো	حَرَّكَ–يُحَرِّكُ
অতঃপর যখন তিনি সেটিকে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখলেন (২৮:৩১)	فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ	নড়াচড়া করা	اِهْتَزَّ–يَهْتِزُّ
অতএব খাও ও পান করো এবং চোখ জুড়াও (১৯:২৬)	فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا	চোখ জুড়ানো	قَرَّ–يَقَرُّ
চোখের শীতলতা আমার ও আপনার (২৮:৯)	قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ	প্রশান্তি, সান্তনা, শীতলকারী	قُرَّةٌ
এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় (৪৩:৭১)	وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ	সুস্বাদু ও মজাদার ভাবা	لَذَّ–يَلَذُّ
নিশ্চয়ই তাঁর প্রতিশ্রুতি আসন্ন (১৯:৬১)	إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا	পূর্ণ, পৌঁছানো	مَأْتِيٌّ
এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফায়সালা (১৯:৭১)	كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا	অনিবার্য, আবশ্যিক	حَتْمٌ
অতএব সত্বর নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি (২৫:৭৭)	فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا	আবশ্যিক, অবশ্যম্ভাবী	لِزَامٌ
আর অন্যায়কারীদের সেখানে ফেলে রাখব নতজানু অবস্থায় (১৯:৭২)	وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا	নতজানু	جَاثٍ (جَاثِيَةٌ) جِثِيٌّ
দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ এবং মজলিসও উত্তম (১৯:৭৩)	أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا	মজলিস	نَدِيٌّ
যখন তোমাদের বলা হয় মজলিসে জায়গা করে দাও,	إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي	সভা, জালসা, মজলিস, বৈঠক,	مَجْلِسٌ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

তখন জায়গা করে দিয়ো (৫৮:১১)	الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا	অধিবেশন	مَجَالِسُ
সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য সঙ্গত নয় (১৯:৯২)	وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا	সমীচীন হওয়া, শোভা পাওয়া,	اِنْبَغَى–يَنْبَغِي
যথাযথ প্রতিদান (৭৮:২৬)	جَزَاءً وِفَاقًا	যথাযোগ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ	وِفَاقٌ
যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও জমিনে ও যা কিছু এ দুইয়ের মধ্যে রয়েছে আর যা রয়েছে মাটির নিচে সে-সবই তাঁর (২০:৬)	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ	মাটি, পাতাল, রসাতল	ثَرَى
আমাদের নযর দাও, তোমাদের আলোক থেকে আমরাও নিব (৫৭:১৩)	انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ	আগুনের উৎস খোঁজা	اِقْتَبَسَ–يَقْتَبِسُ
অতএব তোমার জুতো খুলে ফেল (২০:১২)	فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ	জুতা	نَعْلٌ
আমি এর উপরে ভর দিই (২০:১৮)	أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا	ভর দেয়া	تَوَكَّأَ–يَتَوَكَّأُ
আর এ দিয়ে আমার মেষপালের জন্য আমি গাছের পাতা পেড়ে থাকি (২০:১৮)	وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي	পাতা ঝাড়া	هَشَّ–يَهُشُّ
এবং এতে আমার অন্যান্য প্রয়োজনও আছে (২০:১৮)	وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ	চাহিদা, প্রয়োজন	مَآرِبُ
তোমার হাত তোমার বগলের দিকে টেনে নাও (২০:২২)	وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ	কাছে নেয়া/ রাখা/ টানা	ضَمَّ–يَضُمُّ
আমি কি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কে তাকে লালন পালন	هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن	বলে দেয়া, দেখিয়ে দেয়া,	دَلَّ–يَدُلُّ

করতে পারবে? (২০:৪০)	يَكْفُلُهُ	নির্দেশ করা	
আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের প্রতি উত্তেজিত হয়ে উঠবে (২০:৪৫)	إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا	উত্তেজিত হয়ে উঠা/ জুলুম করা	فَرَطَ–يَفْرُطُ
তাঁর মনে হল যেন তাদের যাদুতে সেটি ছুটাছুটি করছে (২০:৬৬)	يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ	মনে হওয়া	خَيَّلَ–يُخَيِّلُ
তবে কি প্রতিশ্রুত সময় তোমাদের জন্য দীর্ঘ মনে হয়েছিল (২০:৮৬)	أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ	দীর্ঘ হওয়া	طَالَ–يَطُولُ
অতঃপর তাদের উপর অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে (২৮:৪৫)	فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ	দীর্ঘায়িত হওয়া, বিলম্বিত হওয়া	تَطَاوَلَ–يَتَطَاوَلُ
অতঃপর তাদের উপর অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে (২৮:৪৫)	فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ	দীর্ঘ	طَوِيلٌ
আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়ায় রত থাকে (৪১:৫১)	وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ	প্রশস্ত, বিরাট, বিশালাকার	عَرِيضٌ
আর তুমি নিশ্চয়ই সেখানে পিপাসার্ত হবে না অথবা রোদেও পুড়বে না (২০:১১৯)	وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ	রোদে পোড়া	ضَحِيَ–يَضْحَى
আমার দাড়ি পাকড়ো না (২০:৯৪)	لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي	দাড়ি	لِحْيَةٌ
আমরা নিশ্চয়ই এটিকে ছিন্নভিন্ন করে ছিটিয়ে দেব সাগরে (২০:৯৭)	لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا	ধূলিকণা	نَسْفٌ
তারপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা বানিয়ে দেব (২৫:২৩)	فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا	ধুলো	هَبَاءٌ
এবং অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে মলিন (৮০:৪০)	وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ	ধূলাবালি, মলিনতা,	غَبَرَةٌ

অত:পর তদ্বারা ধূলি উড়ায় (১০০:৪)	فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا	ধূলাবালি, ধুলো	نَقْعٌ
এখানে তোমার জন্য এই যে তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না (২০:১১৮)	إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ	বস্ত্রহীন থাকা	عَرِيَ-يَعْرَى
আর আমরা আকাশকে করেছি এক সুরক্ষিত ছাদ (২১:৩২)	وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا	সুরক্ষিত , সংরক্ষিত, সযত্নে	مَحْفُوظٌ
সুরক্ষিত জন-বসতির ভেতরে (৫৯:১৪)	فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ	সুরক্ষিতদুর্ভেদ্য ,	مُحَصَّنَةٌ
তাঁবুর ভেতরে থাকবে অন্তঃপুরবাসিনী হূরগণ (৫৫:৭২)	حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ	তাঁবু	مَقْصُورَةٌ (ج) مَقْصُورَاتٌ
আবরণে রক্ষিত মুক্তার ন্যায় (৫৬:২৩)	كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ	গুপ্ত, পর্দাবৃত, আবরিত,	مَكْنُونٌ
প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে (৩৬:৪০)	وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ	সাঁতার কাটা , সন্তরণ করা	سَبَحَ-يَسْبَحُ (سَبْحٌ)
আর শপথ সন্তরণকারীদের দ্রত সন্তরণের (৭৯:৩)	وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا	দ্রুতচলমান, দ্রুতধাবমান,	سَابِحَةٌ (ج) سَابِحَاتٌ
আর যদি তোমার প্রভুর শাস্তির ছোয়াও তাদের স্পর্শ করত (২১:৪৬)	وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ	নিঃশ্বাস (স্পর্শ)	نَفْحَةٌ
যদিও বা সেটি হয় সরিষার দানার ওজন পরিমাণ (২১:৪৭)	وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ	সরিষা ,রাই, অণু ,	خَرْدَلَةٌ (ج) خَرْدَلٌ
আর আমরা তাঁকে বর্ম তৈরি করা শিখিয়েছিলাম (২১:৮০)	وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ	বর্ম	لَبُوسٌ

www.banglakitab.weebly.com

তৈরি কর চওড়া বর্ম (৩৪:১১)	اِعْمَلْ سَابِغَاتٍ	প্রশস্ত লৌহবর্ম	سَابِغَةٌ (ج) سَابِغَاتٌ
আর শয়তানদের কতক তাঁর জন্য ডুব দিত (২১:৮২)	وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ	ডুব দেয়া	غَاصَ–يَغُوصُ
আর শয়তানদের -- প্রতেকেই নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৮:৩৭)	وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ	ডুবুরী	غَوَّاصٌ
এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে (২৩:৫)	وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ	গোপন অঙ্গ	فَرْجٌ (ج) فُرُوجٌ
যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ (২৪:৩১)	لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ	গুপ্ত, গুপ্তাঙ্গ, গোপনীয়,	عَوْرَةٌ (ج) عَوْرَاتٌ
তাদেরকে এ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে (২১:১০১)	أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ	দূরে অবস্থিত , দূরীভূত	مُبْعَدٌ (ج) مُبْعَدُونَ
তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে (২৬:২১২)	إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ	অপসারিত, পরিত্যাক্ত, বিদূরিত	مَعْزُولٌ (ج) مَعْزُولُونَ
সেই দিনে আমরা আকাশকে গুটিয়ে নেব যেমন গুটানো হয় লিখিত নথিপত্র (২১:১০৪)	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ	ভাঁজ করাগুটিয়ে , ফেলা	طَوَى–يَطْوِي (طَيٌّ)
এবং আসমান সমূহ গুটানো থাকবে তাঁর ডান হাতে (৩৯:৬৭)	وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ	সঙ্কুচিত, গুটানো, কুঞ্চিত	مَطْوِيَّةٌ (ج) مَطْوِيَّاتٌ
অতঃপর রক্তপিন্ডকে বানিয়েছি মাংসপিন্ড (২৩:১৪)	فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً	মাংসপিণ্ড	مُضْغَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

এর দ্বারা গলে যাবে যা কিছু আছে তাদের পেটের ভেতরে (২২:২০)	يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ	গলে যাওয়া	صَهر
আর তাদের জন্য রয়েছে লোহার মুগুর (২২:২১)	وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ	লোহার মুগুর	مِقْمَعَةٌ (ج) مَقَامِعُ
তারপর তারা সমাধা করুক তাদের পরিচ্ছন্নতা (২২:২৯)	ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ	দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা, হজ্বের বিধানাবলী	تَفَثٌ
আর তারা তওয়াফ করুক এই প্রাচীন গৃহের (২২:২৯)	وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ	প্রাচীন/ মুক্ত	عَتِيقٌ
আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, (২২:৭৩)	وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ	মাছি	ذُبَابٌ
		পুনরুদ্ধার করা	اِسْتَنْقَذَ
আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কাদার নির্যাস থেকে (২৩:১২)	خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ	সারাংশ	سُلَالَةٌ
তারপর আমরা শুক্রবিন্দুকে বানাই রক্তপিন্ড (২৩:১৪)	ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً	জমাটবাঁধা ঝুলন্ত পিণ্ড	عَلَقٌ، عَلَقَةٌ
উৎপাদন করে তেল (২৩:২০)	تَنبُتُ بِالدُّهْنِ	তেল	دُهْنٌ
তার যাইতুনের তেলটা যেন প্রজ্জ্বলিত (২৪:৩৫)	يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ	যাইতুনের তেল	زَيْتٌ
অতএব তাদের কিছু কালের জন্যে তাদের অজ্ঞানতায় ছেড়ে দিন (২৩:৫৪)	فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ	অজ্ঞানতা	غَمْرَةٌ

অহংকারের সাথে এ ব্যাপারে নৈশ আড্ডা করতে (২৩:৬৭)	مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا	রাতে গল্পগুজব করা	سَامِرٌ
তাদের অবাধ্যতায় নিমজ্জিত থাকবে (২৩:৭৫)	لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ	লেগে থাকা, ডুবে থাকা	لَجَّ
উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না (৫৫:২০)	بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ	অন্তরাল, প্রতিবন্ধক, সীমারেখা	بَرْزَخٌ
আর তারা সেখানে হবে বিকৃত-বীভৎস (২৩:১০৪)	وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ	বীভৎস চেহারা	كَالِحٌ (ج) كَالِحُونَ
তিনি বলবেনঃ তোমরা এখানেই লাঞ্ছিত হতে থাক (২৩:১০৮)	قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا	লাঞ্ছিত হওয়া, অপদস্থ হওয়া,	خَسِئَ-يَخْسَأُ
তদুভয়ের মধ্যেকার সবাইকে চাবুক মার প্রত্যেককে একশত ঘা করে (২৪:২)	فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ	চাবুক মারা, / কশাঘাত করা	جَلَدَ-يَجْلِدُ (جَلْدَةٌ)
অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদের উপরে হেনেছিলেন শাস্তির কশাঘাত (৮৯:১৩)	فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ	চাবুক / কষাঘাত	سَوْطٌ
তারা ভালবাসে যে যারা ঈমান এনেছে তাদের মধ্যে অশ্লীলতা প্রসার করুক (২৪:১৯)	يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا	বিস্তৃতি ঘটা , র লাভ করাপ্রসা	شَاعَ-يَشِيعُ
এমন দিন যার অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী (৭৬:৭)	وَيَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا	সুদূরপ্রসারী	مُستَطِيرٌ
এমন ঘর যেখানে কোনো বাসিন্দা নেই (২৪:২৯)	بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ	বসবাস	مَسْكُونَةٌ
চাকর-নকর যাদের কাম-লালসা নেই (২৪:৩১)	التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ	যৌন চাহিদা , কামভাব	إِرْبَةٌ
আর যেন তারা তাদের মাথার কাপড় টেনে তাদের বুকের উপর	وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ	মাথার কাপড়	خُمُرٌ

www.banglakitab.weebly.com

ঢেকে রাখে (২৪:৩১)	جُيُوبِهِنَّ		
আর যেন তারা তাদের মাথার কাপড় টেনে তাদের বুকের উপর ঢেকে রাখে (২৪:৩১)	وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ	বক্ষদেগল, গলাবন্ধ	جَيْبٌ (ج) جُيُوبٌ
আর বিয়ে দিয়ে দাও তোমাদের মধ্যের অবিবাহিতদের (২৪:৩২)	وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ	অবিবাহিত	أَيِّمٌ (ج) أَيَامَى
তাঁর আলোকের উপমা হচ্ছে যেন একটি কুলঙ্গী যাতে আছে একটি প্রদীপ (২৪:৩৫)	مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ	প্রদীপ	مِصْبَاحٌ (ج) مَصَابِيحُ
আর সূর্যকে বানিয়েছেন একটি প্রদীপ(১৬-৭১)	وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا	বাতি, প্রদীপ, দীপ,	سِرَاجٌ
প্রদীপটি রয়েছে একটি কাঁচপাত্রের ভেতরে (২৪:৩৫)	الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ	কাঁচের পাত্র	زُجَاجَةٌ
তাদের ক্রিয়াকর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়, পিপাসার্ত তাকে পানি বলে মনে করে (২৪:৩৯)	أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً	মরীচিকা	سَرَابٌ
		বালুকাময়, মরুভূমি	قِيعَةٌ
অথবা গভীর সমুদ্রের মধ্যেকার অন্ধকারের ন্যায় (২৪:৪০)	أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ	গভীর	لُجِّيٌّ
তার বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় নিয়েই নেয় (২৪:৪৩)	يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ	চমক ঝলক ,	سَنَا
দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র সরিয়ে রাখ (২৪:৫৮)	وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ	মধ্য দুপুর	ظَهِيرَةٌ
বস্ত্র সরিয়ে রাখে সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে (২৪:৬০)	يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ	সৌন্দর্য প্রদর্শন কারিণী	مُتَبَرِّجَةٌ (ج) مُتَبَرِّجَاتٌ

www.banglakitab.weebly.com

আর পূর্ববর্তী অজ্ঞানতার যুগের প্রদর্শনীর ন্যায় প্রদর্শন করো না (৩৩:৩৩)	وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ	সৌন্দর্য প্রদর্শন করা	تَبَرَّجَ–يَتَبَرَّجُ (تَبَرُّجٌ)
খোঁড়ার উপরে দোষ নেই (২৪:৬১)	وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ	খোঁড়া	أَعْرَجُ
এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে (২৫:৭)	وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ	বাজার	سُوْقٌ (ج) أَسْوَاقٌ
সুন্দরতর বিশ্রামস্থল (২৫:২৪)	أَحْسَنُ مَقِيلًا	বিশ্রামস্থল	مَقِيلٌ
হায়! কি আফসোস! আমি যদি অমুক কে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম (২৫:২৮)	يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا	অমুক	فُلَانٌ
তাঁর প্রতি সমগ্র কোরআন একদফায় অবতীর্ণ হল না কেন (২৫:৩২)	لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً	একবারে, একত্রে, পুরোপুরি, সম্পূর্ণ	جُمْلَةٌ
তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন (২৫:৪৫)	وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا	নিশ্চল, গতিহীন	سَاكِنٌ
ফলে তারা তার পিঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে (৪২-৩৩)	فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ	অচল, স্থির, নিশ্চল,	رَاكِدَةٌ (ج) رَوَاكِدُ
আর সমুদ্রকে রেখে যাও শান্ত অবস্থায় (৪৪-২৪)	وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا	শান্ত, নিশ্চল, স্থির,	رَهْوٌ
আর তুমি পাহাড়গুলোকে দেখছ, তাদের ভাবছ অচল-অনড় (২৭:৮৮)	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً	জড় বস্তু, জমাট, অচল, স্থির	جَامِدَةٌ
সূর্যকে এর উপরে নির্দেশক বানিয়েছি (২৫:৪৫)	جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا	নির্দেশক	دَلِيلٌ

www.banglakitab.weebly.com

এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান হয়ে (২৫:৬৪)	وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا	রাত অতিবাহিত করা	بَاتَ–يَبِيتُ
নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ (২৫:৬৫)	إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا	ভয়াবহ বিপদ/ নিশ্চিত বিনাশ	غَرَامٌ
আমার পালনকর্তা তোমাদের পরওয়া করেন না (২৫:৭৭)	مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي	পরোয়া করা, প্রয়োজন পড়া	عَبَا–يَعْبُو

৪৫। সুরা শু’আরা-ক্বমার

নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধবন করা হবে (৪৪:২৩)	إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ	যাদের পশ্চাৎধাবন করা হয়	مُتَّبَعٌ (ج) مُتَّبَعُونَ
আর শস্যক্ষেত্রে ও খেজুর-বাগানে যার ছড়াগুলো ভারী (২৬:১৪৮)	وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ	মঞ্জুরিত/ ফুলে আচ্ছাদিত/ ফলে ভারাক্রান্ত	هَضِيمٌ
পাহাড় কেটে বাড়িঘর তৈরি কর নিপুণভাবে (২৬:১৪৯)	وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ	দক্ষতা/ জাঁকজমক	فَارِهٌ (ج) فَارِهُونَ
মাপ পূর্ণ কর এবং যারা পরিমাপে কম দেয়, তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (২৬-১৮১)	أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ	যারা পরিমাপে কম দেয়, ক্ষতিকারক	مُخْسِرٌ (ج) مُخْسِرُونَ
দুর্ভোগ তাদের জন্যে যারা মাপে কম করে (৮৩:১)	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ	মাপে কমদাতা	مُطَفِّفٌ (ج) مُطَفِّفُونَ
এটি স্বচ্ছ কাঁচের প্রাসাদ (২৭:৪৪)	إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ	স্বচ্ছ	مُمَرَّدٌ

www.banglakitab.weebly.com

তখন তিনি বিপরীত দিকে ছুটতে লাগলেন এবং পেছন ফিরেও দেখলেন না। (২৭-১০)	وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ	পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী	مُدْبِرٌ (ج) مُدْبِرُونَ
আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করেই তবে তারা তোমাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে পালাবে (৩:১১১)	وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ	পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, বিমুখ হওয়া	أَدْبَرَ–يُدْبِرُ (إِدْبَارٌ)
আমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে পক্ষীকূলের ভাষা (২৭:১৬)	عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ	ভাষা	مَنْطِقٌ
এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর (২৭:১৮)	قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ	পিঁপড়া	نَمْلَةٌ (ج) نَمْلٌ
আর তিনি পাখিদের পর্যবেক্ষণ করলেন (২৭:২০)	وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ	খোঁজখবর নেয়া	تَفَقَّدَ–يَتَفَقَّدُ
এটি স্বচ্ছ কাঁচের প্রাসাদ (২৭:৪৪)	إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ	কাঁচ	قَوَارِيرُ
অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম বাগান সৃষ্টি করেছি (২৭:৬০)	فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ	বাগান	حَدِيقَةٌ (ج) حَدَائِقُ
তারা জান্নাতে সমাদৃত হবে (৩০-১৫)	فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ	বাগান, উদ্যান, কানন, কুঞ্জ, বাগিচা	رَوْضَةٌ (ج) رَوْضَاتٌ
তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল (২৮:১৫)	فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۖ	ঘুষি মারা	وَكَزَ–يَكِزُ
এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে	وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ	আগলে রাখা	ذَالَ–يَذُولُ

রাখছে (২৮:২৩)			
আমরা পানি খাওয়াতে পারি না যে পর্যন্ত না রাখালরা সরে না যায় (২৮:২৩)	لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ	সরে যাওয়া/ সরিয়ে নেয়া	أَصْدَرَ–يُصْدِرُ
নিশ্চয়ি কর্মে নিয়োগ দিতে সে-ই সব চাইতে ভাল যে বলবান, বিশ্বস্ত (২৮:২৬)	إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ	চাকুরিতে নেয়া, কাজে নেয়া, চাকর রাখা,	اِسْتَأْجَرَ–يَسْتَأْجِرُ
তুমি আমার চাকরি করবে আট হজ্জ (২৮:২৭)	تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ	কাজ করা, শ্রম দেয়া, চাকরি করা	أَجَرَ–يَأْجُرُ
সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখন্ড আনতে পারি (২৮-২৯)	آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ	আমদানি করা, নিয়ে আসা	جَىَ–يَجِّي (جَذْوَةٌ)
তাদের কারণে তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল (২৯:৩৩)	وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا	অস্বস্তি, সংকীর্ণতা, অসহায়তা	ذَرْعٌ
সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল (২৯:৪১)	أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ	মাকড়সা	عَنْكَبُوتٌ
অতএব মহিমা আল্লাহ্‌রই যখন তোমরা বিকেল প্রাপ্ত হও এবং যখন তোমরা ভোরে পৌঁছাও (৩০:১৭)	فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ	সন্ধ্যায় প্রবেশ করা	أَمْسَى–يُمْسِي
তাদের ভোর হয়েছিল অনিবার্য শাস্তিতে (৫৪:৩৮)	صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ	সকালে প্রবেশ করা	صَبَّحَ–يُصَبِّحُ
আল্লাহ্‌র প্রকৃতি -- যার উপরে তিনি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন (৩০:৩০)	فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا	প্রকৃতি, ফিতরাত	فِطْرَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৩২: ৮)	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ	তুচ্ছ	مَهِينٌ
আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি (৩৩:৪)	مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ	অভ্যন্তর, পেট	جَوْفٌ
চোখ উল্টিয়ে থাকে তার মত যার উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে (৩৩:১৯)	تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ	ঘোরা, উল্টিয়ে ফেলা	دَارَ–يَدُورُ
তোমাদের বিদ্ধ করে তীক্ষ জিহবা দিয়ে (৩৩:১৯)	سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ	বিদ্ধ করা	سَلَقَ–يَسْلُقُ
আর যখন তোমাদের প্রাণ হয়েছিল কণ্ঠাগত (৩৩:১০)	وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ	গলা, কণ্ঠনালী	حَنْجَرَةٌ (ج) حَنَاجِرُ
যখন তা কণ্ঠাগত হয়ে যায় (৫৬-১৯)	إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ	কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী, গলা	حُلْقُومٌ
তোমাদের জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে রয়েছে এক অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত (৩৩:২১)	لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	নমুনা, আদর্শ	أُسْوَةٌ
তাদের কোনো এখতিয়ার নেই (২৮:৬৮)	مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ	অধিকার, বিকল্প	خِيَرَةٌ
তার প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে (৩৩:৫৩)	غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ	প্রস্তুতি, যথাসময়	إِنَاى
এবং গড়িমসি করো না বাক্যালাপের জন্য (৩৩:৫৩)	وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ	উতকর্ণ, মুগ্ধচিত্তে উপবিষ্ট	مُسْتَأْنِسٌ (ج) مُسْتَأْنِسُونَ
ঈমানদারদের কি সময় হয় নি যে তাদের হৃদয়গুলো বিনত হবে (৫৭-১৬)	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ	সময় হওয়া, সময় আসা	أَنِيَ–يَأْنِي / أَنَى–يَأْنِي

www.banglakitab.weebly.com

أَدْنَى–يُدْنِي	টেনে নেয়া	يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ	তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয় (৩৩:৫৯)
جِلْبَابٌ (ج) جَلَابِيبُ	বড় চাদর		
مُرْجِفٌ (ج) مُرْجِفُونَ	গুজব রটনাকারী	لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ	যদি মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা, আর গুজব রটনাকারীরা না থামে (৩৩:৬০)
أَلَانَ–يُلِينُ	নরম করা	تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ	তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয় (৩৯:২৩)
سَرْدٌ	কড়া	اِنعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ	প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর এবং কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর (৩৪-১১)
تِمْثَالٌ (ج) تَمَاثِيلُ	ভাস্কর্য	مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ	এই মূর্তিগুলো কী যাদের উপাসনায় তোমরা লেগে আছ? (২১:৫৩)
جَفْنَةٌ (ج) جِفَانٌ	বড় পাত্র, গামলা	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ	তারা তাঁর জন্য তৈরি করত যা তিনি চাইতেন, যথা দূর্গ-প্রাসাদ ও প্রতিমা আর পুকুরসম গামলা (৩৪:১৩)
إِنَاءٌ (ج) آنِيَةٌ	পাত্র, বরতন, বাসন	وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ	তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে (৭৬-১৫)
قِدْرٌ (ج) قُدُورٌ	ডেগ, ডেকচি	يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ	তারা তাঁর জন্য তৈরি করত যা তিনি চাইতেন, যথা দূর্গ-প্রাসাদ ও প্রতিমা আর পুকুরসম গামলা

www.banglakitab.weebly.com

আর অনড় ডেগ (৩৪:১৩)	كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ		
			جَابِيَةٌ (ج) جَوَابٍ
এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ (৩৪:১৬)	جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ	বরই গাছ	سِدْرَةٌ (ج) سِدْرٌ
যখন তাদের মন থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে (৩৪:২৩)	إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ	ভয় দূর করা	فَزَّعَ–يُفَزِّعُ
আর আপনি যদি দেখতেন যখন পাপিষ্ঠদেরকে তাদের পালনকর্তার সামনে দাঁড় করানো হবে (৩৪:৩১)	وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ	দাঁড় করানো	مَوْقُوفٌ (ج) مَوْقُوفُونَ
কেমন করে তারা নাগাল পাবে (৩৪:৫২)	وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ	নাগাল পাওয়া	تَنَاوُشٌ
আর তুমি দেখতে পাও জাহাজগুলো তাতে বুকচিরে চলছে (৩৫:১২)	وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ	বুক চিরে	مَاخِرَةٌ (ج) مَوَاخِرُ
পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে গিরিপথ - সাদা, লাল (৩৫:২৭)	وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ	গিরিপথ, রাস্তা, চিহ্ন, নিদর্শন	جُدَّةٌ (ج) جُدَدٌ
তোমরা যদি কাফেরদের অনুসরণ কর , তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনের অবস্থানে ফিরিয়ে দেবে (৩:১৪৯)	إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ	ঘাটি, পার্বত্যঘাটি, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড	عَقَبَةٌ
পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে গিরিপথ - সাদা, লাল (৩৫:২৭)	وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ	লাল	أَحْمَرُ (ج) حُمْرٌ

www.banglakitab.weebly.com

		وَحُمْرٌ	
مُظْلِمٌ (ج) مُظْلِمُونَ	অন্ধকারে প্রবেশ করা	سْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ	তার থেকে আমরা বের করে আনি দিনকে, তারপর তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে (৩৬:৩৭)
نَسَلَ–يَنْسِلُ	ছুটে আসা	فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ	অত:পর যখন তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে (৩৬:৫১)
هَرِعَ–يَهْرِعُ	ত্বরা করা	وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ	আর তাঁর কওমের লোকেরা তার প্রতি ছুটে আসতে লাগল (১১:৭৮)
زَفَّ–يَزِفُّ	দৌড়ানো, ত্বরা করা	فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ	তখন তারা তাঁর দিকে ছুটে এল
أَوْفَضَ–يُوْفِضُ	দৌঁড়ানো, ধাবিত হওয়া	كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ	যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে (৭০-৪৩)
مَرْقَدٌ	নিদ্রা স্থল	قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا	তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল (৩৬:৫২)
شُغُلٌ (شَغَلَ)	মশগুল	إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ	সেইদিন জান্নাতের বাসিন্দারা আনন্দে মশগুল থাকবে (৩৬:৫৫)
نَصَبَ–يَنْصَبُ	স্থাপন করা, সংস্থাপন করা	فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ	অতএব, যখন অবসর হন তখন সাধনা করুন (৯৪:৭)
فَارِغٌ (فَرَغَ–يَفْرُغُ)	শুন্যহৃদয়, অধৈর্য, অধীরা	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا	আর ভোর হতেই মূসার মায়ের অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল (২৮:১০)
شِعْرٌ	কবিতা	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا	আমরা তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে

		يَنبَغِي لَهُ	শোভনীয়ও নয় (৩৬:৫৯)
شَاعِرٌ (ج) شُعَرَاءُ	কবি	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ	বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে (২৬:২২৪)
لَازِبٌ	আঠালো	خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ	তাদের আমরা সৃষ্টি করেছি আঠালো কাদা থেকে (৩৭:১১)
غَوْلٌ	দেহের জন্য ক্ষতিকর/ মাথাব্যথার উপাদান	لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ	এতে মাথাব্যথার কিছু নেই, আর তারা এ থেকে উন্মত্তও হবে না (৩৭:৪৭)
عَيْنَاءُ (ج) عِينٌ	আয়তলোচনা, ডাগর চোখ বিশিষ্ট	وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ	তাদের বিয়ে দেব আয়তলোচনা অপ্সরা দের সাথে (৪৪:৫৪)
حَوْرَاءُ (ج) حُورٌ	নিকষ কালো মণিবিশিষ্ট, অপ্সরা	وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ	তাদের বিয়ে দেব আয়তলোচনা অপ্সরা দের সাথে (৪৪:৫৪)
بَيْضٌ	ডিম	كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ	যেন তারা সুরক্ষিত ডিম (৩৭:৪৯)
مَدِينٌ (ج) مَدِينُونَ	যাদের প্রতিফল দেয়া হবে	أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ	আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল ভোগ করব? (৩৭:৫৩)
تَلَّ-يَتِلُّ	চিৎ করে শোয়ানো	وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ	তিনি তাঁকে শোয়ালেন কপালের উপর (৩৭:১০৩)
سَوَّرَ-يُسَوِّرُ	দেয়াল টপকানো	إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ	যখন তারা প্রাচীর ডিঙ্গীয়ে এবাদত খানায় প্রবেশ করেছিল (৩৮:২১)
رُخَاءٌ	মৃদু, অবাধে	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً	তখন আমরা বাতাসকে তাঁর জন্য অনুগত করে দিলাম, তাঁর আদেশে তা স্বচ্ছন্দগতিতে চলত

(৩৮:৩৬)			
আর শয়তানদের -- প্রতেকেই নির্মাণকারী ও ডুবুরী (৩৮:৩৭)	وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ	নির্মাতা, স্থপতি, রাজমিস্ত্রি	بَنَّاءٌ
		লৌকিকতাকারী/ ধোঁকাবাজ	مُتَكَلِّفٌ (ج) مُتَكَلِّفُونَ
তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত জলের পানীয় (৩৭:৬৭)	إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ	মিশ্রণ	شَوْبٌ
আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে (৭৬-২)	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ	মিশ্রিত, নরনারীর সংমিশ্রিত বীর্য, শুক্রাণু	أَمْشَاجٌ
তারা পান করবে পাত্র থেকে, তার মিশ্রণ হবে কর্পূরের (৭৬-৫)	يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا	মিক্সচার, মিশ্রণ, মিশ্রিত দ্রব্য, সংমিশ্রণ	مِزَاجٌ
আর তাদের নিকটে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কাগণ (৩৮:৫২)	وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ	সমবয়স্কা, যুবতী	تِرْبٌ (ج) أَتْرَابٌ
আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি (৪০:৪৪)	وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ	সমর্পণ করা, সোপর্দ করা	فَوَّضَ-يُفَوِّضُ
তোমরা এখন আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত করবে কি? (৪০:৪৭)	فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ	অন্যের জায়গা নেয়া/ নিবৃতকারী	مُغْنٍ (ج) مُغْنُونَ
যেদিন আকাশ ধূয়ায় ছেয়ে যাবে প্রকাশ্য ধোঁয়ায় (৪৪:১০)	يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ	ধোঁয়া	دُخَانٌ
তোমাদিগের উপরে পাঠানো হবে আগুনের শিখা ও ধুম্রকুঞ্জ (৫৫-	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن	অগ্নিশিখা, শিখা, স্ফুলিঙ্গ, ধূম,	نُحَاسٌ

www.banglakitab.weebly.com

৩৫)	نَّارٍ وَنُحَاسٌ		
আর কালো ধোঁয়ার ছায়া (৫৬-৪৩)	وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ	কালো ধোঁয়া, তপ্ত ধোঁয়া,	يَحْمُومٌ
আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম (৪১:২৫)	وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ	জুটিয়ে দেয়া, পিছে লাগিয়ে দেয়া	قَيَّضَ–يُقَيِّضُ
এই কুরআন শুনো না, আর এতে শোরগোল করো (৪১:২৬)	لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ	হট্টগোল করা	لَغَا–يَلْغُو
আমরা অচিরেই তাদের দেখাব আমাদের নিদর্শনাবলী দিগদিগন্তে (৪১:৫৩)	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ	দিগন্ত, দিকচক্রবাল	أُفُقٌ (ج) آفَاقٌ
আর তারা তর্ক করত মিথ্যার ভিত্তিতে তদ্বারা সত্যকে পরাভূত করতে (৪০:৫)	وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ	বাতিল	دَاحِضَةٌ
যেন তাদের কেউ অপর কাউকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে (৪৩:৩২)	لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا	সেবক	سُخْرِيٌّ
তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা (৪৩:৭১)	يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ	থালা	صَحْفَةٌ (ج) صِحَافٌ
পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে গলিত তাম্রের মত (৪৪:৪৫)	كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ	ফোটা, টগবগ করা	غَلَى–يَغْلِي (غَلْيٌ)
অতঃপর তার মাথার উপর ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির আযাব -৪৪ (৪৮)	ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ	ঢালা	صَبَّ–يَصُبُّ (صَبٌّ)
আমার কাছে উপস্থিত কর এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা	ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ	ঐতিহ্য, প্রমাণবাণী,	أَثَارَةٌ (أَثَرَ–يُؤْثِرُ)

www.banglakitab.weebly.com

কোনো প্রামাণ্য চিহ্ন (৪৬:৪)	هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ	নিদর্শনবাহী	
এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে (৪৬:২৪)	قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا	বর্ষণকারী, বর্ষণমুখর	مُمْطِرٌ
এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না (৮৯:২৬)	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ	বন্ধনী	وَثَاقٌ
এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না (৮৯:২৬)	وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ	বাঁধা	أَوْثَقَ–يُوْثِقُ
এবং পরিশোধিত মধুর নহর (৪৭:১৫)	وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى	মধু	عَسَلٌ
তাতে আছে দূষণমুক্ত পানির নহর (৪৭:১৫)	فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ	দূষিত, পচা	آسِنٌ
এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করি (২৫:৪৮)	وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا	পবিত্রতম, অতিবিশুদ্ধ, বিশুদ্ধতর,	طَهُورٌ
যখন তিনি তাঁর প্রভুর কাছে এসেছিলেন বিশুদ্ধ চিত্ত নিয়ে (৩৭:৮৪)	إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ	বিশুদ্ধ	سَلِيمٌ
এইমাত্র তিনি কি বললেন (৪৭:১৬)	مَاذَا قَالَ آنِفًا	এই মাত্র	آنِفٌ
এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন (৪৭:৩০)	وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ	কথার ভঙ্গি	لَحْنٌ
সেইদিন এগুলো উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুনে (৯:৩৫)	يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ	চাপ প্রয়োগ করা, নমনীয় করা	أَحْفَى – يُحْفِي
যখন কাফিররা তাদের অন্তরে জিদ পোষণ করেছিল (৪৮:২৬)	إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ	জিদ, মনস্তাপ, ঘৃণা, উত্তেজনা	حَمِيَّةٌ

www.banglakitab.weebly.com

অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে চাষীকে অভিভুত করে (৪৮:২৯)	فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ	দৃঢ়পদ হওয়া, মজবুত হওয়া, শক্তিশালী হওয়া,	اسْتَغْلَظَ– يَسْتَغْلِظُ
তদ্বারা অজ্ঞাতসারে এক কলংক তোমাদের উপর আরোপিত হত (৪৮:২৫)	فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ	কলঙ্ক/ ক্ষতি	مَعَرَّةٌ
যারা ঘরের পিছন থেকে আপনাকে ডাকাডাকি করে (৪৯:৪)	يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ	কামরা, প্রকোষ্ঠ	حُجْرَةٌ (ج) حُجُرَاتٌ
তিনি ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন (৪৯:৭)	حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ	অনুরক্ত বানানো, পছন্দনীয় করা	حَبَّبَ–يُحَبِّبُ
এবং কুফরকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করে দিয়েছেন (৪৯:৭)	وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ	অপছন্দ বানানো, ঘৃণিত বানানো	كَرَّهَ–يُكَرِّهُ
		পরনিন্দা করা	اغْتَابَ–يَغْتِيبُ
পরনিন্দাকারী, যে ঘুরে ঘুরে কলঙ্ক রটায় (৬৮:১১)	هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ	নিন্দুক, নিন্দাকারী, পরনিন্দাকারী, ঘৃণাকারী,	هُمَزَةٌ ، هَمَّازٌ
দুর্ভোগ প্রত্যেক নিন্দাকারী ও কটাক্ষকারী প্রতি (১০৪:১)	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ	কটাক্ষকারী, নিন্দুক,	لُمَزَةٌ
পরনিন্দাকারী, যে ঘুরে ঘুরে কলঙ্ক রটায় (৬৮:১১)	هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ	নিন্দা, কুৎসা, বিশ্বাসঘাতকতা	نَمِيمٌ
আমি তার গ্রিবাস্থ রগের থেকেও অধিক নিকটবর্তী (৫০:১৬)	وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ	গ্রীবাস্থ শিরা	وَرِيدٌ
নিশ্চয়ই তার কন্ঠশিরা কেটে ফেলতাম (৬৯:৪৬)	لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ	গর্দান, ঘাড়, রক্তবাহী রগ,	وَتِينٌ

www.banglakitab.weebly.com

তার সঙ্গী শয়তান বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি (৫০:২৭)	قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ	সীমালঙ্ঘন করানো	أَطْغَى–يُطْغِي
কসম কক্ষপথবিশিষ্ট আকাশের (৫১:৭)	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ	কক্ষপথ	حِبَاكٌ (ج) حُبُكٌ
প্রত্যেকেই কক্ষপথে বিচরণ করে (২১:৩৩)	كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ	আকাশ, কক্ষপথ	فَلَكٌ
আর তিনি নিজ গালে চাপড় মারছেন এবং বলছেন, ''এক বুড়ি, বন্ধ্যা!'' (৫১:২৯)	فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ	চাপড় মারা	صَكَّ–يَصُكُّ
আর পৃথিবী -- আমরা একে বিছিয়ে দিয়েছি (৫১:৪৮)	وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا	বিছিয়ে দেয়া	فَرَشَ–يَفْرُشُ
এক প্রশস্ত পাতায় (৫২:৩)	فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ	পৃষ্ঠা	رَقٌّ
এবং উত্তাল সমুদ্র (৫২:৬)	وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ	তরঙ্গায়িত, উত্তাল	مَسْجُورٌ
সেইদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে ধাক্কিয়ে ধাক্কিয়ে (৫২:১৩)	يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا	গলা ধাক্কা দেয়া	دَعٌّ (دَعَّ–يَدُعُّ)
আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি গণক নন (৫২:২৯)	فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ	গণক	كَاهِنٌ
আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি (৫২:৩০)	نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ	দুর্ঘটনা	مَنُونٌ
তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম (৫৩:৯)	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ	দূরত্ব	قَابٌ
তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম (৫৩:৯)	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ	ধনুক, ধনু	قَوْسٌ

www.banglakitab.weebly.com

	أَدْنَىٰ		
তাদের জ্ঞানের নাগাল এ পর্যন্তই (৫৩:৩০)	ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ	পরিণতি, শেষ সীমা, মাত্রা, পর্যায়	مَبْلَغٌ
যারা ত্রুটি করলেও পরিহার করে বড় বড় অপরাধ এবং অশ্লীলতা (৫৩:৩২)	الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ	ছোটখাট ত্রুটি	لَمَمٌ
যখন তোমরা ছিলে তোমাদের মায়ের পেটে ভ্রণরূপে (৫৩:৩২)	وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ	ভ্রূণ	جَنِينٌ (ج) أَجِنَّةٌ
আমি নূহকে আরোহণ করালাম তাতে যা ছিল কাঠ ও পেরেক সম্বলিত (৫৪:১৩)	وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ	পেরেক	دِسَارٌ (ج) دُسُرٌ
অতঃপর তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল (৫৪:২৯)	فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ	ধরা/ সাহস করা	تَعَاطَى
এতেই তারা হয়ে গেল খোয়াড়ের খড়কুটোর ন্যায় (৫৪:৩১)	فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ	খোঁয়াড়, যারা খোঁয়াড় বানায়	مُحْتَظِرٌ
যেদিন তাদেরকে জাহান্নামে নেয়া হবে মুখ হিঁচড়ে (৫৪:৪৮)	يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ	টেনে হিঁচড়ে নেয়া	سَحَبَ– يَسْحَبُ
একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে (৪৪:৪৭)	خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ	সরিয়ে নেওয়া	عَتَل– يَعْتِلُ
যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাকে হেঁচড়ে নেব সম্মুখকেশ ধরে (৯৬-১৫)	لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ	হেঁছড়ে নেওয়া,	سَفِعَ–يَسْفَعُ

www.banglakitab.weebly.com

৪৬। সুরা আর রহমান-নাস

আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল (৫৫:১২)	وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ	সুগন্ধি গাছ	رَيْحَان
আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দিয়ে (৫৫:১৫)	وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ	অগ্নিশিখা	مَارِجٌ
তাকে অচিরেই নিক্ষেপ করা হবে স্ফুলিঙ্গ সম্পন্ন অগ্নিতে (১১১-৩)	سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ	অগ্নিশিখা, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ	لَهَبٌ
তদুভয় থেকে বের হয় মোতি ও প্রবাল (৫৫:২২)	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ	মুক্তো	لُؤْلُؤٌ
তদুভয় থেকে বের হয় মোতি ও প্রবাল (৫৫:২২)	يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ	প্রবাল	مَرْجَانٌ
তারা যেন চুনি ও প্রবাল (৫৫:৫৮)	كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ	পদ্মরাগ	يَاقُوتٌ
পূণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব (৫৫:৭৮)	تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	শীর্ষ মর্যাদা, মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব	جَلَالٌ
এবং আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে (৭২-৩)	وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا	শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, শান, মর্যাদা	جَدٌّ
তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাইছ না (৭১:১৩)	مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا	মর্যাদা, সম্মান, ইজ্জত, গাম্ভীর্য, বড়ত্ব, গৌরব	وَقَارٌ
তোমাদিগের উপরে পাঠানো হবে আগুনের শিখা (৫৫-৩৫)	يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ	شُوَاظٌ

www.banglakitab.weebly.com

	نَّارٍ		
এটা নিক্ষেপ করবে অট্টালিকাসম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ (৭৭:৩২)	نَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ	অগ্নিশিখা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ,	شَرَرٌ
অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের (১০০-২)	فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا	প্রাণীর ক্ষুরের আঘাতে আগুন জ্বালানো	قَدْحٌ
তখন সেটি হয়ে যাবে রক্তবর্ণ চামড়ার মত (৫৫:৩৭)	فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ	রক্তবর্ণ	وَرْدَةٌ
তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ফোয়ারা থেকে (৮৮:৫)	تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ	ফুটন্ত পানি, উচ্ছ্বসিত পানি	آنٍ، آنِيَةٌ
তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে সবুজ তাকিয়াতে (৫৫:৭৬)	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ	কুশন	رَفْرَفَةٌ (ج) رَفْرَفٌ
এবং সারি সারি গালিচা (৮৮-১৫)	وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ	গালিচা, কার্পেট, গদি,	نَمَارِقُ
তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে সবুজ তাকিয়াতে ও মনোরম গালিচার উপরে (৫৫:৭৬)	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ	গালিচা	عَبْقَرِيٌّ
এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট (৮৮-১৬)	وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ	গালিচা, কার্পেট, মখমল	زَرْبِيَّةٌ (ج) زَرَابِيُّ
তারা হেলান দিয়ে বসে থাকবে সবুজ তাকিয়াতে ও মনোরম গালিচার উপরে (৫৫:৭৬)	مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ	সৎকাজ, পুণ্য, উত্তম, সুন্দর, সুশ্রী, শ্রেষ্ঠ	حَسَنَةٌ، حَسْنَاءُ (ج) حِسَانٌ
আর তাতে আমরা জন্মিয়েছি হরেক রকমের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ (৫০:৭)	وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ	শোভাময়, সুরম্য, সুন্দর, চমৎকার	بَهِيجٌ
কারুকার্যময় সিংহাসনের উপরে (৫৬:১৫)	عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ	মণিমুক্তা খচিত	مَوْضُونَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

পানপাত্র কুঁজা ও খাঁটি সূরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে (৫৬:১৮)	بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ	চমকদার কেটলি, ঝকঝকে জগ, কুঁজা	إِبْرِيقٌ (ج) أَبَارِيقُ
যদ্বারা তাদের শিরঃপীড়া হবে না এবং বিকারগ্রস্ত ও হবে না (৫৬:১৯)	لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ	মাথাব্যথা ঘটানো	صَدَّعَ–يُصَدِّعُ
কাঁটা বিহীন বরই গাছে (৫৬:২৮)	فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ	কাঁটাবিহীন	مَخْضُودٌ
আর সারি সারি কলাগাছ (৫৬:২০)	وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ	কলা গাছ	طَلْحٌ
তদুপরী তাদেরকে রেখেছি কুমারী (৫৬:৩৬)	فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا	কুমারী	بِكْرٌ (ج) أَبْكَارٌ

অকুমারী ও কুমারী (৬৬-৫)	ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا	অকুমারী, বিধবা	ثَيِّبَةٌ (ج) ثَيِّبَاتٌ
সোহাগিনী, সমবয়স্কা (৫৬:৩৭)	عُرُبًا أَتْرَابًا	প্রেমময়ী	عَرُوبٌ (ج) عُرُبٌ
আমি সেই বৃক্ষকে করেছি স্মরণিকা এবং মরুবাসীদের জন্য সামগ্রী (৫৬:৭৩)	جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ	পথিক/ মরুচারী	مُقْوٍ (ج) مُقْوُونَ
আর বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর নির্দেশ করিনি (৫৭:২৭)	وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ	উদ্ভাবন করা, প্রবর্তন করা,	اِبْتَدَعَ–يَبْتَدِعُ
তুমি জানো না, হয়ত আল্লাহ্ এর পরে কোনো সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন (৬৫:১)	لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا	নতুনভাবে সৃষ্টি করা, আবিষ্কার করা, ঘটানো	أَحْدَثَ – يُحْدِثُ
যখন তোমাদের বলা হয়	إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي	প্রশস্ত করা	تَفَسَّحَ–يَتَفَسَّحُ

www.banglakitab.weebly.com

মজলিসে জায়গা করে দাও, তখন জায়গা করে দিয়ো (৫৮:১১)	الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا		
আল্লাহ্ তোমাদের জন্য জায়গা করে দেবেন (৫৮:১১)	يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ	স্থান প্রশস্ত করা, বসতে দেওয়া, স্থান দেওয়া	فَسحَ–يَفْسَحُ
আর যখন বলা হয় উঠো, তখন উঠে যেও (৫৮:১১)	وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا	উঠে যাওয়া	نَشَزَ–يَنْشُزُ
তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসেবে গ্রহণ করেছে, অত:পর তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধা দেয় (৫৮:১৬)	اِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ	ঢাল, রক্ষা কবচ	جُنَّةٌ
তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধভাবে যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর (৬১:৪)	يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ	সীসা ঢালা	مَرْصُوصٌ
তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্ (৬৩:৪)	كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ	ঠেস দেয়ানো	مُسَنَّدَةٌ
তোমরা যদি জেদাজেদি কর, তবে অন্য কেউ তাকে স্তন্যদান করুক (৬৫:৬)	وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ	পরস্পরকে কষ্ট দেয়া/ জেদ করা	تَعَاسَرَ–يَتَعَاسَرُ
ওহে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ লঙ্ঘন করো না, আর পবিত্র মাসেরও না (৫:২)	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ	শপথ প্রত্যাহার করা, কসম বাতিল করা	تَحِلَّةٌ
আল্লাহ তা'আলার কাছে তওবা কর-আন্তরিক তওবা (৬৬:৮)	تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا	আন্তরিক	نَصُوحٌ
তুমি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে	مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ	অসামঞ্জস্য	تَفَاوُتٌ

www.banglakitab.weebly.com

না (৬৭:৩)	مِن تَفَاوُتٍ		
তার রক্ষীরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে -- "তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেন নি?" (৬৭:৮)	سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ	প্রহরী	خَازِنٌ (ج) خَزَنَةٌ
তাকে পেয়েছি প্রহরীতে পূর্ণ (৭২-৮)	فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا	প্রহরী, রক্ষক	حَرَسٌ
তোমরা তার বুকে বিচরণ কর (৬৭:১৫)	فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا	বুক/ কাঁধ	مَنكِبٌ (ج) مَنَاكِبُ
বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি (৬৮:২৭)	بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ	বঞ্চিত, নিরাশ	مَحْرُومٌ (ج) مَحْرُومُونَ
এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত। (২৮: ৪২)	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ	কুৎসিত, বিশ্রী, কুশ্রী, বীভৎস	مَقْبُوحٌ (ج) مَقْبُحُونَ
কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত (৬৮:১৩)	عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ	কুখ্যাত	زَنِيمٌ
যখন তিনি প্রার্থনা করেছিলেন ভারাক্রান্ত হয়ে (৬৮:৪৮)	إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ	চিন্তা ও দুঃখে আচ্ছন্ন	مَكْظُومٌ
তারা তো তাদের দৃষ্টিতেই আপনাকে আছাড় মারতে চায় (৬৮:৫১)	وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ	আছড়ে ফেলা	أَزْلَقَ–يُزْلِقُ
আপনি তাদেরকে দেখতেন ভূপাতিত (৬৯:৭)	فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ	ভূপাতিত, পড়ে থাকা	صَرِيعٌ (ج) صَرْعَى
আর আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর তা সেইদিন হবে ভঙ্গুর (৬৯:১৬)	وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ	বিক্ষিপ্ত, ভঙ্গুর	وَاهِيَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে (৬৯:২১)	فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ	জীবন যাপন	عِيْشَةٌ
মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে (৭০:১৯)	إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا	অস্থিরমনা/ ভীরু	هَلُوعٌ
যা চামড়া খসিয়ে দিবে (৭০:১৬)	نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ	যে আগুন চামড়া তুলে ফেলবে	نَزَّاعَةٌ
অথচ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তরে (৭১:১৪)	وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا	পর্যায়, স্তর	طَوْرٌ (ج) أَطْوَارٌ
হে বস্ত্রাবৃত! (৭৩:১)	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ	চাদরাবৃত	مُزَّمِّلٌ
হে চাদরাবৃত (৭৪:১)	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ	চাদর মুড়িয়ে শয়নকারী,	مُدَّثِّرٌ
নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল (৭৩:৬)	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا	সৃজনশীল সময়, গঠনমূলক সময়, রাতের প্রহর	نَاشِئَةٌ
নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল (৭৩:৬)	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا	আত্মসংযম, প্রবৃত্তি দমন	وَطْءٌ
আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হোন (৭৩:৮)	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا	নিরালায় ধ্যান করা, মগ্ন হওয়া	تَبَتَّلَ–يَتَبَتَّلُ
আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি মগ্ন হোন (৭৩:৮)	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا	নিরালায় ধ্যান করা, বিজনে সাধনা করা, মুরাকাবা করা	تَبْتِيلٌ
আর খাদ্য যা গলায় আটকে যায়, আর মর্মন্তুদ শাস্তি (৭৩:১৩)	وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا	গলায় আটকে যাওয়া	غُصَّةٌ

www.banglakitab.weebly.com

আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে ঝরঝরা বালির স্তূপ (৭৩:১৪)	وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	বালুর স্তূপ	كَثِيبٌ
আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে ঝরঝরা বালির স্তূপ (৭৩:১৪)	وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا	চলমান	مَهِيلٌ
পালিয়ে যাচ্ছে সিংহের থেকে (৭৪:৫১)	فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ	সিংহ	قَسْوَرَةٌ
আমি শপথ করছি আত্মসমালোচক আত্মার (৭৫:২)	أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ	তিরস্কারকারিণী প্রাণ, অনুশোচনাকারিনী	لَوَّامَةٌ
যখন এটি গলায় এসে পৌঁছুবে (৭৫:২৬)	إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ	কণ্ঠ হাড়	تُرْقُوَةٌ (ج) تَرَاقٍ
তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে (৭৫:২৫)	تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ	কোমর ভাঙ্গা আচরণ	فَاقِرَةٌ
এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে (৭৫:২৭)	وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ	ঝাড়ফুঁক কারী	رَاقٍ
এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে (৭৫:২৯)	وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ	জড়িয়ে যাওয়া	اِلْتَفَّ–يَلْتِفُّ
মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? (৭৫:৩৬)	أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى	এমনি	سُدًى
তারা পান করবে পাত্র থেকে, তার মিশ্রণ হবে কর্পূরের (৭৬-৫)	يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا	কাফুর, কর্পূর	كَافُورٌ
আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন (৮৩:২৪)	تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ	উজ্জ্বলতা, সজীবতা	نَضْرَةٌ

www.banglakitab.weebly.com

আর তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে এমন পাত্র থেকে যার মিশ্রণ আদার (৭৬:১৭)	وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا	আদা	زَنْجَبِيلٌ
আর তাদের প্রদক্ষিণ করবে চিরস্ফুটিত কিশোরগণ (৭৬:১৯)	وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ	চিরকিশোর, অমরসংগী	مُخَلَّدٌ (ج) مُخَلَّدُونَ
আর যখন রসূলগণকে নির্ধারিত সময়ে নিয়ে আসা হবে (৭৭:১১)	وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ	সময় হওয়া	أَقَّتَ–يُؤَقِّتُ
সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী (৭৮:৩৩)	وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا	নব্য যুবতী/ পূর্ণ যৌবনা	كَاعِبٌ (ج) كَوَاعِبُ
শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে (৭৯:১)	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا	টেনেহিঁচড়ে প্রাণ সংহারকারী ফেরেশতা,	نَازِعَةٌ (ج) نَازِعَاتٌ
শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে (৭৯:২)	وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا	দেহ থেকে আত্মার বাঁধন উন্মুক্তকারী ফেরেশতা	نَاشِطَةٌ (ج) نَاشِطَاتٌ
শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে (৭৯:২)	وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا	বাঁধন মৃদুভাবে খোলা	نَشْطٌ
তারা বলছে -- "আমরা কি ফিরে যাব প্রথমাবস্থায়? (৭৯:১০)	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ	পূর্বাবস্থা, আদি সৃষ্টি	حَافِرَةٌ
তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন (৮০:১)	عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ	ভ্রূ কুঞ্চিত করা	عَبَسَ–يَعْبَسُ
আর রাত্রিকে যখন বিগত হয়ে যায় (৮১:১৭)	وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ	অবসান ঘটা/ বিদায় নেয়া	عَسْعَسَ
আর প্রভাত যখন উজ্জ্বল হতে থাকে (৮১:১৮)	وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ	নিঃশ্বাস নেয়া, আগমন করা	تَنَفَّسَ–يَتَنَفَّسُ

www.banglakitab.weebly.com

আর যখন কবরগুলো উন্মোচিত হবে (৮২:৪)	وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ	উন্মোচন করা, উপড়ে ফেলা, অনুসন্ধান করা	بَعْثَرَ–يُبَعْثِرُ
যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পুরো মাপ চায় (৮৩:২)	الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ	পূর্ণ দাবি করা	اِسْتَوْفَى
তারা যা অর্জন করে চলেছিল তা তাদের হৃদয়ে মরচে ধরিয়েছে (৮৩:১৪)	رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ	মরিচা পড়া	رَانَ–يَرِينُ
তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে (৮৩:১৫)	إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ	পর্দাবৃত, আবরণে ঢাকা, বাধাপ্রাপ্ত	مَحْجُوبٌ (ج) مَحْجُوبُونَ
তার মোহর হবে কস্তুরী (৮৩:২৬)	خِتَامُهُ مِسْكٌ	মিশক	مِسْكٌ
এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত (৮৩:৩০)	وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ	চোখ টেপা	تَغَامَزَ–يَتَغَامَزُ
শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর (৮৬:১)	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ	রাতে আগমনকারী	طَارِقٌ
তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে-স্খলিত পানি থেকে (৮৬:৬)	خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ	সবেগে স্খলিত	دَافِقٌ
নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে (৮৬:৭)	يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ	পাঁজর, বক্ষস্থ হাড়	تَرِيبَةٌ (ج) تَرَائِبُ
এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মিটাবে না (৮৮:৭)	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ	পুষ্টিসাধন করা	أَسْمَنَ–يُسْمِنُ
এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা	وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ	বিছিয়ে দেয়া	سَطَحَ

কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে (৮৮:২০)	سُطِحَتْ		
কসম জোড় ও বেজোড়-এর (৮৯:৩)	وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ	জোড়	شَفْعٌ
কসম জোড় ও বেজোড়-এর (৮৯:৩)	وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ	বিজোড়	وَتْرٌ
আর একটি জিহবা ও দুটি ঠোঁট (৯০:৯)	وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ	ঠোঁট	شَفَةٌ
আর রাত্রির, যখন তা অন্ধকার ছড়িয়ে দেয় (৯৩:২)	وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ	গভীর হওয়া, নিঝুম হওয়া	سَجَا–يَسْجُو
শপথ ডুমুরের, আর জলপাইয়ের (৯৫:১)	وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ	ডুমুর	تِينٌ
আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে (৯৬:১৮)	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ	জাহান্নামের প্রহরী	زَبَانِيَةٌ
আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল (৯৮: ১)	مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ	সরে আসা/ ফিরে আসা	مُنْفَكٌّ (ج) مُنْفَكُّونَ
অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের (১০০-২)	فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরক	مُوْرِيَةٌ (ج) مُوْرِيَاتٌ
অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের (১০০-৩)	فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا	আক্রমণকারী	مُغِيرَةٌ (ج) مُغِيرَاتٌ
যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত (১০১-৪)	يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ	পতঙ্গ	فَرَاشٌ
		ধুনিত	مَنْفُوشٌ

www.banglakitab.weebly.com

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (১০৫-১)	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ	হাতী	فِيْلٌ
কোরাইশের আসক্তির কারণে, (১০৬-১)	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ	আকর্ষণ, আসক্তি, নিরাপত্তা	إِيلَافٌ
যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ। (১০৮-৩)	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ	নির্বংশ, লেজকাটা	أَبْتَرُ
তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্নগোপন করে, (১১৪-৪)	مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ	গোপনে প্ররোচনা দাতা	خَنَّاسٌ

৪৭। ব্যক্তিবাচক নাম

আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। ২০:১১৫	وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ	আদম (আ)	آدَمُ
স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম পিতা আযরকে বললেনঃ ৬:৭৪	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ	ইবরাহিম (আ) এর পিতা	آزَرُ
৩:৬৮		ইবরাহিম (আ)	إِبْرَاهِيمُ
খুটির ন্যায় দীর্ঘ স্তম্ভ ওয়ালা ইরাম গোত্র ৮৯:৭	إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ	ইরাম, আদ জাতির পিতা	إِرَمُ
এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। ১২-৬	وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ	ইসহাক (আ)	إِسْحَاقُ

www.banglakitab.weebly.com

		আল্লাহর বান্দা, ইয়াকুব (আ) এর উপাধি	إِسْرَائِيلُ
১৯:৫৪		ইসমাঈল (আ)	إِسْمَاعِيلُ
৬:৮৫		ইলিয়াস (আ)	إِلْيَاسُ، إِلْيَاسِينُ
স্মরণ করুণ, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। ৩৮:৪৮	وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ	আল ইয়াসা	الْيَسَعُ
৫৭:২৭		ইঞ্জিল	الإِنْجِيلُ
নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। ১৫:৭৮	وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ	আইকার অধিবাসী, বনবাসী, বনের অধিবাসী	أَيْكَةٌ
৩৮:৪১		আইয়ুব (আ)	أَيُّوبُ
তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। ২:১০২	يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ	বাবেল: ফোরাত নদীর দুতীরে বিস্তীর্ণ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৩৮ সনে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাদুপ্রধান প্রাচীন শহর, ব্যাবিলন শহর	بَابِلُ
বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। ৩:১২৩	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ	বদর প্রান্তর, বদর কূপ, দ্বিতীয় হি. ১৭ রমজান	بَدْرٌ

www.banglakitab.weebly.com

	শুক্রবারে সংঘটিত প্রসিদ্ধ যুদ্ধের নাম		
بَعْلٌ	মূর্তির নাম	أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ	তোমরা কি বা'আল দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে। ৩৭:১২৫
بَكَّةُ	মক্কা নগরি		৩:৯৬
تُبَّعٌ	ইয়ামনের 'তুব্বা' বংশ	أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ	ওরা শ্রেষ্ঠ, না তুব্বার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? ৪৪:৩৭
التَوْرَاةُ	তাওরাত: মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব, বাইবেল		৩:৬৫
تَسْنِيمٌ	তাসনীম: স্বর্গীয় জলপ্রপাত	وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ	তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। ৮৩:২৭
ثَمُودُ	সালেহ আলাইহিস সালামের উম্মত		১৭:৫৯
جَالُوتُ	আমালিকার কাফের রাজা যাকে দাউদ আলাইহিস সালাম বাদশা তালুতের নেতৃত্বে হত্যা করেন	فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ	তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। ২:২৫১
جِبْرِيلُ	জিবরাইল, জিবরীল, রূহুল		২:৯৭

www.banglakitab.weebly.com

		কুদুস আলাইহিস সালাম	
৬২:৯		মিলন দিবস, শুক্রবার, জুমার দিন	الجُمُعَةُ
আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল ১১:৪৪	وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ	সিরিয়ার পাহাড় বা উপত্যকা	الجُودِيُّ
আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় সতর্ক করেছিল ৪৬:২১	وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ	বালুকাময় সুউচ্চ উপত্যকা	الأَحْقَافُ
৬১:৬		মুহাম্মাদ (স), সর্বাধিক প্রশংসাকারী, অতিপ্রশংসিত	أَحْمَدُ
৪৮:২৯		মুহাম্মাদ (স) প্রশংসিত, প্রশংসাযোগ্য, প্রশংসনীয়	مُحَمَّدٌ
আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হোনাইনের দিনে, ৯:২৫	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ	হুনাইন: মক্কার এক উপত্যকা	حُنَيْنٌ
শিষ্যবর্গ বলেছিলঃ আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। ৬১:১৪	قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ	ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীদের উপাধী, ধোপা, সাহায্যকারী	حَوَارِيٌّ ج حَوَارِيُّونَ
১৯:৭		ইয়াহইয়া ইবন যাকারিয়া (আঃ)	يَحْيَى

www.banglakitab.weebly.com

দَاوُدُ	দাউদ (আঃ)		২৭:১৬
إِدْرِيسُ	নবী ইদ্রীস (আঃ)		১৯:৫৬
الرَّسُّ	রস: উপত্যকার নাম, খনি, পুরাতন এক কূপের নাম	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ	তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে নূহের সম্প্রদায়, কুপবাসীরা এবং সামুদ সম্প্রদায়। ৫০:১২
الرَّقِيمُ	লিখিত ফলক, প্রস্তরে খোদিত বিবরণ, রকীম: এক স্থানের নাম	أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا	আপনি কি ধারণা করেন যে, গুহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল ? ১৮:৯
رَمَضَانُ	রমজান : হিঃ নবম মাস, রোজার মাস		২:১৮৫
رُومٌ	রোম নগরী, ইটালির রাজধানী, রোমান, ইটালিয়ান, গ্রীক	غُلِبَتِ الرُّومُ	রোমকরা পরাজিত হয়েছে, ৩০:২
الزَّبُورُ	জাবুর: দাউদ (আঃ) উপর অবতীর্ণ কিতাব, ফলকে লিখিত কিতাব, গ্রন্থ, পুস্তক		২১:১০৫
زَكَرِيَّا	জাকারিয়া (আঃ)		৩:৩৭
زَيْدٌ	জায়েদ রা.		৩৩:৩৭

www.banglakitab.weebly.com

সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন ৩৪:১৫	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ	ইয়ামনের সাবা সম্প্রদায়, সাবা শহর, সাবার অধিবাসী	سَبَأٌ
এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে। ৮৩:৭	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ	সিজ্জীন: পাপাত্মার বন্দীশালা, জাহান্নামের নিম্নতম স্থান	سِجِّينٌ
এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা। ৭৬:১৮	عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا	সালসাবিল: জান্নাতের প্রবাহমাণ ঝরনা,	سَلْسَبِيلٌ
আর তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম 'মান্না' ও 'সালওয়া' (৭:১৬০)	وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ	স্বর্গীয় পাখির ভুনা, জান্নাতি পাখির গোশত	السَلْوَى
আর সুলাইমান দাউদের উত্তরসুরি হলেন (২৭:১৬)	وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ	সুলাইমান ইবন দাউদ আলাইহিস সালাম	سُلَيمَانُ
তবে তোমার কি বক্তব্য, হে সামিরী (২০:৯৫)	فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ	সামিরী: ইহুদী এক স্বর্ণকারের নাম, সামিরি বংশীয়	السَامِرِيُّ
আর পরিত্যাগ করো না ওয়াদকে, আর না সুওয়াকে (৭১:২২)	لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا	দেবীর নাম	سُوَاعٌ
আর গাছ যা জন্মে সিনাই পাহাড়ে (২৩:২০)	وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ	সিরিয়ায় অবস্থিত তুর পর্বতের সিনাই উপত্যকা	سَيْنَاءُ

www.banglakitab.weebly.com

سِينِينُ	সিরিয়ায় অবস্থিত তুর পর্বতের সিনাই উপত্যকা	وَطُورِ سِينِينَ	এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বত (৯৫:২)
شُعَيبٌ	শুয়াইব আলাইহিস সালাম	وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا	আর মাদয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শোআইবকে (৭:৮৫)
صَابِئٌ ج صَابِئُونَ	সাবেয়ী সম্প্রদায়	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ	নিঃসন্দেহ যারা ঈমান এনেছে ও যারা ইহুদী আর যারা সাবেঈন (৫:৬৯)
الصَفَا	সাফা: মক্কার কঙ্করময় প্রসিদ্ধ পাহাড়	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ	নিঃসন্দেহ সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম (২:১৫৮)
طَالُوتُ	তলুত: বাদশার নাম	بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا	তোমাদের জন্য তালুতকে রাজা করেছেন (২:২৪৭)
طُوًى	তুয়া: উপত্যকার নাম	إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى	তুমি অবশ্য পবিত্র উপত্যকা 'তুওয়া'তে রয়েছ (২০:১২)
الأَعْرَافُ	আ'রাফ: জান্নাত-জাহান্নামের মাঝখান	وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ	আর উঁচু স্থানসমূহে থাকবে কিছু লোক যাঁরা সবাইকে চেনেন তাদের চিহ্নের দ্বারা (৭:৪৬)
عَرَفَاتٌ	আরাফা ময়দান, পরিচয়স্থল	فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ	অতঃপর যখন ফিরে আসবে আরাফাত থেকে (২:১৯৮)
عُزَيْرٌ	উজাইর আলাইহিস সালাম	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ	ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র (৯:৩০)
العُزَّى	মুশরিকদের শক্তিদেবী	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ	তোমরা কি তবে ভেবে দেখেছ লাত ও 'উযযা সম্পর্কে (৫৩:১৯)

www.banglakitab.weebly.com

নিঃসন্দেহ ধর্মপরায়ণদের কর্মবিবরণী তো ইল্লিয়ীনে রয়েছে (৮৩:১৮)	إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ	উচ্চতম স্থান, সর্বোচ্চ পর্যায়, উপর ওয়ালা	عِلِّيُّونَ
এমরানের স্ত্রী যখন বললো (৩:৩৫)	إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ	ইমরান: মুসা আলাইহিস সালামের পিতা, ঈসা আলাইহিস সালামের নানা, অধিবাসী, আবাদকারী, বসবাসকারী, বসতি	عِمْرَانُ
আদ জাতির পরে তোমাদেরকে সর্দার করেছেন (৭:৭৪)	جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ	হুদ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়	عَادٌ
নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল (৪:১৭১)	إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ	ঈসা আলাইহিস সালাম	عِيسَى
আর ফিরআউন বললে -- "সমস্ত ওস্তাদ জাদুকরকে আমার কাছে নিয়ে এস "(১০:৭৯)	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ	ফিরাউন: মিশররাজের উপাধি, ফারাও	فِرْعَوْنُ
নিঃসন্দেহ ক্বারূন ছিল মূসার স্বজাতিদের মধ্যেকার (২৮:৭৬)	إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ	কারূন	قَارُونُ
এ কোরআন আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (৬:১৯)	وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ	পাঠ করা, পঠিতব্য, বারবার	الْقُرْآنُ

www.banglakitab.weebly.com

		পঠিতব্য গ্রন্থ, অবশ্যপাঠ্য	
কুরাইশদের নিরাপত্তার কারণে (১০৬:১)	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ	কুরাইশ: নবীজী স. এর বংশ	قُرَيْشٌ
আর তারা তোমাকে যুল্‌ক্কারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে (১৮:৮৩)	وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ	যুল কারনাইন	ذُو الْقَرْنَيْنِ
আল্লাহ কাবাকে সম্মানিত গৃহ করেছেন (৫:৯৭)	جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ	কা'বা: বাইতুল্লাহ যা পৃথিবীর প্রথম সমুন্নত গৃহ	الكَعْبَةُ
লুকমান তাঁর ছেলেকে বললেন যখন তিনি তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন (৩১:১৩)	قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ	লোকমান হাকীম আলাইহিস সালাম	لُقْمَانُ
তোমরা কি তবে ভেবে দেখেছ লাত ও 'উযযা সম্পর্কে (৫৩:১৯)	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ	লাত মুর্তি	اللَاتُ
অতঃপর যখন প্রেরিতরা লূতের গৃহে পৌছল (১৫:৬১)	فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ	লুত আলাইহিস সালাম	لُوْطٌ
আর তা বাবেলে হারূত ও মারূত এই দুই ফিরিশ্‌তার কাছে নাযিল হয় নি (২:১০২)	وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ	মারুত: ব্যাবিলনের ফেরেশতা	مَارُوتُ
নিশ্চয়ই ইয়াজুজ ও মাজুজ জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে (১৮:৯৪)	نَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	মাজুজ সম্প্রদায়	مَأْجُوجُ
যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রীষ্টান, অগ্নিপুজক	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ	অগ্নি পূজক	الْمَجُوسُ

www.banglakitab.weebly.com

(২২:১৭)	هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ		
আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে (৭:৮৫)	وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا	মাদইয়ান: হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের শহর	مَدْيَنُ
নিঃসন্দেহ সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম (২:১৫৮)	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ	মারওয়া: কাবার নিকটবর্তী একটি পাহাড়	الْمَرْوَةُ
এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন (১৯:১৬)	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ	মারইয়াম আলাইহিস সালাম, মরিয়ম, মেরী	مَرْيَمُ
আমি কি অধিপতি নই মিসরের আর এই নদী গুলোর (৪৩:৫১)	أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ	মিসর: মিশরদেশ, শহর, নগর, গ্রাম, গুচ্ছগ্রাম, লোকালয়	مِصْرُ
তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন (৪৮:২৪)	كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ	মক্কা শরীফ	مَكَّةُ
এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত (৫৩:১৯)	وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ	মানাত: পাথরের মূর্তি, দেবী	مَنَاةُ
মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ দেয়া হল না কেন? (২৮:৪৮)	لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ	মুসা আলাইহিস সালাম	مُوسَى

www.banglakitab.weebly.com

	مُوسَىٰ		
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাঈলের শত্রু হয় (২:৯৮)	مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ	ফেরেশতা মীকাঈল আলাইহিস সালাম	مِيكَالُ
তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (৭১:২৩)	وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا	নসর দেবতা, প্রতিমূর্তি	نَسْرٌ
নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান (৫:৬৯)	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ	খৃষ্টান,	نَصْرَانِيٌّ (ج) نَصَارَى
নিশ্চয়ই আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি (৭১:১)	إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ	নূহ 'আলাইহিস সালাম	نُوحٌ
আর তা বাবেলে হারূত ও মারূত এই দুই ফিরিশ্তার কাছে নাযিল হয় নি (২:১০২)	وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ	হারুত: ফেরেশতার নাম	هَارُوتُ
হারুন তাদেরকে পুর্বেই বলেছিলেন (২০:৯০)	قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ	হারূন আলাইহিস সালাম, যিনি মুসা আলাইহিস সালামের বড় ভাই	هَارُونُ
হে হামান, তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর (৪০:৩৬)	يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا	হামান: ফিরাউনের মন্ত্রী	هَامَانُ

www.banglakitab.weebly.com

আমার কি হল যে হুদহুদকে দেখছি না (২৭:২০)	مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ	হুদহুদ: পাখি বিশেষ	هُدْهُدُ
আদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই হুদকে (৭:৬৫)	وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا	হুদ আলাইহিস সালাম: ইয়ামানের আদ সম্প্রদায়ে নবী	هُوْدٌ
তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (৭১:২৩)	وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا	একটা দেবতা নাম	وَدٌّ
নিশ্চয়ই ইয়াজুজ ও মাজুজ জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে (১৮:৯৪)	نَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ	ইয়াজুজ সম্প্রদায়	يَأْجُوجُ
হে ইয়াছরিব-এর বাসিন্দারা! তোমাদের জন্য কোন স্থান নেই (৩৩:১৩)	يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ	মদীনার নাম	يَثْرِبُ
আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব (১৯:৪৯)	وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ	ইয়াকুব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম	يَعْقُوبُ
তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (৭১:২৩)	وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا	ইয়াউক: মূর্তির নাম	يَعُوقُ
তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে (৭১:২৩)	وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا	মূর্তির নাম	يَغُوثُ
নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ	ইয়াহূদী	يَهُودِيٌّ (ج)

www.banglakitab.weebly.com

ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান (৫:৬৯)	هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ		يَهُود، هُودٌ
ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (১২:৭)	لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ	ইউসুফ 'আলাইহিস সালাম	يُوسُفُ
আর ইউনুসও ছিলেন পয়গম্বরগণের অন্তর্ভুক্ত (৩৭:১৩৯)	وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ	ইউনুস 'আলাইহিস সালাম	يُونُسُ

৪৮। সর্বনাম ও অব্যয় সমূহ

নির্দেশক সর্বনাম		না বোধক অব্যয়	
(পুং) এটি	هَذَا	না	لَا
(পুং) ঐটি	ذَالِكَ	ব্যতীত	إِلَّا
(স্ত্রী) এটি	هَذِهِ	কখনই না ,সাবধান!	كَلَّا
(স্ত্রী) ঐটি	تِلْكَ	ভবিষ্যতে না অর্থে	لَنْ
সকল এই	هؤُلَاء	অতীতে না অর্থে	لَمْ
সকল ঐ	أُوْلَئِكَ	না	مَا
(পুং) যিনি	الَّذِي	নয়	لَيْسَ (لَيْسَتْ)
(স্ত্রী) যিনি	الَّتِي	হ্যাঁ ,প্রকৃতপক্ষে	بَلَى
(স্ত্রী) যারা	الَّذِينَ	ব্যতীত ,অন্য কিছু	غَيْرَ

		ব্যতীত	دُونَ
		ব্যতীত	إِلَّا
		হ্যাঁ	نَعَمْ

যুক্ত সর্বনাম		মুক্ত সর্বনাম	
(পুং) তার	...هُ	(পুং)সে	هُوَ
(পুং)তাদের	...هُمْ	(পুং)তাদের	هُمْ
(পুং)তোমার	...كَ	(পুং)তুমি	أَنْتَ
(পুং)তোমাদের	...كُمْ	(পুং)সবাই তোমরা	أَنْتُم
আমার	(نِي) ...يْ	(পুং)আমি	أَنَا
আমাদের	...نَا	আমরা	نَحْنُ
(স্ত্রী) তার	...هَا	(স্ত্রী)সে	هِيَ
(স্ত্রী) তাদের	...هُنَّ	(স্ত্রী)তারা	هُنَّ
(স্ত্রী) তোমার	...كِ	(স্ত্রী)তুমি	أَنْتِ
তাদের	...هَا	(স্ত্রী)তারা	هِيَ
তাদের	...هُمَا	দুইজন তারা	هُمَا
তোমার	...كُمَا	দুইজন তোমরা	أَنْتُمَا

www.banglakitab.weebly.com

স্থানবাচক শব্দ		প্রশ্নবোধক অব্যয়	
উপরে	فَوْق	কি? যেটি	مَا
নিচে	تَحْتَ	কে ?	مَنْ
হাতের মধ্যে	بَيْنَ أَيْدَي، بَيْنَ يَدَيْ	কখন?	مَتَى
পিছনে ,পরে	خَلْفَ	কোথায়?	أَيْنَ
সামনে	أَمَامَ	কেমন?	كَيْفَ
পিছনে	وَرَاءَ	কত ?	كَمْ
ডান ; শপথ	يَمِيْنَ (أَيْمَان)	কোনটি ?	أَيٌّ
বাম	شِمَالَ (شَمَائِل)	কোথা থেকে? কেন?	أَنَّى
মধ্যে	بَيْنَ	তাই কি ?	أَ، هَلْ
চতুর্দিক	حَوْلَ	কি?	مَاذَا
যেখানেই	حَيْثُ	কেন?	لِمَ، لِمَاذَا
যেখানেই	أَيْنَمَا	যদি না ;কেন নয়	لَوْ لَا

বিবিধ		সময় সূচক শব্দ	
ওয়ালা ,বিশিষ্ট	ذُو، ذَا، ذِي	পূর্বে	قَبْلَ
(স্ত্রী) ওয়ালা	ذَاتُ	পরে	بَعْدَ
অধিকারীগণ	أُوْلُواْ، أُوْلِي	সময় ,কাল ;	حِيْنَ
বংশধর	أَهْلٌ	যখন	إِذْ
পরিবার ,স্বজন	آلِ	যখন	إِذَا

www.banglakitab.weebly.com

تাই নয় কি ?	أَلَا	অতঃপর	ثُمَّ
কি চমৎকার !	نِعْمَ	সুতরাং ,অতঃপর	فَ
খুবই খারাপ	بِئْسَ	অধিকন্তু --,বরং ,কিন্তু	بَلْ
কত খারাপ !	بِئْسَمَا	নিকটে ,সাথে	عِنْدَ، لَدَى، لَدُنْ
একই রকম	مِثْلُ	এ ছাড়া কিছুই না	إِنْ ... إِلَّا
সাদৃশ্যপূর্ণ	مَثَل (أَمْثَال)	এ ছাড়া কিছুই না	مَا... إِلَّا
যার থেকে	مِمَّنْ (مِنْ+مَنْ)	যে......না	أَلَّا (أَنْ+لَا)

www.banglakitab.weebly.com

অব্যয় + مَا		অব্যয়	
যা দ্বারা	بِمَا	সাথে ,হতে ,দ্বারা	بِ
যে ব্যাপারে	عَمَّا	সম্পর্কে ,হতে	عَنْ
যে বিষয়ে	فِيمَا	মধ্যে	فِي
যেরূপ	كَمَا	যেমন ,মত	كَ
যে কারণে	لِمَا	জন্য	لِ، لَ
যা হতে	مِمَّا	হতে	مِنْ
সম্বন্ধে	أَمَّا	দিকে	إِلَى
হয়……না হয় …	إِمَّا	কসম	تَ
যে	أَنَّمَا	যতক্ষণ না	حَتَّى
মূলত	إِنَّمَا	উপরে	عَلَى
যেন	كَأَنَّمَا	সাথে	مَعَ
যখনই	كُلَّمَا	এবং , কসম	وَ

ক্রিয়ার উপসর্গ		কতিপয় অব্যয়	
ক্রিয়া সঙ্ঘঠিত হচ্ছে অর্থে	قَدْ (+فِعْلٌ)	নিশ্চয়ই ,প্রকৃতপক্ষে	إِنَّ
অবশ্যই হবে অর্থে	قَدْ (+مُضَارِعٌ)	যে	أَنَّ

كَأَنَّ	যেন	سَ (+فِعْلٌ)	নিকট ভবিষ্যতের জন্য
لَكِنَّ (لكِنْ)	কিন্তু ,যাহা হউক	سَوْفَ (+فِعْلٌ)	ভবিষ্যতের জন্য
لَعَلَّ	সম্ভবত ,হয়তো	لَ+فِعْلٌ+نَّ	নিশ্চিত হবে অর্থে
أَنْ	যে	لَقَدْ (+فِعْلٌ)	প্রকৃতপক্ষে
إِنْ	যদি	لَ	প্রকৃতপক্ষে ,নিশ্চয়
إِيَّا	কেবলমাত্র	لِ، لْ (أَمْرٌ)	অসমাপিকা অর্থে ক্রিয়া
عَسَى	হয়ত	اَمْ	(প্রশ্ন) অথবা
لَمَّا	যখন ,এখনও নয়	اَوْ	অথবা
لَوْ	যদি	بَعْضٌ	কিছু ,কতক
يَا، يَاأَيُّهَا	হে !	كُلُّ	প্রত্যেকে ;সমস্ত

৪৯। কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দ সমূহ

نَاكِبٌ	পথভ্রষ্ট	عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ	(২৩৭৪-)
نَقِيبٌ	দলপতি	وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا	(৫: ১২)
مِرْيَةٌ	সন্দেহ	أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ	(৪১: ৫৪)
مِرَّةٌ	শক্তি	ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ	(৫৩: ৬)
لَبَسَ	সন্দেহ	وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ	(৬: ৯)
لَبِثَ	অবস্থান করা	لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ	(৩৭: ১৪৪)

www.banglakitab.weebly.com

(১৭: ৯৭)	كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا	নিভে যাওয়া	خَبَا
(৯১: ১০)	وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا	ব্যার্থ হওয়া	خَابَ
(৭: ১৭৩)	إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ	অংশীস্থাপন করা	أَشْرَكَ
(৩৯: ৬৯)	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا	আলোকিত হওয়া	أَشْرَقَ
(৩৭: ৯৩)	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ	ঝাপিয়ে পরা	رَاغَ
(৫৩: ১৭)	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ	বক্র করা	زَاغَ
(৭৪: ৫)	وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ	দূরে থাকা	هَجَرَ
(৭: ১৬০)	اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا	পাথর	حَجَرٌ
(৯: ৪৬)	وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ	বিরত রাখা	ثَبَّطَ
(৪৭: ৭)	إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ	দৃঢ় করা	ثَبَّتَ
(১১: ৫৯)	وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ	অস্বীকার	جَحَدَ
(২৯: ৬)	وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ	সংগ্রাম করা	جَاهَدَ
(২৮: ৩২)	وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ	ভয়	رَهْبٌ
(৭২: ৬)	فَزَادُوهُمْ رَهَقًا	আত্ম অহংকার	رَهَقٌ
(৫৩: ৮)	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ	নামিয়ে দেওয়া	دَلَّى
(৩৭: ৭১)	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ	পথভ্রষ্ট হওয়া	ضَلَّ

www.banglakitab.weebly.com

(৫-৩৯)	فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ	ফিরে আসা	تَابَ
(৩-৪)	فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم	পছন্দ হওয়া	طَابَ
২৫-৪	وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ	সাহায্য করা	عَانَ
২০-১১	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ	অবনমিত	عَنَا
৩৬-৬৮	وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ	ফিরিয়ে দেওয়ায়	نَكَسَ
৪৮-১০	فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ	ভেঙ্গে ফেলা	نَكَثَ
৮-১৬	فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ	ফিরে আসা	بَاءَ
২৪-৩৭	رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ	বিক্রয় করা	بَاعَ
২৮-২২	عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ	হয়ত	عَسَى
৭৩-১৬	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ	অবাধ্যতা করা	عَصَى
৭-১৭১	وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ	উপরে ওঠানো	نَتَقَ
৫১-৩	وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ	বলা	نَطَقَ
২০-৩১	اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي	শক্তি	أَزْرٌ
৪১-৮	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ	পুরুস্কার	أَجْرٌ
১৮-৩০	إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا	কাজ	عَمَلٌ
১৫-৩	وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ	আশা	أَمَلٌ
৩৭-১৫	وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ	যাদু	سِحْرٌ

www.banglakitab.weebly.com

سَحْرٌ	শেষ রাত	إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ	৫৪-৩৪
حِجْرٌ	জ্ঞান	هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ	৮৯-৫
حَجَرٌ	পাথর	اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ	৭-১৬০
وَابِلٌ	প্রবল বৃষ্টি	أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ	২-২৬৫
وَبِيْلٌ	ভীষণ শাস্তি	فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا	৭৩-১৬
وَبَالٌ	অশুভ পরিণতি	فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ	৬৪-৫
رَهْبٌ	ভয়	وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ	২৮-৩২
رَهَقٌ	আত্ম অহংকার	فَزَادُوهُمْ رَهَقًا	৭২-৬
رَهْطٌ	পরিবারদল ,	وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ	১১-৯১
عَثَرَ	অবগত করা	فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا	(৫: ১০৭)
آثَرَ	প্রাধান্য দেওয়া	وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا	(৭৯: ৩৮)
مَّرِيد	বিদ্রোহী	وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ	(২২: ৩)
مَرِيْضٌ	অসুস্থ	وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ	(২৪: ৬১)
جَارِيَةٌ	প্রবাহমান	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ	(৮৮: ১২)
جَارِحَةٌ	শিকারী প্রাণী	وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ	(৫: 8)
عَاصِفٌ	তুফান	جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ	(১০-২২)
آسِفٌ	দুঃখিত	فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	(২০: ৮৬)
سَفَرٌ	সফর	وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ	(৫-৬)

www.banglakitab.weebly.com

سِفْرٌ	বই	بِأَيْدِي سَفَرَةٍ	(৮০-১৫)
كِسْوَةٌ	পোশাক	مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ	(৫-৮৯)
قَسْوَةٌ	কঠিনতা	فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً	(২: ৭৪)
وَجِلَ	ভয় পাওয়া	الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ	(২২-৩৫)
عَجِلَ	তাড়াতাড়ি করা	وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ	(২০: ৮৪)
رَكِبَ	চড়া	فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ	(১৮-৭১)
رَقَبَ	খেয়াল করা	وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي	(২০-৯৪)
رَحِمٌ	গর্ভ	وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ	(৩১: ৩৪)
رَحِيْمٌ	দয়ালু	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ	(১-১)
رَجِلٌ	পদাতিক	وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ	(১৭-৬৪)
رَجُلٌ	লোক	وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ	(৪০-২৮)
صَارَ	পোষ মানানো	فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ	(২-২৬০)
سَارَ	ভ্রমণ করা	فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ	(২৮-২৯)
حَبٌّ	বীজ	فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا	(৮০: ২৭)
حُبٌّ	ভালোবাসা	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ	(৩-১৪)
عَزَبَ	আড়ালে যাওয়া	لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ	(৩৪-৩)
عَذَبَ	শাস্তি	وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا	(৯: ২৬)
صَافِنَةٌ	নৌকা	إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ	(৩৮-৩১)
سَفِيْنَةٌ	নৌকা	يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا	(১৮: ৭৯)

www.banglakitab.weebly.com

(৭৪-২২)	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ	মুখ বাকানো	بَسَرَ
(৬৭-৪)	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ	দৃষ্টি দেওয়া	بَصَرَ
(৩: ১০৩)	وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ	কিনারা	شَفَا
(২৬-৮০)	وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ	সুস্থ করা	شَفَى
(৩-১১৭)	كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ	ঝড়	صِرٌّ
(৩৫: ২৯)	وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً	গোপন	سِرٌّ
(৫৩-১)	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ	অস্ত যাওয়া/ ধ্বংস হওয়া	هَوَى
(১৪-৩৭)	فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ	ভালোবাসা	حَوِيَ
(১৩-৫)	وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ	বিস্ময়কর	عَجَبٌ
(৯-২৬)	وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا	শাস্তি	عَذَبٌ
(৯৮-৮)	جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ	পুরস্কার	جَزَى
(২৪-৪৩)	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا	সঞ্চালন	زَجَا
(৫৮: ২২)	مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	বিরোধিতা	حَادَ
(৬২-৬)	قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ	ইয়াহুদি হওয়া	هَادَ
(১৭: ৮)	وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا	জেল খানা	حَصِيْرٌ
(৬৭-৪)	يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ	পরিশ্রান্ত	حَسِيْرٌ
(১৪-১৬)	مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ	পুঁজ	صَدِيْدٌ
(৩৩: ৭০)	وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا	যথাযথ	سَدِيْدٌ
(১৬: ৭৬)	لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ	বোঝা	كَلٌّ

(৩৮-১৪)	إن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ	সব	كُلٌّ
(১০৮-২)	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ	কুরবানী করা	نَحَرَ
(৫৪: ৫৪)	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ	প্রবাহ	نَهَرَ
(৪৬: ৮)	كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا	যথেষ্ট	كَفَى
(৫৭: ২৭)	ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا	অনুগামী করা	قَفَا
(৭২: ১২)	وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا	পলায়ন	هَرَبٌ
(২: ২৭৯)	فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ	যুদ্ধ	حَرْبٌ
(৫৪: ৩৪)	إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ	সকাল	سَحَرَ
(২২: ২০)	يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ	গলে যাওয়া	صَهَرَ
(২৪-৩১)	وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ	ওড়না	خُمُرٌ
(৪৭: ১৫)	لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ	মদ	خَمْرٌ
২৫-২২	وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا	বাধাপ্রাপ্ত	مَحْجُوْرٌ
২৫-৩০	اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا	পরিত্যাজ্য	مَهْجُوْرٌ
১৭-২০	وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا	নিষিদ্ধ	مَحْظُوْرٌ
১৭-৫৭	إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا	ভীতিপ্রদ	مَحْذُورٌ